শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতম্

সারঙ্গরঙ্গদা টীকা

ও

টীকার বঙ্গানুবাদ

শ্রীসুধাংশুকান্তি দাস

লীলাশুক শ্রীল বিল্বমঙ্গলগোস্বামি বিরচিত

শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতম্

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি কৃত

সারঙ্গরঙ্গদা টীকা

এবং

শ্রীভক্তিশাস্ত্রী কৃত বঙ্গানুবাদ

ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিবিলাস, ভক্তিভারতী,

সিদ্ধান্তশাস্ত্রী, এম, এ, পি, এইচ, ডি,

প্রভৃতি উপনামবিশিষ্ট

শ্রীসুধাংশুকান্তি দাস

কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

শ্রী বৃন্দাবন, ৮৮নং সেবাকুঞ্জ লেনস্থ

ভক্তিভবন হইতে—

শ্রীসতীশচন্দ্র ভক্তিতত্ত্ববাচস্পতি কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—

(১) সাউরী প্রপন্নাশ্রম
পোঃ সাউরী
জেলা—মেদিনীপুর। (পঃ বঙ্গ)

(২) ভক্তিভবন
৮৮নং সেবাকুঞ্জ লেন।
পোঃ বৃন্দাবন
জেলা—মথুরা (ইউ, পি,)

(৩) আনন্দভবন আর্ট প্রেস
কোতবাজার
জেলা ও পোঃ মেদিনীপুর। (পঃ বঙ্গ)

(৪) সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮, বিধান সরণি
কলিকাতা-৬

(৫) মহেশ লাইব্রেরী
২।১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট।
কলিকাতা-১২

(সর্ব্বসত্ত্ব সংরক্ষিত)

প্রথম সংস্করণ ১০০০

মুদ্রক—
শ্রীশ্যামলাল হাকীম
শ্রীহরিনাম প্রেস,
শ্রীবৃন্দাবন।

আনুকুল্য ছ

প্রকাশকের নিবেদন

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর অপার করুণায় শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের নবীন সংস্করণটি প্রকাশিত হইল। এই গ্রন্থের বহুল প্রচলিত থাকিলেও বর্ত্তমান সংস্করণের বৈশিষ্ট্য হইতেছে—সর্বজন-অতিরহস্যপূর্ণ 'সারঙ্গরঙ্গদা' টীকার সহজ সুখবোধ্য সংযোজন।

অতুলনীয় গ্রন্থের কোন ভূমিকার প্রয়োজন নাই। মহাপ্রভু অন্তরঙ্গ পার্ষদদের সহিত নিভৃতে বসিয়া এই আস্বাদন করিতেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখিত আছে—

চণ্ডিদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটকগীতি,
কর্ণামৃত, শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ-রামানন্দ সনে, মহাপ্রভু রাত্রিদিনে।
গায়, শুনে পরম আনন্দ ॥ (২।২।৭৭)

মহাপ্রভু পরমাদরে এই গ্রন্থ দাক্ষিণাত্য হইতে আনয়ন করিয়াছিলেন।

কর্ণামৃত শুনি প্রভুর আনন্দ হৈল।
আগ্রহ করিয়া পুঁথি লেখাঞা লৈল ॥
কর্ণামৃত-সম বস্তু নাহি ত্রিভুবনে।
যাহা হৈতে হয়, কৃষ্ণে শুদ্ধ প্রেমজ্ঞানে ॥
সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-কৃষ্ণলীলার অবধি।
সেই জানে, যে 'কর্ণামৃত' পড়ে নিরবধি ॥ (২।৯।৩০৬)

এই শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত সংস্কৃত সাহিত্যভাণ্ডারে এক অলৌকিক উজ্জ্বল মাধুর্য্যরসে এই কাব্য নির্ম্মিত। ইহা কেবল পাঠের

সামগ্রী নহে—আস্বাদনের মহাসামগ্রী; কিন্তু গুরূপদেশ ভিন্ন এই গ্রন্থের প্রকৃত মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম হয় না। সাধারণ সাহিত্য-রসিক পাঠকগণের হৃদয়ে ইহার পদ-লালিত্যে এবং কচিৎ কচিৎ উচ্চতম ভাবের যৎকিঞ্চিৎ স্ফুরণেই তাঁহারা চরিতার্থ হইয়া শতমুখে এই কাব্যের প্রশংসা করেন; কিন্তু ইহার অপ্রাকৃত রস অতি গভীর ভাবের অন্তরালে অবস্থিত, উহা সাধারণ পাঠকদের দুর্লক্ষ্য।

এই গ্রন্থের শ্রীল কবিরাজগোস্বামি কৃত সারঙ্গরঙ্গদা টীকাটি সর্ব ভারতে প্রচারিত আছে। এই টীকা ভক্তগণের পক্ষে সঞ্জীবনী সুধা। বাস্তবিক পক্ষে শ্রীল কবিরাজগোস্বামিপাদের ব্যাখ্যাই এই গ্রন্থ আস্বাদনের প্রধানতম উপায়—ইহা বিশেষজ্ঞ-গণের অভিমত। ব্রজের ভাব ও রস আস্বাদনের বস্তু—ভাষার সীমায় ইহাকে টানিয়া আনা দুরূহ কাজ; কিন্তু টীকাকার শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপালোকে এই দুরূহ কাজে যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন—তাহা এই টীকার পাঠকমাত্রেই স্বীকার করিবেন। সপ্তদশ শতাব্দির বিখ্যাত কবি শ্রীযদুনন্দনঠাকুর লিখিয়াছেন—

কৃষ্ণকর্ণামৃত টীকা আর।
তিন অমৃতে ত্রিভুবন, ভাসাইলা সর্বজন,
আঁখি পাইল জন্ম-অন্ধ যার॥

এই টীকায় সার্বভৌম সাধন ও সাধ্যের রহস্যপূর্ণ বিশ্লেষণ এবং রসাস্বাদনের প্রণালী নিপুনতার সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে; কিন্তু সংস্কৃত ভাষানভিজ্ঞ পাঠকদের উহা বুঝিবার পক্ষে অসুবিধা ছিল। সম্প্রতি উহার বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হওয়ায় টীকার

সারস্য ও অর্থ বুঝিবার পক্ষে তাঁহাদের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। গ্রন্থের মূল শ্লোক ও টীকার অনুবাদের ভাষা যেরূপ সুসংযত ও সুমার্জিত, সেইরূপ গাম্ভীর্য্য-মর্য্যাদার গৌরবে সমলঙ্কৃত; উহা কোথাও শব্দবিন্যাসের গুরুভারে দুর্বোধ্য হয় নাই। আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, সর্বত্র টীকার ভাব, মাধুর্য্য ও তাৎপর্য্য সুরক্ষিত হইয়াছে। অতএব এই গ্রন্থপাঠে পাঠকগণ পরম উপকৃত হইবেন।

এই গ্রন্থ প্রকাশনে যাঁহারা সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে ডাঃ অমর সেন, (এম, এস,) পণ্ডিত শ্রীশ্যামানন্দ গোস্বামী, শ্রীমান্ প্রফুল্লকুমার দাস প্রেসের প্রুপ্ গুলি দেখিয়া দেওয়াতে বিশেষভাবে উপকৃত হইয়াছি। বর্ত্তমান সংস্করণে বিভিন্ন পুঁথির সহিত পাঠ মিলাইয়া টীকার পাঠ নির্দ্ধারণ করিবার প্রযত্ন হইয়াছে। দুঃখের বিষয় মুদ্রাযন্ত্রের বিভ্রাটে স্থানে স্থানে 'আকার', একার' ও কোন কোন হরপের পূর্ণ-অবয়ব উঠে নাই। ইহা ভিন্ন আরও ছোট ছোট কয়েকটি অশুদ্ধি আছে। উহা সহজগম্য বলিয়া পৃথক শুদ্ধিপত্র সংযোজিত হইল না।

এক্ষণে কৃপাময় পাঠকগণ আমাদের সকল প্রকার ভ্রম, প্রমাদ, ত্রুটি, বিচ্যুতি এবং অসম্পূর্ণাদি দোষ নিজগুণে ক্ষমা করিয়া গ্রন্থের গুরুগম্ভীর তাৎপর্য্য অবধারণ করুন।

১৩৭৭ বঙ্গাব্দ। বিনীত—প্রকাশক

সম্পাদকীয় নিবেদন

শ্রীবিল্বমঙ্গল ঠাকুরের রচিত শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের শ্লোকগুলি শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় হওয়ায় তাঁহার কর্ণে অমৃতস্বরূপ হইয়া কৃষ্ণকর্ণামৃত নামে অভিহিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের সঠিক শ্লোক সংখ্যা নির্ণয় করা দুরূহ ব্যাপার। কারণ ভারতের বিভিন্ন পাঠাগারে যে সকল পুঁথি ও মুদ্রিত গ্রন্থ আছে, তাহাতে দেখা যায় যে, এই গ্রন্থ তিন ভাগে বিভক্ত তাহার মধ্যে প্রথমভাগে ১১২ শ্লোক, দ্বিতীয় ভাগে ১১১ শ্লোক ও তৃতীয়ভাগে ১০৮ শ্লোক আছে। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু দক্ষিণভারত হইতে যে কৃষ্ণকর্ণামৃত আনয়ন করিয়াছিলেন, উহা প্রথমভাগ, সুতরাং গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ঐ প্রথমভাগেরই ১১২ শ্লোকে সম্পূর্ণ শ্রীকৃষ্ণ-কর্ণামৃতের টীকা প্রণয়ণ করিয়াছেন। এসম্বন্ধে অধ্যাপক ডঃ এস, কে, দে বলেন যে, কৃষ্ণকর্ণামৃত মাত্র প্রথম আশ্বাসে বা লহরীতেই লিখিত হইয়াছিল এবং পরবর্ত্তীকালে বিল্বমঙ্গলের নামে প্রচলিত কতকগুলি শ্লোক এবং অন্য কবির লিখিত কিছু শ্লোক একত্র করিয়া দ্বিতীয় ও তৃতীয় আশ্বাস সংযোজিত হইয়াছে। (শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের ভূমিকা পৃঃ ১৯) এ সম্বন্ধে বহু মহাজন গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, সুতরাং এ বিষয়ে নীরব রহিলাম। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী এ সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন—স্বয়ং 'সারঙ্গরঙ্গদা' নামক টীকা রচনা করিয়া যাহার মাধুর্য্য আস্বাদনপূর্ব্বক ফেলালব বিতরণ করিয়াছেন—তৎসম্বন্ধে আমাদের আর বলিবার কি আছে? আমরা তাঁহারই অধরামৃত আস্বাদন করিয়া কৃতার্থ হইতেছি।

অবতরণিকা

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ

যদ্ভাবভাবিতধিয়ঃ প্রণয়োত্থবাচাং মুদ্রাপি দুর্গমতমা মুনিপুঙ্গবানাম্। রাসোৎসুকং মদনমোহনমচ্যুতং তং রাধাসমেধিতরসোল্লসিতং নতোঽস্মি ॥ ১

কৃপাসুধাসরিদ্যস্য বিশ্বমাপ্লাবয়ন্ত্যপি। নীচগৈব সদা ভাতি তং শ্রীচৈতন্যমাশ্রয়ে ॥ ২

রমন্তী কৃষ্ণমাধুর্য্যকেলিসৌন্দর্য্যসম্পদম্। কৈশ্চিন্ন ভাবজ্ঞা সম্যগ্ জ্ঞেয়া লীলাশুকস্য গীঃ ॥ মন্দোঽপি কশ্চিচ্ছ্রীরূপপাদাম্ভোজমধুদ্রুমঃ। কৃষ্ণকর্ণামৃতব্যাখ্যাং বিবৃণোতি যথামতি ॥ ৩

স্পষ্টে বাহ্যদশোক্ত্যর্থে নির্ব্বন্ধং পরিমুঞ্চতা। নিগূঢ়োঽন্তর্দশোক্ত্যর্থো ব্যাখ্যেয়ঃ সাগ্রহং ময়া ॥ ৪

মদাস্যমরুসঞ্চারিণ্যাং গাং গোকুলোন্মুখীম্। সন্তঃ পুষ্ণন্তু মাং স্নিগ্ধাঃ কর্ণকাসারসন্নিধৌ ॥ ৫

সদ্ভক্তভাবগন্ধর্ব্বগান্ধর্ব্বরসলম্পটৈঃ। সারঙ্গৈঃ শোধ্যতামেষা টীকা সারঙ্গরঙ্গদা ॥ ৬

অথ দাক্ষিণাত্যঃ কৃষ্ণবেণ্বাপশ্চিমতীরনিবাসী পণ্ডিতঃ কবীন্দ্রঃ শ্রীবিল্বমঙ্গলনামা কশ্চিদ্ব্রহ্মণঃ কিলাসীৎ। স চ পূর্ব্বদুর্ব্বাসনাপ্রেরিতস্তৎপূর্ব্বতীরবাসিন্যাং সঙ্গীতবিদ্যাধিকৃতকিন্নরীনিকরায়াং কস্যাঞ্চিচ্চিন্তামণিনাম্ন্যাং বেশ্যায়ামতীবাসক্তো বভূব। স চ কদাচিৎ প্রাবৃট্তমিস্রায়াং জীমূতমন্দ্রগর্জ্জিতজাতহৃচ্ছয়োঽন্ধ ইবাগণিতগমনপ্রত্যূহচয়ঃ স্বগৃহান্নির্গত্য তাং নদীং হস্তাভ্যাং শবালম্বনেনোত্তীর্য্য কীলিতকবাটং তদ্বাসদ্বারমাসসাদ। তত্রাপি তত্রতৈরশ্রুতফুৎকারশত ইতস্ততো ভ্রমন্ ভিত্তিগর্ত্তেঽর্দ্ধপ্রবিষ্টকৃষ্ণভুজঙ্গপুচ্ছমালম্ব্য ভিত্তিমুল্লঙ্ঘ্য প্রণালিকামধ্যে নিপতন্ মূর্চ্ছিতো বভূব। ততঃ সা সখীভিঃ সহ বিদ্যুদ্রোচিষা তং দৃষ্ট্বা হা

কষ্টমিতি বদন্তী তমানীয়োপচারৈঃ সুস্থং চক্রে। ততস্তেন কথিতং তদাগমনবৃত্তান্তং শ্রুত্বা জাতবেপথুঃ সা সনির্ব্বেদং তমাহ—"অহো! সকলশাস্ত্রবিশারদমপি ভবন্তং মূঢ়ং বিনা কোঽন্যঃ পরিণতিবিরসরসলেশার্থমাত্মানং ঘাতয়েৎ; হা ধিক্ ধিগস্তু মাং, যাহং পাপীয়সী কপটভাবৈঃ পুরুষান্ প্রতার্য্য তেষাং মনোধনানি চাহরম্; অহো! এতাদৃশ্যাসক্তির্যদি ভগবতি শ্রীকৃষ্ণে জায়তে তদা কিং ন স্যাৎ, শ্বঃ সর্ব্বং পরিত্যজ্য শ্রীকৃষ্ণভজনমেব ময়া কার্য্যম্। ইতি নিশ্চিত্য তাং রাত্রিং তং শুশ্রূষমাণা, সখীভিঃ সহ,শ্রীকৃষ্ণস্য শ্রীরাধয়া সহ রাসকুঞ্জাদিলীলাময়গীতান্যগাসীৎ। স চাপি তদ্বাক্যমাকর্ণ্য জাতনির্ব্বেদঃ স্বং ভর্ৎসয়ন্ ময়াপি শ্বঃ সর্ব্বং ত্যক্ত্বা ভগবদ্ভজনমেব কার্য্যমিতি চিন্তয়ন্নুন্নিদ্র এব তদ্গীতশ্রবণমাত্রেণ প্রোদ্বুদ্ধপূর্ব্বসিদ্ধপ্রেমাঙ্কুরস্তং শ্রীরাধাকান্তমেব প্রাণকোটিদয়িতং দয়িতং মন্যমানঃ প্রাতস্তাং নমস্কৃত্য তেনৈব পথা তন্নদীতীরস্থং সোমগিরিনামানং বৈষ্ণবোত্তমমাসাদ্য নিবেদিতস্ববৃত্তান্তস্তস্মাৎ শ্রীমদ্গোপালমন্ত্ররাজমগ্রহীৎ। গৃহীতমন্ত্র এব প্রোদ্বুদ্ধানুরাগঃ কম্পাশ্রুপুলকাদিব্যাকুলঃ শ্রীবৃন্দাবনগমনোৎকণ্ঠিতোঽপি গুরুসেবার্থং কতিচিদ্দিনানি তত্রৈবাবাৎসীৎ। তত্রাপি শ্রীকৃষ্ণলীলাদিবর্ণনময়গ্রন্থাংশ্চকার। তদ্দৃষ্ট্বা সোমগিরিগুরুণা লীলাশুক ইতি প্রখ্যাপিতোঽভূৎ। অত্র স্বীয়ৈরুপদ্রুতস্তত এব সন্ন্যাসং চক্রে। ততঃ পরোৎকণ্ঠয়া শ্রীগুরুং বিজ্ঞাপ্য শ্রীবৃন্দাবনায় প্রতস্থে। গচ্ছংশ্চ পথি পথি প্রথমং তৎস্ফূর্ত্তিসমুচ্ছলিতপ্রেমপ্রবাহজোৎকণ্ঠাকল্লোলপতিতঃ শূন্যমিবাত্মানং মত্বা তত্তল্লীলাবিশিষ্টস্য তস্য স্ফূর্ত্তিং প্রার্থয়ন্, ততো মথুরামণ্ডলগতো লীলাবিশেষস্ফূর্ত্ত্যুচ্ছলিতানুরাগসিন্ধূদ্গত-লালসাবর্ত্তগ্রসিতস্তদ্দর্শনং প্রার্থয়ন্, ততো মথুরাগতস্তৎস্ফূর্ত্তৌ সাক্ষাৎকারং মন্বানস্ততো বৃন্দাবনাগতস্তং সাক্ষাদ্দৃষ্ট্বা বাঙ্মনসাগোচরত্বেন তং বর্ণয়ংশ্চ যদ্যৎ প্রললাপ তত্তৎ

সর্ব্বং তৎসঙ্গিভির্বৈষ্ণবৈস্তদা তদৈব লিখিত্বা স্থাপিতমাসীৎ। ততো বৃন্দাবনে কতিচিদ্দিনান্যবাৎসীৎ। পশ্চাৎ শ্রীকৃষ্ণেন স্বলীলাং প্রবেশিতঃ। ইতি হি গুরুপরম্পরাগতা সার্ব্বলৌকিকী প্রসিদ্ধিরিতি॥

১। শ্রীরাধাসহিত শ্রীমদনমোহনের ভাবে বিভাবিত ভক্তগণের প্রণয়োত্থ বাক্যসমূহের মুদ্রাও (পরিপাটীও) মুনিশ্রেষ্ঠগণের দুর্গমতম, সেই পরিপূর্ণ-সর্বার্থ শ্রীরাধা-রসোল্লাসিত রাসোৎসুক শ্রীমদনমোহনকে নমস্কার করি।

২। যাঁহার কৃপারূপ সুধার নদী বিশ্বকে সর্ব্বদা সম্যক্ প্লাবিত করিয়াও নীচগামিনী হইয়া প্রকাশিত হইতেছে, সেই শ্রীচৈতন্যপ্রভুকে আশ্রয় করি।

৩। শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য-কেলি-সৌন্দর্য্য-সম্পদ-বিলসিত ভাবপূর্ণ শ্রীলীলাশুকের বাণী কাহারও পক্ষে সম্যক্ বোধগম্য নহে; যদ্যপি আমি মন্দমতি, তথাপি শ্রীল রূপগোস্বামিপাদের পদকমলের মধুপানে মত্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের ব্যাখ্যা যথাশক্তি বিবৃত করিতেছি।

৪। (ভাবমগ্ন শ্রীলীলাশুকের) বাহ্যদশার স্পষ্ট উক্তিগুলির অর্থ বিস্তারে আগ্রহ ত্যাগ করিয়া আমি অন্তর্দ্দশার নিগূঢ় উক্তিসমূহের অর্থ সাদরে ব্যাখ্যা করিব।

৫। সরোবর যেমন মরুভূমি-বিচরণ-ক্ষীন্না গাভীসকলকে আশ্রয় দান করে, সেইরূপ আমার মুখরূপ মরুভূমি সঞ্চারী গোকুলোন্মুখী বাণীকে সুধীগণ কর্ণরূপ সরোবরে স্থানদান করুন।

৬। শ্রীগান্ধর্ব্বা-শ্রীগিরিধারী-রসলম্পট রসিক ভক্তগণ এই 'সারঙ্গরঙ্গদা টীকা শোধন করুন।

শ্রীবিল্বমঙ্গল দক্ষিণভারতের কৃষ্ণবেণ্বা নদীর পশ্চিম তটে বাস করিতেন। তিনি পণ্ডিত, কবীন্দ্র ও ব্রাহ্মণবংশ্য ছিলেন। জন্মান্তরীণ দুর্ব্বাসনাবশতঃ ঐ নদীর পূর্ব্বতীরবাসিনী কিন্নরীসদৃশা সঙ্গীতবিদ্যায় নিপুণা যুবতি বেশ্যা চিন্তামণির প্রতি অতিশয় আসক্ত ছিলেন। একদা বর্ষাকালে অন্ধকার গভীর নিশীথে কামে অন্ধ হইয়া বিল্বমঙ্গল প্রবল বৃষ্টি ও মেঘের গম্ভীর গর্জ্জনাদি প্রচুরতর বাধাবিঘ্ন উপেক্ষা করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া নদীতটে উপস্থিত হইলেন এবং শবদেহ অবলম্বনে ভীষণ তরঙ্গমালা বিক্ষুব্ধ খরস্রোতা নদী পার হইয়া চিন্তামণির গৃহদ্বারে আসিয়া দেখিলেন গৃহের দ্বার রুদ্ধ; গৃহে প্রবেশের জন্য বহুবি চেষ্টা করিলেন, উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়াও কোন উত্তর পাইলেন না। গৃহের চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতে করিতে প্রাচীরের ভিত্তিগর্ত্তে অর্দ্ধপ্রবিষ্ট একটি বিষধর কৃষ্ণসর্পের পুচ্ছকে রজ্জুজ্ঞানে অবলম্বন করিয়া প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিলে সশব্দে প্রাঙ্গণের প্রণালীমধ্যে নিপতিত হইয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। পতন শব্দে চিন্তামণি সখীগণের সহিত আসিয়া বিদ্যুতালোকে প্রণালীমধ্যে পতিত বিল্বমঙ্গলকে দেখিয়া 'হা কষ্ট!' এই বলিয়া তাঁহাকে সযত্নে গৃহের মধ্যে আনয়ন করিয়া বহু শুশ্রূষায় সুস্থ করিলেন। পরে তাঁহার মুখে আগমনের বৃত্তান্ত শুনিয়া চিন্তামণি কম্পিতকলেবরে নির্ব্বেদের সহিত তাঁহাকে বলিলেন, "অহো ব্রাহ্মণ! সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ

হইয়াও তুমি নিতান্ত মূঢ়; তুমি ভিন্ন আর কোন্ ব্যক্তি পরিণামে দুঃখদায়ক বিরস রসলেশের লালসায় নিজেকে বধ করে? হায়, হায়, আমাকেও ধিক্! আমি মহাপাপীয়সী, কপটতায় বঞ্চনা করিয়া পুরুষসকলের ধন মন হরণ করিয়াছি। অহো! আমার প্রতি যেমন তোমার আসক্তি, এতাদৃশী আসক্তি যদি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে জন্মিত, তাহা হইলে কি না হইত? আগামী কল্যই আমি সর্ব্বত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণভজনই করিব।" এই নিশ্চয় করিয়া চিন্তামণি সখীগণের সহিত বিল্বমঙ্গলের শুশ্রূষা করিতে করিতে শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের রাস ও কুঞ্জলীলাদি গীতসকল গান করিয়া রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। চিন্তামণির মুখে গীরাসলীলাবিষয়ক গান শুনিয়া শ্রীবিল্বমঙ্গলও নির্ব্বিন্ন হইলেন এবং নিজেকে নিজে ধিক্কার ও ভর্ৎসনা করিতে করিতে স্থির করিলেন যে, "আমি কল্যপ্রাতে সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ভজনই করিব।" এই চিন্তায় বিনিদ্র রজনী যাপন করিলেন। চিন্তামণির মুখে গীত শ্রবণে তাঁহার পূর্ব্বসিদ্ধ প্রেমাঙ্কুর উদ্বুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে শ্রীরাধাকান্তচরণভজনেই একান্ত আকর্ষণ করিল—নিজের কোটি কোটি প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তম বলিয়া অনুভব হইল। প্রাতঃকালে বিল্বমঙ্গল চিন্তামণিকে নমস্কার করিয়া যে পথে আসিয়াছিলেন সেই পথেই নদীতীরস্থ শ্রীসোমগিরি নামক উত্তম বৈষ্ণবের আশ্রমে যাইয়া নিজবৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন এবং তাঁহার নিকট শ্রীগোপালমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন অর্থাৎ শ্রীমন্মদনগোপালদেবের মন্ত্ররাজ প্রাপ্ত হইলেন।

দীক্ষামন্ত্র লাভের সঙ্গে সঙ্গে অনুরাগের উদয়হেতু তাঁহার দেহে অশ্রু-কম্পাদি সাত্বিক ভাবসমূহ বিকশিত হইল। তিনি শ্রীবৃন্দাবনগমনে উৎকণ্ঠিত হইলেও শ্রীগুরুসেবার জন্য কিছুদিন সেইখানেই বাস করিয়া শ্রীকৃষ্ণলীলাদি বর্ণনাত্মক কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য ও শ্রীকৃষ্ণে অনুরাগ দেখিয়া শ্রীগুরুদেব তাঁহাকে 'লীলাশুক' আখ্যা দান করেন। পরে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া কুটুম্বগণের উপদ্রব নিবারণ করেন। অতঃপর পরম উৎকণ্ঠাবশতঃ শ্রীগুরুর আজ্ঞা লইয়া তিনি মত্তপ্রায় হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করিলেন। পথে চলিতে চলিতে প্রথমে শ্রীকৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি হইল—শ্রীকৃষ্ণের স্ফূর্ত্তিসমুচ্ছসিত প্রেমপ্রবাহ-জনিত উৎকণ্ঠাতরঙ্গে নিপতিত হইয়া তিনি নিজেকে শূণ্যবোধ করিতে লাগিলেন। সেই অবস্থায় তিনি লীলাবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের স্ফূর্ত্তি প্রার্থনা করিলেন। পরে শ্রীমথুরায় আসিয়া লীলা-বিশেষের সহিত স্ফূর্ত্তিতে শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন করিলেন। তাহাতে তিনি একেবারে উন্মত্তবৎ হইলেন। পরে তল্লীলাবিশেষ স্ফূর্ত্তিজাত উচ্ছসিত অনুরাগসিন্ধুর লালসা-আবর্ত্তে চিত্ত গ্রসিত হইলে প্রেমোন্মাদে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন প্রার্থনা এবং স্ফূর্ত্তিতে শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ দর্শন করিলাম মনে করিয়া শ্রীমথুরা হইতে শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া বাক্যমনের অগোচর শ্রীকৃষ্ণের রূপ-মাধুর্য্যাদি বর্ণন করিতে যাইয়া যাহা যাহা প্রলাপ বলিয়াছিলেন, তাহাই সঙ্গীয় বৈষ্ণবগণ কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়া 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত' গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হইয়া অদ্যাবধি জগতে

বিদ্যমান আছে। শ্রীলীলাশুক কিছুদিন শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের মাধুর্য্য আস্বাদন করেন। পরে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে আপন লীলায় প্রবেশ করাইলেন।

এই ঐতিহ্য শ্রীগুরু পরম্পরাগত, ইহা সর্বজন-প্রসিদ্ধ।

—**—

শ্লোকসূচী

শ্লোকের প্রথমাংশ	পৃষ্ঠা সংখ্যা
অখণ্ড নির্ব্বাণরস	২৭৩
অখিলভুবনৈক	২৫২
অগ্রে সমগ্রয়তি	১৯৯
অধীরবিম্বাধর	১৩২
অধীরমালোকিত	৯৭
অনুগ্রহ দ্বিগুণ	৩০৫
অপাঙ্গরেখাভি	৫১
অব্যাজমঞ্জুল	৬৩
অমূন্যধন্যানি	১৪৯
অশ্রান্তস্মিতমরুণা	১৫৭
অস্তি স্বস্তরুণী	১০
অস্তোকস্মিতভর	১০৭
অহিমকরকরনিকর	১৭৭
আচিন্বানমহন্যহনি	২৪৫
আর্দ্রাবলোকিত	২১০
আনম্রামসিতভ্রুবো	১৮৪
আন্দোলিতাগ্রভুজ	২১৬
আভ্যাং বিলোচনাভ্যাম্	১৫৫
আমূগ্ধমর্দ্ধনয়াম্বুজ	৭২
আলোললোচন	১৩৯
ঈশানদেবচরণা	২৯৯
এতন্নাম বিভূষণং	১৯৬
কদা নু কস্যাং	২০৪
কদা বা কালিন্দীকুবলয়	৯৪
কমনীয়কিশোর	৪৩
করকমলদলকলিত	১৮০
করৌ শরদিজাম্বুজ	২৪৩
কলক্বণিত কঙ্কণং	৭৪
কান্তাকুচগ্রহণ	২৫৪
কামং সন্তু সহস্রশঃ	২৭৪
কারুণ্যকর্ব্বুরকটাক্ষ	৯৩
কিমিদমধরবীথী	২২১

শ্লোকের প্রথমাংশ	পৃষ্ঠা সংখ্যা
কিমিহ কৃণুমঃ	১৫১
কুসুমশর-শর-সমর	১৮২
কেয়ং কান্তিঃ	২৬৩
গলদ্‌ব্রীড়ালোলা	২৭৬
চাতুর্য্যৈকনিদানসীম	২২
চাপল্যসীম	২২৪
চিকুরং বহলং	২০১
চিত্রং তদেতচ্চরণারবিন্দং	২৫০
চিন্তামণির্জয়তি	১
জয় জয় জয়	২৯৫
তৎকৈশোরংতচ্চ	১৮৫
তত্ত্বন্মুখং	২৬৮
তদিদমুপনতং	২২৩
তদুচ্ছ্বসিতযৌবনং	২৪৯
তদেতদাতাম্র	২৪২
তরুণারুণ-করুণাময়	৬৯
ত্বচ্ছৈশবং ত্রিভুবনা	১১৯
ত্রিভুবনসরসাভ্যাং	২৩৭
তুভ্যং নির্ভরহর্ষ	২৯৭
তেজসেঽস্তু নমো	২২৭

শ্লোকের প্রথমাংশ	পৃষ্ঠা সংখ্যা
দূরাদ্বিলোকয়তি	২৩৫
দেবস্ত্রীলোকী	২৮৬
ধন্যানাং-সরসানুলাপ	৩০২
ধেনুপালদয়িতা	২৩০
নাদ্যাপি পশ্যতি	২৬০
নিখিল ভুবনলক্ষ্মী	৫৬
নিবদ্ধমূর্দ্ধাঞ্জলিরেষ	১১৪
পর্য্যাচিতামৃতরসানি	১২৩
পরামৃশ্যং দূরে পথি	১৬৯
পরিপালয় নঃ	২০৩
পল্লবারুণপাণি	৪৮
পশুপাল-বাল	২১৮
পাদৌ বাদবিনির্জিতা	১৯৪
পিচ্ছাবতংস	১১৭
পুনঃ প্রসন্নেন্দু	১১৮
পৃষ্ঠানমেতৎ	২৪০
প্রণয়পরিণতাভ্যাং	৫৯
প্রেমদঞ্চ মে	২৮৮
বক্ষঃস্থলে চ বিপুলং	২০৯
বদনেন্দুবিনির্জিতঃ	২৬৫

শ্লোকের প্রথমাংশ	পৃষ্ঠা সংখ্যা
বহলচিকুরভারং	১৬১
বহুলজলদচ্ছায়াচৌরং	১৬৩
বর্হোত্তংসবিলাস	৩২
বালেন মুগ্ধচপলেন	১৩০
বালোঽয়মালোল	২১৪
বিচিত্র পত্রাঙ্কুর	৮১
বিশ্বোপল্লবশমনৈক	১৮৯
ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা	১৯৩
ভুবনং ভবনং	২৮২
মদশিখণ্ডিশিখণ্ড	৮
মধুরমধরবিম্বে	২০৬
মধুরতরস্মিতামৃত	৩৮
মধুরং মধুনং	২৫৭
মণিনূপুরবাচালং	৬৬
মম চেতসি স্ফুরতু	৬৭
ময়িপ্রসাদং মধুরৈঃ	১১১
মাধুর্য্যবারিধি	৬২
মাধুর্য্যাদপি মধুরং	২০৭
মাধুর্য্যেণ বিবর্দ্ধন্তাং	২৯০
মাধুর্য্যেণ দ্বিগুণশিশিরং	২২৬
মারঃ স্বয়ং নু	২১২
মুকুলায়মানন	৪১
মৃদুক্বণন্নূপুর	২৩২
মৌলিশ্চন্দ্রকভূষণো	১৯২
যানি ত্বচ্চরিতামৃতানি	২৯২
যাবন্ন মে নবদশা	১৩৫
যাবন্ন মে নিখিল	১৩৬
লগ্নং মুহুর্মনসি	১৭৫
লীলাননাম্বুজমধীর	১৭৩
লীলায়িতাভ্যাং	১৫৯
শিশিরীকুরুতে কদা	৯১
শুশ্রূষসে শৃণু	২৭২
শৃঙ্গাররসসর্ব্বস্বং	২৫৮
সর্ব্বজ্ঞত্বে চ মৌগ্ধে	২৩৯
সার্দ্ধং সমৃদ্ধৈরমৃতা	৮৬
সোঽহং বিলাস মুরলী	২৩৪
সোঽয়ং মুনীন্দ্রজন	২৩৮
স্তোকস্তোকনিরুধ্য	৭৭
হে দেব হে দয়িত	১৪১
হৃদয়ে মম হৃদ্য	৫৩

শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতম্

শ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ

চিন্তামণির্জয়তি সোমগিরির্গুরুর্মে
শিক্ষাগুরুশ্চ ভগবান্ শিখিপিচ্ছমৌলিঃ।
যৎপাদকল্পতরুপল্লবশেখরেষু
লীলাস্বয়ম্বররসং লভতে জয়শ্রীঃ ॥ ১

সারঙ্গরঙ্গদা টীকা—

অথ প্রেমোন্মত্তঃ স্বালয়াৎ লালসয়া শ্রীবৃন্দাবনায় প্রস্থানং কুর্ব্বন্নেব শ্রীলীলাশুক স্বগুরোঃ স্বগুরুত্বেনৈব স্বেষ্টদৈবতস্য চ সঙ্কীর্ত্তনরূপং মঙ্গলমাচরতি। ইদং মঙ্গলাচরণমন্যেষাং গ্রন্থকারাণামিব ঈপ্সিতপূর্ত্তিবিঘ্ননিরসনপ্রয়োজনং ন ভবতি। প্রেমোন্মাদপ্রলাপেঽস্মিন্ গ্রন্থকরণপ্রস্তাবা-

---

শ্লোকের অনুবাদ—

১। আমার গুরু চিন্তামণি সোমগিরির জয় হউক, শিক্ষাগুরু ভগবান্ শিখিপুচ্ছমৌলির জয় হউক। যাঁর পদযুগলরূপ কল্পতরুর পল্লবতুল্য অঙ্গুলির অগ্রভাগে নখচন্দ্রের শোভাতে আকৃষ্ট হইয়া জয়শ্রীরূপা শ্রীরাধিকা লীলাবশতঃ স্বয়ংবর সুখ লাভ করেন।

ভাবাৎ। তত্রাপি দাক্ষিণাত্যানাং সামান্যানামেব সংস্কৃতোক্তিরিত্যস্য তু কবীন্দ্রত্বাৎ পদ্যোক্তিঃ। কিন্তু শুদ্ধবৈষ্ণবানাং স্বভাবোঽয়ং যচ্ছয়নভোজন-গমনাদিষু গুর্ব্বিষ্টদেবতাস্মরণম্। তদ্‌যথা চিন্তামণিরিতি। সোমগিরিস্তন্নামা মে মম গুরুর্জয়তি সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে। কীদৃক্? চিন্তামণিঃ। আশ্রয়মাত্রেণাভীষ্টপূরকত্বাৎ চিন্তামণিত্বং সর্ব্বোৎকর্ষতা চাস্য। কিংবা, জয়তি তং প্রতি প্রণতোঽস্মীত্যর্থঃ। তথাহি কাব্য-প্রকাশে—জয়ত্যর্থেন নমস্কার আক্ষিপ্যতে ইতি। অতস্তং প্রতি প্রণতো-ঽস্মীত্যর্থ ইতি। তথা মমেষ্টদেবো ভগবাংশ্চ জয়তি। কোঽয়ং ভগবান্ ইত্যত আহ—শিখিপিচ্ছমৌলিঃ। শিখিপিচ্ছৈস্তান্যেব বা মৌলিং

১। টীকার অর্থ—প্রেমোন্মত্ত শ্রীলীলাশুক শ্রীকৃষ্ণ-সাক্ষাৎ-কার লালসায় নিজ আলয় হইতে শ্রীবৃন্দাবন প্রস্থান করিলেন। শ্রীবৃন্দাবনের পথে চলিতে চলিতে এই শ্লোকে তিনি গুরু ও ইষ্টদেবতার সংকীর্ত্তনরূপ মঙ্গলাচরণ করিলেন। এই মঙ্গলাচরণ শ্লোকটি অন্যান্য গ্রন্থকারের ন্যায় ঈপ্সিত পূর্ত্তির ও বিঘ্ন নিরসনের জন্য নহে। কারণ তাঁহার ঈপ্সিতপূর্ত্তির ও বিঘ্ননিরসনের কোন প্রয়োজন নাই। প্রেমোন্মাদ-প্রলাপে এই প্রকার প্রবৃত্তি অসম্ভব। তথাপি বলা যাইতে পারে যে, পূর্ব্বে দাক্ষিণাত্যদেশে সাধারণ লোকের মধ্যেও সংস্কৃতভাষায় কথাবার্ত্তা হইত, তাহাতে আবার শ্রীবিল্বমঙ্গল পণ্ডিত, কবীন্দ্র, তাঁহার প্রেমপ্রলাপসমূহ যদৃচ্ছাক্রমে শ্লোকরূপে নির্গত হইতেছিল,তাহাই সঙ্গীয় বৈষ্ণবগণ কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে। শুদ্ধবৈষ্ণবগণ শয়ন ভোজন গমনাদি সকল সময় গুরু ও ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করেন, ইহাই তাঁহাদের স্বভাব। শ্রীবৃন্দাবনে গমনের সময় এই শ্লোকের দ্বারা শ্রীবিল্বমঙ্গল

শিরোভূষণং যস্য সঃ। ইতি শ্রীবৃন্দাবনবিহারী শ্রীকৃষ্ণ এব। জয়তি ইতি বর্ত্তমানপ্রয়োগেন নিত্যলীলা সূচিতা। "আচার্য্যচৈত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তীতি।" "দদামি বুদ্ধিযোগং তমিত্যাদি।" "আচার্য্যং মাং বিজানীয়াদিত্যাদি দিশা। তথা। "কর্ণাকর্ণিসখীজনেন বিজনে দূতী-স্তুতিপ্রক্রিয়া, পত্যুর্ব্বঞ্চনচাতুরী গুণনিকা কুঞ্জপ্রয়াণে নিশি। বার্ধির্য্যং গুরুবাচি বেণুবিরুতাবুৎকর্ণতেতি ব্রতান,কৈশোরেণ তবাদ্য কৃষ্ণ! গুরুনা গৌরীগণঃ পাঠ্যতে।।" ইত্যাদি দিশা চ। তস্য তত্তন্মাধুর্য্যাদ্যনুভ-বাদৌ স এব মে গুরুরিত্যাহ, স কীদৃক্? মে শিক্ষাগুরুঃ। বক্ষ্যতে চৈতৎ, 'প্রেমদঞ্চেত্যাদৌ।' "শিখিপিচ্ছমৌলিরিতি" তচ্ছ্রীবিগ্রহস্ফূর্ত্ত্যা

নিজ গুরু ও অভীষ্টদেবতাকে স্মরণ করিতেছেন—চিন্তামণিরিতি।

সোমগিরি নামক আমার গুরু জয়যুক্ত হউন—সর্বোৎকর্ষে দেদীপ্যমান থাকুন। তিনি কিরূপ? চিন্তামণিস্বরূপ, তাঁহাকে আশ্রয় করামাত্র অভীষ্ট পূর্ণ হয়। চিন্তামণি হইতে যেমন সকল মনোবাঞ্ছার পূরণ হয়, তেমনি ইনিও সব কিছু প্রদান করেন—এইরূপে সর্বোৎকর্ষতাহেতু তাঁহার চিন্তামণিত্ব। কিংবা শ্রীগুরুর সর্বতোভাবে উৎকর্ষবাচক 'জয়তি' শব্দে শ্রীগুরুর প্রতি নমস্কার বুঝায়। তাহা কাব্যপ্রকাশ হইতে জানা যায়—'জয়তি' শব্দে নমস্কারকে আক্ষেপ (আকর্ষণ) করে। অতএব তাঁহার প্রতি নমস্কার। আমার ইষ্টদেব ভগবানকে নমস্কার করিতেছি। সেই ভগবান কে? শিখিপুচ্ছমৌলি। যিনি মস্তকে শিখিপুচ্ছের চূড়া ধারণ করেন। এস্থলে 'শিখিপুচ্ছমৌলি' পদের দ্বারা শ্রীভগবানকে শিক্ষাগুরুরূপে নির্দ্দেশ করায় শ্রীবৃন্দাবনবিহারী শ্রীকৃষ্ণই 'ভগবান' শব্দে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। 'জয়তি' এই

"সাক্ষান্মথমন্মথ"ইত্যাদিনা,"যন্মর্ত্ত্যলীলোপয়িকমি"ত্যাদিনা। "গোপ্য-স্তপঃ কিমচরন্নিত্যাদিনা"চ বর্ণিতং তত্তন্মাধুর্য্যমনুভূয় তদঙ্গোপমানযোগ্য-পদার্থান্ মনসিবিচিন্ত্য তেষামতীবাযোগ্যতামালোচ্যতৎপদনখশোভয়ৈব তে নির্জ্জিতা ইতি স্ফূর্ত্ত্যা, তথা শ্রীরাধায়াস্তন্মাধুর্য্যাকৃষ্টচিত্ততাস্ফূর্ত্ত্যা চ শব্দশ্লেষেণ সমাদধদাহ যৎপাদেতি। যস্য শ্রীকৃষ্ণস্য পাদাবেব কৌমল্যা-রুণ্যসর্ব্বাভীষ্টপূরকত্বাদিনা। কল্পতরুপল্লবৌ তয়োঃ শেখরেষু তদঙ্গুলী-নখাগ্রেষু লীলায়া যঃ স্বয়ংবরস্তদ্রসং তজ্জন্যসুখং জয়শ্রীর্লভতে। তদেব বক্ষ্যতি—"কমলবিপিনবীথীগর্ব্বসর্ব্বঙ্কষাভ্যাম্।" "বদনেন্দুবিনির্জ্জিতঃ শশীত্যাদৌ"বহুত্র। শ্লেষেণ দূতনর্ম্মজলকেলিসুরতাদিষু চ জয়েনোৎকর্ষেণ শ্রীঃশোভা যস্যাঃ। কিংবা,সৌন্দর্য্যাদিপাতিব্রত্যাদিসৌভাগ্যবৈদগ্ধ্যাদিভি-

---

বর্ত্তমানকালবাচক শব্দ প্রয়োগের দ্বারা তাঁহার লীলার নিত্যত্ব সূচিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীউদ্ধব বলিয়াছেন—ভগবান দেহধারী মানবগণের অন্তরে অন্তর্য্যামীরূপে এবং বাহিরে আচার্য্যরূপে 'স্বগতি' নিজ প্রাপ্তিবিষয়ক উপদেশ দান করেন। (১১।২৯।৬) শ্রীভগবানও বলিয়াছেন—আচার্য্যকে আমার স্বরূপ জানিবে। (ভা ১১।১৮।২৭) শ্রীগীতায় (১০।১০) বলিয়াছেন—আমার ভজনকারীকে আমি বুদ্ধিযোগ দান করি। এই সকল বাক্যে শ্রীভগবান নিজেকে শিক্ষাগুরুরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। নবকিশোর শ্রীকৃষ্ণের গুরু বিষয়ে কোন সখীর উক্তি—হে গোপীগণের প্রেমশিক্ষার অধ্যাপক! তুমি তাঁহাদিগকে প্রেম-পরিপাটী শিক্ষা দিয়া তাহা অস্বাদন কর; এখনও তোমার কৈশোর বয়সরূপ গুরু গোপীদিগকে পাঠাভ্যাস করাইতেছ। উহা কিরূপ? সখীজনের মধ্যে কর্ণাকর্ণিযুদ্ধ,—নির্জ্জনে দূতী-

গৌর্য্যাদ্যরুন্ধত্যাদিব্রজকিশোরিকাকুলাদয়োঽপি নির্জ্জিতা যয়া সা।

সকলকে স্তব করিবার নীতি, রজনীতে কুঞ্জাভিসার বিষয়ে পতিবঞ্চনার চাতুর্য্যাভ্যাস, গুরুজনবাক্যে বধিরতা, বেণুনিনাদ শুনিবার জন্য উৎকর্ণতা ইত্যাদি স্মরকেলি কৌশল শিক্ষা দিতেছে। (ভ র সি ২।১।৩৩৩) এই দৃষ্টান্ত অনুসারে নবকিশোর শ্রীকৃষ্ণই সখীদের শিক্ষাগুরু। এই শ্রীকৃষ্ণের কৈশোর মাধুর্য্য অনুভব করিয়া শ্রীলীলাশুক বলিলেন—শিখিপুচ্ছমৌলি ভগবান শ্রীকৃষ্ণই আমার শিক্ষাগুরু। সেই শিক্ষাগুরু কিরূপ? শিক্ষা-গুরুর বৈশিষ্ট্য জ্ঞাপন নিমিত্ত অগ্রে (১০৪ শ্লোকে) বলিবেন, হে দেব! তুমিই আমার প্রেমদ, তুমিই আমার কামদ, তুমিই আমার জীবন, তুমিই আমার জীবনের হেতু, তুমিই আমার দেবতা, তুমি ছাড়া আর আমার অপর কেহ নাই।

'শিখিপুচ্ছমৌলি' এই বিশেষণ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য স্ফূর্ত্তি সূচিত হইয়াছে। এই মাধুর্য্য স্ফূর্ত্তিতে শ্রীকৃষ্ণকে 'সাক্ষাৎ মন্মথ-মন্মথ' (ভা ১০।৩২।২) বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন।

শ্রীভাগবতে (৩।২।১২) শ্রীউদ্ধব শ্রীবিদুরকে বলিয়াছেন—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজ যোগমায়াবলে স্বীয় শ্রীমূর্ত্তি এই বিশ্বে প্রকটিত করিয়াছেন। সেই শ্রীমূর্ত্তি মর্ত্ত্যলীলার উপযোগী, তাহা এত মনোমুগ্ধকর যে তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের নিজেরও বিস্ময়োৎপাদন হয়; তাহা সৌভাগ্যাতিশয়ের পরাকাষ্ঠা এবং সমস্ত ভূষণের ভূষণ। মাথুর রমণীগণ বলিয়াছেন—ব্রজগোপীরা কি অনির্ব্বচনীয়

জয়যোগাৎ জয়া সা চাসৌ শ্রিয়োঽপ্যংশিনীত্বাৎ শ্রীশ্চ জয়শ্রীঃ

তপস্যা করিয়াছেন? যেহেতু তাঁহারা নয়নদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের লাবণ্যসার অসমোর্দ্ধ, স্বয়ংসিদ্ধ, প্রতিক্ষণে নবনবায়মান, অন্যত্র দুর্লভ যশঃ শ্রী ঐশ্বর্য্যের একমাত্র আশ্রয়স্বরূপ, নিত্যনূতন সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া থাকেন। (ভা ১০।৪৭।১৪) এই প্রকার শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য অনুভব করিয়া শ্রীলীলাশুক তদীয় শ্রীঅঙ্গের উপমাযোগ্য পদার্থের বিষয় মনে চিন্তা করিয়া দেখিলেন যে, এজগতে এরূপ কোনও পদার্থ নাই। অর্থাৎ উপমানযোগ্য পদার্থ সকল অতীব অযোগ্য—শ্রীকৃষ্ণের পদনখ-শোভার নিকট অতি তুচ্ছ। কারণ শ্রীকৃষ্ণের পদনখ-শোভা অন্যান্য যাবতীয় শোভাকে নির্জ্জিত করিয়াছে—এইরূপ স্ফূর্ত্তিতে বলিলেন—'শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের পদনখ-শোভা দর্শন করিয়া সেই মাধুর্য্যে আকৃষ্ট-চিত্তা' (ইহাই শব্দশ্লেষে সমাধান করিতেছেন—) 'যৎপাদেতি।'

শ্রীকৃষ্ণের অরুণবর্ণ পদকমল সর্বাভীষ্ট-পূরক—সকলের মনোরথ পূর্ণ করেন বলিয়া কল্পতরু। তাৎপর্য্য এই, কল্পতরু আশ্রয় তারতম্যে ফলদানে তারতম্য করেন, অনাশ্রিতকে ফলদান করেন না। ইহাতে যেমন কল্পতরুর বৈষম্য নাই, তেমন শ্রীভগবানেরও বৈষম্য নাই, অর্থাৎ আশ্রিত ও অনাশ্রিতের প্রতি ফলদানে ভেদ থাকিলেও বৈষম্য নাই। আর কল্পতরু হইতেও শ্রীভগবানের অধিক বৈশিষ্ট্য এই, কল্পতরুর আশ্রিতের অধীনত্ব নাই; কিন্তু ভগবানের অধীনত্ব আছে। সেই কল্পতরুর

শ্রীরাধৈব। 'নারায়ণস্তমিত্যাদৌ' 'নারায়ণোঽঙ্গমিত্যাদিদিশা চ।

পল্লব—পদদ্বয়ের অঙ্গুলীদলের শিখরদেশে (অগ্রভাগে), ইহার দ্বারা নখসমূহ বুঝাইতেছে। এই নখাগ্রে জয়শ্রীরূপা শ্রীরাধা লীলাস্বয়ংবর সুখ লাভ করেন। ইহা অগ্রে বলিবেন—কমলবন-শ্রেণীর গর্বহারী বদনেন্দুদ্বারা বিনির্জ্জিতা হইয়া আকাশের চন্দ্র পাদপদ্মের নখরসমূহে দশখণ্ড হইয়া আশ্রয় লইয়াছেন।' এইরূপ বহু প্রমাণ বিদ্যমান; সুতরাং আমি আর তাঁর কি জয়, কীর্ত্তন করিব ?

শ্লেষতঃ 'জয়শ্রী' পদের সমাধান করিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণের গুণসমূহে বশীভূতা হইয়া জয়শ্রীরূপা শ্রীরাধা স্বয়ং বৃতা হইলে দ্যূতক্রীড়া, জলকেলি, সুরতাদি নর্ম্মবিলাসে তাঁহার শোভা অত্যন্ত উচ্ছলিত হইয়া থাকে, সেই শোভা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণচরণে স্বয়ং বৃতা হইয়া সেবাসুখ লাভ করেন। কিংবা সর্বাপেক্ষা অধিক সৌন্দর্য্য, পাতিব্রত্যাদি সৌভাগ্য-বৈদগ্ধ্যাদিতে ব্রজ-কিশোরীকুলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা জানিয়া গৌরী অরুন্ধতি প্রভৃতি মহাসতীবৃন্দ অতিশ্রদ্ধাসহকারে প্রশংসা করেন। আবার সেই কিশোরীকুলকেও জয় করিয়াছেন শ্রীরাধা। অতএব 'জয়শ্রী' পদের দ্বারা জয়রূপা লক্ষ্মীরও অংশিনী বলিয়া মুখ্যরূপে শ্রীরাধাকেই গ্রহণ করিতে হইবে। এজন্য 'জয়' শব্দ যোগে 'শ্রী' শব্দটির অতীব প্রকাশার্থ গ্রহণ করিয়া 'জয়শ্রী' শব্দে শ্রীরাধা বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। শ্রীভাগবতে (১০।১৪।১৪) শ্রীব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীনারায়ণ বলিয়া স্তব করিয়াছেন—"আপনি কি

'বিষ্ণুর্ম্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো,গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি' ইতি দিশা চ, কৃষ্ণস্য মূলনারায়ণত্বেন তৎপ্রেয়স্যাস্তস্যা অপি মূল-লক্ষ্মীত্বাৎ। ঈদৃশী, সাপি স্বস্য লজ্জাশীলত্বাৎ সদৈবাধোমুখী স্থিত্বা প্রথমং তৎ শ্রীচরণনখদর্শনাৎ তচ্ছোভাব্ধিমগ্ননেত্রা মোহিতা সতী লীলয়া গাঢ়ানুরাগেন যে ভাবোদ্গারবিশেষাস্তৈর্ধর্ম্মমর্য্যাদালজ্জাদিত্যাগপূর্ব্বকো যঃ স্বয়ংবরস্তদ্রসং লভতে। তস্যাধুর্য্যানাং স্বানুরাগস্য চ প্রতিক্ষণং নবনবত্বেনানুভবাৎ বর্ত্তমানপ্রয়োগঃ। কেষাঞ্চিন্মতে সোমগিরিরপি বিশেষণম্।

নারায়ণ নহ?" "নারায়ণ আপনার অঙ্গ—বিলাসমূর্ত্তি"। শ্রীব্রহ্মসংহিতায়—"মহাবিষ্ণু যাঁর অংশ, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।" এই সকল প্রমাণে শ্রীকৃষ্ণকে মূলনারায়ণ এবং তাঁহার প্রেয়সী শ্রীরাধাকে মূললক্ষ্মীরূপা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। এই শ্রীরাধা মূললক্ষ্মীরূপা হইলেও অতীব লজ্জাশীলা বলিয়া সততই অধোমুখী, এজন্য প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি; সুতরাং ইনিও শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণের নখচন্দ্র-শোভা-সিন্ধু-মগ্ন-নেত্রা (মোহিতা) হইয়া লীলায় গাঢ় অনুরাগভরে যে ভাবোদগার অর্থাৎ শ্রীরাধার হৃদয়ে যে বিবিধ ভাবরাশি উচ্ছলিত হইয়া উঠে, তাহাতে ধর্ম্ম, মর্য্যাদা ও লজ্জাদি ত্যাগপূর্ব্বক স্বয়ংবর—স্বয়ং উপযাচিকা হইয়া শ্রীরাধা সেই নখচন্দ্রের রস আস্বাদন করেন। আবার শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যও শ্রীরাধার অনুরাগ-প্রভাবে নব-নবায়মান হইয়া সর্বদা অনুভব করায়—প্রতিক্ষণে নবীনতা দান করে, এজন্য 'লভতে' এই বর্ত্তমান কালবাচক শব্দ প্রয়োগ হইয়াছে।

যৎপাদেত্যাদি। অত্র কামাদ্যরিষড়্বর্গচক্ষুরাদীন্দ্রিয়পঞ্চক্লেশোত্থবিষয়াদ্যন্তরায়াণাং জয়সম্পত্তির্যৎপাদনখরাবলম্বিনীত্যর্থঃ। কিংবা, বর্ত্মোদ্দেশগুরুর্মন্ত্রগুরুঃ শিক্ষাগুরুরিতি গুরুত্রয়েষ্টদেবস্মরণমিতি কেচিদাহুঃ। অত্র চিন্তামণিঃ সা বেশ্যা জয়তি। তদ্বাক্যাত্রেণ স্বস্য জাতানুরাগত্বাত্তস্যাঃ সর্ব্বোৎকর্ষতা। ১

কাহারও মতে 'সোমগিরি' শব্দটিও ভগবান-পদের বিশেষণ। যাঁহার 'পদরূপ কল্পতরু পল্লবের শেখর' এই শেখর শব্দের অভিপ্রায় এই যে, কামাদি ষড়্বর্গ (কাম; ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য) এবং চক্ষুরাদি পঞ্চেন্দ্রিয়জাত পঞ্চক্লেশ—(অবিদ্যা, মিথ্যাজ্ঞান, অস্মিতা-পুরুষ ও বুদ্ধির অভেদ প্রতীতি, রাগ,-সুখভোগবিষয়ে আসক্তি, দ্বেষ,—দুঃখভোগ হইতে জাত বিরক্তি, ও অভিনিবেশ,—মৃত্যুভয়,) এই পঞ্চক্লেশোত্থ অন্তরায় দ্বারা মানুষের চিত্ত বিক্ষুব্ধ হইয়া থাকে। অতএব এই অন্তরায় নিবৃত্তির জন্য এবং জয়সম্পত্তি লাভ করার জন্য শ্রীকৃষ্ণের পদপল্লব-শেখরের (নখাগ্রের) প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। যেহেতু জয়লক্ষ্মী বা জয়সম্পত্তি তাঁহার শ্রীপদ-নখরাবলম্বিনী—এই অর্থ। কিংবা বর্ত্মোদ্দেশ গুরু, মন্ত্রগুরু ও শিক্ষাগুরু—এই গুরুত্রয়ের জয় কীর্ত্তিত হইয়াছে—কেহ কেহ বলেন। এস্থলে 'চিন্তমণি' শব্দটি চিন্তামণি-নামিকা বেশ্যাকে বুঝাইতেছে, সেই চিন্তামণির জয় হউক। কেননা তাঁহার বাক্য শ্রবণমাত্র শ্রীবিল্বমঙ্গলের শ্রীকৃষ্ণে অনুরাগ জাত হইয়াছে, সুতরাং তাঁহার সর্ব্বোৎকর্ষতা। ১।

অস্তি স্বস্তরুণীকরাগ্রবিগলৎকল্পপ্রসূনাপ্লুতং
বস্তু প্রস্তুতবেণুনাদলহরীনির্ব্বাণনির্ব্ব্যাকুলম্।
স্রস্তস্রস্তনিরুদ্ধ-নীবি-বিলসদ্গোপীসহস্রাবৃতং
হস্তন্যস্তনতাপবর্গমখিলোদারং কিশোরাকৃতি ॥২

অথ পথি পথ্যাগচ্ছতোঽস্য বাহ্যদশায়াং সাধকরীত্যোৎকণ্ঠয়া ভক্তিসিদ্ধান্তোদ্গারিণী তৎকালমেবান্তরাবেশাৎ সিদ্ধবল্লালসয়া কেবলরসোদ্গারিণ্যুক্তিঃ। অতস্তদ্দশাদ্বয়বাসিত্বাদেকৈব সার্থদ্বয়মুদ্গিরতি।

---

(২) যিনি স্বর্গের তরুণীগণের হস্তাগ্রভাগ হইতে বিগলিত কল্পতরুর পুষ্পসমূহ দ্বারা আপ্লুত, বেণুনাদলহরীর মোহন মাধুর্য্যানন্দে নির্ব্যাকুল, স্খলিত নীবিবিশিষ্ট সহস্র সহস্র গোপী দ্বারা পরিবেষ্টিত, যাঁর হস্তে প্রণতজনের অপবর্গ ন্যস্ত, যিনি অখিলজনের প্রতি উদার, এইরূপ এক কিশোর আকৃতি বস্তু শ্রীবৃন্দাবনে নিত্যবিরাজমান আছেন।

২। টীকার অর্থ—অনন্তর শ্রীবিল্বমঙ্গল শ্রীবৃন্দাবনের পথে চলিতে চলিতে বাহ্যদশায় সাধকরীতিতে উৎকণ্ঠার সহিত ভক্তিসিদ্ধান্ত আলোচনা করিতেছিলেন; কিন্তু তৎকালে তাঁহার চিত্ত দুই দশায় আবিষ্ট ছিল! অর্থাৎ সাধক দশায় সাধকরীতিতে উৎকণ্ঠার আবেশ এবং অন্তর্দ্দশায় সিদ্ধপ্রায় লালসায় রসোদগারী সিদ্ধান্তপ্রকাশ পাইতেছিল। অতএব বাহ্যদশা ও অন্তর্দ্দশাবাসিতচিত্তে একই শ্লোকের দুইপ্রকার অর্থ তাঁহার মুখ হইতে নির্গত হইয়াছে। তাহার মধ্যে অন্তর্দ্দশায়—উত্থিত অর্থ বিস্তারিতভাবে এবং

তত্রান্তর্দ্দশোত্থার্থো বিবৃত্য বাহ্যদশোত্থার্থস্তু সংক্ষিপ্য ময়া দর্শিতব্যঃ। যদ্যপ্যুন্মাদপ্রলাপেঽত্র তস্য তত্তদনুসন্ধানাদিকং নাস্তি, তথাপি শুদ্ধপ্রেমৈব ভক্তিসিদ্ধান্তং রসঞ্চাবিরুদ্ধমেব স্ফোরয়তি। শুদ্ধপ্রেম্নঃ স্বভাবোঽয়ং যৎ সিদ্ধান্তবিরুদ্ধং রসাভাসং বা মোহোন্মাদাদাবপি ন স্পৃশতি। তত্র প্রথমং গচ্ছন্তং তমনুগচ্ছতাং বৈষ্ণবানাং,"স্বামিন্ কিমর্থং ত্বয়া গম্যতে কিন্ত্বত্রাস্তি" ইতি প্রশ্নান্ প্রতি প্রাভব-বৈভবাংশাবতার-শক্ত্যাবেশাবতারাদিস্ববিলাষ-

---

বাহ্যদশার অর্থ সংক্ষেপে বিবৃত হইবে। যদিও এই শ্লোকগুলি প্রেমোন্মাদময় প্রলাপমাত্র, তাহাতে তাঁহার অনুসন্ধানাদি নাই, তথাপি তাঁহার প্রলাপগুলি শুদ্ধপ্রেমস্বভাবে ভক্তিসিদ্ধান্ত ও রসাদি অবিরুদ্ধভাবেই স্ফুরিত হইয়াছে। অর্থাৎ তাঁহার প্রলাপে কোনও সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ বা রসাভাস দোষ নাই। কারণ শুদ্ধ প্রেমের ইহাই স্বভাব যে, প্রেমিক ভক্তের মুখ হইতে কখনও রসাভাস ও সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ কথা বাহির হয় না। এমন কি মোহ বা উন্মাদ অবস্থায়ও কখনও কোন সিদ্ধান্তবিরোধদোষ স্পর্শ করে না।

শ্রীবিল্বমঙ্গল পথে চলিতেছেন, তাঁহার অনুগামী সঙ্গীয় বৈষ্ণব জিজ্ঞাসা করিলেন, 'স্বামিন্! এত ব্যাকুলভাবে কিজন্য কোথায় যাইবেন? তথায় এমন কি বস্তু আছে?' এই প্রশ্ন শুনিয়া বিল্বমঙ্গলের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা ও ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানাদি স্ফুরিত হইল। তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রাভব, বৈভব, অংশাবতার, শক্ত্যাবেশ অবতারাদি এবং স্বয়ংরূপ-বিলাস-বাল্য-পৌগণ্ডাদি, স্বয়ংপ্রকাশ ও তদীয় প্রাভব ও বৈভবপ্রকাশাদি, নিজ স্বরূপসমূহ

বাল্যপৌগণ্ডাদিস্বপ্রকাশরূপস্বস্বরূপাণাং তথা চিচ্ছক্তেস্তদ্বিলাসানন্ত-বৈকুণ্ঠানাং মায়াশক্তেস্তদ্বৈভবানন্তব্রহ্মাণ্ডানাং জীবশক্তেশ্চ পরমাশ্রয়ভূত-নাং তং শ্রীভাগবতাদাবাশ্রয়ত্বেনোক্তং সর্ব্বোত্তমং সর্বভজনীয়ং পরতত্ত্বরূপং বস্তু নিরূপয়ন্ তৎকালমেবান্তরাবেশাত্তাদৃশং শ্রীকৃষ্ণং পুরঃ স্ফুরন্তংবিলোক্য প্রলপন্নাহ অস্তীতি। অস্য বাহ্যার্থঃ—কিমপি বস্তু অস্তি সদা বিরাজতে। শ্রীবৃন্দাবন ইতি শেষঃ। বসন্ত্যস্মিন্ প্রাগুক্তানি, তথা বসতি কালত্রয়ে-

---

এবং চিচ্ছক্তি ও তাহার বিলাস অনন্ত বৈকুণ্ঠাদি, মায়াশক্তি ও তাহার বৈভব অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডসকল ও জীবশক্তিভূত অনন্ত জীব-নিচয়ের পরমাশ্রয় এবং সকলের সর্বোত্তম ভজনীয় পরমতত্ত্বভূত পরমবস্তুরূপে শ্রীকৃষ্ণকে নির্দ্দেশ করিলেন। শ্রীভাগবতে (২।১০।২) উক্ত আছে, শ্রীকৃষ্ণই সকলের আশ্রয়তত্ত্ব—'দশমস্য বিশুদ্ধ্যর্থং নবনামিহ লক্ষণম্।' মহাত্মারা দশমের এই আশ্রয়ের বিশুদ্ধার্থ (তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য) সর্গাদির নয়টি লক্ষণ শ্রুতি প্রমাণের সাহায্যে (কোনস্থানে সাক্ষাৎ কোনস্থানে বা তাৎপর্য্য বৃত্তিদ্বারা) বর্ণনা করিয়া থাকেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণই যে সর্বোত্তম সর্বভজনীয় পরমতত্ত্বরূপ বস্তু; তাহা নিরূপণ করিলেন। তদানীন্তন আন্তরিক আবেশবশতঃ বর্ণনীয় শ্রীকৃষ্ণ যেন তাঁহার সম্মুখে স্ফুরিত হইলেন; তাঁহাকে দেখিয়াই এই প্রলাপ বলিলেন—'অস্তীতি।'

ইহার বাহ্যার্থ—এবম্ভূত অপূর্ব্ব এক বস্তু—কিশোর আকৃতি বিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ নিত্য শ্রীবৃন্দাবনে বিরাজিত রহিয়াছেন—বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ ও অতীতকালে সমানভাবে বিদ্যমান, ইহার কিশোর-ত্বের কোনদিন কোন পরিবর্ত্তন ঘটে না। অর্থাৎ পূর্ব্বশ্লোকে

হপ্যকরূপতয়া দীব্যতি ইত্যর্থদ্বয়েঽপ্যেণাদিতুন্প্রত্যয়াদ্বস্তু। সামান্য-নির্দ্দেশাৎ নপুংসকত্বম্। ননু কিং নিরাকারং ব্রহ্ম, নেত্যাহ—কিশোরা-কৃতি। কিশোরপ্রোদ্যন্নবযৌবনাকৃতিঃ স্বরূপং যস্যেতি জীববদ্দেহদেহি—ভেদো নিরস্তঃ। তথাহি শ্রীভাগবতে-বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তুশিবদমিতি। বিনাচ্যুতাৎ বস্তুপরং ন বাচ্যমিতি। 'নাতঃপরং পরমযদ্ভবতঃ স্বরূপমিতি' চ। ননু ভগবদ্রূপাণি সর্বাণ্যেব কিশোরাকৃতীনীত্যত্র কতরদিদমিত্যত্রাহ—প্রস্তুত-

---

রাসবিহারী শ্রীকৃষ্ণের জয় ঘোষণা করিয়া এই শ্লোকে তাঁহাকেই পরমবস্তুরূপে নিরূপণ করিলেন। আর 'অস্তি' এই ক্রিয়াপদদ্বারা পরমবস্তু শ্রীকৃষ্ণ যে তিনকালেই এক রূপে বিরাজ করিতেছেন, তাহা প্রতিপাদিত হইল। আর শ্লোকস্থিত অন্য শব্দগুলি বস্তুপদের বিশেষণ, ইহার পরেও এই অর্থ পুনঃ পুনঃ প্রতিপাদিত হইবে। ইহা সামান্য নির্দ্দেশ; কিন্তু বস্তু নিরূপণ নহে। তবে কি এই বস্তু নিরাকার ব্রহ্ম? না, ইহাঁর আকার আছে, ইনি কিশোরাকৃতি—কিশোরমূর্ত্তি। এই নবকিশোর মূর্ত্তিই ইহাঁর নিত্য স্বরূপ। এতদ্বারা জীববৎ দেহ-দেহী-ভেদ নিরস্ত হইল। শ্রীভাগবতে বহুস্থানে এই পরমতত্ত্বই 'বস্তু' শব্দে অভিহিত হইয়াছেন। 'বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদম্' (১।১।২) তাপত্রয়ের সমূল বিনাশ করেন বলিয়া এই পরমতত্ত্ব বস্তু শব্দে অভিহিত। 'অচ্যুত বিনা অপর কিছু পরমবস্তু বাচ্য নহে—শ্রীঅচ্যুতই পরতত্ত্বসীমা। (শ্রীভাগবতে ৩।৯।৩)—"হে পরমেশ্বর, আনন্দময় অদ্বিতীয়স্বরূপ, আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই দেখিতে পাই না।" এই সকল প্রমাণ হইতে জানা যায়। এই পরমবস্তু বৃন্দাবনে সদা বিরাজ

বেণ্বিতি। রাসে ব্রজসুন্দরীণামাকর্ষণার্থং প্রস্তুতা যে বেণোর্নাদাস্তেষাং যা লহর্য্যাঃ স্বরগ্রামাস্ত্রয়ঃমূর্চ্ছনাস্ত্বেকবিংশতি-রূপাস্তরঙ্গাস্তজ্জন্যং যন্নির্বাণং পরমানন্দস্তাসু মন আদীনাং লয়ো বা তেন নির্ব্যাকুলম্। নিরিত্যব্যয়ম-ভাবার্থঃ। অব্যাকুলমিত্যর্থঃ। 'নির্মক্ষিকবৎ' ব্যাকুলেভ্যো নির্গতমিতি চ। তত্র মগ্নচিত্তাদিত্বান্নিশ্চলমিত্যর্থঃ। 'নির্বাণং সুখমোক্ষয়োরিতি' বিশ্বাৎ। তথা সায়ং পুষ্পাণ্যবচিন্বত্যস্তন্নাদাকৃষ্টা যাঃ স্বস্তরুণ্যস্তাসাং তন্মাধুর্য্য

করেন এবং ইনি নবকিশোরাকৃতি। যদি বল শ্রীভগবানের মূর্ত্তি অসংখ্য এবং সকল মূর্ত্তিই নবকিশোর, এখানে কোন্ মূর্ত্তির কথা বলা হইল? তাহাতে বলিলেন—'প্রস্তুতবেণ্বিতি'। রাসে ব্রজসুন্দরীদের আকর্ষণের নিমিত্ত যিনি বেণু বাজাইয়া থাকেন এবং সেই বেণুর মোহননাদের পরমানন্দে আপনি পর্য্যন্ত একেবারে নিশ্চল বা বিভোর হইয়া যান। অর্থাৎ সেই বেণুনাদলহরী স্বরগ্রামত্রয়ে মূর্চ্ছনাযুক্ত একবিংশতি প্রকার তরঙ্গ হইতে উৎপন্ন যে নির্ব্বান—পরমানন্দ। সেই পরমানন্দে বেণুবাদক শ্রীকৃষ্ণের মন ও ইন্দ্রিয়াদি লয় বা নির্ব্ব্যাকুল হইয়া যায়। 'নির্ব্ব্যাকুল' পদের 'নি' শব্দ অব্যয় অভাবর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া নির্ব্ব্যাকুল অর্থে অব্যাকুল বুঝায়। 'নির্মক্ষিকবৎ' মক্ষিকা নির্গত হইয়াছে যাহা হইতে, এরূপ অর্থে যেমন নির্মক্ষিক পদ সিদ্ধ হয়। সেইরূপ 'নির্ব্বান'—নির্ব্ব্যাকুলম্' ব্যাকুলতা হইতে নির্গত পরমানন্দবশে একেবারে বিবশ বা নিশ্চল। বিশ্বকোষে নির্ব্বান, সুখ, মোক্ষ এক পর্য্যায়ে ব্যবহৃত দেখা যায়। আরও বলিলেন—এই শ্রীকৃষ্ণের মোহন বেণুনাদে আকৃষ্ট হইয়া

দর্শনবিবশানাং কম্পমানকরাগ্রেভ্যো বিগলন্তি যানি কল্পপ্রসূনানি কল্প-তরুপুষ্পাণি তৈরাপ্লুতং প্রেমবৈবশ্যাৎ কল্পতরুস্থানে কল্প ইত্যুক্তিঃ। কিংবা সাহচর্য্যবলাদেকদেশেনাপি পদার্থো বোধ্যতে। তথা স্রস্তস্রস্তা বেণুনাদ-শ্রবণাৎ গুরুভর্ত্তৃপুরত এব স্রস্তা লজ্জাভয়তঃ স্বস্থানে বদ্ধা অপি পুনঃ স্রস্তা অতঃ করেণ রুদ্ধাঃ। কাসাঞ্চিত্তদ্বন্ধনকালবিলম্বাসহিষ্ণুত্বাৎ করাভ্যাং নিরুদ্ধা নীব্যো যাসাং তাশ্চ বয়ঃসৌন্দর্য্য-বৈদগ্ধ্যানুরাগাদ্যৈর্বিলসন্ত্যশ্চ-

---

স্বর্গের তরুণীরা সায়ংকালে কল্পতরু হইতে পুষ্পচয়ন করিতে আসিলে বেণুর শব্দ শুনিয়া এবং শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধুর্য্য দর্শনে তাঁহারা বিবশা হইয়া পড়েন, প্রেমে কম্পমানহেতু হস্তের পুষ্পসমূহ বিগলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের উপর পতিত হইয়া তাঁহাকে আপ্লুত বা আচ্ছাদিত করিল। প্রেমবৈবশ্যবশতঃ 'কল্পতরু' স্থলে 'কল্প' উক্ত হইয়াছে। কিংবা সাহচর্য্যবলে শব্দের একদেশ শ্রবণেও পদার্থ বোধগম্য হয়। আরও বলিলেন—শ্রীকৃষ্ণের বেণুনাদ ব্রজসুন্দরীদের কর্ণে প্রবেশ করা মাত্রই তাঁহাদের মন মুগ্ধ হইয়া যায়—দেহ বিবশ হইয়া যায়; গুরুজন ভর্ত্তা প্রভৃতির সম্মুখে তাঁহাদের নীবিবন্ধ শিথিল হইয়া যায়; লজ্জাভয়বশতঃ সেই শিথিল নীবি স্বস্থানে সংবদ্ধ করিতে চেষ্টা করেন; কিন্তু প্রেমবৈবশ্যহেতু তাহা পারেন না, কেবল হস্তদ্বারা কোনমতে সেই স্খলিত-নীবি ধরিয়া রাখেন। কেহ বা নীবিবন্ধনের কাল-বিলম্বে অসহিষ্ণু হইয়া হস্তদ্বারা কোনমতে সেই স্খলিতনীবি ধারণ করিয়া রাখেন। এমন সহস্র সহস্র গোপরমনীর দ্বারা পরিবেষ্টিত শ্রীকৃষ্ণ। এই সকল গোপরমনীরা বয়সে নবীনা,

যা গোপ্যস্তাসাং সহস্রৈরাবৃতং পরিতোবেষ্টিতম্। অতঃ শ্রীভাগবতোক্ত-রাসবিলাসারম্ভি শ্রীকৃষ্ণরূপং তদ্বস্তু, নত্বাগমধ্যানোক্তম্। অন্যেষামাবর-নামত্রাগ্রেঽপ্যনুক্তত্বাৎ। তথা-হস্তে ন্যস্তো নতানাং স্বভজনোন্মুখানামপ-বর্গঃ স্বপার্ষদরূপানন্দদেহদানেন লিঙ্গদেহভঙ্গো যেন। তদুক্তম্—'মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মেত্যাদৌ'। যদ্বা, অপবর্গঃ প্রেমভক্তিযোগো যেন। তথা পঞ্চমস্কন্ধে গদ্যং 'যথাবর্ণবিধানমপবর্গশ্চ ভবতীত্যত্র ভক্তিযোগ-লক্ষণ'

সৌন্দর্য্য, বৈদগ্ধী ও অনুরাগে সর্বশ্রেষ্ঠা শোভাশালিনী; এতাদৃশ অসংখ্য ব্রজসুন্দরী কর্ত্তৃক এই বস্তু প্রতিনিয়তই পরিবৃত। অতএব শ্রীভাগবতোক্ত রাসবিলাসারম্ভী শ্রীকৃষ্ণই বস্তু। আগমে ধ্যানে যে বস্তুর নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, এই বস্তু কিন্তু সে বস্তু নহে। কেননা আগমোক্ত বস্তুর অপরাপর আবরণাদির কোনও কথাই এখানে বা পরে বলা হয় নাই। আরও বলিলেন—যিনি স্বভজনোন্মুখ প্রণতজনকে প্রদান করিবার নিমিত্ত হস্তে অপবর্গ ধারণ করিয়া আছেন। এখানে অপবর্গ অর্থ—স্বপার্ষদরূপ আনন্দময় দেহ দানে লিঙ্গদেহভঙ্গ। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ নিজ ভজনে উন্মুখজনের লিঙ্গদেহ (গুণময়দেহ) দূরীভূত করিয়া স্বপার্ষদদেহ দান করেন। (শ্রী ভা ১১।২৯।৩৪) শ্রীভগবান বলিয়াছেন—"আত্মসমর্পণকালেই আমি তাহাকে জ্ঞানী যোগী প্রভৃতি হইতেও বিলক্ষণ ভক্তস্বরূপ (পার্ষদস্বরূপ) প্রদান করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকি, তিনি জন্ম-মৃত্যু অতিক্রম করিয়া আমার সহিত সাম্য (স্বরূপাবস্থিতি) প্রাপ্ত করেন।" অথবা অপবর্গ শব্দের অর্থ—প্রেমভক্তি। শ্রীভাগবতের প্রথমস্কন্ধে—"বর্ণবিধানমবপর্গশ্চ

ইতি। তথৈব ব্যাখ্যাতং শ্রীস্বামিচরণৈঃ। তথা অখিলেভ্যঃ কল্পবৃক্ষাদিভ্য উদারং বাঞ্ছাতিরিক্তদাতৃত্বাৎ। তথাহি, 'স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতা-মিত্যাদি।' কিংবা, অখিলৈর্ভজনীয়নায়কসদ্গুণৈরুদারমুত্তমমিত্যর্থঃ। অন্তর্দশোত্থস্ত্বেবম্, ইদং কিমপি বস্ত্বস্তি পুরো বিরাজতে। বসন্ত্যস্মিন্ সৌন্দর্য্যমাধুর্য্যবৈদগ্ধ্যাদিসদ্গুণাদীনীতি বস্তু। যদ্বা বস্তু স্বমাধুর্য্যবেণু-গীতাদিজনিতমোহমূর্চ্ছাদিভাবৈরাত্মারামাদিভ্যঃ প্রাণিপর্য্যন্তানাং

ভবতি" এই অপবর্গশব্দের অর্থ ভক্তিযোগ বলিয়াই শ্রীধরস্বামি-পাদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আরও বলিলেন—যিনি কল্পবৃক্ষ হইতেও উদার। কারণ কল্পবৃক্ষ বিনা প্রার্থনায় ফল দান করেন না। ইনি বিনা প্রার্থনায় বাঞ্ছাতিরিক্ত ফলদান করেন। শ্রীভাগবতে (৫।১৯।২৬) উক্ত আছে—সাধকের অনিচ্ছা সত্ত্বেও কৃপাপূর্ব্বক তাহার হৃদয়ে নিজের অশেষ মাধুর্য্যময় পদপল্লব স্থাপিত করিয়া পরম হিত সাধন করেন।" কিংবা 'অখিলোদার' শব্দের অন্য অর্থও হইতে পারে,—ভজনীয় নায়কের সদ্গুণেও যিনি সকলের অপেক্ষা উদার—মহদ্ অত্যুত্তম।

এইরূপ অন্তর্দশোত্থ অর্থ—শ্রীলীলাশুক স্বীয় সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণের স্ফূর্ত্তিতে বলিলেন, আমার পুরোভাগে কি এক অপূর্ব্ব বস্তু বিরাজ করিতেছেন, এই বস্তু বৃন্দাবনে নিত্য বিরাজিত রহিয়াছেন। ইনি সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-বৈদগ্ধ্যাদি নিখিল সদ্গুণের আশ্রয়, সুতরাং ইনিই বস্তু। অথবা বস্তু বলিতে যিনি স্বমাধুর্য্য ও বেণুগীতাদি-জনিত মোহ-মূর্চ্ছাদি ভাবসমূহদ্বারা আত্মরামাদি সর্বপ্রাণীকে বিমোহিত করেন। বিশেষতঃ স্ত্রীগণের চিত্ত, এই স্ত্রীগণ

বিশেষতঃ স্ত্রীণাং ততোঽপ্যতিতরাং ব্রজসুন্দরীণাং চিত্তমাচ্ছাদয়তি ইতি বস্তু। কীদৃশম্? কিশোরাকৃতি। ননু গোপ্যঃ সাধ্ব্যঃ পরতন্ত্রাঃ কথমেষ্যন্তি কথং বা রাসো ভাবেদিতি ব্যাকুলমপি বেণুনাদলহরীর্ভির্ম্মন্নির্ব্বাণং তদা কৃষ্ণবল্লবীনাং কাঞ্চীনূপুরাদিধ্বনিশ্রবণজানন্দস্তেন নির্ব্ব্যাকুলম্। তথা হস্তে ন্যস্ত ইচ্ছয়া বেণুনাদেনৈব সম্পাদিতঃ নতানাং স্বচরণাশ্রয়োন্মুখীনাং তাসাং গুর্ব্বাদিবারণধর্ম্মলজ্জাদিশৃঙ্খলাভ্যোঽপবর্গো

অপেক্ষাও অধিকতর মর্য্যাদাশালিনী ব্রজসুন্দরীগণের চিত্ত যৎকর্ত্তৃক আচ্ছাদিত হয়, তিনি বস্তু-শব্দ বাচ্য। সেই বস্তু কিরূপ? কিশোরাকৃতি। যদি বল, ব্রজগোপীগণ সাধ্বী ও পরতন্ত্রা, তাঁহারা রাসলীলায় আগমন করিবেন কিরূপে? তাঁহারা বিনা রাসলীলাই বা হইবে কিরূপে? এই ভাবিয়াই শ্রীকৃষ্ণ যেন ব্যাকুল হইয়া বেণুবাদন করিতে আরম্ভ করিলেন। বেণুনাদলহরী পরমানন্দময় বলিয়া তিনি নিজের বেণুনাদলহরীতে নিজেই পরমানন্দে বিমুগ্ধ হইলেন। আবার সেই বেণুনাদে আকৃষ্টা তদীয় বল্লবীগণের আগমনজনিত কাঞ্চী-নূপুরাদির ধ্বনিও তাঁহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইল এবং সেই ধ্বনিশ্রবণজনিত আনন্দে তিনি নির্ব্ব্যাকুল হইলেন। অর্থাৎ তাঁহার ব্যাকুলতা দূর হইল। আর বেণু যাঁর হস্তে রহিয়াছে, সেইবেণুনিনাদ স্বেচ্ছায় সম্পাদিত অর্থাৎ যিনি বেণুনাদের দ্বারা প্রণতজনকে নিজ চরণাশ্রয়ে উন্মুখী করেন, সেই ব্রজসুন্দরীগণ তাঁহার শ্রীচরণাশ্রয়ে উন্মুখী ও তাঁহার বেণুরবে আকৃষ্টা এবং তৎপ্রতি আসক্তা; কিন্তু গুরুজনের বারণ, ধর্ম-লজ্জাদি তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণমিলনের পক্ষে শৃঙ্খলের ন্যায়

মোক্ষো যেন। তদুক্তম্—'যা মাভজন্ দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চ্যে-ত্যাদৌ'। তথা অখিলাসু বল্লবীষু উদারং তত্তদভীষ্টবিলাসপূর্ত্ত্যা সর্ব্বমনো-রথদাতৃ। তদুক্তং--শ্রীজয়দেববচনৈঃ—'বিশ্বেষামনুরঞ্জনেত্যাদৌ।' কিংবা অখিলৈর্ভজনীয়সৎগুণৈরুদারং মহদত্যুত্তমমিত্যর্থঃ। অন্যৎ সমম্। আকৃষ্য রাধাং ব্রজসুভ্রুবাং গণাদ্ভঙ্গ্যা তয়া গূঢ় বিলাসলোভতঃ। কুঞ্জে

বাধাজনক। এই শৃঙ্খলবন্ধন হইতে তাঁহাদিগকে মুক্ত করার উপায় অপবর্গ বা মোক্ষ, ইহাও তাঁহার নিজের হস্তেই ন্যস্ত। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের মোহন বেণুনাদ শ্রবণ করিলে কোন বাধাই শ্রীকৃষ্ণদর্শনের অন্তরায় হয় না। একথা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই বলিয়াছেন —'যামাভজন দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চ্যেত্যাদৌ' (১০।৩২।১১) তোমরা অত্যন্তদৃঢ় গৃহশৃঙ্খল ছেদন করিয়া আমাকে আশ্রয় করিয়াছ।"

"অখিলোদার" পদের ব্যাখ্যা করিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণ সকলের মনোবাসনা পূর্ণ করেন, বিশেষতঃ বল্লবীগণের অভীষ্ট পূর্ণ করেন। 'উদার'—এতৎ অভীষ্ট বিলাস পূর্ত্তিদ্বারা সর্বমনোরথ পূর্ণ করেন। শ্রীল জয়দেবচরণ স্বীয় শ্রীগীত-গোবিন্দে (১।১২) বলিয়াছেন— এই বিশ্বকে অনুরঞ্জন (আনন্দদান) করিতে করিতে নীলকমলতুল্য শ্যামবর্ণ কোমল অঙ্গদ্বারা আনন্দোৎসব বর্দ্ধন করিয়া ব্রজসুন্দরী-গণ কর্ত্তৃক স্বচ্ছন্দে প্রতিঅঙ্গে আলিঙ্গিত হইয়া (শ্রকৃষ্ণ) মূর্ত্তিমান শৃঙ্গারের মত বিলাস করিতেছেন। কিংবা 'অখিল'—পদে ভজনীয় সদ্‌গুণসমূহের দ্বারা এই শ্রীষ্ণ সর্ব্বাপেক্ষা উদার— সর্ব্বোত্তম। অন্য অর্থ সমান।

রসাস্বাদবিশেষলব্ধয়ে প্রারম্ভি রাসো রসিকেন্দ্রমৌলিনা। পশ্চান্ময়া বাহ্যদশোত্থমর্থং সংগৃহ্যতাদাবপি বক্তুমর্হম্। অন্তর্দশোত্থঃ সবিশেষমর্থঃ পূর্ব্বং নিজেষ্টঃ কিল কথ্যতেঽসৌ ॥

অথাস্য তদ্বেশ্যাবক্ত্রাৎ শ্রীরাধায়াঃ শ্রীকৃষ্ণেঽনুরাগাদিশ্রবণজাত-লোভত্বাৎ রাগানুগামার্গেনৈব ভজনম্। তত্র রাগানুগামার্গে তনুৎপন্নরতি-সাধকভক্তৈরপি স্বেপ্সিতসিদ্ধদেহং মনসি পরিকল্প্য ভগবৎসেবাদিকং ক্রিয়তে। জাতরতীনান্তু স্বয়মেব তদ্দেহস্ফূর্ত্তিঃ। অস্য তু উৎপন্না মধুরজায়ীতা রতিঃ ক্রমেণানুরাগদশাং প্রাপ্তাস্ত ততস্তদ্দেহ স্ফূর্ত্তিঃ সদৈব।

নিভৃত কুঞ্জে শ্রীরাধার সহিত গূঢ়বিলাস লোভে রসিকেন্দ্র-মৌলি শ্রীকৃষ্ণ রাস আরম্ভ করিলেন। বহু ব্রজাঙ্গনার সঙ্গে হাস-পরিহাস করিতে করিতে চাতুর্য্যপূর্ণ নেত্রভঙ্গিদ্বারা শতকোটি ব্রজসুন্দরীর মধ্য হইতে শ্রীরাধাকে নির্জ্জনে আনিয়া রসাস্বাদন করিতে লাগিলেন।

পশ্চাৎ বাহ্যদশা হইতে উত্থিত অর্থ সংগৃহীত হইলেও সংক্ষেপে এবং অন্তর্দশোত্থ অর্থ সবিশেষভাবে বলিব। পূর্ব্বে নিজ ইষ্ট অর্থাৎ চিন্তামণি বেশ্যার মুখে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার অনুরাগাদির কথা শুনিয়াছিলেন এবং সেই শ্রবণজাত লোভ হইতেই শ্রীলীলাশুকের রাগানুগামার্গে শ্রীরাধাকৃষ্ণ-ভজনে প্রবৃত্তি হয়। এই রাগানুগামার্গে অনুৎপন্ন-রতি সাধকভক্ত প্রথমে নিজের ঈপ্সিত সেবাযোগ্য সিদ্ধদেহ স্বীয় মনে কল্পনা করিয়া থাকেন; রতি উৎপন্ন হইলে সিদ্ধদেহ কল্পনা করিতে

যথা রসামৃতসিন্ধৌ—ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ। তন্ময়ী যা ভবেদ্ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোদিতা। বিরাজন্তীমভিব্যক্তং ব্রজবাসিজনাদিষু। রাগাত্মিকামনুসৃতা যা সা রাগানুগোচ্যতে। রাগাত্মিকৈকনিষ্ঠা যে ব্রজবাসিজনাদয়ঃ। তেষাং ভাবাপ্তয়ে লুব্ধো ভবেদত্রাধিকারবান্। তত্তদ্ভাবাদিমাধুর্য্যে শ্রুতে ধীর্যদপেক্ষতে। নাত্র শাস্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ তল্লোভোৎপত্তিলক্ষণমিতি। অথোজ্জ্বলনীলমণৌ—স্যাদ্দৃঢ়েয়ং

হয় না, জাতরতি ভক্তের সেই সিদ্ধদেহ স্বয়ংই স্ফূর্ত্তি হয়। শ্রীলীলাশুক মধুররসের ভক্ত এবং তাঁহার মধুরজাতীয় রতি উৎপন্ন হইয়া ক্রমে ক্রমে অনুরাগদশা প্রাপ্ত হইয়াছে। এজন্য তাঁহার অন্তশ্চিন্তিত সেবাযোগ্য সিদ্ধদেহ সতত স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইতেছে।

এই রাগানুগা ভক্তির লক্ষণ শ্রীরসামৃতসিন্ধুতে এইরূপ ঃ—অভীষ্ট বস্তুতে যে স্বাভাবিক পরমাবিষ্টতা প্রেমাবেশমূলক প্রেমময়ী তৃষ্ণা, তাহাকে 'রাগ' বলে। এই রাগাত্মিকা ভক্তি ব্রজবাসিজনাদিতে প্রকাশ্যভাবে বিরাজমানা। এই রাগাত্মিকা ভক্তির অনুগতা ভক্তিকেই 'রাগানুগাভক্তি' বলে। রাগাত্মিকা ভক্তিতেই কেবল নিষ্ঠাপ্রাপ্ত ব্রজবাসিজনের শ্রীকৃষ্ণে যে ভাব, সেই ভাবপ্রাপ্তির জন্য লুব্ধজনই এই রাগানুগামার্গের ভজনে অধিকারী। ব্রজবাসিজনের ভাব ও ক্রিয়াদি যে শ্রীকৃষ্ণের সর্বেন্দ্রিয়-প্রীতিকর—এই মাধুর্য্যময় লীলাকথা শ্রবণে এবং তাহা যৎকিঞ্চিৎ অনুভূত হইলে শাস্ত্রযুক্তি-নিরপেক্ষ হইয়া বুদ্ধিবৃত্তির যে প্রবর্ত্তন—সেই সেই ভাবমাধুর্য্যে অভিলাষ, তাহাই

চাতুর্য্যৈকনিদানসীমচপলাপাঙ্গচ্ছটামন্থরং
লাবণ্যামৃতবীচিলোলিতদৃশং লক্ষ্মীকটাক্ষাদৃতম্।
কালিন্দীপুলিনাঙ্গনপ্রণয়িনং কামাবতারাঙ্কুরং
বালং নীলমমী বয়ং মধুরিমস্বারাজ্যমারাধ্নুমঃ ॥ ৩

রতিঃ প্রেমা প্রোদ্যন্ স্নেহঃ ক্রমাদয়ম্। স্যান্মানঃ প্রণয়ো রাগোঽনুরাগো ভাব ইত্যপি। বীজমিক্ষুঃ স চ রসঃ স গুড়ঃ খণ্ড এব সঃ। সা শর্করা সিতা সা চ সা যথা স্যাৎ সিতোপলেতি। তত্রানুরাগলক্ষণম্—সদানুভূতমপি যঃ কুর্য্যান্নবনবং প্রিয়ম্। রাগো ভবন্নবনবঃ সোঽনুরাগ ইতীর্য্যতে। ইতি। তথৈবাগ্রে ব্যক্তীভবিষ্যতি ॥ ২

ততঃ শ্রীকৃষ্ণপার্শ্বে সর্ব্বমুখ্যায়াঃ পূর্ব্বশ্রুতানুরাগসৌভাগ্যায়াঃ শ্রীরাধায়াঃ পার্শ্বস্থসখীনাং তদুপাসিকানাং মধ্যে আত্মানং তাদৃশীমেকাং

লোভোৎপত্তির লক্ষণ। শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে উক্ত আছে, এই রতি দৃঢ়া হইলে তাহার নাম হয় প্রেম। এই প্রেম বৃদ্ধিক্রমে ক্রমশঃ স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ ও ভাবরূপে পরিণত হয়। যেমন বীজ হইতে ইক্ষুদণ্ড হয়, তাহার নিষ্পেষণে রস, পরে গুড়, পরে খণ্ড, পরে শর্করা, তাহা হইতে মিছরি, তাহারও পরে ওলা হয়। তদ্রূপ রতি হইতে প্রেমাদিক্রমে ভাব পর্য্যন্ত হয়। তাহার মধ্যে অনুরাগ লক্ষণ—যে রাগ নব-নবায়মান হইয়া সদা অনুভূত প্রিয়জনকে প্রতিক্ষণ নব-নবায়মানরূপে অনুভব করায়, তাহাকে 'অনুরাগ' বলে। ইহা পরে বলা হইবে। ২।

(৩) শ্লোকার্থ-যাঁর চাতুর্য্যের অসীম নিদানস্বরূপ চপল অপাঙ্গছটায় ব্রজগোপীদের গতি মন্থর হইয়া যায়। লাবণ্যামৃত-লহরীমালায়

জ্ঞাপয়ন্নাহ। অমী বয়ং তৎপরিবাররূপা বালং কিশোরং আরাধ্নুমঃ। চামরান্দোলনতাম্বূলদানাদিনা বয়ং সেবামহে। পূর্ব্বং কিশোরাকৃতিত্বেন নিরূপিতত্বাৎ। অগ্রেঽপি তল্লীলায়া এব বর্ণিতত্বাৎ। স্মৃত্যালঙ্কারাদিষু ত্রিবিধবয়োবিবেচনে বাল্যমাযোড়শাব্দান্তমিতি প্রসিদ্ধেশ্চ বালশব্দেন ত্র কিশোর এবোচ্যতে। অন্যথা ব্যাখ্যায়াং কামাবতারাঙ্কুরত্বাসম্ভবাৎ। এবমগ্রেঽপি জ্ঞেয়ম্। কীদৃশম্? নীলং ইন্দ্রনীলমণিশ্যামং মূর্ত্তং শৃঙ্গার-

---

যাঁর দৃষ্টি চঞ্চল, লক্ষ্মী যাঁহাকে কটাক্ষদ্বারা আদর করেন, কালিন্দীপুলিনপ্রাঙ্গণ যাঁর প্রিয়, যাঁহা হইতে নিখিল কামাবতারের অঙ্কুর উদগত হয়, যিনি মধুরিমার লাবণ্যস্বরূপ, সেই নীলবর্ণ কিশোরকে আমরা আরাধনা করি।

(৩) টীকার অর্থ—অতঃপর শ্রীলালাশুকের অন্তরে স্ফূর্ত্তি হইল,—শ্রীকৃষ্ণের বামপার্শ্বে সর্বমুখ্যা গোপী (শ্রীরাধা) এবং সেবাপরায়ণা সখীবৃন্দ শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা করিতেছেন। পূর্ব্বে চিন্তামণির মুখে শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বস্থিতা যে সর্বমুখ্যা গোপীর অনুরাগ-সৌভাগ্যের কথা শুনিয়াছিলেন, সেই শ্রীরাধার পার্শ্বস্থা উপাসিকা সখীগণের মধ্যে নিজেকেও এক সখী মনে করিয়া অন্য এক সখীকে নিজের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিতেছেন—'অমী বয়ং'। আমি শ্রীরাধিকার পরিবাররূপা (একযূথভুক্ত সমবাসন) সখীগণের সহিত এই নবকিশোরের আরাধনা করিব—চামর আন্দোলন, তাম্বুল অর্পণ, পাদসম্বাহনাদি সেবা করিব।

মূলে 'বাল' শব্দদ্বারা নবকিশোর শ্রীকৃষ্ণকে বুঝাইতেছে। পূর্ব্বশ্লোকে কিশোরাকৃতি শ্রীকৃষ্ণই পরমবস্তুরূপে নিরূপিত

রসমিত্যর্থঃ। যদুক্তম্,—'শৃঙ্গারঃ সখি মূর্ত্তিমানিতি।' রাসরঙ্গকালিন্দী-পুলিনমেব মাধবীচতুঃশালিকায়া অঙ্গনং তত্র প্রণয়িনং সদা তত্র বিলসন্তমিত্যর্থঃ। তথা, প্রবললজ্জাবাম্যাভ্যাং পরমোৎকণ্ঠায়াম-প্যধোমুখস্থিতায়াঃ লক্ষ্যাঃ শ্রীরাধায়াঃ কটাক্ষে তৎপ্রাপ্ত্যবাদৃতং সাদরং তথা পরিতঃ স্থিতাস্বপ্যন্যাসু শ্রীরাধায়া এব লাবণ্যামৃতবীচিভির্লোলিতে

হইয়াছে। অগ্রেও এই কিশোর শ্রীকৃষ্ণের লীলা বর্ণিত হইবে। কেননা, বাল্য ও পৌগণ্ড— এই দুইটি নিত্যকিশোরস্বরূপের ধর্ম। কিশোরই হইতেছে ধর্মী—পূর্ণাবির্ভাবযুক্ত বলিয়া সর্বভক্তিরসেরই আশ্রয় ও নিত্য নানালীলা-বিশিষ্ট। স্মৃতি ও অলঙ্কারাদি শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের ত্রিবিধ বয়স বিবেচনায় ষোড়শবর্ষ বয়স পর্য্যন্ত 'বাল' শব্দে নিরূপিত হইয়াছে। অতএব 'বাল' শব্দে প্রসিদ্ধ নিত্য-কিশোরশ্রীকৃষ্ণকেই বুঝাইতেছে। অন্যথা ব্যাখ্যায়'কামাবতারাঙ্কুর' পদের সঙ্গতি অসম্ভব হইবে। অথচ বাল-শব্দে কামাবতার নির্ণীত হয়। অগ্রেও এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইবে। এই কিশোরাকৃতি কিরূপ? নীল, ইন্দ্রনীলমণির ন্যায় শ্যামবর্ণ-বিশিষ্ট। মূর্ত্তিমান শৃঙ্গাররস। শৃঙ্গাররসের বর্ণ শ্যাম বলিয়া 'নীল' শব্দ প্রয়োগ হইয়াছে। যথা, শ্রীগীতগোবিন্দে (১।১৮)— 'শৃঙ্গারঃ সখি মূর্ত্তিমানিতি।' 'হে সখি! মূর্ত্তিমান শৃঙ্গারের মত মুগ্ধ শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়ায় মত্ত হইয়াছেন।' কালিন্দীপুলিনের রাসস্থলীতে ইহাঁর সতত অবস্থান, রাসরঙ্গোৎসবের জন্য মাধবীলতার দ্বারা নির্ম্মিত চতুঃশালিকায় (চতুর্দ্দিকে সমকোণ-বিশিষ্ট অঙ্গনে) সমস্ত প্রণয়িনীর সহিত সদা রাসরঙ্গে বিলাস

সতৃষ্ণীকৃতে দৃশৌ যস্য তম। অতোঽন্যান্ত্যক্ত্বা তয়া সহ রহলীলোৎকণ্ঠয়া সর্বসমাধানপূর্ব্বকমন্যালক্ষিতপ্রেরণয়া তন্নিষ্ক্রামণস্বনিষ্ক্রামণাদিষু তস্য তত্র চ চাতুরীস্ফূর্ত্ত্যাহ- চাতুর্য্যেতি। চাতুর্য্যাণাং নেত্রান্তাদিদ্বারৈব

করেন। আর এই রাস-রস-রঙ্গ বিলাসে শ্রীরাধিকাই মুখ্যা, তাঁহার অঙ্গের লাবণ্যামৃত-তরঙ্গের মাধুর্য্য আস্বাদনের জন্য রাসবিহারী শ্রীকৃষ্ণের নয়ন সতত তৃষিত এবং শ্রীরাধাও তদ্রূপ উৎকণ্ঠিতা; কিন্তু এরূপ উৎকণ্ঠা থাকা সত্ত্বেও প্রবল লজ্জা ও বাম্যভাব দ্বারা কটাক্ষভঙ্গীতে প্রাণবল্লভকে দর্শন করেন। অর্থাৎ শ্রীরাধা পরম অনুরাগবতী হইলেও শ্রীকৃষ্ণ দর্শনের জন্য তাঁহার পরম উৎকণ্ঠা থাকিলেও লজ্জা ও বাম্যভাব তাঁহার সাধে বাধা দেয়, এই অবস্থায় তিনি অধোমুখী হইয়া কটাক্ষ-ভঙ্গিতে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেন। শ্রীরাধার এই কটাক্ষে শ্রীকৃষ্ণ সমাদৃত হইয়া থাকেন বলিয়া আমি আদরের সহিত তাঁহার ভজনা করিব। যদিও এই সময়ে অন্যান্য ব্রজসুন্দরীবর্গ শ্রীকৃষ্ণের চতুর্দ্দিকে ছিলেন, তথাপি তাঁহার দৃষ্টি অন্য কোন ব্রজসুন্দরীর প্রতি পতিত হয় নাই। কেননা শ্রীরাধার লাবণ্যমৃতের তরল-তরঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ বিচলিত। যদিও অন্যান্য ব্রজসুন্দরী তাঁহার দৃষ্টির প্রতীক্ষা করিতেছিলেন;তথাপি তিনি আর কাহারও প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে পারিলেন না—কেবল সতৃষ্ণ নয়নে তৃষিত ভ্রমরের ন্যায় শ্রীরাধার মুখকমলের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তাঁহার মনের সাধ—তিনি শ্রীরাধাকে লইয়া নিভৃত কুঞ্জে কেলি করিবেন। অতএব অন্যান্য গোপীকে ত্যাগ করিয়া কেবল শ্রীরাধার সহিত

তত্তর্জ্জ্ঞাপনরূপাণাং যানি মুখ্যানি নিদানান্যাদিকারণানি তেষাং সীমা অবধিরূপশ্চ পুনশ্চপলো যোঽপাঙ্গস্তস্য ছটয়া তাং মন্থরয়তি স্তব্ধাং করোতীতি। অতো লক্ষ্ম্যাস্তস্যাঃ কটাক্ষে আদৃতং সাদরম। সঙ্কেত-জ্ঞাপনমিদং জ্ঞাপয়ত্বিয়মিতি তদভিলসন্তমিত্যর্থঃ। যদ্বা, 'শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষ' ইত্যাদি, 'লক্ষ্মীসহস্রশতসংভ্রমসেব্যমানমিত্যাদি ব্রহ্মসংহিতাদ্যনুসারেণ লক্ষ্মীণাং ব্রজদেবীনাং কটাক্ষৈরাদৃতমপি

রহলীলার উৎকণ্ঠায় শ্রীকৃষ্ণ সর্ব সমাধান পূর্ব্বক অন্যের অলক্ষিত প্রেরণায় অর্থাৎ চঞ্চল লোচনের কটাক্ষ-ভঙ্গিতে শ্রীরাধাকে মনের ভাব জানাইলেন এবং তাঁহার সেই চাতুর্য্যপূর্ণ কটাক্ষের অভিপ্রায় কেবল শ্রীরাধাই বুঝিতে পারিলেন—অন্যান্য গোপী-গণ তাহা জানিতে পারিলেন না। এইরূপে শ্রীরাধার ও শ্রীকৃষ্ণের রাসস্থল হইতে নিষ্ক্রামনাদিতে শ্রীকৃষ্ণের চাতুর্য্যসীমা প্রকাশ পাইয়াছে— এই স্ফূর্ত্তিতে বলিলেন— 'চাতুর্যেতি'। যিনি চাতুর্য্যের একমাত্র কারণের অবধিস্থল; পুনরায় চপল অপাঙ্গছটা দ্বারা তাহা জ্ঞাপন করা। আবার এই চপল অপাঙ্গ-ছটায় ব্রজগোপীদের গতি মন্থর হইয়া যায়; কিন্তু শ্রীরাধার চপল নেত্রপ্রান্তছটা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ নিজেও স্তম্ভভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কেননা, যে কারণে লীলা হয়, তাহার কারণ হইতেছে শ্রীরাধার নেত্রপ্রান্তছটা; সুতরাং মহালক্ষ্মীর কটাক্ষ দ্বারা আদৃত বলিয়া সাদরে সঙ্কেত জ্ঞাপন করাই তাঁহার অভিলাষ। অর্থাৎ এই অভিলাষ জানিয়া শ্রীরাধা তাহা অঙ্গীকার করুক, ইহাই 'লক্ষ্মীকটাক্ষাদৃতম্' পদের তাৎপর্য্য। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের অভি-

তাদৃক্‌চাতুর্য্যাণামবধিরূপশ্চপলায়াস্তল্লীলার্থং জাতচাপল্যায়াঃ শ্রীরাধায়া যোঽপাঙ্গস্তচ্ছটাভির্মন্থরং জাতস্তদ্ধতস্না তত্তৎক্রিয়াদিষ্বপ্যশক্তম্। তথা 'প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথা'মিত্যাদ্যনুসারেণ কামস্য তদ্বিষয়কপ্রেমবিশেষস্য যোঽবতারঃ প্রাকট্যং তস্যাঙ্কুরঃ প্ররোহো যস্মাত্তম্। সর্বমাধুর্য্যমনুভূয়াহ—মধ্বিতি। মধুরিম্নাং স্বারাজ্যম্। তৎ সর্বমত্রৈব সুলভমিত্যর্থঃ। তত্রাস্য তস্যাঃ সখ্যেনানুগতিঃ। 'রাধাপয়ো-

---

লাষ যে কটাক্ষ দ্বারা আদৃত হইতেছে, তাহাই 'লক্ষ্মীকটাক্ষ' বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। অথবা ইহার আরও অর্থ হইতে পারে, 'শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষ' (ব্রহ্মসংহিতা) এই প্রমাণে লক্ষ্মীগণ শ্রীকৃষ্ণের কান্তা এবং পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন কান্ত। আর "লক্ষ্মীসহস্রশত সংভ্রম সেব্যমানম্" (ব্র সং) এই প্রমাণ অনুসারে যিনি সহস্র সহস্র মহালক্ষ্মীরূপা ব্রজদেবীদের দ্বারা সসংভ্রমে সেবিত—কটাক্ষ দ্বারা আদৃত হইয়াও তাদৃশ চাতুর্য্যের অবধিস্বরূপ হইয়াও সেই লীলার্থ চঞ্চল। যদিও মহা লক্ষ্মী বলিতে ব্রজগোপীমাত্রই বুঝায়; তথাপি শ্রীকৃষ্ণের লীলা সম্পাদনার্থ চাপল্যযুক্তা গোপীশ্রেষ্ঠা শ্রীরাধাকেই বুঝাইতেছে। কেননা শ্রীকৃষ্ণ সকল প্রকার প্রেমচাতুর্য্যের সীমা অতিক্রম করিলেও শ্রীরাধার কটাক্ষদ্বারা আদৃত অর্থাৎ শ্রীরাধার চঞ্চল নয়নের কুটিল কটাক্ষে তিনি একেবারেই স্তম্ভিত হইয়া পড়েন; সুতরাং তিনি তত্তৎ ক্রিয়াদি সম্পাদনেও অশক্ত হইয়া পড়েন। আরও বলি, গৌতমীয়তন্ত্রে উক্ত আছে, গোপরমণীগণের প্রেমই কাম-নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, এই প্রথানুসারে গোপ-

ধরে'ত্যাদি। 'যে বা শৈশবচাপলব্যতিকরা রাধাবরোধোন্মুখা' ইত্যাদৌ চ সুব্যক্তৈব। বাহ্যদশার্থস্ত্বেবম্—স্বসঙ্গিনঃ প্রত্যেব ন কেবলং তাদৃশং বস্তুস্ত্যেব মাত্রং বয়মপি তদুপাস্মহ ইত্যাহ। অমী বয়ম্—জানন্ত এব জানন্ত ইত্যাদিনা, 'নায়ং সুখাপো ভগবানি'ত্যাদিনা চ বিধিশুকাদিভিঃ স্তুতং বালং আরাধ্নুম ইতি। স্বরবৈকৃত্যেনাশ্চর্য্যদ্যোতনম্। স্বস্য তদ্বহির্মুখপূর্বদশাস্মৃত্যা অদসঃ প্রয়োগঃ। তান্ ক্রোড়ীকৃত্য বহুত্বপ্রয়োগশ্চ।

রমণীদের শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেমের নামই কাম। অতএব তাঁহাদের প্রেমবিশেষের যিনি অবতার, তিনি 'কামাবতারাঙ্কুর'। এস্থলেও কাম-শব্দের অর্থ প্রেম এবং অবতার—শব্দের অর্থ প্রাকট্য। তাহা হইলে 'কামাবতারাঙ্কুর'—পদের অর্থ হইল প্রেমাবতার—প্রেম প্রকাশের অবতার। অর্থাৎ প্রেম প্রাকট্য যাঁহা হইতে হয় তিনি কামাবতারাঙ্কুর বা কামপ্রকাশের অঙ্কুর উদ্গত হয় যে অবতারে, সেই অবতারের নাম কামাবতার। এই কামাবতারের সর্ব মাধুর্য্য অনুভব করিয়া শ্রীলীলাশুক বলিলেন—'মধ্বিতি।' যিনি মধুরিমার স্বারূপ্য। শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্য্যময় বলিয়া তাঁহার মাধুর্য্য সর্বত্র সুলভ, অর্থাৎ যে কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা তাঁহার মাধুর্য্য অনুভব করা যায়; সুতরাং তাঁহার মাধুর্য্য সর্বত্রই সুলভ। এই মাধুর্য্য-প্রবাহে নিমগ্ন হইয়া শ্রীলীলাশুক বলিলেন—(৭৬) "আমাদের পরমসুহৃদ্ শ্রীরাধিকার পয়োধরের সঙ্গশায়ী শ্রীকৃষ্ণ" (১০৬) "দানলীলা, পুষ্পহরণলীলা প্রভৃতিতে শ্রীরাধার পথ অবরোধজনিত শ্রীকৃষ্ণের কৈশোর-চাপল্য লীলা" ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীরাধার সুখে শ্রীকৃষ্ণের আনুগত্য সুব্যক্ত হইয়াছে।

তমেবাশ্রয়ণীয়নায়কং সদ্‌গুণৈর্বিশিনষ্টি। তত্র কালীন্দীতি সদা বিলাসিত্ব-মুক্তম্। মধুরিমেতি রুচিরত্বম্। তাসামাকর্ষণে উপেক্ষাপ্রত্যায়কবাগ্‌ভঙ্গি-

---

বাহ্যদশার অর্থ এইরূপ—(স্বসঙ্গী বৈষ্ণবের প্রতি) পূর্ব্বে শ্রীবৃন্দাবনের যে বস্তুর কথা বলা হইয়াছে, সেই বস্তু যে কেবল আমাদেরই আরাধ্য তাহা নহে, ব্রহ্মা-শুকাদিরও নিত্য আরাধ্য। "অমী বয়ং" এই অদস্ শব্দ প্রয়োগের হেতু এই, শ্রীলীলা-শুক তাঁহার বহির্ম্মুখ পূর্ব্বদশা স্মরণ করিয়াই বলিয়াছেন,—বিধি-শুকাদির আরাধ্য বস্তুর আমরা অরাধনা করি, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে কি? 'বয়ম' এই বহুবচন প্রয়োগের উদ্দেশ্য এই যে, তিনি স্বসঙ্গী বৈষ্ণবদিগকেও অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াই 'আমরা' বলিয়াছেন। শ্রীবিধি বলিয়াছেন—হে শ্রীকৃষ্ণ! যাঁহারা আপনার মহিমা অবগত আছেন বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা জানুন, কিন্তু আপনার বৈভব আমার কায়মনোবাক্যের গোচর নহে (শ্রীভা ১০।১৪।৩৮) শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন, গোপিকাসুত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে ভক্তগণ যত সহজে পেয়ে থাকেন, দেহধারী জ্ঞানীরা এমন কি ব্রহ্মা, শিব প্রভৃতিও এত সহজে পান না। (শ্রীভা ১০।৯।২১) এইরূপে বিধি-শুকাদি যাঁহাকে স্তব করিয়া থাকেন, এবম্ভূত শ্রীকৃষ্ণের আমরা আরাধনা করিব—স্বরবিকৃত-দ্বারা এমনভাবে এই কথাগুলি বলিলেন, যাহাতে বোধ হইল যেন আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াই এই কথা বলিয়াছেন।

শ্রীবৃন্দাবনে রাসবিহারী শ্রীকৃষ্ণের মত আশ্রয়নীয় সদ্‌গুণ-শালী নায়কচূড়ামণি আর কে আছে? এখন তাঁহারই গুণা-

প্রার্থনাদিচাতুরীস্ফূর্ত্ত্যাহ—চাতুর্য্যেতি। অনেন বৈদগ্ধ্যম্। চপলেতি মোহনত্বম্। চপলানাং তাসামপাঙ্গচ্ছটাভির্মন্থরং স্তব্ধমিতি প্রেম-বৈবশ্যত্বম্। তস্যা মুখেন্দুদর্শনাদুচ্ছলিতো যো লাবণ্যামৃতবীচিভি-র্লোলিতাঃ সতৃষ্ণীকৃতাস্তস্যাঃ পশ্যতাঞ্চ দৃশো যেনেতি সৌন্দর্য্যম্। বেণুনাদাকৃষ্টায়া নভঃস্থিতায়া লক্ষ্ম্যাঃ কটাক্ষৈরাদৃতং সাদরং সলাল-সমীক্ষ্যমাণমিতি—নারীগণমনোহারিত্বং। কামাদীনাং চতুর্ব্যূহান্তর্গত-

---

বলী বিশেষভাবে বলিতেছি—'তিনি কালিন্দীপুলিনে সদা বিলাস করেন', ইহার দ্বারা সদাবিলাসিত্ব উক্ত হইল। অর্থাৎ তাঁহার এই প্রকার অনন্ত বৈচিত্রপূর্ণ লীলা নিত্যকাল চলিতেছে। 'মধুরিম' এই পদে রুচিরত্ব এবং রাসমণ্ডলে গোপীগণকে আকর্ষণ করিয়া তাঁহাদের প্রতি প্রথমতঃ উপেক্ষাভঙ্গিময় বাহ্যার্থ প্রকাশ-মূলক বাক্যদ্বারা কৌশলে প্রার্থনা জানাইয়া স্বীয় চাতুর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন, এইরূপ স্ফূর্ত্তিতে বলিলেন—'চাতুর্য্যেতি।' ইহাতে বৈদগ্ধ্য প্রকাশ পাইয়াছে। 'চপল' ইহাতে মোহনত্ব ধ্বনিত হইয়াছে। যেহেতু স্বীয় মোহনত্ব জ্ঞাপন প্রসঙ্গে শ্রীরাধা প্রভৃতি ব্রজসুন্দরীগণের চঞ্চল অপাঙ্গছটায় মন্থর অর্থাৎ তাঁহাদের নেত্রান্তের কুটিল কটাক্ষ দ্বারা স্তম্ভিত হইয়া যান; ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমবশ্যতা সূচিত হইয়াছে। শ্রীরাধার মুখেন্দু দেখিয়া শ্যামসুন্দরের লাবণ্যসুধাসাগর উছলিয়া উঠে এবং সেই লাবণ্য-সুধাসাগরের তরঙ্গদ্বারা তিনি ব্রজসুন্দরীগণের চঞ্চল নয়ন অধিকতর সতৃষ্ণ করিয়া তুলেন। আবার সেই তরঙ্গদ্বারা সতৃষ্ণ হইয়া শ্রীরাধাকে দর্শন করেন, তাহাতেই তাঁহার সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য

প্রদ্যুম্নাখ্যস্বস্বরূপাণাং শাখাস্থানীয়াণাং তদংশলেশাভাসরূপাণামনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গতপ্রাকৃতকামানাং পত্রস্থানীয়ানামবতারস্য প্রাকট্যস্য অঙ্কুরং প্রথমোদ্ভিন্নকোমলস্কন্ধাংশম্। প্রাকৃতাপ্রাকৃতকন্দর্পনিদানবৃন্দাবনাভি-নবকন্দর্পমিত্যর্থঃ। আগমাদৌ কামগায়ত্র্যা কামবীজেন চ তস্য তদ্রূপেণোপাস্যত্বাৎ। কোটীমদনবিমোহনাশেষচিত্তাকর্ষকসহজমধুরতর-লাবণ্যামৃতাপারার্ণবেন মহানুভাবচয়েনানুভূয়মানতত্তন্মহাভাবনিবহেন

পূর্ণতমরূপে প্রকাশ পায়। তাৎপর্য্য এই যে, সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের মূর্ত্তি যে শ্রীরাধা, তাঁহার কটাক্ষ দ্বারা আদৃত—তাঁহার বশীভূত শ্রীমানকৃষ্ণেই 'মাধুর্য্য ভগবত্তার সার'—পরমপরাকাষ্ঠা প্রকাশ পায়। তাঁহার বেণুধ্বনিদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া নভঃস্থিত লক্ষ্মীগণ উৎফুল্ল নয়ন কমলের কটাক্ষদ্বারা অর্চ্চনা করেন—সাদরে লালসার সহিত দর্শন করেন। ইহার দ্বারা 'নারীগণ মনোহারিত্ব' গুণ প্রকাশ পাইয়াছে। ইনি কামের অঙ্কুরস্বরূপ বলিয়া ইহাঁ হইতে সমস্ত কামের উদ্ভব হয় জানিতে হইবে। চতুর্ব্যূ-হান্তর্গত প্রদ্যুম্নাখ্য সাক্ষাৎকামদেবও ইহাঁর অংশ। আর শাখা-স্থানীয় কামদেবগণ এবং তাঁহাদের অংশলেশাভাস, (প্রতিবিম্বিত কণামাত্রের আবেশপ্রাপ্ত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের প্রাকৃত কামদেবগণ) অতএব স্বয়ংরূপ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই সাক্ষাৎকামেরও মূল-স্বরূপ। অর্থাৎ বৃন্দাবনের এই অভিনব কামদেবই প্রাকৃতা-প্রাকৃত সকল কামদেবেরই মূলস্বরূপ—নানা অবতার প্রাকট্যের অবতারী। আগমাদিশাস্ত্রে কামগায়ত্রী ও কামবীজের দ্বারা এই শ্রীকৃষ্ণেরই উপাসনা হইতেছে। ইনি কোটি-মদন বিমোহন,

বর্হোত্তংসবিলাসকুন্তলভরং মাধুর্য্যমগ্নাননং
প্রোন্মীলন্নবযৌবনং প্রবিলসদ্বেণুপ্রণাদামৃতম্।
আপীনস্তনকুট্মলাভিরভিতো গোপীভিরারাধিতং
জ্যোতিশ্চেতসি নশ্ছকাস্তু জগতামেকাভিরামাদ্ভুতম্ ॥ ৪

শ্রীমদনগোপালরূপেণাধুনাপি বৃন্দাবনে বিরাজমানত্বাচ্চ। অনেন সর্ব্বাবতারবীজত্বসর্ব্বমাধুর্য্যে উক্তে। 'রাসলীলা জয়ত্যেষা যয়া সংযুজ্যতেঽনিশম। হরের্বিদগ্ধতাভের্য্যা রাধাসৌভাগ্যদুন্দুভিঃ'। ৩

অশেষ চিত্তাকর্ষক এবং সহজ মধুরতর লাবণ্য-সুধাসাগর; মহাভাবনিবহেই ইহার মাধুর্য্য অনুভব হয়। ইনি বৃন্দাবনে মদন-গোপালরূপে এখনও বিরাজমান রহিয়াছেন। ইনি সর্ব্বাবতারের বীজ, সর্বমাধুর্য্যের নিদান। এতদ্দ্বারা 'সর্ব্বাবতার বীজত্ব' ও 'সর্ব্বমাধুর্য্যনিদানত্ব' উক্ত হইল। এই রাসবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের আমরা আরাধনা করিব। এই রাসলীলার জয় হউক, এই লীলায় শ্রীলক্ষ্মীদেবী হইতেও ব্রজগোপীগণের মহিমা যে অধিক-তর, তাহা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। আবার শ্রীকৃষ্ণের বিদগ্ধতাগুণ ভেরীনিনাদের সহিত শ্রীরাধার সৌভাগ্য-দুন্দুভি অহর্নিশি বিঘোষিত হইতেছে। ৩।

(৪) শ্লোকার্থ—যাঁহার মস্তকে কুন্তলরাশি মোহন চূড়াকারে বদ্ধ এবং শিখিপুচ্ছে সুশোভিত, আনন মাধুর্য্য-প্রবাহে নিমগ্ন, নবযৌবন প্রকর্ষের সহিত উন্মীলিত হইয়াছে, যিনি বেণুতে অমৃত প্রবাহের ন্যায় স্বরালাপ করিতেছেন। চারিদিকে পীন কুচকো-রকযুক্ত গোপীগণের দ্বারা আরাধিত হইতেছেন, অনন্ত জগতের

টীকা—অথাস্য বাহ্যে তিস্রো দশা দৃশ্যন্তে। প্রথমস্ফুর্ত্তৌ স্ফুর্ত্তিজ্ঞানম। ততঃ স্ফুর্ত্তিসাক্ষাৎকারয়োর্ভ্রমঃ। ততঃ সাক্ষাৎকার ইতি। অত্রাস্য মধুর জাতীয়ভাবাশ্রয়ত্বাৎ পূর্ব্বরাগবিপ্রলম্ভোৎপন্নলালসাদশোৎপন্নাস্তি। তয়া অন্তঃস্ফুর্ত্তাবপি বাহ্যদশোত্থদৈন্যবৈকল্যাদিবাসিতমনস্তয়া রাসবিলাসিনস্তস্য স্ফুর্ত্তিপ্রার্থনমেবাষ্টাদশভিঃ। 'তানি স্পর্শসুখাদীনি তে চ তরলা' ইত্যাদৌ; সা বিম্বাধরমাধুরীতি বিষয়াসঙ্গেঽপি চেন্মানসং, তস্যাং

এক অভিরাম অদ্ভুত জ্যোতিঃ আমাদের চিত্তে প্রকাশিত হউন।

(৪)—টীকার অনুবাদ—শ্রীলীলাশুকের বাহ্যে তিন প্রকার দশা দৃষ্ট হইয়াছে। ১ম—শ্রীকৃষ্ণের স্ফূর্ত্তিতে স্ফূর্ত্তিজ্ঞান। ২য়—স্ফূর্ত্তি ও সাক্ষাৎকারের মধ্যবর্ত্তিনী ভ্রমময়ী অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের স্ফূর্ত্তি ত সাক্ষাৎকার ভ্রম। ৩য়—শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎকার।

শ্রীলীলাশুক মধুরজাতীয় ভাবাশ্রয়ী, সুতরাং ঐ মধুরজাতীয় ভাব হইতেই তাঁহার পূর্ব্বরাগ বিপ্রলম্ভ হইতে লালসাদশার উৎপত্তি হয়। লালসাবশতঃ অন্তরে শ্রীকৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি হইলেও বাহ্যে সেই রাসবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের স্ফূর্ত্তির জন্য তাঁহার সাধকদেহে দৈন্য-বিকলতাদি উদিত হইয়াছে। এজন্য রাসবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের স্ফূর্ত্তি প্রার্থনা করিয়াছেন। অর্থাৎ বাহ্যদশা হইতে উত্থিত দৈন্য-বৈকল্যাদিবাসিত মনে শ্রীরাসবিলাসী শ্রীকৃষ্ণ যাহাতে চিত্তে সর্ব্বদা স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়েন, সেই নিমিত্ত যথাক্রমে অষ্টাদশ শ্লোক দ্বারা লালসাত্মিকা প্রার্থনা করিয়াছেন এবং তাহাই দৃষ্টান্তের সহিত বলিতেছেন—"শ্রীরাধার চিন্তায় শ্রীকৃষ্ণের মন সর্ব্বদাই সমাধিমগ্ন রহিয়াছে। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বাঙ্গে শ্রীরাধার সেই

লগ্নসমাধি হন্ত বিরহব্যাধিঃ কথং বর্দ্ধতে।' ইতিবৎ।

তত একেন স্বনিশ্চয়কথনম্। ততো গোপীনাং রাসান্তর্হিতকৃষ্ণ-দর্শনোৎকণ্ঠা-প্রলাপস্ফূর্ত্ত্যা তদ্দর্শনং প্রার্থনং ত্রয়স্ত্রিংশতা। ততঃ স্ফূর্ত্তি-সাক্ষাৎকারয়োর্ভ্রমঃ পঞ্চভিঃ। ততঃ পুনর্দ্দর্শনোৎকণ্ঠা সপ্তভিঃ। ততঃ সাক্ষাত্তদ্দর্শনাদ্বাঙ্মনসাগোচরত্বেন তদ্বর্ণনমষ্টাবিংশত্যা। ততস্তেন সহোক্তিঃ প্রত্যুক্তিঃ সপ্তদশভিরিতি ক্রমঃ। তত্রাদৌ তয়া সহ নিভৃত

স্পর্শসুখ, নয়নে সেই স্নিগ্ধ তরল দৃষ্টিবিভ্রম, নাসিকায় সেই মুখ-কমলের সৌরভ, শ্রবণে সেই অমৃত-বিনিন্দিত বাণী এবং রসনায় তাঁহার বিম্বাধরের মাধুরী অনুভব করিতেছেন; কিন্তু হায়! তথাপি তাঁহার মনে বিরহব্যাধি বর্দ্ধিত হইতেছে কেন?" এই মত সাধকদশায় লালসাবশতঃ অন্তরে শ্রীকৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি হইলেও বাহিরে তাঁহার স্ফূর্ত্তি জন্য মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্গকে তন্নিষ্ঠ করিবার জন্য উৎকণ্ঠাময়ী প্রার্থনা এবং নিজের অভীষ্ট সেবাদি প্রাপ্তির জন্য ভগবদ্ স্ফূর্ত্তির প্রার্থনাই লালসা। অতএব শ্লোকগুলির এই ভাবে ক্রম নির্দেশ হইতে পারে,—(১ম শ্লোকে) মঙ্গলাচরণ, (২য় শ্লোকে) বস্তু নির্দেশ, (৩য় শ্লোকে) লীলায় আত্মপ্রবেশ, (৪—২১ শ্লোকে) স্ফূর্ত্তিতে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন প্রার্থনা, (২২ শ্লোকে) স্বনিশ্চয় কথন, (২৩—৫৫ শ্লোক) পর্য্যন্ত মোট তেত্রিশটি শ্লোকের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণবিরহিনী গোপীগণের রাসস্থলী হইতে অন্তর্হিত শ্রীকৃষ্ণের দর্শনোৎকণ্ঠাহেতু প্রলাপ এবং স্ফূর্ত্তিও দর্শন প্রার্থনা। (৫৬—৬০ শ্লোক) পর্য্যন্ত পাঁচটি শ্লোকে স্ফূর্ত্তি-সাক্ষাৎকারভ্রম, পুনরায় দর্শনোৎকণ্ঠায় (৬১—৬৭ শ্লোক)

লীলোৎকণ্ঠয়া সর্ব্বসমাধানার্থম্, 'বাহুপ্রসার' ইত্যাদিবৎ, তথা তস্যাস্তাসাং চ তদুৎকণ্ঠাং বর্দ্ধয়িতুমুত্তম্ভয়ন্ রতিপতি'মিত্যাদিবচ্চ তাভিঃ সহ বিলসতস্তস্য স্ফূর্ত্ত্যা স্বসমানসখীঃ প্রত্যাহ—'বর্হোত্তংসেত্যাদি'। প্রথমং তল্লাবণ্যচ্ছটোচ্ছলিতং তদ্ভূষণাম্বরং গোপীলাবণ্যভূষাদিজ্যোতিঃ-পুঞ্জং নির্ব্বিশেষতয়ানুভূয়েব জাতাহ্লাদো লোভাৎ সসংভ্রমমাহ—ইদং জ্যোতিঃ স্বপরপ্রকাশকং মনোবেত্ররসায়নং বস্তু নশ্চেতসি চকাস্তু।

পর্য্যন্ত ছয়টি শ্লোক। অতঃপর (৬৮—৯৫ শ্লোক) পর্য্যন্ত মোট অষ্টবিংশতি শ্লোকে শ্রীভগবদ্-সাক্ষাৎকারের পর সেই ভগবদ্রূপের বাক্য ও মনের অগোচরত্ব বর্ণনা। (৯৬—১১২ শ্লোকে) শ্রীকৃষ্ণের সহিত উক্তি-প্রত্যুক্তি, ইহা সতেরটি শ্লোকে প্রপঞ্চিত হইয়াছে। মোট ১১২ শ্লোকে গ্রন্থ সমাপ্ত।

প্রথমতঃ শ্রীরাধার সহ নিভৃত লীলার উৎকণ্ঠায় শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বসমাধান নিমিত্ত 'বাহু প্রসার পরিরম্ভ' (ভা ১০।২৯।৪৬) ইত্যাদি লীলার ন্যায় লীলা স্ফূর্ত্তি হইলে শ্রীলীলাশুক স্বীয় সমজাতীয় সখীদিগকে লালসার সহিত বলিলেন—শ্রীকৃষ্ণ বাহু প্রসার করিয়া আলিঙ্গনাদি ক্রীড়াদ্বারা গোপীগণের কামভাব উদ্দীপন করিয়া তাঁহাদের সহিত রমণ করিতেছেন। এইরূপ শ্রীরাধা প্রভৃতি গোপীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিলাস স্ফূর্ত্তিতে বলিলেন—'বর্হোত্তংস' ইত্যাদি। প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের রূপ-লাবণ্য-ছটা-উচ্ছলিত ভূষণ-অম্বরাদি তাঁহার স্ফূর্ত্তি হইল পরে গোপী-লাবণ্য ভূষাদিতে ভূষিত সেই নির্ব্বিশেষ জ্যোতির স্ফূর্ত্তিতে শ্রীলীলাশুকের হৃদয়ে অসীম আনন্দ জাত হইল; কিন্তু এই

ঈষদ্বিশেষস্ফূর্ত্যাহ—কুণ্ডলমণ্ডিতগণ্ডাধরস্মিতাদীনাং মাধুর্য্যে তৎ-প্রবাহে মগ্নং কৃতমজ্জনমাননং যস্য তৎ। সমগ্রবিশেষস্ফূর্ত্যাহ--প্রকর্ষেণ উন্মীলন্নবযৌবনং চরমকৈশোরং যস্য তৎ। তথা, বর্হোত্তংসস্য যো বিলাসঃ নৃত্যগত্যা মন্দানিলেন চান্দোলনং তদ্‌যুক্তকুন্তলভরস্তৎকলাপো যস্য। তথা স্বরালাপাদিভঙ্গিভির্বিলসন্তো যে বেণোঃ প্রকৃষ্টা নাদাস্ত এবাতিমধুরত্বাৎ শুকস্থাবরাদিজীবদত্ত্বাচ্চামৃতানি যস্মিন্। তথা গোপী-

---

জ্যোতিঃপুঞ্জ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম নহেন। কেননা, ইনি গোপীদের দ্বারা সেবিত। তাই তিনি নিজ সখীদিগকে লালসার সহিত সসংভ্রমে বলিলেন, এই জ্যোতিঃপুঞ্জ যাবতীয় জ্যোতির্ম্ময় পদার্থের জ্যোতিঃস্বরূপ হইয়াও স্ব ও পর প্রকাশক মনোনেত্রর রসায়ণ, এই বস্তু রূপাদির আকারে আমাদের হৃদয়ে প্রকাশিত হউন। আরও একটু বিশেষ স্ফূর্ত্তি হইলে বলিলেন, শ্রীকৃষ্ণের কুণ্ডল-মণ্ডিত গণ্ডস্থলের লাবণ্য ও অধরের মৃদু হাসিতে মাধুর্য্যের প্রবাহ বহিয়া যাইতেছে। এইরূপে তিনি শ্রীকৃষ্ণের মুখমণ্ডল—মাধুর্য্য—প্রবাহে নিমজ্জিত হইলেন। পরে সমগ্র অবয়ববিশেষের স্ফূর্ত্তি হইলে বলিলেন, এই অবয়ব যেন নবযৌবনের লাবণ্যরাশিতে পরিপূর্ণ। এস্থলে নবযৌবন বলিতে চরমকৈশোর বুঝাইতেছে। তিনি আরও দেখিলেন, ময়ূরের পুচ্ছ শোভিত চূড়া এবং সেই চূড়া সুন্দর কুন্তলকলাপে রচিত। শ্রীকৃষ্ণের নৃত্যগতির বিলাসভঙ্গিতে চূড়ার উপর শিখিপুচ্ছ মন্দ অনিলে আন্দোলিত হইতেছে। আরও দেখিলেন, শ্রীকৃষ্ণ বেণু বাদন করিতেছেন, বেণুর সেই স্বরালাপভঙ্গিবিলাস এক মহাবৈভব—মহামাধুর্য্যময়, এই মাধুর্য্যই

ভিরভিতশ্চুম্বনালিঙ্গনাদিভিরারাধিতং সেবিতম। আপীনানি স্তন-কুট্মলানি যাসাং তাভিঃ। তথা জগতাং তৎস্পর্শতৃষ্ণয়াভিতঃ কুটিলং ভ্রমন্তীনাং তাসাং মধ্যে একস্যাং শ্রীরাধায়াং অভি সর্ব্বতোভাবেন যো রামঃ রমণং তেন পশ্যতাং স্মরতাং চাদ্ভুতং চমৎকারকারকম্। তয়া সহ মিথঃ স্কন্ধন্যস্তহস্ততয়া কৃতনৃত্যত্বাৎ। বাহ্যে—তান্ প্রত্যেবাহ। অর্থঃ স এব। কিংবা ত্রিজগতাং একং প্রধানমভিরামং চাদ্ভুতঞ্চ তৎ। ৪।

অমৃত। কেননা, বেণুরবে শুষ্ক স্থাবরাদি বৃক্ষও সজীব হইয়া উঠে। এজন্য বেণুরবকে অমৃত বলা হয়। আরও দেখিলেন, চারিদিক হইতে গোপীগণ আলিঙ্গন-চুম্বনাদি দ্বারা তাঁহাকে আরাধনা করিতেছেন। অর্থাৎ পীনোন্নত স্তন–কুট্মলের দ্বারা দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গনদানে সেবা করিতেছেন। আরও দেখিলেন, অনন্ত জগতের অভিরাম শ্রীকৃষ্ণ সকলের মনে স্পর্শ তৃষ্ণা জন্মাইতেছেন। আরও দেখিলেন, শতকোটী গোপীর মধ্যে কেবল এক শ্রীরাধার প্রতি তিনি সর্ব্বাপেক্ষা আসক্ত। অর্থাৎ সেই অসংখ্য গোপী-গণের মধ্যে শ্রীরাধাই পরম গুণবতী, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাতেই সর্ব্বতো-ভাবে আসক্তিযুক্ত হইয়া রাসলীলাপর হইয়াছেন এবং সকলেই সতৃষ্ণ নয়নে সেই বিহার দর্শন করিতেছেন। শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের এই বিহার প্রকৃতই অদ্ভুত-চমৎকারকারক। শ্রীরাধাসহ শ্রীকৃষ্ণ যুগলিত হইয়া—পরস্পর স্কন্ধে হস্ত ন্যস্ত করিয়া নৃত্য করিতেছেন। ইহাই অন্তর্দ্দশার অর্থ।

বাহ্যদশার অর্থ—(স্বসঙ্গী বৈষ্ণবের প্রতি উক্তি) রাসলীলায় শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার সহিত নৃত্য করিতেছেন, সকলেই সতৃষ্ণনয়নে

মধুরতরস্মিতামৃতবিমুগ্ধমুখাম্বুরুহং
মদশিখিপিচ্ছলাঞ্ছিতমনোজ্ঞকচপ্রচয়ম্।
বিষয়বিষামিষগ্রসনগৃধ্নু চেতসি মে
বিপুলবিলোচনং কিমপি ধাম চকাস্তু চিরম্॥ ৫

টীকা—পুনরতিমাধুর্য্যস্ফূর্ত্ত্যা তাঃ প্রতি সলালসমাহ—মধুরতরেতি। পূর্ব্বরীত্যা ইদং কিমপ্যনির্ব্বচনীয়ং ধাম মম চেতসি চিরং চকাস্তু। ননু চিত্তসন্তাপকস্যাস্য স্মৃতিলালসয়াঽলমিত্যত্র চিত্তঃ তচ্চ দূষয়ন্নাহ কীদৃশে? বিশেষেণ সিনোতি স্বমাধুর্য্যমধুনি মনোভৃঙ্গং বধ্নাতীতি বিষয়ম্। তচ্চ বিষবদ্দাহকত্বাদ্বিষঞ্চ। তথাপ্যমৃতবদামিষং লোভ্যং যদেতদ্ধাম

বিস্মিত হইয়া সেই নৃত্য দর্শন করিতেছেন। এই লীলার স্মরণাদিও অদ্ভুত চমৎকারকারক। কিংবা ত্রিজগতের প্রধান নয়নাভিরাম বস্তু। এই জ্যোতিঃস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ আমাদের হৃদয়ে প্রকাশিত হউন। ৪।

(৫) শ্লোকার্থ—যাঁহার মুখকমলের মধুরতর হাস্যামৃত সকলের মন বিমুগ্ধ করে, মদমত্ত শিখিপুচ্ছদ্বারা শোভমান মনোজ্ঞ কেশকলাপ, বিশাল লোচন, এবম্বিধ এক অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ আমার বিষয়বিষরূপ আমিষগ্রাসে লোলুপ চিত্তে চিরকাল প্রকাশিত হউন।

(৫) টীকার অনুবাদ—পুনরায় অধিকতর শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য স্ফূর্ত্তি হইলে লীলাশুক লালসার সহিত সখীগণকে বলিলেন—'মধুরতি।' এই কোন এক অনির্ব্বচনীয় ধাম (জ্যোতিঃপুঞ্জ স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ) আমার চিত্তে চিরকাল প্রকাশিত হউন। তোমরা

তস্য যৎ গ্রসনং ঝটিত্যাত্মসাৎকরণম্, তত্র গৃধ্নু লম্পটং যত্তস্মিন্। তদুক্তম্--"পীড়াভির্নবকালকূটকটুতাগর্ব্বস্য নির্ব্বাসনো, নিঃস্যন্দেন মুদাং সুধ মধুরিমাহঙ্কারসঙ্কোচনঃ। প্রেমাসুন্দরি নন্দনন্দনপরো জাগর্ত্তি যস্যান্তরে, জ্ঞায়ন্তে স্ফুটমস্য বক্রমধুরাস্তেনৈব বিক্রান্তয়ঃ।" ইত্যাদৌ। তত্র হেতুমাহ মধুরতরং যৎ স্মিত মৃতং তেন বিমুগ্ধং মনোহরং মুখাম্বুরুহং

হয়ত বলিতে পার, 'সন্তাপ দেওয়ায়ই যে শ্রীকৃষ্ণের কার্য্য, তাঁহাকে স্মরণ করিয়া কি লাভ? তাঁহার স্মৃতি বহনেই বা কি প্রয়োজন? প্রাপ্তি-লালসা ত্যাগ কর।' একথা সত্য, কিন্তু আমি কি করিব? আমার চিত্ত আমার বশীভূত নয়। এইরূপে নিজের চিত্তের প্রতি দোষারোপ করিয়া বলিলেন, আমার চিত্ত বিষয়রূপ বিষ (আমিষ) গ্রাসে লোলুপ। সেই বিষয় কিরূপ? আমি শ্রীকৃষ্ণকেই 'বিষয়' বলি। কেননা যিনি বিশেষরূপে স্নেহ-যুক্ত করেন। অর্থাৎ আপন মাধুর্য্যরূপ মধু ত মনোরূপ ভৃঙ্গকে বন্ধন করেন, তিনিই বিষয়। সেই বিষয় বিষের মতই দাহক, তথাপি উহা আমীষ অর্থাৎ লোভনীয় অমৃতবৎ মনে হয়। এই বিষয় যেমন একদিকে বিষবৎ দাহক, অপরদিকে তেমনি অমৃতবৎ লোভনীয় মনে হয়। এই বিষয়রূপ বিষধামের (স্বরূপের) এমনি আকর্ষণ যে, ইহার প্রতি চিত্ত একবার আকৃষ্ট হইলে ইনি ঝটিতি সেই চিত্তকে আত্মসাৎ করেন; কিন্তু হায়! আমার চিত্ত এত লোভী, এত লম্পট যে উহা এই বিষয়রূপ বিষামৃতে (শ্রীকৃষ্ণরূপে) সততই আকৃষ্ট। এই শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য যে বিষা-মৃতের একত্র মিলন, তাহা শ্রীবিদগ্ধমাধবে (৯) উক্ত আছে—

যস্য। তথা বিপুলে বিলোচনে যস্য তথা অস্মৎপিচ্ছান্যেবাবতংসয়তীতি সৌভাগ্যমদযুক্তাস্তথা নবঘননিন্দিততৎকান্তিদর্শনোদগতানঙ্গমদযুক্তাশ্চ যে শিখিনস্তেষাং পিঞ্ছৈর্লাঞ্ছিতঃ স্বভাবমনোজ্ঞশ্চ কচপ্রচয়ো যস্য। মধ্যপদলোপী সমাসঃ। মদাতিশয়াৎ ত এব মদরূপা ইতি বা। শিখিনাং মত্ততোক্ত্যা পিঞ্ছানাং স্ফীততোক্তা। বাহ্যে তু বিষয়ো বনিতাদিঃ। অন্যৎ সমম্। অতঃ স এব কৃপয়া চেৎ স্ফুরতি তদৈব তৎস্ফুরণমন্যথা

"নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠ প্রেম যাহার অন্তঃকরণে বিরাজ করে, মাত্র তিনিই ইহার বক্রিমার ও মধুরিমার পরাক্রমের বিষয় জানিতে পারেন। এই প্রেমের বলে যে পীড়া উপস্থিত হয়, নবকালকূটের বিষজ্বালাও তদাপেক্ষা অল্প বোধ হয়। আর ইহাতে যে আনন্দের স্ফূরণ হয়, অমৃতের মধুরিমার অহঙ্কারও তাহাতে সঙ্কোচিত হইয়া যায়।" এইরূপ বিষামৃতের একত্র মিলনের জন্য শ্রীকৃষ্ণ প্রেম বড়ই অদ্ভুত। তাহার হেতু বলিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণের মধুরতর যে হাস্যামৃত, তাহার দ্বারা তিনি সকলের চিত্ত বিমুগ্ধ করেন। আবার তাঁহার মনোহর মুখকমল, বিশাল লোচনযুগল, মদমত্ত-শিখিপুচ্ছ-নিবদ্ধচূড়া অর্থাৎ 'আমাদের পুচ্ছ শ্যামসুন্দর চূড়ায় ধারণ করেন'—এই সৌভাগ্য-মদযুক্ত শিখিগণ নবঘন-বিনিন্দিত শ্রীকৃষ্ণের শ্যামকান্তি দর্শনজনিত অনঙ্গমদে উন্মত্ত শিখিগণের মদস্ফীত পুচ্ছদ্বারা স্বভাবতঃ মনোজ্ঞ কেশকলাপ রচিত হওয়াতে আরও মনোহর হইয়াছে। মদাতিশয় হেতু মত্ত বা মদরূপা বলিয়া ময়ূরের পুচ্ছ স্খলিত হইয়া থাকে। তাই বলিয়াছেন—'মদমত্ত শিখিগণ।'

মুকুলায়মাননয়নাম্বুজং বিভো-
র্মুরলীনিনাদমকরন্দনির্ভরম্।
মুকুরায়মাণমৃদুগণ্ডমণ্ডলং
মুখপঙ্কজং মনসি মে বিজৃম্ভতাম্॥ ৬

তদপি দুর্লভমিতি দৈন্যম্। আমিষং পললে লোভ্য ইতি মেদিনী। লোভ্যবস্তুনীতি কোষঃ। ৫।

টীকা—অথ শ্রীমন্মুখাম্বুজলগ্নমনস্তয়া সলালসমাহ—বিভোস্তন্মাধুর্য্য-চাতুর্য্যসম্পৎপূর্ণস্য মুখপঙ্কজং মে মনঃসরসি বিজৃম্ভতাম্। কীদৃশম্?

ইহার দ্বারা তাহাদের পুচ্ছের স্ফীততা সূচিত হইয়াছে।

বাহ্যার্থ—বিষয় বলিতে বনিতাদি প্রাকৃত সম্পদ বুঝায়। অন্য অর্থ সমান। বিষয় বিষবৎ দাহক ও সন্তাপদায়ক বলিয়া 'আমিষ' বলা হইয়াছে। আমিষ শব্দের অর্থ লোভনীয় বস্তু (বিশ্বকোষ), আমিষ—মাংস, লোভ, (মেদিনী)আমার বিষয়াসক্ত চিত্তে সেই অনির্ব্বচনীয় জ্যোতিঃ চিরকাল প্রকাশিত হউক।

'চকাস্তু' পদটি অসম্ভাবনায় লোট্ প্রত্যয় হইয়াছে। কারণ আমার চিত্ত বিষয়বিষরূপ আমিষ ভক্ষণে সতত লোলুপ। তবে যদি শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করিয়া আমার চিত্তে স্ফুরিত হয়েন। তবেই তাঁহার স্ফুরণ সম্ভব, অন্যথা দুর্লভ—ইহা দৈন্য। ৫

(৬) শ্লোকার্থ—আমার মনে বিভু শ্রীকৃষ্ণের মুখকমল প্রকাশিত হউক। যে মুখকমলে ঈষৎ বিকশিত নয়নযুগল মুকুলিতপ্রায়, মুরলীর নিনাদরূপ মকরন্দে পরিপূর্ণ, মৃদু গণ্ডযুগল দর্পনের ন্যায় শোভিত।

মুরলীনিনাদ এব মকরন্দস্তেন নির্ভরং পূর্ণম্। তথা প্রোজ্জ্বলেন্দ্রনীলমণি-মুকুর ইবাচরতীতি মুকুরায়মাণে মৃদুনী গণ্ডমণ্ডলে যস্মিন্। তথা স্মরমদেন ভাবোদ্গারেণ চ মুকুলায়মানে নয়নাম্বুজে যস্মিন্। স্ফুটপদ্মোপরি দরবিকসিতপদ্মযুগলং চেৎ স্যাৎ, তদা তৎসমমিত্যদ্ভুতোপমেয়ম্। কিংবা শ্রীগণ্ডমুকুরসংক্রমিতানি তেন মুখপঙ্কজেন সহ সখ্যং কর্ত্তুমিবাগতানি তাসাং ভাবোদ্গারমুকুলায়মাননয়নাম্বুজানি শ্রীরাধায়াস্তাদৃশ-

---

(৬) টীকার অনুবাদ—অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের মুখকমলে মন সংলগ্ন হওয়ায় লালসার সহিত বলিলেন—এই বিভুর সর্বজগৎ ব্যাপ্তকারী মাধুর্য্য-চাতুর্য্যাদি সর্ব সম্পদপূর্ণ মুখকমল সতত যেন আমার হৃদয়সরসীতে শোভা পায়। বিভুর মুখকমল কিরূপ? কমলের ন্যায়। মুরলীর নিনাদই এই কমলের মকরন্দ। তাঁহার মৃদু গণ্ডযুগল যেন উজ্জ্বল নীলমণি-দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ। অর্থাৎ তাহা দর্পণের মত প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিতে পারে। আর তাঁহার নয়নযুগল রসোল্লাস স্মরমদ ও ভাবোদগারে ঈষৎ বিকশিত যেন মুকুলিত দুইটি কমল। অর্থাৎ তাঁহার প্রফুল্ল মুখকমলের উপরে যেন দরবিকশিত (মুকুলিত) নয়নকমল শোভা পাইতেছে—একটি ফুল্ল কমলের উপরে যদি ঈষৎ বিকশিত দুইটি কমলকলির স্থিতি সম্ভব হয়, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের মুখকমলে নয়নযুগলের অবস্থান বর্ণনা অতি অদ্ভুত উপমেয় হইবে; কিংবা শ্রীকৃষ্ণের মুখকমলে বুঝি বহু বহু মুকুলিত নয়নকমল বিরাজিত; তাঁহার গণ্ডমুকুরে সংক্রামিত অর্থাৎ ব্রজসুন্দরীদের ভাবোদগারপূর্ণ মুকুলায়মান নয়নকমলসমূহের প্রতিবিম্ব পড়িয়া—বোধ হইতেছে, ইহাঁরা

কমনীয়-কিশোরমুগ্ধমূর্ত্তেঃ
কলবেণুক্বণিতাদৃতাননেন্দোঃ।
মম বাচি বিজৃম্ভতাং মুরারে-
র্মধুরিম্নঃ কণিকাপি কাপি কাপি ॥ ৭

নয়নাম্বুজে খঞ্জনস্থানীয়ে বা যস্মিন্। বাহ্যার্থঃ স্পষ্ট এব। প্রথমে প্রকাশতাং দ্বিতীয়ে চিরং তৃতীয়ে বিশেষেণেতি শ্লোকত্রয়ে ক্রমেণোৎকণ্ঠাধিক্যম্। এবমগ্রেঽপি জ্ঞেয়ম্। ৬।

যেন সখ্য করার জন্যই মুখকমলের নিকটাবর্ত্তী হইয়াছে। অথবা শ্রীকৃষ্ণের গণ্ডরূপ মকুরে শ্রীরাধার তাদৃশ নয়নাম্বুজদ্বয় প্রতিফলিত হওয়ায় মনে হইতেছে যেন শ্রীমুখরূপ পদ্মের উপর খঞ্জন পক্ষী বসিয়াছে।

বাহ্যার্থ স্পষ্ট।

প্রথমে (৪র্থ শ্লোকে) উৎকণ্ঠার সামান্য প্রকাশ। (২য় ও ৫ম শ্লোকে) সেই প্রকাশিত উৎকণ্ঠার বিস্তার। (৩য় ও ৬ষ্ঠ শ্লোকে) বিস্তৃতরূপে প্রকাশিত সেই উৎকণ্ঠার বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হইয়াছে। অর্থাৎ এই পাঁচটি শ্লোকের দ্বারা যথাক্রমে উৎকণ্ঠার আধিক্য বর্ণিত হইয়াছে। এইরূপ অগ্রেও ক্রমশঃ উৎকণ্ঠার বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হইবে। ৬

(৭) শ্লোকার্থ—যাঁহার কমনীয় কিশোরমূর্ত্তি দেখিলে সকলে মুগ্ধ হইয়া যায়, অস্ফুট মধুর বেণুধ্বনি দ্বারা যাঁহার বদনকমল শোভিত, সেই মরারির মধুরিমার কণিকারও কিছু কিছু যেন আমার বাক্যে প্রকাশ পায়।

টীকা—অথ তস্মাধুর্য্যাব্ধিস্ফুর্ত্ত্যাদিরসেঽপ্যেতদ্বর্ণনেন কৃষ্ণাদর্শন-বিক্লবাং প্রিয়সখীং প্রীণয়ামীতি তদভ্যস্যন্ তদানন্ত্যস্ফুর্ত্ত্যা স্তম্ভিতঃ সন্নাহ, মুরারেঃ মুরা কুৎসা তদরেস্তদ্রহিতস্য পরমসুন্দরস্য মধুরিম্নঃ কণিকাপি মম বাচি বিজৃম্ভতাম্। অল্পকণঃ কণী পশ্চাদত্যল্পার্থে কন্ কণিকা। সা অতিসূক্ষ্মত্যর্থঃ। তত্রাপি কাপি কাপি কৈশোর-সৌষ্ঠব-বেণুমুখ-সম্বন্ধিনীত্যর্থঃ। তাং তামেব প্রকাশয়তি। কীদৃশঃ? কমনীয়া কিশোরী মুগ্ধা মনোহরা চ মূর্ত্তির্যস্য তথা কলবেণুক্কণিতৈরাদৃতঃ

---

(৭) টীকার অনুবাদ—অনন্তর শ্রীলীলাশুকের আদিরস-ভাবিত হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যসিন্ধুর স্ফূর্ত্তিহেতু তিনি সেই মাধুর্য্যসিন্ধুতে নিমগ্ন। অথচ শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে বিরহ-বিক্লবা প্রিয়সখীকে প্রীত করিবার জন্য সেই মাধুর্য্যময় শ্রীকৃষ্ণের রূপের কথা না শুনাইলেই নয়; কিন্তু এই অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য সমুদ্রের ন্যায় অসীম, অনন্ত, গম্ভীরভাবে স্ফূর্ত্তিহেতু তিনি স্তম্ভিত হইয়া বলিলেন,—সেই মুরারির মাধুর্য্যের কোন এক কণিকা যেন আমার বাক্যে প্রকাশিত হয়। মুরা অর্থে কুৎসা, যিনি কুৎসার অরি, তিনি মুরারি। অতএব কুৎসারহিত পরমসুন্দর মুরারির মাধুর্য্যের কণিকামাত্র যেন আমার বচনে প্রকাশ পায়। অল্পমাত্র কণার নাম কণী, তাহা অপেক্ষাও অল্প—এই অর্থে কণিকা—অতিসূক্ষ্ম। তাহার আবার 'কাপি কাপি'। এস্থলে কাপি কাপি বাক্যের দ্বারা কৈশোর-সৌষ্ঠব বেণুমুখ-সম্বন্ধিনী মাধুর্য্যসিন্ধুর অনুমাত্র আকাঙ্খা করিতেছেন। তিনি কিরূপ? কমনীয় কিশোর, মনোহর; সেই মনোহর মূর্ত্তি দর্শন করিলে

সেবিতস্তৈর্বেণুভিঃ প্রশস্যো বা মুখেন্দু র্যস্য। বাহ্যে দৈন্যোদয়াচ্চিত্তে স্ফূর্ত্তিস্তাবদাস্তাং বাচ্যপি। তত্রাপ্যতিদৈন্যাৎ, নতু স্বমাধুরিণামাকরঃ স এব, কিন্তু তন্মধুরিমা। তত্রাপ্যতিতরাং দৈন্যোদয়াৎ ন তু মধুরিম-সিন্ধুঃ, কিন্তু তৎকণিকাপি যয়াখিলব্রহ্মাণ্ডমেবাপ্লাবিতং স্যাৎ। ততোঽপ্যতিতমাং দৈন্যোদয়াৎ, কাপি কাপি যা কাপীত্যুক্তিঃ। ৭।

সকলে মুগ্ধ হইয়া যায়। তাঁহার মধুর অস্ফুট বেণুধ্বনিদ্বারা আদৃত (সেবিত) বা বেণুর ধ্বনির দ্বারা সর্বথা প্রশংসনীয় সেই মুখেন্দু। এবম্ভুত মুরারির মাধুর্য্যসিন্ধুর কণিকামাত্র যেন আমার বাক্যে প্রকাশ পায়।

বাহ্যার্থ—সঙ্গীয় বৈষ্ণবদের প্রতি শ্রীলীলাশুকের উক্তি, দৈন্যোদয়বশতঃ বলিলেন, আমার চিত্তে সেই মুরারির অসীম মাধুর্য্যের কণামাত্র স্ফূর্ত্তি দূরে থাকুক, সেই মাধুর্য্যের কণামাত্র আমার বাক্যে প্রকাশিত হইলে বহুভাগ্য মনে করিব। আবার অতিশয় দৈন্যোদয়ে বলিলেন, 'কনিকামাত্র', মাধুর্য্যের আকর বলেন নাই। কেননা শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই সেই মাধুর্য্যের আকর। আবার অতিতর দৈন্যোদয়হেতু মাধুর্য্যের সিন্ধু না বলিয়া সেই মাধুর্য্যসিন্ধুর বিন্দুর কণামাত্র বলিয়াছেন। কেননা, তাহার এক কণামাত্র এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডকে মাধুর্য্যামৃতে আপ্লাবিত করিতে সমর্থ। তাহা হইতেও অধিকতম দৈন্যোদয়ে বলিলেন—'কাপি কাপি', (কোনও একটু কোনও একটু) এই অর্থেই কাপি কাপি শব্দের প্রয়োগ। ৭

মদশিখণ্ডিশিখণ্ডবিভূষণং মদনমন্থরমুগ্ধমুখাম্বুজম্।
ব্রজবধূনয়নাঞ্জনরঞ্জিতং বিজয়তাং মম বাঙ্ময়জীবিতম্ ॥ ৮

টীকা—অথ মনসি তন্মাধুর্য্যং বর্ণয়ন্ তস্য তয়া সহ রহোলীল্যোৎকণ্ঠাস্ফূর্ত্ত্যা তদ্দর্শনোৎকণ্ঠয়া সহর্ষমাহ। তদ্বর্ণনবাসিতমনস্তয়া বাগ্বাচ্যয়োরেকতাস্ফূর্ত্ত্যা ইদং মম বাঙ্ময়জীবিতং রহস্তল্লীলার্থং গচ্ছত্বিত্যর্থঃ। যদ্বা মম বাঙ্ময়ঞ্চ তস্য জীবিতং জীবনহেতুঃ তৎ বিজয়তাম্। কা মম চিন্তেত্যর্থঃ। আয়ুষ্মতমিতিবৎ। কীদৃশং? মদেতি। পূর্ব্ববদ্হৃদ্যুচ্ছলিতমদনেন মন্থরং মানসং তত্তৎক্রিয়াসু মুগ্ধঞ্চ মুখাম্বুজং যস্য। মদনমপি

---

(৮) শ্লোকার্থ—যাঁহার চূড়ার বিভূষণ মদমত্ত শিখিপুচ্ছ যাঁহার মুখপদ্ম দেখিয়া মদনও মুগ্ধ হয়—স্তব্ধ হয়। ব্রজবধূদের নয়নাঞ্জন দ্বারা যিনি রঞ্জিত, আমার বাক্যের জীবনস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের জয় হউক।

(৮) টীকার অনুবাদ—অনন্তর শ্রীলীলাশুক মনে মনে শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য বর্ণনা করিতে করিতে শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের রহোলীলা স্ফূর্ত্তিতে অর্থাৎ সেই লীলা দর্শনোৎকণ্ঠার সহর্ষে বলিলেন—আমার বাক্যের জীবনস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের জয় হউক। শ্রীকৃষ্ণ-লীলাবর্ণনবাসিত মানসে বাচ্য ও বাচকের একতা স্ফূর্ত্তি, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকথা ও কথনীয় শ্রীকৃষ্ণ পরস্পর অভিন্ন-এতদুভয়ের একতা স্ফূর্ত্তিহেতু বলিলেন, এই যে আমার বাক্যের জীবনস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার সহিত নির্জ্জনে লীলা করিবার জন্য গমন করিতেছেন। অথবা এই লীলা-বর্ণনাত্মক আমার বাক্য শ্রীকৃষ্ণের জীবনস্বরূপ—জীবনের হেতু বলিয়া তিনি শ্রীরাধার

মন্থরয়তি স্তম্ভয়তি মুগ্ধং মুখাম্বুজং যস্যেতি বা। মিথো ব্রজবধূনাং চুম্বনেনাঞ্জনৈরঞ্জিতম্। নয়নযুগকপোলং দন্তবাসো মুখান্তস্তনযুগললাটং চুম্বনস্থানমাহুরিতি। বাহ্যে তদ্দৌর্লভ্যং কথয়তঃ স্বান্ প্রতি। কৃদ্বিহিতো

সহিত নির্জ্জনে লীলা করিবার জন্য গমন করিতেছেন, তাঁহার জয় হউক। এখন আমার চিন্তা কি? কেননা আমার জীবনবল্লভ আমার বাক্যময়। "আয়ুর্ঘৃতমিতিবৎ" এই ন্যায়ানুসারে যেমন ঘৃতসেবনে আয়ু বৃদ্ধি হয় বলিয়া আয়ু ও ঘৃত উভয়ে অভেদ; তেমনি শ্রীকৃষ্ণকথা ও কথনীয় শ্রীকৃষ্ণ অভেদ—শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার কথা একই। তিনি কিরূপ? মদমত্ত শিখির পুচ্ছ তাঁহার চূড়ার বিভুষণ, পূর্ব্ববৎ হৃদয়ে উচ্ছলিত মদনাবেশহেতু তাঁহার মন্থর মানস; সুতরাং তত্তৎ ক্রিয়াদির চাঞ্চল্য স্তব্ধ, ইহাতে মুখপদ্ম আরও মনোহর প্রতীয়মান হইতেছে। অথবা মদনকেও ব্যাকুল করে যে মুখপদ্ম, সেই মুখপদ্মের লাবণ্য দেখিয়া মদনও মন্থর হয়—স্তম্ভিত হয়। আবার তাঁহার দেহখানি ব্রজবধূদের (অথবা একবচনে শ্রীরাধার) নয়নের অঞ্জনদ্বারা রঞ্জিত—চিত্রিত। কিরূপে রঞ্জিত হইয়াছে? 'মিথো'—পরস্পর। অর্থাৎ ব্রজবধূদের সহিত চুম্বনের আদান-প্রদানে রঞ্জিত হইয়াছে। (রতি-রহস্য গ্রন্থে উক্ত আছে) নয়নযুগল, কপোল, মুখান্তদন্তবাস, স্তনযুগল ও ললাট— এইগুলি চুম্বনস্থান।

বাহ্যার্থ—শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তি যে কত দুর্লভ, তাহা স্বীয় সঙ্গী বৈষ্ণবদের প্রতি নির্দ্দেশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের জয় ঘোষণা করিলেন। 'কৃদ্বিহিত ভাবো দ্রব্যবৎ প্রকাশত' এই অনুসারে (শ্রীকৃষ্ণলীলা-

পল্লবারুণপাণিপঙ্কজসঙ্গিবেণুরবাকুলং
ফুল্লপাটলপাটলীপরিবাদিপাদসরোরুহম্।
উল্লসন্মধুরাধরদ্যুতিমঞ্জরীসরসাননং
বল্লবীকুচকুম্ভকুঙ্কুমপঙ্কিলং প্রভুমাশ্রয়ে ॥ ৯

ভাবো দ্রব্যবৎ প্রকাশত, ইতি ন্যায়াৎ। তন্মাধুর্য্যময়-স্ববাচাং স্ফূর্ত্ত্যা সহর্ষমাহ, ইদং বিজয়তাম্। কা মম চিন্তেত্যর্থঃ। ৮।

টীকা—অথ রাসবিলাসিনস্তস্য তন্মাধুর্য্যস্ফূর্ত্ত্যা প্রেমবৈবশ্যাদপূর্ব্বমিব তং মত্বা বাহ্যদশাবাসিতমনস্তয়া স্ফূর্ত্তিপ্রার্থনবৎ সলালসমাহ দ্বাভ্যাম্। প্রভুমেকেন বপুষৈবানন্তকোটিগোপীবাঞ্ছাপূর্ত্তিসমর্থমহমাশ্রয়ে। কীদৃশম্?

বাসিত) কৃতির দৃঢ় ভাবনায় ভাবিত অন্তঃকরণে ভাবই স্বীয় বিষয় শ্রীকৃষ্ণকে দ্রব্যবৎ প্রকাশ করিয়া দেয়। অতএব আমার বাক্যের জীবনস্বরূপ মাধুর্য্যময় শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন। এইহেতু সহর্ষে বলিলেন—এই আমার বাক্যের জীবনস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার প্রিয়া শ্রীরাধার সহিত নির্জ্জনে লীলা করিবার জন্য গমন করিতেছেন। এখন আমার চিন্তা কি? ৮

(৯) শ্লোকার্থ—যিনি পল্লবের ন্যায় অরুণবর্ণ করকমলে বেণু ধারণ করিয়া নিজেই সেই বেণুরবে আকুল, যাঁহার পদকমলের অরুণিমার শোভায় প্রফুল্লিত পাটলীপুষ্প তিরস্কৃত হয়, যাঁহার মুখকমল মধুর অধরের উল্লসিত স্ফূর্ত্তিরূপ মঞ্জরীদ্বারা সরস, বল্লবীগণের কুচকুম্ভে লিপ্ত কুমকুম্ পঙ্কে শ্রীঅঙ্গ চর্চ্চিত, সেই প্রভুর আশ্রয় গ্রহণ করি।

(৯) টীকার অনুবাদ—শ্রীলীলাশুকের হৃদয়ে শ্রীরাধার সহিত রাসবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য অর্থাৎ শ্রীরাধার প্রেমে

পল্লবাদপ্যরুণয়োঃ পাণিপঙ্কজয়োঃ সঙ্গী যো বেণুস্তস্য রবৈঃ স্মরোল্লাসৈরাকুলয়তীতি তম্। তদুক্তমনঙ্গবর্দ্ধনমিতি। নৃত্যে তাভিরনঙ্গদৃপ্তকুচেষু ন্যস্তত্বাদপূর্ব্বকান্তিশ্রীচরণস্ফূর্ত্ত্যাহ, তদুরোজস্পর্শাৎ ফুল্লঞ্চ সহ-

---

বশীভূত শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য প্রেমবৈবশ্যবশতঃ অপূর্ব্বের ন্যায় মনে করিয়া বাহ্যদশাবাসিত মনেও সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণদর্শন স্ফূর্ত্তি প্রার্থনাবৎ লালসার সহিত দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন—আমি সেই প্রভুর আশ্রয় গ্রহণ করি। এখানে 'প্রভু' বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, তিনি যেরূপ অযোগ্য পাত্রকে যোগ্য করিতে পারেন, সেইরূপ একই দেহে যুগপৎ অনন্তকোটি গোপীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে সমর্থ। তিনি কিরূপ? নবপল্লব হইতেও সুন্দর অরুণবর্ণ করকমলের সঙ্গী যে বেণু, সেই বেণুরবে নিজেই আকুল হইয়া পড়েন এবং স্মর-উল্লাসে গোপীগণকে আকুল করিয়া থাকেন। সেইহেতু "অনঙ্গ বর্দ্ধনম্'—অনঙ্গবর্দ্ধনকারী বলিয়া শ্রীভাগবতে (১৩।২৯।৪) উক্ত হইয়াছেন। এখন শ্রীকৃষ্ণের পদকমলযুগল স্ফূর্ত্তিতে বলিতেছেন,—রাসনৃত্যে গোপীদের অনঙ্গদৃপ্ত কুচযুগলে শ্রীকৃষ্ণ এই পদকমল অর্পণ করিয়া তাঁহাদেব বিরহজ্বালার শান্তি করিয়া থাকেন; আবার সেই রাসনৃত্যের সময় তাঁহার শ্রীচরণ বল্লবীগণের অনঙ্গদৃপ্ত কুচযুগলে ন্যস্তহেতু কুচকুম্‌কুমে রঞ্জিত হইয়া অপূর্ব্ব কান্তিযুক্ত হইয়াছে। এতাদৃশ নৃত্যপরায়ণ শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব্ব কান্তিযুক্ত শ্রীচরণযুগল স্ফূর্ত্তিতে বলিলেন, রাসনৃত্যে শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের কামতপ্ত স্তনদ্বয়ে তাঁহার চরণ স্পর্শ অর্থাৎ

জারুণমপি স্তনচরণপ্রস্বেদপঙ্কিলং তৎ কর্পূরমিশ্রিতচন্দনারুণারুষিতত্বাৎ পাটলঞ্চ তৎ। শ্বেতরক্তন্তু পাটল ইত্যুক্তেঃ। তচ্চ অতঃ পাটলীং পরিবাদিতুং শীলং যস্য তাদৃশং পদসরোরুহং যস্য তম্। ফুল্লানি পাটলানি যস্যাং তাং পাটলীমিতি বা। পাটলপাটল্যোরীষদ্ভেদো বা জ্ঞেয়ঃ। তথা তন্নেত্রচুম্বনলগ্নাঞ্জনেন স্মিতকান্ত্যা চোল্লসন্তী সুধাসারাদপি মধুরা চ যাধরস্য সিতশ্যামারুণা দ্যুতিমঞ্জরী তয়া সরসমাননং যস্য।

গোপীগণের উরোজস্পর্শহেতু প্রস্বেদবশতঃ কুম্‌কুমপঙ্কের সহিত কর্পূর মিশ্রিত শ্বেতচন্দন লিপ্ত হইয়া স্বভাবতঃ অরুণবর্ণ তাঁহার ঐ শ্রীচরণযুগল পাটলবর্ণে রঞ্জিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। (শ্বেতবর্ণ ও রক্তবর্ণের মিশ্রণে পাটলবর্ণ হয়—বিশ্বকোষ) এজন্য তাঁহার শ্রীচরণযুগলের শোভা প্রফুল্লিত পাটলপুষ্পের শোভাকে জয় করিয়াছে। (পাটলবর্ণ এবং পাটলপুষ্পের বর্ণে কিছু ভেদ আছে) এইরূপ প্রফুল্লিত পাটল-পুষ্পের শোভা-বিজয়ী মনোরম শ্রীচরণযুগলের শোভা দর্শন করিয়া মুগ্ধনেত্রে উর্দ্ধদিকে অবলোকন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখের শোভা বর্ণন করিতেছেন, অধরের কান্তিদ্বারা রসিকশেখরের মুখমণ্ডল সরস হইয়াছে। বল্লবীগণের নেত্রচুম্বনের সময় তাঁহাদের নয়নের অঞ্জন সংলগ্ন হওয়ায় অধর শ্যামবর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে। ইহাতে সুধাসার হইতেও সরস ও সুমধুর হইয়া উঠিয়াছে। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের অধর হইতে উদ্গত যে স্মিতকান্তিসমূহ তাহা শুভ্র, গোপীগণের নেত্রাঞ্জন শ্যামবর্ণ এবং অধরকান্তি স্বভাবতঃ অরুণবর্ণ, এই কান্তিমঞ্জরীর দীপ্তিতে তাঁহার মুখকমল নিরতিশয়

অপাঙ্গরেখাভিরভঙ্গুরাভিরনঙ্গরেখারসরঞ্জিতাভিঃ।
অনুক্ষণং বল্লবসুন্দরীভিরভ্যস্যমানং বিভুমাশ্রয়ামঃ ॥ ১০

তথা বল্লবীনাং কুচকুম্ভকুঙ্কুমৈঃ পঙ্কিলং চর্চ্চিতাঙ্গম্। বেণুনাদৈস্তা ব্যাকুলীকৃত্য তাভিশ্চুম্বনালিঙ্গনাদিকং কৃতবানিতি ভাবঃ। বাহ্যার্থঃ স্পষ্টঃ। ৯

টীকা—পুনস্তাভিঃ সলালসমীক্ষ্যমাণস্য স্ফূর্ত্ত্যা পূর্ব্ববদেবাহ—পূর্ব্ববদ্বিভুং আশ্রয়ামঃ। কীদৃশম্? বল্লবসুন্দরীভিরনুক্ষণং নিরন্তরং অপাঙ্গ-

---

সরস হইয়াছে। আবার বল্লবীগণের দ্বারা আলিঙ্গিত হইয়া তাঁহার নীলকলেবর তাঁহাদের কুচকুম্ভে লিপ্ত কুম্‌কুমের দ্বারা চর্চ্চিত হইয়াছে। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের নীলকলেবর বিচিত্রভাবে রঞ্জিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। আবার তিনিও বেণুরবে ব্যাকুলা করিয়া বল্লবীগণকে চুম্বন-আলিঙ্গনাদি করিতেছেন, ইহাই ভাবার্থ।

বাহ্যার্থ স্পষ্ট। ৯।

(১০) শ্লোকার্থ—বল্লবসুন্দরীগণ অনুক্ষণ সরল অপাঙ্গরেখা-রসরঞ্জিত নেত্রপ্রান্তের অবিচ্ছিন্ন দৃষ্টিধারা নিক্ষেপ দ্বারা যাঁহার মাধুর্য্য আস্বাদন করেন, সেই বিভুকে আমরা আশ্রয় করি।

(১০) টীকার অনুবাদ—পুনরায় রাসমণ্ডলে গোপীগণ লালসার সহিত যে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন করিতেছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইলে পূর্ব্ববৎ শ্রীলীলাশুক বলিতেছেন—সেই বিভুকে আমরা আশ্রয় করি। সেই বিভু কিরূপ? বল্লবসুন্দরী-

রেখাভিরবিচ্ছিন্ননেত্রান্তদৃষ্টিধারাভিরভ্যস্যমানং তৃষিতনেত্রান্তনলনালিকা-ভির্গম্ভীরামৃতাব্ধিমিব কিয়দ্দূরাদাস্বাদ্যমানম্। কিংবা বিয়োগভীত্যা দিবসেঽপি নেত্রাগ্রে তৎস্ফূর্ত্তয়ে অভ্যস্যমানম্। অভঙ্গুরাভিরবক্রাভিঃ। নেত্রভ্রুবোরবক্রতা, দৃষ্টিধারা ঋজ্বীত্যর্থঃ। অপ্রতিহতাভিরিতি বা। তথা অনঙ্গরেখায়াস্তৎপরম্পরয়া যো রসস্তেন রঞ্জিতাভির্ভাবিতাভিঃ। কোটি-কন্দর্পরসোদ্গারিকাভিরিত্যর্থঃ। ভঙ্গ্যা বাণশ্রেণীভির্লক্ষ্যমিব কটাক্ষ-ধারাভিরভ্যস্যমানং কামরসহিঙ্গুলাদিরঞ্জিতাভিঃ। যদ্বা; কীদৃশীভিস্তাভিঃ, অপাঙ্গান্তরেঽরুণা রেখা যাসাং বহ্যে ত্বঞ্জনরেখা যাসাং তাভিঃ।

গণ নিরন্তর অপাঙ্গরেখা—অবিচ্ছিন্ন নেত্রান্তের দৃষ্টিধারারূপ তৃষিত নলনালিকাদ্বারা যে বিভুর গভীর অমৃতসাগরের ন্যায় মাধুর্য্যসিন্ধু (কিছু দূরে থাকিয়া) অনুক্ষণ আস্বাদন করেন। কিংবা দিবসেও বিয়োগ ভয়ে নেত্রাগ্রে বিভুর অঙ্গ-লাবণ্য-মধুরিমা স্ফূর্ত্তিতে তাহা পানের অভ্যাস করিতেছেন অর্থাৎ যাহাতে দিবসে তাঁহার সহিত বিযুক্ত অবস্থাতেও তাঁহাকে মানসনেত্রে অবলোকন করা যায়, তাহাই অভ্যাস করিতেছেন। অভঙ্গুর—অবক্র বা সরল। নেত্র ও ভ্রূর অবক্রতা---সরল দৃষ্টিধারা। অভিপ্রায় এই যে, শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-লাবণ্য-মাধুর্য্য নেত্রান্তদৃষ্টিদ্বারা পান সময়েও যাহাতে নেত্রের নিমেষ ব্যবধান না হয় বা নদী-প্রবাহের ন্যায় অশ্রু নির্গত হইয়া নেত্রদ্বারা দর্শনে বাধা না হয়; কিন্তু তাহা অপ্রতিহতা বলিয়া 'অভ্যস্যমানা' বলা হইয়াছে। আরও বলিতেছেন—'অনঙ্গরেখারস-রঞ্জিতাভি'—অবিচ্ছিন্নদৃষ্টিধারা এবং সেই ধারা-পরম্পরায় যে রস, সেই রসে রঞ্জিত বা ভাবিত

হৃদয়ে মম হৃদ্যবিভ্রমাণাং হৃদয়ং হর্ষবিশাললোলনেত্রম্।
তরুণং ব্রজবালসুন্দরীণাং তরলং কিঞ্চন ধাম সন্নিধত্তাম্ ।।১১

অভঙ্গুরাভিঃ পরাজয়মপ্রাপ্তাভিরিত্যর্থঃ। কামশ্রেণীরসভাবিতাভিশ্চ। বাহ্যার্থঃ স্পষ্ট এব। ১০।

বল্লবসুন্দরীগণের যে দৃষ্টি, তাহা কোটি কোটি কন্দর্পের রসোদগারী অর্থাৎ সেই নেত্রান্তের ভঙ্গিমাযুক্ত বানশ্রেণী, যাহা কোটি কোটি বানের ন্যায় কটাক্ষধারা বর্ষণে অভ্যস্যমানা বলিয়া কোটি কোটি কাম তাহাতে মোহিত হইতেছে। আর সেই কামরস হিঙ্গুলাদি-রঞ্জিত সুমোহন নেত্রান্তের কটাক্ষরূপ বানশ্রেণী শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে পতিত হইতেছে। অথবা যদি বল, সেই বল্লব-সুন্দরীগণের নেত্র কিরূপ ? স্বভাবতঃ অরুণবর্ণ নেত্র; কিন্তু বাহ্যে অঞ্জনরেখা দৃষ্ট হয়। 'অভঙ্গুরাভিঃ' এই পদকে বল্লবসুন্দরীগণের বিশেষণ করিলে অর্থ হইবে—অপরাজিতা। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য আস্বাদনে কখনও তাঁহারা পরাজয় প্রাপ্ত হয়েন না। আবার কামশ্রেণী রসভাবিত বলিয়া তাঁহাদের বিদগ্ধতা নিরন্তর বর্দ্ধনশীলা। অতএব তাদৃশ বিদগ্ধতা চিন্তায় শ্রীলীলাশুকের উৎকণ্ঠা আরও বর্দ্ধিত হইল।

বাহ্যার্থ—স্পষ্ট 'এব', এই 'এব'-কারের তাৎপর্য্য এই যে, অবিচ্ছিন্ন দৃষ্টিতে অনুক্ষণ বল্লবসুন্দরীগণ যে বিভুকে আনন্দিত করেন সেই বিভুকে আমরা আশ্রয় করি। ১০

(১১) শ্লোকার্থ—মনোজ্ঞ বিভ্রমশালিনী ব্রজবালাদের যিনি হৃদয়স্বরূপ সেই ব্রজবালাদের হর্ষবিলাসে যাঁহার বিশাল নয়নযুগল

টীকা—অথ রসিকশেখরত্বাৎ বৈদগ্ধ্যাত্তাসামুৎকণ্ঠাং সংবর্দ্ধ্য তা হিত্বা তয়া সহ রহোলীলোৎকণ্ঠয়া সর্ব্বসমাধানার্থং "শ্লিষ্যতি কামপী"ত্যাদিবৎ তাভিঃ সহ বিলসন্তং তমালোক্য তদ্দিদৃক্ষয়া সোৎসুক্যমাহ। পূর্ব্বরীত্যা ইদং কিঞ্চন জ্যোতিঃপুঞ্জমপি চংক্রমতীত্যনির্বচনীয়ং ধাম মম হৃদয়ে মঞ্চাঃ ক্রোশন্তীতি নায়াৎ হৃৎস্থিতলীলাবিশেষে সন্নিধত্তাম্। তদর্থমেতা হিত্বা অনয়া সহ শীঘ্রং তত্র গচ্ছতীত্যর্থঃ। হৃদয়ে তত্তুল্যান্তরীণে শ্রীরাধাযূথ এবেতি বা। কীদৃশম্? তরুণং নবকিশোরম্। তথা ব্রজবালসুন্দরীণাং হৃৎ অয়তি জানাতি হৃদয়ম্। গত্যর্থানাং জ্ঞানার্থত্বাৎ।

চঞ্চল, যিনি তরুণ এবং ব্রজসুন্দরীদের কণ্ঠহারের মধ্যমণিতুল্য, সেই অনির্ব্বচনীয় জ্যোতিঃপুঞ্জ আমার হৃদয়ে সন্নিহিত হউন।

(১১) টীকার অনুবাদ—রসিকশেখরত্বহেতু শ্রীকৃষ্ণ বিদগ্ধা ব্রজসুন্দরীদের উৎকণ্ঠা সংবর্দ্ধনের জন্য তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিয়া শ্রীরাধার সহিত রহোলীলার উৎকণ্ঠায় সর্বসমাধানার্থ ব্রজসুন্দরী-দিগকে আলিঙ্গন করিতেছেন। 'শ্লিষ্যতি কামপি' ইত্যাদি ভাগবতীয় লীলানুসারে তাঁহাদের সহিত বিলাস অর্থাৎ কাহাকে আলিঙ্গন, কাহাকেও বা চুম্বনদানে সন্তুষ্ট করিতেছেন—এই লীলা শ্রীলীলাশুকের হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি হইলে, তিনি তাদৃশ লীলা দর্শনের ঔৎসুক্যবশতঃ পূর্ব্বরীতিতে বলিলেন—এই অনির্ব্বচনীয় জ্যোতিঃ-পুঞ্জ আমার হৃদয়ে সন্নিহিত হউন। 'মঞ্চাক্রোশন্তি' এই ন্যায়ানু-সারে যেরূপ মঞ্চস্থ ব্যক্তি ক্রন্দন করিতেছে বুঝায়, তদ্রূপ শ্রীলীলাশুকের হৃদয়স্থিত (বিভাবিত) লীলাবিশেষই সন্নিহিত হইয়াছে—এই অর্থে দেখিলেন, শ্রীমতী রাধার সহিত রহঃকেলি-

যদ্বা, তাসাং হৃদং অয়ঃ শুভাবহো সৌভাগ্যমিত্যর্থঃ কীদৃশাম্? হৃদ্যা বিভ্রমা যাসাম্। তথা তরলং নৃত্যগতা সর্বসমাধানার্থং চঞ্চলম্। তাসামেব তরলং হৃন্নায়কনীলমণিবৎ। তন্নিকটস্থিতং বা। তথা হর্ষেণ বিশালে প্রোৎফুল্লে লোলে নেত্রে চ যস্য। তাসাং হৃদ্যা হৃদি ভবা যে বিভ্রমাস্তেষাং হৃদয়ং তদ্রহস্যজ্ঞমিতি বা। বাহ্যে তু, প্রকাশতাম্, অন্যৎ সমম্। ১১।

রস আস্বাদনে প্রবৃত্ত হইবেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ অপরাপর ব্রজবালাকে ছাড়িয়া নির্জ্জনকুঞ্জে গমন করিতেছেন। আর তত্তুল্য নিজভাবের অনুরূপ কোন অন্তরঙ্গা সখী বা শ্রীরাধার যূথের কোন সখী তাহা সংযোজন করিতেছেন। সেই গমনশীল শ্রীকৃষ্ণ কিরূপ? তরুণ—নবকিশোর। আর তিনি ব্রজের তরুণী সুন্দরীদের হৃদয়জ্ঞ, হৃদয়ের ভাব রহস্যজ্ঞ। (গতি অর্থে জানা) অথবা নবকিশোরীদের শুভাবহ-সৌভাগ্যস্বরূপ। তাঁহারা কিরূপ? মনোরম বিভ্রম-শালিনী, মনোজ্ঞ হৃদয়গ্রাহিনী বিভ্রমসমূহ যাঁহাদের, তাদৃশ নবকিশোরীদের হৃদয়ের সর্ব্বস্বধন শ্রীকৃষ্ণ। আর এই শ্রীকৃষ্ণ নৃত্যগতিতে সর্ব্বত্র প্রকাশমান অর্থাৎ এককালে সকলের নিকট প্রকাশমান বলিয়া তরল বা সর্বসমাধানার্থ চঞ্চল। অথবা এই শ্রীকৃষ্ণ ব্রজসুন্দরীগণের হৃন্নায়ক বা নীলমণিবৎ অতি নিকটস্থ বস্তু বলিয়াই ইহাঁকে তরল (কণ্ঠহারের মধ্যমণিতুল্য) বলা হইয়াছে। আরও বলি, নবকিশোরীদের সহিত বিলাসে হর্ষহেতু ইহাঁর বিশাল নয়নযুগল প্রফুল্ল ও চঞ্চল। ইনি বিভ্রমশালিনী ব্রজসুন্দরীদের হৃদয় অথবা ঐ সকল বিভ্রম যাঁহাদের, সেই

নিখিলভুবনলক্ষ্মীনিত্যলীলাস্পদাভ্যাং
কমলবিপিনবীথীগর্ব্বসর্ব্বঙ্কষাভ্যাম্।
প্রণমদভয়দানপ্রৌঢ়িগাঢ়াদৃতাভ্যাং
কিমপি বহতু চেতঃ কৃষ্ণপাদাম্বুজাভ্যাম্ ॥ ১২

টীকা—অথান্যা তদঙ্ঘ্রিকমলং 'সন্তপ্তা স্তনয়োরধাদি'তিবৎ কয়াপি হৃদি ন্যস্তং তৎপদকমলং দৃষ্টা সহর্ষলালসমাহ—চেতঃ শ্রীরাধায়া ইতি শেষঃ। 'মদীয়হৃদয়ে অরুণপাদসরোরুহাভ্যামাক্রীড়তামি'ত্যগ্রেঽপ্যুক্তেঃ।

ব্রজসুন্দরীগণের হৃদয়স্বরূপ—মনোরম বিলাসাদি ভাব-রহস্যজ্ঞ।

ব্যাহ্যার্থ—নৃত্যগতিতে সর্ব্বত্রপ্রকাশমান শ্রীকৃষ্ণ আমাদের হৃদয়ের সন্নিহিত হউন। অন্য অর্থ সমান। ১১

(১২) শ্লোকার্থ—শ্রীকৃষ্ণের যে পাদপদ্ম নিখিল ভুবনলক্ষ্মীর নিত্যলীলার আস্পদ, যে পাদপদ্ম কমলশ্রেণীর শোভার গর্ব্ব খর্ব্ব করে, যে পাদপদ্ম প্রণতজনের আশ্রয়দানে প্রৌঢ়ি সামর্থযুক্ত বলিয়া আদৃত, সেই কৃষ্ণপাদপদ্ম হইতে আমার চিত্ত কোন অনির্ব্বাচ্য সুখ প্রাপ্ত হউক।

(১২) টীকার অনুবাদ—রাসলীলায় অন্তর্হিত শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় আবির্ভূত হইলে অন্য কোন বিরহসন্তপ্তা গোপী শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম স্বীয় সন্তপ্তা স্তনোপরি স্থাপন করিলেন।' ইত্যাদি (শ্রীভাঃ ১০।৩২।৫) লীলার মত কোন গোপী শ্রীকৃষ্ণের পদকমল নিজ হৃদয়ে স্থাপন করিয়া তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন; তাহা দেখিয়া শ্রীলীলাশুক লালসার সহিত সহর্ষে বলিতেছেন—শ্রীরাধার চিত্ত শ্রীকৃষ্ণের পদকমল হৃদয়ে ধারণ করিয়া তৎস্পর্শজ

শ্রীকৃষ্ণপাদাম্বুজাভ্যাং কিমপি তৎস্পর্শজং সুখং বহতু। কীদৃগ্‌ভ্যাম্? কমলবিপিনবীথীনাং তচ্ছ্রেণীনাং পঞ্চেন্দ্রিয়াহ্লাদকানাং শৈত্য-সৌগন্ধ্য-কৌমল্য-সৌন্দর্য্য-মকরন্দালিধ্বনিমত্ত্বাদিগুণৈর্যো গর্ব্বস্তস্য সর্ব্বঙ্কষে ছেদকে যে তাভ্যাম্। তথা নিখিলভুবনে যা লক্ষ্ম্যঃ শোভাঃ সম্পত্তয়স্তাসাং নিত্যলীলাস্পদে কেলিগৃহরূপে যে তাভ্যাম্। তথা প্রকর্ষেণ নমন্তীনাং হৃদি তদর্পণার্থমুপবিশন্তীনাং তাসাং কন্দর্পতাপাদিভ্যো

সুখ অনুভব করুন,—ইহাই শ্রীলীলাশুকের অভিপ্রায়। অর্থাৎ নিভৃত কুঞ্জে শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিলাস যাহাতে সুসম্পন্ন হয়, সেই বিষয়ে তাঁহার আগ্রহ। তাই বলিলেন, এইরূপ অরুণবর্ণ শ্রীকৃষ্ণপদকমল মদীয় হৃদয়ে ক্রীড়া করুক। অগ্রেও বলিবেন, 'সেই শ্রীকৃষ্ণপদকমল স্পর্শজনিত কোন অনির্ব্বাচ্য সুখ আমার চিত্ত বহন করুক।' সেই পদকমলের বৈশিষ্ট্য কি? সেই পদকমল কমলশ্রেণীর গর্ব্ব খর্ব্ব করে। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের পদকমল কর্ত্তৃক কমলশ্রেণীর গর্ব্ব ছেদিত হইয়াছে। কেননা, কমলের শোভা বা বৈভব বলিতে পঞ্চেন্দ্রিয় আহ্লাদক—শীতলতা সৌরভ্য, সুকুমারতা, সৌন্দর্য্য ও মকরন্দ এবং মকরন্দপানে প্রমত্ত অলিকুলের গুঞ্জন, এইগুলি কমলের বৈভব; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের পদকমলের নিকট কমলশ্রেণীর ঐ সকল গুণ অতীব অকিঞ্চিৎকর। তাই বলিলেন, কমলশ্রেণীর শোভার যে গর্ব্ব, সেই গর্ব্বের ছেদনকারী শ্রীকৃষ্ণপদকমল। আরও বলিলেন, নিখিল ভুবনের অর্থাৎ প্রাকৃত অপ্রাকৃত সমস্ত জগতের যে শোভাসম্পত্তি; এমন কি নিখিল ভুবনলক্ষ্মীর নিত্যলীলার আস্পদ—কেলিগৃহস্বরূপ

ষদভয়দানং তত্র যা প্রৌঢ়িস্তয়া গাঢ়াদৃতে যে তাভ্যাম্। গাঢ়োদ্ধতা-ভ্যামিতি পাঠে, তদ্দানে গাঢ়োদ্ধতে যে তাভ্যাম্। কিংবা তয়া সহ রহোলীলান্তে তৎসংবাহনং কুর্ব্বতো মম চেত ইতি। বাহ্যে তু, তাভ্যাং কিমপিতৎপ্রাপ্তিসুখং বহতু। বৈকুণ্ঠাদীনামখিলভুবনানাং যা লক্ষ্ম্যঃ সম্পত্তয়স্তাসাং তাদৃগ্ভ্যাম্। কিংবা নারায়ণাদিতদংশানাং তৎপ্রেয়স্যো যা লক্ষ্ম্যস্তাসাং তৎপ্রাপ্ত্যুৎকণ্ঠয়া মানসো যা রাসাদিলীলা তৎ প্রাপ্তে

শ্রীকৃষ্ণের পদকমল। আরও বলিলেন, যাঁহারা ঐ পদকমলে প্রকৃষ্টরূপে নত হয়েন অর্থাৎ হৃদয় অর্পণ করার জন্য যাঁহারা ঐ পদকমল হৃদয়ে ধারণ করেন, শ্রীকৃষ্ণ অভয়দানে তাঁহাদের কন্দর্পতাপাদি দূর করেন। এজন্য ব্রজবধূগণ গাঢ়ভাবে আদরের সহিত ঐ পদকমলের সেবা করেন। 'গাঢ়োদ্ধতাভ্যাম্' পাঠান্তরে অর্থ হইবে, এই পদকমল কন্দর্পতাপ প্রশমনরূপ অভয়দানে সমর্থ; সুতরাং প্রণতা গোপীগণ কর্ত্তৃক দৃঢ়ভাবে হৃদয়ে ধৃত। কিংবা ব্রজগোপীগণের সহিত রহোলীলার অন্তে ঐ পদকমল সম্বাহনের দ্বারা আমার চিত্ত উহার স্পর্শজনিত সুখ অনুভব করুক।

বাহ্যার্থ—শ্রীকৃষ্ণের পদকমল হইতে প্রাপ্ত কোন অনির্ব্বাচ্য সুখ আমার প্রিয়সখী অনুভব করুণ এবং সেই অনুভব-সুখ আমার চিত্ত বহন করুক। বৈকুণ্ঠাদি অখিল ভুবনের যে সমস্ত লক্ষ্মী—শোভা-সৌন্দর্য্যাদি সম্পত্তি। তাহার আশ্রয়স্থল শ্রীকৃষ্ণের পদকমল। অথবা বৈকুণ্ঠে শ্রীনারায়ণাদি যত অংশা-বতার আছেন তাঁহাদের প্রেয়সীগণও গোপীগণের ন্যায় রাসাদি লীলায় শ্রীকৃষ্ণপদকমল প্রাপ্তির উৎকণ্ঠায় নিরন্তর মানসে সেই

প্রণয়পরিণতাভ্যাং শ্রীভরালম্বনাভ্যাং
প্রতিপদললিতাভ্যাং প্রত্যহং নূতনাভ্যাম্।
প্রতিমুহুরধিকাভ্যাং প্রস্ফুরল্লোচনাভ্যাং।
প্রবহতু হৃদয়ে নঃ প্রাণনাথঃ কিশোরঃ ॥ ১৩

ধ্যেয়ত্বেন মনস আশ্রয়াভ্যাম্। যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপ ইত্যুক্তেঃ। ভক্তনামভয়দানে যা প্রৌঢ়িঃ; সকৃদেব প্রপন্নো যস্তবাস্মীতি চ যাচতে। অতয়ং সর্ব্বদা তস্মৈ দদাম্যেতদ্ব্রতং মম ॥ ইত্যাদি রূপা যা প্রৌঢ়িস্তাত্রাদৃতাভ্যামন্যৎ সমম্ ॥ ১২

টীকা—অথান্যালক্ষিতদৃগ্ভঙ্গ্যা নিকুঞ্জায় তাং প্রেরয়ন্তং তমালোক্য

রাসাদিলীলা ধ্যান করেন এবং মানসে সেই পদকমলকে আশ্রয় করত তপস্যা করিয়া থাকেন। তাহা শ্রীভাগবতে (১০।১৬।৩৬) 'যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপঃ' ইত্যাদি শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। আবার এই পদকমল ভক্তগণের অভয়দানে প্রৌঢ়ি সামর্থ্যযুক্ত। "প্রপন্ন ব্যক্তি একবারও যদি প্রার্থনা করে, হে শ্রীকৃষ্ণ আমি তোমারই আশ্রিত, তাহা হইলে আমি সর্ব্বতোভাবে তাহাকে অভয় দান করি, ইহাই আমার ব্রত" ইত্যাদি ভগবদ্বাক্যে যে প্রৌঢ়ি, তাহা অনাদর করিয়া যাহারা অন্য উপায়ে অভয় লাভের চেষ্টা করে, তাহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। অন্য অর্থ সমান। ১২

(১৩) শ্লোকার্থ—আমাদের প্রণনাথ কিশোর পরম শোভার আশ্রয়স্থল। প্রতিপদে যাহা ললিত, প্রত্যহ নূতন, প্রতিক্ষণেই অধিকতর সুখবর্দ্ধনশীল, সেই প্রণয়পরিণত প্রস্ফুরিত লোচনদ্বয় দ্বারা আমাদের হৃদয়ে প্রবাহিত হউন।

সাশ্চর্য্যহর্ষোৎকণ্ঠমাহ; অয়ং প্রাণনাথঃ কিশোরঃ নঃ সর্ব্বাসাং সখীনাং হৃদয়ে প্রস্ফুরল্লোচনাভ্যাং শ্রীরাধিকাবিষয়কপ্রণয়রসপ্রবাহরূপেণ প্রবহতু। সর্ব্বা আপ্লাবয়ত্বিত্যর্থঃ। হৃদয়ে তত্তুল্যায়াং শ্রীরাধায়ামিতি বা। লোচনাভ্যাং স্ফুরন্নিতি বা, অত্র স্বানুস্বারোচ্চারণম্। কীদৃগ্ ভ্যাম্? শ্রীরাধাবিষয়কপ্রণয়ৈরেব পরিণতাভ্যাং ঘটিতাভ্যাম্। শ্রীঃ শোভা তদ্ভরস্যালম্বনাভ্যাং আশ্রয়াভ্যাম্। পুনঃ সবিচারমাহ—প্রত্যহং নূতনাভ্যাম্। হ্যো যে দৃষ্টে ততোঽপ্যতিসুন্দরে ইত্যর্থঃ। পুনঃ সবিমর্ষমাহ;

---

(১৩) টীকার অনুবাদ—অনন্তর অন্য গোপীগণের অলক্ষ্যে শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় নয়নের দৃষ্টিভঙ্গিতে রহোকেলির নিমিত্ত শ্রীরাধাকে নিকুঞ্জে প্রেরণ করিতেছেন; তাহা অবলোকন করিয়া শ্রীলীলাশুক বিস্ময়, হর্ষ ও উৎকণ্ঠার সহিত বলিলেন,—এই প্রাণনাথ কিশোর শ্রীকৃষ্ণ প্রস্ফুরিত নয়নের দ্বারাই তোমাদের সকল সখীর হৃদয়ে শ্রীরাধাবিষয়ক প্রণয়রস প্রবাহরূপে বহমান হইতে থাকুন—সকলকে শ্রীরাধাপ্রেমে প্লাবিত করুন, কিংবা তদ্রূপে শ্রীরাধার হৃদয়ে সদা প্রস্ফুরিত নয়ন দ্বারাই প্রণয়রস প্রবাহরূপে বহমান হইতে থাকুন। শ্রীকৃষ্ণের প্রস্ফুরিত লোচনের মাধুরিতে মগ্নচিত্ত হইয়া তাহাই পুনঃপুনঃ উচ্চারণ করিতেছেন। সেই নয়নদ্বয় কিরূপ? শ্রীরাধাবিষয়ক প্রণয়ের পরিণতিস্বরূপ—প্রণয়ঘটিত পরম শোভার আলম্বন বা আশ্রয়স্থল। পুনরায় বিচার করিয়া বলিলেন—সেই নয়নশোভা প্রত্যহ নূতন অর্থাৎ প্রথম দর্শনে যে শোভা, দ্বিতীয় দর্শনে তাহা অপেক্ষাও অধিক সুন্দর শোভা দৃষ্ট হয়। ইহার দ্বারা ঐ শোভার বর্দ্ধনশীলতা ও অসীমতা সূচিত

প্রতিমুহুঃ ক্ষণে ক্ষণেঽধিকাভ্যাং প্রণয়শোভাদিভিরুচ্ছলিতাভ্যাম্। অদ্যৈব তদানীং যে দৃষ্টে ততোঽপ্যতিমধুরে ইত্যর্থঃ। পুনঃ সশঙ্কমাহ; প্রতিপদং পদে পদে নিমিষে নিমিষে ললিতাভ্যাম্। ইদানীং নিমিষান্তরে যে দৃষ্টে ততোঽপ্যতিমনোহরে ইত্যর্থঃ। অনুরাগস্বভাবোঽয়ং যৎ সবিষয়ং নবং নবমিত্যনুভাবয়তি। তথাহি, অনুসবাভিনবমিতি। তথাপি,তস্যাঙ্ঘ্রিযুগলং নবং নবমিতি বা। বাহ্যে তু; শ্রীঃ সর্বসম্পত্তিঃ। তৎকটাক্ষেণৈব তৎপ্রাপ্তেরন্যৎ সমম্। ১৩

হইল। পুনরায় তিনি বিচার করিয়া বলিলেন, ক্ষণে ক্ষণে নয়নযুগলের শোভা অধিক হইতে অধিক হইয়া সেই প্রণয়-শোভাদি উচ্ছলিত, অর্থাৎ পূর্ব্বে যে শোভা দৃষ্ট হইয়াছিল, এখন তাহা হইতেও অধিক সুন্দর অধিক মধুর বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে। পুনরায় সশঙ্কে বলিলেন,—পদে পদে নিমিষে নিমিষে ললিত—অতিসুন্দর বলিয়া অনুভব হইতেছে। ইদানীং যে সৌন্দর্য্য যে মাধুর্য্য উপলব্ধি হইল নিমেষান্তরে তাহা হইতে আরও অতিমনোহর মাধুর্য্য অনুভব হইল। অনুরাগের স্বভাবই এইরূপ—প্রতিক্ষণে নব-নবায়মান হইয়া সদা অনুভূত প্রিয়জন-কেও অননুভূতবৎ প্রতীয়মান করায়—প্রতিক্ষণে নবীনতা দান করে। 'অনুসবাভিনবম্' ইত্যাদি (ভা ১০।৪৪।১৪), তথাপি শ্রীকৃষ্ণ-চরণযুগলের মাধুর্য্য প্রতিক্ষণে বর্দ্ধনশীল হইয়া বা নব-নবায়মানরূপে অনুভব হয়।

বাহ্যার্থ—শ্রীঃ—সর্ব্বসম্পত্তি। শ্রীকৃষ্ণের কৃপা-কটাক্ষের দ্বারা সেই সম্পত্তি লাভ হয়। অন্য অর্থ সমান। ১৩

মাধুর্য্যবারিধিমদাম্বুতরঙ্গভঙ্গী-
শৃঙ্গারসঙ্কুলিতশীত-কিশোরবেশম্।
আমন্দহাসললিতাননচন্দ্রবিম্ব-
মানন্দসংপ্লবমনুপ্লবতাং মনো মে ॥ ১৪

টীকা—তথা সস্মিতমুখোদ্গতভাবাদিনা তাং প্রেরয়ন্তং তং তদানন্দোচ্ছলিতং বীক্ষ্য সহর্ষমাহ—ইদমানন্দসংপ্লবং সর্ব্বাপ্লাবকোচ্ছলিতানন্দপ্রবাহং মে মনোঽনুপ্লবতাং উন্মজ্জননিমজ্জনাদিভিরত্রৈবাক্রীড়তাম্। কীদৃশম্? আমন্দোঽতিমন্দস্তয়ৈব গম্যো যো হাসস্তেন ললিতমাননচন্দ্রবিম্বং যস্য। তথা চন্দ্রাংশূচ্ছলিতো যো মাধুর্য্যবারিধিস্তত্রোদ্গতা

---

(১৪) শ্লোকার্থ—মাধুর্য্যবারিধির মত্ততারূপ তরঙ্গভঙ্গি দ্বারা যে শৃঙ্গার (বেশরচনা) তদ্দ্বারা সর্ব্বতাপহর যে কিশোর-বেশ এবং আনন্দহাসদ্বারা সুললিত যে কৃষ্ণানন-চন্দ্রবিম্ব, তাহা আনন্দ-প্রবাহ, সেই প্রবাহে আমার মন নিরন্তর নিমজ্জিত হউক।

(১৪) টীকার অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ হাস্যময় মুখোদ্গত ভাবাদি দ্বারা সকলের অলক্ষ্যে শ্রীরাধাকে কুঞ্জে যাইতে ইঙ্গিত করিতেছেন। সেই আনন্দোচ্ছলিত শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া শ্রীলীলাশুক সহর্ষে বলিতেছেন, এই আনন্দ-সংপ্লবে—(যে আনন্দের বন্যা সব কিছু প্লাবিত করে) উচ্ছলিত আনন্দপ্রবাহে আমার মন নিরন্তর উন্মজ্জন ও নিমজ্জনরূপ ক্রীড়া করিতে থাকুক। সেই হাস্য কীদৃশ? অমন্দ—মৃদু মন্দহাস্য, তাহা কেবল শ্রীরাধারই গম্য। তাদৃশ ললিত মুখচন্দ্রবিম্বের মন্দহাস্যরূপ কিরণে মাধুর্য্যবারিধি উচ্ছলিত হইয়া তরঙ্গমালা বিস্তার করিয়াছে। অর্থাৎ চন্দ্রের কিরণে সাগর যেরূপ উচ্ছলিত হয়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের ললিত

অব্যাজমঞ্জুলমুখাম্বুজমুগ্ধভাবৈ-
রাসাদ্যমান-নিজবেণুবিনোদনাদম্।
আক্রীড়তামরুণপাদসরোরুহাভ্যা-
মার্দ্রে মদীয়হৃদয়ে ভুবনার্দ্রমোজঃ ॥ ১৫

যে কন্দর্পমদাস্তএবাম্বুতরঙ্গা যস্মিন্। তাদৃশশ্চ ভঙ্গ্যা যঃ শৃঙ্গারো বেশরচনং তেন সংকুলিতো যুক্তশ্চ শীতঃ সর্বতাপহরশ্চ কিশোর-বেশস্তদ্বপুর্যস্য। বেশো বপুষি চেতি কোষাৎ। তত্তরঙ্গভঙ্গ্যৈব শৃঙ্গারো বা। তত্তরঙ্গভঙ্গীশৃঙ্গারাভ্যাং সংকুলিত ইতি বা। বাহ্যে, সম এবার্থঃ ॥ ১৪

টীকা—অথ তয়ৈবগম্যৈঃ সঙ্কেতবেণ্বনাদাদ্যৈর্নীরজ-রাজি-রাজিত-

মুখচন্দ্রবিম্বের মন্দহাস্যরূপ কিরণে মাধুর্য্যবারিধি উচ্ছলিত হয় এবং সেই উচ্ছলিত মাধুর্য্যবারিধি হইতে উত্থিত কন্দর্পমদের তরঙ্গরূপ যে শৃঙ্গার, তাহাই শ্রীকৃষ্ণের বেশরচনা। অর্থাৎ এই শৃঙ্গার-সংকলিত মূর্ত্তিই শ্রীকৃষ্ণ। তথাপি শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি সুশীতল—সর্ব্বসন্তাপক কামের উত্তাপ-নিবারক বলিয়া শীতল। আর এই কিশোর বেশই তাঁহার বপু। কেননা, বেশ-শব্দে বপুও বুঝায় (বিশ্বকোষ)। অতএব সেই মাধুর্য্যবারিধির তরঙ্গ-ভঙ্গিরূপ শৃঙ্গার-সংকলিত বপু। অথবা শৃঙ্গার শব্দে বেশরচনাও বুঝায়। অতএব বেশরচনার দ্বারা সংকলিত শ্রীকৃষ্ণবপু।

ব্যাহ্যার্থ—সর্বপ্লাবক আনন্দপ্রবাহ আমার মনকে ডুবাইয়া ও ভাসাইয়া নিরন্তর ক্রীড়া করুক। অন্য অর্থ সমান। ১৪

(১৫) শ্লোকার্থ—স্বাভাবিক মনোহর মুখকমলের সুন্দর

যমুনানীর-নিকট-তীর-বাণীরকুঞ্জায় তাং প্রেরয়ন্তং তং বিলোক্য সশ্লাঘমাহ; পূর্ব্বরীত্যা ইদমোজঃ মদীয়ানাং সখীজনানং হৃদয়ে তত্তুল্যে রাধায়াং তদ্‌গণ এব বা অরুণপাদসরোরুহাভ্যাং আ সম্যক্ ক্রীড়তাম্। কীদৃশে? আর্দ্রে তৎপ্রেমস্নিগ্ধে। তাভ্যামার্দ্রে বা। বিচ্ছেদপ্রতপ্ত-

---

ভাবধারা হইতে অনুমিত হয় যে যিনি স্বীয় বেণুর মধুর ধ্বনি নিজেই আস্বাদ করেন, সেই ওজঃব্যঞ্জক ভুবনার্দ্রকারী শ্রীকৃষ্ণ অরুণবর্ণ চরণকমল আমার আর্দ্রহৃদয়ে স্থাপন করিয়া ক্রীড়া করুন।

(১৫) টীকার অনুবাদ—অন্য গোপীগণের অগম্য, কিন্তু শ্রীরাধার গম্য বেণুনাদাদির সঙ্কেতের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ কমলরাজি শোভিত যমুনার নিকট তীরস্থ বাণীর কুঞ্জে শ্রীরাধাকে প্রেরণ করিতেছেন। তাহা দেখিয়া শ্লাঘার সহিত শ্রীলীলাশুক বলিতেছেন,—এই ওজঃ (ওজ শব্দে তেজোময় বস্তু, পূর্ব্ব শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণকে যে প্রকারে জ্যোতিঃ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, সেই প্রকার এই শ্লোকে 'ওজ' বলিয়াছেন) বা তেজোময় শ্রীকৃষ্ণ আমাদের সকল সখীর হৃদয়ে বা আমাদের সখীগণের হৃদয়তুল্য যে শ্রীরাধা, সেই শ্রীরাধার হৃদয়ে অরুণবর্ণ পদকমল স্থাপন করিয়া সম্যক্ ক্রীড়া করুন। সেই হৃদয়ের বৈশিষ্ট্য কিরূপ? আর্দ্র, শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের দ্বারা স্নিগ্ধ হইয়াছে যে হৃদয় বা শ্রীকৃষ্ণের পদকমলযুগল স্পর্শহেতু স্নিগ্ধ হইয়াছে। কেননা, যে হৃদয় শ্রীকৃষ্ণের বিরহে প্রতপ্ত ছিল, এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণের পদকমলের স্পর্শ পাইয়া তাহা স্নিগ্ধ হইয়াছে। শ্রীভাগবতে (১০।৩১।৭)

হৃদস্তৎস্পর্শনৈব স্নিগ্ধতোৎপত্তেঃ। তদুক্তম্ ; তে পদাম্বুজং কৃণু কুচেষু নঃ কৃন্ধি হৃচ্ছয়মিতি। তত্র হেতুঃ; ভুবনেতি। ভুবনমেবার্দ্রং যস্মাৎ। বেণুনাদাদৈস্তদার্দ্রয়তীতি বা। তথা অব্যাজমঞ্জুলং যৎ কৃষ্ণমুখাম্বুজং তস্য সঙ্কেতরূপভ্রূনেত্রাস্তচালননিরক্ষরকথনাদিরূপৈর্মুগ্ধভাবৈঃ সহ শ্রীরাধয়ৈব আস্বাদ্যমানো নিজঃ স্বপ্রেরণনিমিত্তকঃ বেণোর্বিনোদনাদঃ,—কাঞ্চনবল্লি-সঙ্গিনি ত্বরয়াজ্জবনীং বিহায় তা ভ্রমরীঃ—মধুপীঃ মধুসূদনস্ত্বাং রময়িতু-

---

ব্রজদেবীগণই বলিয়াছেন—'তোমার পদকমল আমাদের স্তনতটে অর্পণ কর, তাহা হইলে আমাদের কামতাপ প্রশমিত হইবে।" তাহার হেতু—'ভুবনেতি'। এই পদকমল ভুবনকে আর্দ্র করেন—ভুবনের স্নিগ্ধতা সম্পাদন করেন। কিংবা মধুর বেণুধ্বনির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ ভুবন আর্দ্র করেন। আরও বলিতেছেন—অব্যাজমঞ্জুল। অব্যাজ—কাপট্যশূন্য সহজ অনুরাগযুক্ত যে শ্রীকৃষ্ণের মুখকমল, তাহা শ্রীরাধাকে কুঞ্জে প্রেরণ করার জন্য যখন স্বীয় মুখে নিরক্ষর (কোন কথা না বলিয়া) কেবল ভ্রূ-নেত্রাদি চালনা করিয়া সঙ্কেত করেন, তখন তাঁহার শ্রীমুখে যে মুগ্ধভাব প্রকটিত হয়, সেই মুগ্ধভাবে শ্রীরাধার সহিত নিজ বেণুর বিনোদনাদ নিজেই আস্বাদ করেন। সেই বেণুর বিনোদনাদের সঙ্কেত এইরূপ ঃ—অয়ি! কাঞ্চনবল্লী-সঙ্গিনী ভ্রমরি! তুমি সত্বর কমলবন ও সঙ্গিনীগণকে ত্যাগ করিয়া দ্রুতবেগে নিভৃত কুঞ্জে গমন কর। তথায় মধুসূদন তোমার সহিত বিহার করিবেন।" এই প্রকার গূঢ় প্রেরণ-সঙ্কেত দ্বারা গুপ্তস্থানে লীলা করিবার উদ্দেশ্যে শ্রীরাধাকে প্রেরণ করেন। কিংবা শ্রীকৃষ্ণের নির্ব্বাক

মণিনূপুরবাচালং বন্দে তচ্চরণং বিভোঃ।
ললিতানি যদীয়ানি লক্ষ্মানি ব্রজবীথিষু॥ ১৬

মেষ্যত্যসৌ নিভৃতম্। ইত্যাদিনিগূঢ়প্রেরণরূপো নাদো যস্য। কিংবা, তস্যাস্তৎপ্রেরণজ্ঞানজ্ঞাপকতাদৃশমুখাম্বুজভাবৈঃ সহাস্বাদ্যমানো নিজ-বেণোস্তাদৃশনাদো যেন। বাহ্যে তু, মম হৃদয়ে প্রকাশতাম্। হৃদয়স্য প্রাকৃতত্বমাশঙ্ক্য সমাদধাতি; তৎপদাব্জাভ্যামার্দ্রে তৎপ্রকাশযোগ্যতাং নীতে। অন্যৎ সমম্। ১৫

টীকা—অথ তজ্জ্ঞাত্বা কুঞ্জগত্যাং তামন্যালক্ষিতমনুগচ্ছন্তং তং পশ্চা-

---

সঙ্কেতাদি অর্থাৎ শ্রীরাধাকে নিভৃত কুঞ্জে প্রেরণ-সঙ্কেত জ্ঞাপক যে ভাব, সেই ভাবসমূহ সহ শ্রীরাধার মুখকমলের মাধুর্য্য আস্বাদ্যমান শ্রীকৃষ্ণ নিজ বেণুর তাদৃশ সুমোহিনী নাদ নিজেই আস্বাদ করুন।

বাহ্যার্থ—সেই ওজঃব্যঞ্জক মূর্ত্তির অরুণবর্ণ পদকমল আমার হৃদয়ে স্থাপন করিয়া ক্রীড়া করুন। তোমরা বলিতে পার যে, আপনার কঠিন প্রাকৃত হৃদয়ে তিনি ক্রীড়া করিবেন কিরূপে? (হৃদয়ের প্রাকৃতত্ব আশঙ্কা করিয়া সমাধান করিতেছেন) আমার কঠিন ও প্রাকৃত হৃদয় তাঁহার চরণস্পর্শে আর্দ্র হইয়াছে। এতদ্দ্বারা শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের স্বপ্রকাশযোগ্যতাই সূচিত হইল। অন্য অর্থ সমান। ১৫

(১৬) শ্লোকার্থ—ব্রজের পথে পথে যে চরণের মনোহর চিহ্নসকল বিরাজিত, সেই মণিনূপুরের ধ্বনিতে মুখরিত বিভুর চরণ বন্দনা করি।

(১৬) টীকার অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কেত জ্ঞাত হইয়া

মম চেতসি স্ফুরতু বল্লবীবিভো-
র্মণিনূপুরপ্রণয়ি মঞ্জুশিঞ্জিতম্।
কমলাবনেচরকলিন্দকন্যকা-
কলহংসকণ্ঠকলকূজিতাদৃতম্॥ ১৭

দূরতোঽনুগচ্ছত ইব স্বস্য তন্নূপুরধ্বনিশ্রবণস্ফূর্ত্ত্যা; সহর্ষমাহ বিভোস্তা-দৃশালক্ষিতগতিসমর্থস্য তত্তাদৃশং তামনুগচ্ছচ্চরণং বন্দে। কীদৃশম্? মণিনূপুরাভ্যাং বাচালম্। মার্গে তচ্চিহ্নানি দৃষ্ট্বাহ; যদীয়ানি লক্ষ্মাণি ন কেবলমত্রৈব সর্ব্বাসু ব্রজবীথিষ্বপি বিরাজন্ত ইতি শেষঃ। কীদৃশানি? ধ্বজবজ্রাদিভির্ললিতানি। বাহ্যার্থঃ স্পষ্ট এব। ১৬

শ্রীরাধা অন্যের অলক্ষ্যে কুঞ্জে গমন করিলেন। আর শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অনুবর্ত্তী হইলেন; গমনকালে তাঁহার শ্রীচরণের মণি-নূপুরের ধ্বনি হইতে লাগিল। কিছুদূর হইতে তাহা শুনিয়া শ্রীলীলাশুক শ্রীকৃষ্ণের অনুগমন করিলেন, সেই নূপুরের ধ্বনি শ্রবণ-স্ফূর্ত্তিতে সহর্ষে বলিলেন—বিভুর তাদৃশ অলক্ষিত গতিসামর্থ অর্থাৎ শ্রীরাধার পশ্চাৎ গমনশীল শ্রীকৃষ্ণের চরণ বন্দনা করি। তাঁহার চরণ কিরূপ? মণিময় নূপুর-বাচাল। অথবা সেই চরণই হইয়াছে মণিময় নূপুরের ধ্বনিতে বাচাল। অর্থাৎ ঐ চরণে নূপুর ধ্বনিত হইতেছে বলিয়াই তাহা সুন্দর হইয়াছে। শ্রীলীলাশুক ব্রজের পথের প্রতি দৃষ্টি করিলেন; দেখিলেন যে, ব্রজের পথে পথে পদচিহ্নসকল বিরাজিত, কেবল কুঞ্জের পথে নহে, ব্রজের সর্বত্র সেই পদচিহ্ন অঙ্কিত রহিয়াছে। সেই চিহ্নসকল কিরূপ?

টীকা—অথ পদ্মষণ্ডমণ্ডিতযমুনা-নীর-তীর-বাণীর-কুঞ্জে তয়া সহ রমমাণস্য তস্য নূপুরধ্বনিং সখীভিঃ সহাগত্য বহিঃ স্থিত্বা শৃণ্বন্নিব সলাল-সমাহ; বল্লবী তচ্ছ্রেষ্ঠা শ্রীরাধা তস্যাবিভোরমণস্য শিঞ্জিতং ভূষণধ্বনির্মম চেতসি স্ফুরতু। কস্য ভূষণস্যেত্যাহ; মনিনূপুর-প্রণয়ি। কেলি-বিশেষেণোর্দ্ধস্থিতশ্রীচরণয়োর্নূপুরোদ্ভবমিত্যর্থঃ। অতো মঞ্জু মনোহরম্। কিংবা তস্যাঃ প্রণয়ঃ সূচ্যত্বেন বিদ্যতে যস্য তৎপ্রণয়ি। তচ্চ মঞ্জু

ধ্বজ-বজ্র-অঙ্কুশ প্রভৃতি চিহ্নের দ্বারা পদকমল আরও ললিত হইয়াছে।

(১৭) শ্লোকার্থ—কালিন্দীর কমলবনে বিচরণকারী কলহংসের কণ্ঠনিঃসৃত কূজন হইতেও সুমধুর বল্লবীবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের পদকমলের মণিময় নূপুরের মনোজ্ঞ ধ্বনি আমার চিত্তে স্ফুরিত হউক।

(১৭) টীকার অনুবাদ—পদ্মশ্রেণী-মণ্ডিত যমুনার তীরবর্ত্তী বাণীরকুঞ্জে শ্রীরাধাসহ রমমাণ শ্রীকৃষ্ণের বিহার হইতেছে এবং বিহারকালে শ্রীকৃষ্ণের পদকমলস্থিত নূপুরের ধ্বনি হইতেছে। তৎকালে শ্রীলীলাশুক নিজযূথের সখীগণের সহিত সেই কুঞ্জের বাহিরে থাকিয়া ঐ ধ্বনি শুনিয়া লালসার সহিত বলিতেছেন—'বল্লবী বিভো'। বল্লবী শব্দে গোপরমণী, তাঁহাদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা শ্রীরাধা, তাঁহার বিভু বা রমণ শ্রীকৃষ্ণ। এই শ্রীরাধারমণের ভূষণের ধ্বনি আমার চিত্তে স্ফুরিত হউক। কাহার ভূষণের ধ্বনি? মণিনূপুরের প্রণয়ী—কেলি-বিশেষে উর্দ্ধস্থিত শ্রীচরণের নূপুর হইতে উদ্ভূত ধ্বনি। অতএব মনোহর। কিংবা শ্রীরাধার প্রণয় বিদ্যমান বলিয়া উহা শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়ি;

তরুণারুণ-করুণাময়-বিপুলায়তনয়নং
কমলাকুচকলসীভরবিপুলীকৃতপুলকম্।
মুরলীরব-তরলীকৃত-মুনিমানসনলিনং
মম খেলতু মদচেতসি মধুরাধরমমৃতম্ ॥ ১৮

মনোজ্ঞঞ্চ। তৎ তাদৃশং মণিনূপুরয়োর্যৎ শিঞ্জিতং তৎ। তথা কমলা লক্ষ্মীস্তস্যাবনেচরাঃ যে পদ্মবনেচরাঃ কলিন্দকন্যকায়াঃ কলহংসাস্তৈঃ কলকণ্ঠকূজিতৈরাদৃতং তৎসাম্যশিক্ষার্থমাদরেণাভ্যাসিতম্। তেষাং কলকণ্ঠকূজিতৈঃ শ্লাঘিতং বা। বাহ্যে; তৎস্ফূর্ত্যোক্তিরর্থঃ স এব। ১৭

টীকা—অথ সুরতান্তং জ্ঞাত্বা সখীভিঃ সহ কুঞ্জরন্ধ্রে মুখং দত্তা তং

সুতরাং অতিমনোজ্ঞ। তাদৃশ মণিনূপুরের যে শিঞ্জন, তাহা অতি মধুর। তাৎপর্য্য এই, মণিনূপুরের প্রণয় আছে যেখানে অর্থাৎ শ্রীরাধার ভূষণধ্বনি মিশ্রিত; ইহার দ্বারা লীলাবিশেষ (বিপরীত বিহার) সূচিত হইতেছে। আর কমলা (লক্ষ্মী) তাঁহার আলয় কমলবন, সেই কমলবনে বিচরণকারী কলহংসের যে কলকণ্ঠ-কূজন, তাহা অতি সুমধুর হইলেও শ্রীরাধারমণের মণিনূপুরের ধ্বনির কাছে হার মানে অর্থাৎ কলহংসের কাকলি ত' অতি তুচ্ছ বোধ হয়। কিংবা সূর্য্যকন্যা যমুনার কমলবনবিহারী কলহংস সেই নূপুরের ধ্বনির সাম্য শিক্ষার্থ আদরের সহিত অভ্যাস করে, সেই নূপুরধ্বনিকে আদর করে।

বাহ্যার্থ—বল্লবীবল্লভের সেই মণিনূপুরের মধুর ধ্বনি আমার হৃদয়ে স্ফুরিত হউক। অন্য অর্থ সমান। ১৭

(১৮) শ্লোকার্থ—যাঁহার নয়নদ্বয় তরুণ অরুণবর্ণ, করুণা

পুষ্পতল্পোপর্য্যুপবিশ্য তস্যাঃ শ্রমাপনোদনং পুনর্মদনোদ্দীপনঞ্চ কুর্ব্বতং পশ্যন্নিবানন্দোন্মত্তস্তমমৃতং মত্বাহ; ইদমমৃতং মম স্বসখীসৌভাগ্যানন্দ-মদযুক্তে চেতসি খেলতু ঈদৃগেব বিলসতু। অমৃতাস্বাদাদপি মধুরঃ সরসঃ স্বাদুঃ প্রিয়ো মনোহরশ্চাধরো যস্য। মধুরং রসবৎস্বাদুপ্রিয়েষ্বপি মনোহরে ইতি বিশ্বাৎ। তথা তরুণে মদনমদোদগারিণী স্বতো মধুপানেন চারুণে চ বীজনাদিনা তস্ত্রমাপনোদনার্থং হৃদ্যুদগত্বা যা করুণা

ময় বিপুল বিস্তৃত, কমলার কুচকলসস্পর্শ যাঁহার অঙ্গ বিপুল পুলকে পুলকিত, যাঁহার মুরলীবরশ্রবণে মুনিদের মানস নলিনের ন্যায় কোমল হয়, তাঁহার মধুর অধরামৃত আমার মদমত্ত চিত্তে খেলা করুক।

(১৮) টীকার অনুবাদ—নূপুর ও ভূষণের ধ্বনি স্তব্ধ হইয়াছে, সুতরাং শ্রীরাধাকৃষ্ণের সুরতলীলার অবসান হইয়াছে জানিয়া সখীগণের সহিত শ্রীলীলাশুক কুঞ্জ-গবাক্ষে মুখ দিয়া দেখিলেন যে, পুষ্পশয্যার উপর শ্রীকৃষ্ণ উপবেশন করিয়া শ্রীরাধার শ্রম অপনোদন এবং অঙ্গমার্জ্জন ও বীজনাদি দ্বারা পুনরায় মদন-উদ্দীপন জন্য চেষ্টা করিতেছেন। এই লীলা দেখিয়া শ্রীলীলাশুকের মনে হইল যে, আনন্দোন্মত্ত শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ অমৃত। তাই বলিলেন,—এই অমৃতময় শ্রীকৃষ্ণ আমার সখী শ্রীরাধার সৌভাগ্যানন্দে উন্মত্ত, ইনি এইরূপেই আমার চিত্তে খেলা করুক—ধারাবাহিকভাবে শ্রীরাধার সহিত বিলাস করিতে থাকুক। শ্রীকৃষ্ণের অধরসুধা অমৃতাস্বাদ হইতেও মধুর ও সরস আস্বাদযুক্ত বলিয়া প্রিয় ও মনোহর। মধুর অর্থে

তদুদ্গারিণী চ স্বতো বিপুলে আয়তে চ নয়নে যস্য। অঙ্কনিষণ্ণায়াঃ কমলায়াঃ পূর্ব্বরীত্যা শ্রীরাধায়াঃ কুচকলসয়োর্ভরেণ স্পর্শাতিশয়েন বিপুলীকৃতঃ পুলকো যস্য। তথা তচ্ছ্রমাপনোদনং কৃত্বা পুনঃ কেলি-লালসোৎপাদনায় মুরলীং মৃদু বাদয়ন্তং তং বীক্ষ্য কৈমুত্যেনাহ; মুরলীরবেণ তরলীকৃতানি মুনীনাং পাদপতিতেঽপি তস্মিন্ মৌনশীলা-

---

বিশ্বপ্রকাশে রসবৎ স্বাদু, প্রিয়ত্বহেতু মনোহর লেখা আছে। আরও বলিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণের নয়নযুগল স্বভাবতঃ তরুণ অরুণবর্ণ মদনমদ-উদ্গারী হইলেও মধুপানে আরও অরুণ হইয়াছে। তাহাতে আবার শ্রীরাধার রতিশ্রম অপনোদনার্থ বীজনাদি করায় শ্রীকৃষ্ণের হৃদ্গত শ্রীরাধাপ্রতি যে করুণাময় বিপুল অর্থাৎ সেই করুণা উদ্গীরণ হেতু স্বভাবত বিপুল আয়ত নয়ন আরও বিস্ফারিত এবং শ্রীরাধার বিলাসশ্রম অপনোদনে সেই করুণা নয়নে স্পষ্ট প্রকাশ হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের ক্রোড়ে শ্রীরাধা উপবিষ্টা, সুতরাং পূর্ব্বরীতিতে 'কমলা' শব্দে শ্রীরাধা। শ্রীরাধার কুচকলসস্পর্শে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ বিপুল পুলকাবলীতে শোভিত। আবার শ্রীরাধার রতিশ্রম অপনোদন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় তাঁহার কেলি-লালসা উৎপাদনের নিমিত্ত মৃদু মৃদু মুরলী বাদন করিতেছেন। (বিহারকালে কান্তের সহিত কান্তার যে ক্রীড়া, তাহাকে 'কেলি' বলে) শ্রীকৃষ্ণের এই কেলিবিলাস দেখিয়া শ্রীলীলাশুক কৈমুত্যন্যায়ে বলিলেন, যে মুরলীরব শ্রবণে মুনিদের মানস নলিনীর ন্যায় কোমল হয়। এখানে মুনি বলিতে পদে-পতিতজনের প্রতিও মৌনশীল তাপস বুঝায়। মুরলীরবে

অমুগ্ধমর্দ্ধনয়নাম্বুজচুম্ব্যমান-
হর্ষাকুলব্রজবধূমধুরাননেন্দোঃ।
আরব্ধবেণুরবমাত্তকিশোরমূর্ত্তে-
রাবির্ভবন্তু মম চেতসি কেঽপি ভাবাঃ ॥ ১৯

নাং গ্রহিলমানিনীজনানাং মানসনলিনানি যেন। কিমুত তাদৃশ্যাস্তস্যা ইত্যর্থঃ। বাহ্যে তু, মুনীনাং জ্ঞানিনাং মেরুবৎস্থিরকঠিনান্যপি, মানসানি নলিনবৎকোমলানি চঞ্চলানি কৃতানি যেনেত্যর্থঃ। অন্যৎ সমম্। ১৮

এতাদৃশ মুনির কঠোর মনও কোমল হয়; সুতরাং মুরলীরব শ্রবণে আগ্রহশীলা মানিনীদিগের মানস যে তরলিত হইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি আছে? অর্থাৎ শ্রীরাধা যখন মান করেন, তখন করযোড়ে মিনতি করিয়া, এমন কি পদতলে পতিত হইওয়াও শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার মানমুদ্রা ভাঙ্গিয়া তাঁহাকে অনুকূল করিতে অসমর্থ; কিন্তু তাঁহার মুরলীরব আপন প্রভাবে শ্রীরাধার মানসরূপ নলিনীকে তরলিত করিয়া দেয়। এজন্য মুরলীরবে শ্রীরাধার মনে কেলিবিলাসে লোভ হইল।

বাহ্যার্থ—মুনি বলিতে জ্ঞানী বুঝায়। জ্ঞানীদের হৃদয় পর্ব্বতের ন্যায় স্থির ও কঠিন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের মুরলীরব শ্রবণে তাঁহাদের চিত্ত কমলের ন্যায় কোমল হয় বা চঞ্চল হয়। ১৮

(১৯) শ্লোকার্থ—যিনি সম্যক্ মুগ্ধ অর্দ্ধ মুকুলিত নয়নের দ্বারা হর্ষাকুলতা ব্রজবধুদের মধুর মুখেন্দু চুম্বন করিতেছেন এবং বেণুবাদন আরম্ভ মাত্র যিনি কিশোরমূর্ত্তি প্রকাশ করেন, সেই কিশোরের অনির্ব্বচনীয় ভাবসমূহ আমার চিত্তে আবির্ভূত হউক।

টীকা—অথ পুনর্জ্জাতকেলিলালসাং তামুত্থাপ্য বামপার্শ্বে নিষণ্ণাং তদ্বর্দ্ধকনেত্রান্তেন পশ্যন্তং তং বীক্ষ্যাহ; অস্য কেঽপ্যনির্ব্বাচ্যা ইমে ভাবা মম চেতসি আবির্ভবন্তু। কীদৃশঃ? পূর্ব্বতোঽতিমধুরত্বেনারব্ধবেণুরবং যথা স্যাত্তথা আত্তা গৃহীতা কোটিমন্মথমন্মথত্বেন প্রকাশিতা কিশোরমূর্ত্তির্যেন। তথা, আ সম্যক্ মুগ্ধং যথা স্যাত্তথার্দ্ধনয়নাম্বুজেন চুম্ব্যমানো হর্ষাকুলায়া ব্রজবধ্বাস্তচ্ছ্রেষ্ঠায়াস্তস্যা মধুরাননেন্দুর্যেন। বাহ্যে স্পষ্ট এবার্থঃ॥ ১৯

---

(১৯) টীকার অনুবাদ—শ্রীরাধার হৃদয়ে কেলিলালসা উৎপাদনের জন্য শ্রীকৃষ্ণ মুরলী বাদন করিলেন, তাহাতে পুনরায় কেলিলালসা জাত হইলে তাঁহাকে উঠাইয়া শ্রীকৃষ্ণ আপনার শয্যার বামপার্শ্বে বসাইলেন এবং কেলিলালসা-বর্দ্ধক অর্দ্ধ নিমিলিত নেত্রকোণের কটাক্ষে তাঁহার প্রতি দৃষ্টি করিলেন। এই লীলা দেখিয়া শ্রীলীলাশুকের হৃদয়ে লালসাময়ী প্রার্থনার উদয়হেতু বলিলেন, সেই কিশোরের কোন অনির্ব্বাচ্য ভাবসমূহ আমার চিত্তে আবির্ভূত হউক। সেই কিশোর কিরূপ? পূর্ব্ব-দৃষ্ট মধুর হইতেও অতি সুমধুর। যেহেতু ইনি রাসলীলার আরম্ভে মধুর বেণু বাদন করিয়া কোটি কোটি মন্মথের মনোমুগ্ধকারী সাক্ষাৎ মন্মথত্ব কিশোরমূর্ত্তি প্রকাশ করেন। আমুগ্ধ—সম্যক্ মুগ্ধ। যেহেতু রাসস্থলে সমাগতা হর্ষাকুলা ব্রজবধূগণের মধ্যে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠা, সেই শ্রীরাধার মধুর মুখেন্দু স্বীয় সম্যক্ মুগ্ধ অর্দ্ধ-নিমিলিত নয়নকমল দ্বারা পরমানন্দবশে চুম্বন করিয়া ইহাঁর নয়নকমল মুকুলিত হইয়াছে।

ব্যাহ্যার্থ—স্পষ্ট। ১৯

কলক্বণিতকঙ্কণং করনিরুদ্ধপীতাম্বরং
ক্লমপ্রসৃতকুন্তলং গলিতবর্হভূষং বিভোঃ !
পুনঃ প্রকৃতিচাপলং প্রণয়িনীভুজাযন্ত্রিতং
মম স্ফুরতু মানসে মদনকেলিশয্যোত্থিতম্ ।। ২০

টীকা—অথ তস্যাঃ কেলিলালসাং বীক্ষ্য রসিকশেখরত্বাৎ পুনস্তা-মুদ্দীপয়িতুং তদুৎকণ্ঠাচেষ্টিতং তং দ্রষ্টুঞ্চ রাসস্থানগমনচ্ছদ্মনা তদুত্থানং তয়া তন্নিরোধনঞ্চ দৃষ্ট্বাহ; বিভোস্তত্তৎকেলিসমর্থস্য মদনকেলিশয্যোত্থিত-

---

(২০) শ্লোকার্থ—কঙ্কণের মধুর ধ্বনি-মুখরিত হস্তদ্বারা শ্রীরাধা পীতাম্বর আকর্ষণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে যাইতে নিষেধ করিতেছেন, বিলাস-ক্লান্তিতে তাঁহাদের কুন্তলরাশি এলাইয়া পড়িয়াছে—শিখিপুচ্ছ ও ভূষণ স্খলিত হইয়াছে। পুনরায় স্বভাব-চাপল্য-বশতঃ প্রণয়িণীর ভুজবন্ধনে-আবদ্ধ বিভুর মদনকেলি শয্যোত্থান লীলা আমার মানসে স্ফুরিত হউক।

(২০) টীকার অনুবাদ—অনন্তর শ্রীরাধার কেলিলালসা দেখিয়া রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় সেই কেলিলালসা বিশেষ-ভাবে উদ্দীপিত করিলেন এবং বিলাস-বাসনায় উৎকণ্ঠিতা শ্রীরাধাকে রাসস্থলী গমনের আবশ্যকতা বুঝাইবার ছলে তিনি তাঁহাকে বিলাসশয্যা হইতে উঠাইয়া স্বয়ং উঠিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু শ্রীরাধা সেই রতিশয্যা হইতে উঠিতে শ্রীকৃষ্ণকে নিষেধ করিতেছেন। অর্থাৎ তাঁহার বস্ত্র জড়াইয়া ধরিলেন। এই লীলা দেখিয়া শ্রীলীলাশুক বলিতেছেন—বিভুর সেই সেই কেলিসমর্থ অর্থাৎ মদনকেলি-শয্যোত্থান লীলা আমার মানসে স্ফুরিত হউক।

মুখানং মম মানসে স্ফুরতু। ভাবে স্তুঃ। কীদৃশম্? পূর্ব্বকৃতলীলাবিশেষে বেশপরিবর্ত্তনেন তয়া পরিহিতপীতাম্বরস্য তেনাকর্ষণাত্তয়া রোধনাচ্চ দ্বয়োঃ করৈর্নিরুদ্ধং পীতাম্বরং যস্মিন্। অতঃ কল-কণিতানি দ্বয়োঃ কঙ্কণানি যস্মিন্। পূর্ব্বং সৃতাপি ক্লমেন প্রকর্ষেণ সৃতা বিলুলিতাস্তস্যাশ্চূড়াত্বেন তস্য বেণীত্বেন বদ্ধাঃকুন্তলা যস্মিন্। অতো গলিতে স্রংসিতে তয়োর্বর্হভূষে যত্র তত্র। তস্যাশ্চূড়ায়াং বর্হং তস্য বেণীমূলেঽবতংসং রত্নসকলং

তাহা কিরূপ? পূর্ব্বকৃত লীলাবিশেষে উভয়ের বেশ পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের পীতাম্বর শ্রীরাধা পরিধান করিয়াছিলেন এবং শ্রীরাধার নীলাম্বর শ্রীকৃষ্ণ পরিধান করিয়াছিলেন। এখানে শ্রীরাধার পরিহিত পীতাম্বর শ্রীকৃষ্ণ আকর্ষণ করিতেছেন, তাহাতে শ্রীরাধা বাধা দিতেছেন, তাই পীতাম্বর দুইজনেরই হস্তে নিরুদ্ধ হইয়াছে। অতএব পরস্পরের আকর্ষণে উভয়ের হস্তস্থিত কঙ্কণের মধুর কন্ কন্ ধ্বনি হইতেছে। পূর্ব্ব শ্লোকের বর্ণিত লীলাবিলাসের অতিরিক্ত রতিশ্রম হইতে সঞ্জাত অঙ্গগ্লানি দ্বারা তাঁহাদের বেশকলাপ প্রসৃত হইয়াছে। অর্থাৎ শ্রীরাধার চূড়াবদ্ধ কুন্তলরাশি এবং শ্রীকৃষ্ণের বেণীবদ্ধ কুন্তলরাশি এলাইয়া পড়িয়াছে; সুতরাং চূড়ার ময়ূরপুচ্ছ ও বেণীমূলের রত্নরাজি স্খলিত হইয়াছে। আর স্বভাববশে উভয়ে অত্যন্ত চঞ্চল হইয়াছেন। অর্থাৎ প্রেমরসের উচ্ছলিত তরঙ্গে উভয়েই স্থৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্য হারা হইয়াছেন। অতএব পুনরায় শ্রীকৃষ্ণ প্রণয়িনীর ভুজদ্বয় লইয়া স্বীয় কণ্ঠে বেষ্টিত করিয়া দিলেন। তারপর শ্রীরাধা পীতাম্বর ছাড়িয়া দিয়া ভুজদ্বয়দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠ গ্রহণ করিয়া

জ্ঞেয়ম্। তথা, প্রকৃত্যা স্বভাবেন দ্বয়োশ্চাপলং যস্মিন্। অতঃ পুনঃ প্রণয়িনীভুজাভ্যাং কান্তকণ্ঠস্য যন্ত্রিতং যন্ত্রণং যস্মিন্। তয়া বস্ত্রং ত্যক্ত্বা ভুজাভ্যাং কণ্ঠে গৃহীত্বা তল্পে উপবেশিতঃ স ইত্যর্থঃ। যদ্বা প্রকৃষ্টা কৃতিঃ প্রকৃতিঃ স্তনাধরাদিগ্রহণং তত্র চাপলং কৃষ্ণস্য যত্র। অতঃ প্রাদ্যৎ-কুট্টমিতাখ্যানুভাবেন প্রণয়িনীভুজাভ্যাং অবিরোধিবাঞ্ছং যথা তথা কৃষ্ণকরয়োর্যন্ত্রিতং যন্ত্রণং যত্র। তল্লক্ষণম্ স্তনাধরাদিগ্রহণে হৃৎপ্রীতাবপি সম্ভ্রমাৎ। বহিঃ ক্রোধব্যথিতবৎ প্রোক্তং কুট্টমিতং বুধৈরিতি। মহঃ স্ফুরতু ইতি পাঠে, কেলিশয্যোত্থিতং মহঃ স্ফুরতু ইতি। বাহ্যে তু, স্ফূর্ত্ত্যা তথৈবোক্তম্। নিশান্তে কৃষ্ণস্য শয্যোত্থানমিতি কেচিৎ। ২০

তাঁহাকে শয্যায় বসাইলেন। অথবা শ্রীরাধার সঙ্গজাত পরম উৎকর্ষপ্রাপ্ত সম্ভোগলীলায় স্তন-অধরাদি গ্রহণরূপ শ্রীকৃষ্ণের চাপল্যলীলা প্রকাশ পাইয়াছে। অতএব প্রকৃষ্টরূপে উদ্যত কুট্টমিত নামক অনুভাব প্রকাশ পাইয়াছে। যেহেতু প্রণয়িনীর ভুজবন্ধনদ্বারা যেরূপ অবিরোধী কান্তবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। সেইরূপ কান্ত শ্রীকৃষ্ণের করদ্বারা কান্তা আবদ্ধ হইলে কান্তারও বাঞ্ছা পূর্ত্তি হয়। উহার লক্ষণ—স্তনদ্বয় ও অধরাদির গ্রহণকালে নায়িকার হৃদয়ে প্রীতি-সঞ্চার হইলেও সম্ভ্রমবশতঃ বাহিরে ক্রোধ প্রকাশকে কুট্টমিতভাব বলে। 'মহঃ স্ফুরতু' পাঠান্তর হইলে অর্থ হইবে—কেলি-শয্যোত্থিত এই তেজঃপুঞ্জ আমার হৃদয়ে স্ফুরিত হউক।

ব্যাহ্যার্থ—এই কেলি-শয্যোত্থান লীলা আমার চিত্তে স্ফুরিত হউক। কেহ কেহ এই লীলাকে নিশান্তে শ্রীকৃষ্ণের শয্যোত্থান লীলা বলিয়া থাকেন। ২০

স্তোকস্তোকনিরুধ্যমানমৃদুলপ্রস্যন্দিমন্দস্মিতং
প্রেমোদ্ভেদনিরর্গলপ্রসৃমরপ্রব্যক্তরোমোদ্গমম্।
শ্রোতুং শ্রোত্রমনোহরং ব্রজবধূলীলামিথোজল্পিতং
মিথ্যাস্বাপমুপাস্মহে ভগবতঃ ক্রীড়ানিমীলদ্দৃশঃ ॥ ২১

টীকা—পুনর্বিলাসারম্ভং দৃষ্ট্বা সখীভিঃ সহ দূরং গত্বা লীলাবসানং জ্ঞাত্বা পুনঃ কুঞ্জমাগত্য বহিঃ সখীনাং নূপুরাদিধ্বনিং শ্রুত্বা তাভিঃ সহ তস্যা নর্ম্মশুশ্রূষয়া কপটসুপ্তং কৃষ্ণমালোক্য সবিতর্কমাহ; ভগবতঃ সর্ব্ব-সৌন্দর্য্যাদিশ্রীযুক্তস্যাস্য ব্রজবধূনাং লীলয়া যন্মিথোজল্পিতং তৎ শ্রোতুং

---

(২১) শ্লোকার্থ—শ্রীরাধাদি ব্রজবধূবর্গের কৌতুকভরে পরস্পর স্বৈর কর্ণরসায়ণ গোপন জল্পনা শ্রবণের ইচ্ছায় ছলনা করত মুদ্রিতনয়ন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ঐ কপটনিদ্রারই আমরা উপাসনা করি—যাহাতে তিনি মৃদুমন্দ হাস্য ধীরে ধীরে নিরুদ্ধ করিলেও কিন্তু প্রেমাবির্ভাবে প্রোদ্দাম ও প্রসরণশীল রোমাঞ্চকে আর গোপন করিতে পারেন নাই।

(২১) টীকার অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধার সহিত পুনরায় বিলাসারম্ভ হইয়াছে দেখিয়া শ্রীলীলাশুক সখীদের সহিত দূরে গমন করিলেন এবং কিছুক্ষণ পরে বিলাস অবসান জানিয়া পুনরায় সখীগণের সহিত কুঞ্জের দ্বারে আসিয়া বাহির হইতে শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাসান্ত-মাধুরী দর্শন করিতে লাগিলেন। কুঞ্জের বাহির হইতে অন্যান্য গোপীগণের নূপুরাদি ভূষণের ধ্বনি শ্রবণ করিয়া শ্রীরাধা সখীগণের আগমন অনুমান করিয়া বিলাসকুঞ্জের বাহিরে আসিয়া সখীগণের সহিত মিলিত হইলেন। এই সময়

মিথ্যাস্বাপং কপটশয়ানং উপাস্মহে পশ্যামঃ। কীদৃশং জল্পিতম্? তস্য শ্রোত্রং মনশ্চ হরতি তৎ। অয়ি কিমস্মান্ হিত্বা পুন্নাগসুমনোহরণায় একাকিনী বনে প্রবিষ্টাসি, দিষ্ট্যা বনে বকাস্তেন পরাভবো ন জাতঃ। অয়ি শ্রুতং সুদ্যুম্নশিখণ্ডিভ্যামত্রাগতং; তয়োর্বিদ্যা চ ভবন্ত্যাং শিক্ষিতেতি কিং সত্যম্। ইত্যাদি সখীনাং নর্ম্ম শ্রুত্বা স্তোকস্তোকমম্পাস্পং তেন রুধ্যমানং মৃদুলং প্রস্যন্দি প্রকর্ষেণ বিকসচ্চ মন্দস্মিতং যস্মিন্। আ ভোঃ

শ্রীলীলাশুক কুঞ্জমধ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, গোপীগণের সহিত শ্রীরাধার উক্তি-প্রত্যুক্তি অর্থাৎ তাঁহাদের পরস্পর জল্পনা-কল্পনা শ্রবণ করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জমধ্যে নিদ্রার ভান করিয়া পুষ্পশয্যায় তখনও শয়ান আছেন। অর্থাৎ সেই নর্মবিলাসকথা শুনিবার জন্য ছলনা করত মুদ্রিত-নয়নে শ্রীকৃষ্ণ পুষ্পশয্যায় সুপ্ত রহিয়াছেন। এই কপট নিদ্রায় নিমীলিত নয়ন শ্রীকৃষ্ণকে অবলোকন করিয়া বিতর্কের সহিত বলিতেছেন,—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সর্বসৌন্দর্য্যাদিপূর্ণ শ্রীযুক্ত হইয়াও ব্রজবধূদের পরস্পর জল্পিত মধুর নর্ম-বিলাস-কাহিনী শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিয়া কপট নিদ্রাচ্ছলে শয়ান রহিয়াছেন। এই কপট নিদ্রিত শ্রীকৃষ্ণকে আমি উপাসনা করিব। সেই জল্পিত নর্ম-পরিহাস কিরূপ? এই নর্ম-পরিহাস শ্রীকৃষ্ণের কর্ণবৃত্তি ও মনকে হরণ করে। তাহা এইরূপ ঃ—কোন সখী শ্রীরাধাকে বলিতেছেন—অয়ি সুধামুখি! কিজন্য তুমি আমাদিগকে ছাড়িয়া পুন্নাগপুষ্প আহরণের নিমিত্ত একাকিনী বনে প্রবিষ্ট হইয়াছিলে? সৌভাগ্যবশতঃ বনে বকারি তোমার সন্ধান পায় নাই, তাই রক্ষা; নতুবা তাহার হস্তে

শিখণ্ডিশিক্ষিতবিদ্যাচার্য্যাঃ, সত্যং আত্মবৎ কলঙ্কিনীং কর্ত্তুং দৃগ্‌ভঙ্গি-নাস্য হস্তে মাং বিক্রীয় প্রচ্ছন্নাসু ভবতীষু মদ্ধর্ম্মরক্ষিণ্যা প্রিয়সখ্যা নিদ্রয়ালিঙ্গিতেঽস্মিন্ যূষ্মন্নাগরে একাকিনী শিখণ্ডিনাগংতোক্তম্। হ্যঃ সঃ কৃষ্ণস্তৎসখীগণাধিষ্ঠিতকুঞ্জে সখ্যা সদ্যুম্নেন সহাহমগমং, ততস্তাভিঃ প্রার্থ্য মত্তো মদ্বিদ্যা শিক্ষিতা তেন চ মৎসখ্যঃ, সৎপ্রতি তদ্বিদ্যানৈপুণ্য-পরীক্ষার্থমাগতোঽহম্, তাভিস্তদ্দীক্ষার্থং প্রার্থ্য প্রেষিতোঽস্মি, তথা কুর্ব্বিতি

পরাভব—তৎকর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হইতে, বোধ হয় তোমার সে ধারণা নাই। অয়ি চন্দ্রমুখি! আর একটি কথা শুনিয়াছ কি? ঐ বনে সুদ্যুম্ন ও শিখণ্ডি আসিয়াছে, তুমি নাকি তাহাদের নিকট বিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্যই ঐ কুঞ্জে প্রবিষ্ট হইয়াছিলে, ইহা সত্য কি? ইত্যাদিরূপ সখীগণের নর্ম উক্তি। শ্লেষার্থ এই যে, গোপনে কুঞ্জের ভিতরে বিহারশীল শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়াছিলে, ইহা সত্য কি? এইরূপ বিহারপর অর্থ শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ মৃদুহাস্যকে অল্পে অল্পে নিরুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিলেও প্রকর্ষ প্রেমোদ্রেক-বশতঃ অর্থাৎ প্রণয় পরম উৎকর্ষ প্রাপ্ত হওয়ায় প্রোদ্দাম ও প্রসরণশীল রোমাঞ্চকে আর গোপন করিতে পারেন নাই। অতঃপর শ্রীরাধা সখীগণের সেই পরিহাস বাক্যের উত্তরে বলিলেন—আ, ভো, শিখণ্ডি-শিক্ষিত-বিদ্যার আচর্য্যাগণ! সত্যই তোমরা শিখণ্ডি-বিদ্যার মহাআচার্য্যা, আমাকে তোমরা আত্মবৎ কৃষ্ণকলঙ্কে কলঙ্কিণী করিবার জন্য নির্জ্জনে ত্যাগ করিয়া নয়নভঙ্গিতে (চোখের ইঙ্গিতে) ধৃষ্টহস্তে বিক্রয় করত প্রচ্ছন্নভাবে অন্যস্থানে থাকিয়া এক্ষণে আবার আমাকেই ছলবাক্যে পরিহাস

শ্রুত্বা যুষ্মাসু সরুষা ময়া ভর্ৎসিতোঽসৌ গুরুর্গতস্তন্মদনপ্রেক্ষকাভির্দুর্মুখী-ভির্যুষ্মাভিঃ সহ সংলাপোঽপি ময়া ন কার্য্য ইতি, তন্নর্ম্ম শ্রুত্বা প্রেমোদ্ভে-দেন নিরর্গলা যত্নৈরপি নিরোদ্ধুমশক্যাঃ প্রসৃমরাস্তস্য রোমোদ্গমা যস্মিন্। বাহ্যে তু, তস্য শ্রোত্রস্য মনো হরতি। তথাহি; 'অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তীত্যাদি ব্রহ্মসংহিতায়াম্। অন্যৎ সমম্। ২৯

করিতেছে? সদ্ধর্মরক্ষিণী আমার প্রিয়সখী নিদ্রাদেবী আসিয়া তোমাদের এই নাগরকে আলিঙ্গন করিল। আমি কি আর সে কথা শুনি নাই? আরও বলি শুন, এমন সময় শিখণ্ডি একাকী আসিয়া আমাকে বলিয়া গেল যে, কৃষ্ণ গতকল্য সখীদের সঙ্গে কুঞ্জে ছিলেন, সে সময় আপনার সখীবৃন্দ পরিবেষ্টিত কুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণ নিজসখা সুদ্যুম্নের সহিত আগমন করিয়া সখীগণের প্রার্থিত আমার সর্ববিদ্যা শিক্ষা করিয়াছেন। সম্প্রতি আমার সখার সেই বিদ্যা-নৈপুণ্য পরীক্ষার্থ আজ আমি এখানে আসিয়াছি। আর সেই সখীগণও আপনাকে দীক্ষার্থ (বিদ্যা শিক্ষার নিমিত্ত) প্রার্থনা করিয়া যত্নপূর্ব্বক আপনার নিকট আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন; এখন আমাকে যেরূপ আদেশ করিবেন, আমি সেইরূপ করিব। তাহার এই কথা শুনিয়া আমি তোদের প্রতি ক্রোধ করিয়া উহাকে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করিলাম। তাহাতে দুঃখিত হইয়া সুদ্যুম্ন নিজগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। এখন বুঝিয়াছি যে, মদনাপেক্ষায় উহাকেই তোমরা গুরু করিয়াছ। হে দুর্মুখীসকল! এখন হইতে তোমাদের সহিত আর আমি সংলাপও করিব না।" এইরূপ নর্মবচন শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণের

বিচিত্রপত্রাঙ্কুরশালিবালাস্তনান্তরং যামঃ বনান্তরং বা।
অপাস্য বৃন্দাবনপাদলাস্যমুপাস্যমন্যং ন বিলোকয়ামঃ ॥ ২২

টীকা—অথ রাসে ত্যক্তগোপীনাং তত্রাগমনশঙ্কয়া তাঃ কুত্রেতি জ্ঞাত্বা তত্রৈব চম্পকাদিপুষ্পাণ্যাদায় শীঘ্রমাগম্যতামিতি সখীনাং প্রেয়ণয়া

অঙ্গে প্রেমের শিহরণ—প্রসরণশীল রোমোদগম্ প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছে। সেজন্য তাঁহার পক্ষে রোমাঞ্চ গোপন করা অসম্ভব হইল। তিনি কপট নিদ্রার আশ্রয় গ্রহণ করিলেও তাহা বাহিরে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে।

বাহ্যার্থ—এইরূপ নর্মালাপ শ্রীকৃষ্ণের কর্ণ ও মনোবৃত্তিকে হরণ করে। ব্রহ্মসংহিতায় উক্ত আছে, যাঁহার বিগ্রহের প্রত্যেক অঙ্গে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার বিদ্যমান;" সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়বৃত্তির প্রসরণশীলতা ও অব্যাহত ক্রিয়াশীলতা দৃষ্ট হয়। অতএব শ্রীকৃষ্ণের ঐ কপট নিদ্রারই আরাধনা করিব। অন্য অর্থ সমান। ২১

(২২) শ্লোকার্থ—বিচিত্র পত্রাঙ্কুরশালি গোপবালার স্তনদ্বয় যাঁহার হৃদয়ে বর্ত্তমান বা যিনি ঐ স্তনদ্বয়ের মধ্যে বর্ত্তমান, তাঁহাকে ছাড়িয়া অন্য কোথায় তাঁহার অন্বেষণে যাইব? বা বিবিধ পত্রাঙ্কুর শোভিত বনান্তরে যাইব? শ্রীকৃষ্ণের পাদলাস্য বিভূষিত শ্রীবৃন্দাবন ছাড়িয়া অন্য উপাস্যের সন্ধান আর দেখিতেছি না।

(২২) টীকার অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ রাসস্থলী হইতে শ্রীরাধাকে লইয়া অন্তর্হিত হইলে বিরহিণী গোপীগণ তাঁহাদের দর্শনের জন্য

দ্বিত্রিসখীভিঃ সহ বহিরাগত্য স্বাভীষ্টতৎকালীনস্বসখীসেবানবাপ্ত্যা স্বস্য সখীস্নেহাধিকসখীত্বাৎ সবিচারমাহ;—তেনৈব কুঞ্জে ভূষিতত্বাদ্বিচিত্রপত্রাঙ্কুরশালিনৌ যৌ বালায়াঃ কিশোর্য্যাঃ শ্রীরাধায়াঃস্তনাবেবান্তরে হৃদি যস্য তম্। তয়া সহ রমমাণং কৃষ্ণং বা। যামঃ তন্নিকটে তিষ্ঠামঃ। পুষ্পাদ্যর্থং বনান্তরং বা যামঃ। বৃন্দাবনরূপং কৃষ্ণং আদত্তে বশীকরোতি তদ্বৃন্দাবনপাদং। দায়াদবৎ। তাদৃশং লাস্যং যস্য তং শ্রীবৃন্দাবনে-

---

উৎকণ্ঠিতচিত্তে বনে বনে ভ্রমণ করিতেছেন। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলায় যে সমস্ত গোপীকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন, সম্প্রতি "তাঁহারা কি আসিয়াছেন?" এই আশঙ্কায় বলিলেন —"তাঁহারা কোথায়?" তাঁহাদের অনুসন্ধান করিতে হইবে। এই সময় কুঞ্জের বাহিরে সখীদের সহিত শ্রীলীলাশুক (সিদ্ধদেহে) অবস্থান করিতেছেন এবং সখীদের আদেশানুসারে শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা করিবার জন্য উৎসুক হইয়াছেন। সখীগণ বলিলেন, "সখি! তুমি তাহাদের সংবাদ জানিয়া এবং শ্রীরাধার শৃঙ্গারার্থ চম্পকাদি পুষ্প চয়ন করিয়া শীঘ্র এখানে ফিরিয়া আসিবে।" এই প্রকার সখীর আদেশ পাইয়া শ্রীলীলাশুক দুই তিনজন নিজযূথের সখীর সহিত কুঞ্জের বাহিরে গমন করিয়া "সখীস্নেহাধিকা" সখীভাবে বিচার করিতে লাগিলেন, "আমি কি করিব?" স্বাভীষ্টসেবা অপ্রাপ্তিতে অর্থাৎ সে সময় স্বীয় সখী শ্রীরাধার সেবা অপ্রাপ্তিতে নিজের সখীস্নেহাধিকাভাবে বিচার করিয়া অন্য সখীকে বলিতেছেন,—কুঞ্জমাঝে কস্তুরি কুমকুমাদি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার বক্ষঃস্থলে বিচিত্র পত্রাঙ্কুর অঙ্কিত করিয়া

শ্বরীরূপং স্বস্য উপাস্যং অপাস্য অন্যং উপাস্যং ন বিলোকয়ামঃ। কিমুতোপাস্মহ ইত্যর্থঃ। যদ্বা, প্রথমমাগতত্বাৎ, তন্নিষ্ঠাজ্ঞানায় হে সখি দুঃখিতা এতা গোপীঃ কৃষ্ণেন সহ সঙ্গময্য সুখয়ামঃ। ইত্যন্যসখীনাং বচঃ শ্রুত্বা সস্মেহসখীগুণমাশ্রিত্য সনিশ্চয়মাহ; কৃষ্ণেন সহাপ্রাপ্তরহঃকেলিত্বা-দ্বিচিত্রপত্রাঙ্কুরশালিন্যো যা এতা ব্রজবালা আসাং বিয়োগ-নীরস-পাণ্ডুচ্ছবীনাং স্তনমেব স্তনশরদম্ভস্তনিতমিব বিলপনধ্বনিস্তং বা যামঃ

দিয়াছেন, সেই বিবিধ লতা-পাতায় শোভিত কিশোরী শ্রীরাধার স্তনদ্বয়ের মধ্যে হৃদয় বর্ত্তমান যাঁহার বা যিনি শ্রীরাধার সহ রমমান, সেই শ্রীকৃষ্ণের নিকট গমন করিয়া অবস্থান করিব? অথবা বিবিধ পত্রাঙ্কুরে শোভিত শ্রীবৃন্দাবনে পুষ্পাদি আহরণের নিমিত্ত গমন করিব? এই প্রকার বিতর্ক করিতে করিতে কিছুদূর অগ্রসর হইলে শ্রীবৃন্দাবনের ভূমিতে শ্রীরাধাকৃষ্ণের চরণচিহ্ন দেখিতে পাইয়া শ্রীলীলাশুক হর্ষভরে বলিলেন, যে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধাকৃষ্ণের এতাদৃশ চরণচিহ্ন বর্ত্তমান, সেই বৃন্দাবনে শ্রীরাধা কৃষ্ণকে ছাড়িয়া অন্য কোথাও যাইব না—এই বৃন্দাবনে থাকিয়াই শ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসনা করিব।

অভিপ্রায় এই যে, এই শ্রীবৃন্দাবনরূপ শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীই শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত করিয়া থাকেন। আর এই বৃন্দাবনের ভূমিতে শ্রীরাধা প্রভৃতি গোপীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণ রাসনৃত্য করেন এবং নৃত্যকালীন তাঁহাদের পদচিহ্ন-বিলসিত শ্রীবৃন্দাবন 'দায়াদবৎ'। এই শ্রীবৃন্দাবন ছাড়িয়া অন্য কোথাও যাইব না—অন্য কোন উপাস্য অবলোকন করিব না—উপাসনা ত' দূরে থাকুক। 'সখী

তন্মধ্যে বা পতামঃ। কিংবা, পুষ্পাণ্যহর্ত্তুং বনান্তরং বা যামঃ। তন্নবীন-যুবদ্বন্দ্বমিতি বক্তুমুদ্যতঃ। পথি তয়োঃপাদচিহ্নান্যালোক্যাহ; বৃন্দাবনে পাদলাস্যং যয়োস্তং যুবদ্বন্দ্বরত্নং অপাস্য ত্যক্ত্বা অন্যমুপাস্যং সেব্যং ন বিলোকয়ামঃ। কিমূতোপাস্মহে। তয়োর্লক্ষণম্; সখ্যামল্পাধিকং কৃষ্ণাৎ সখীস্নেহাধিকাস্তু তাঃ। অথ সমস্নেহাঃ-"কৃষ্ণে স্বপ্রিয়সখ্যাঞ্চবহন্ত্যঃ কমপি স্ফুটম্। স্নেহমন্ন্যূনতাধিক্যং সমস্নেহাস্তু ভূরিশঃ ।। বহ্নে তু,মূর্চ্ছিতং

স্নেহাধিকা–ভাববিশিষ্ট শ্রীলীলাশুক নিজের ঐ প্রকার উপাসনার দৃঢ়তা প্রকাশ করিলেন।

অথবা প্রথম আগত শ্রীলীলাশুকের উপাস্যনিষ্ঠা জানিবার জন্য অন্য সখীগণ বলিলেন, হে সখি, আমরা সেই দুঃখিতা রাসপরিত্যক্তা কৃষ্ণবিরহিণী সখীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলন করাইয়া তাঁহাদিগকে সুখী করিব।" শ্রীলীলাশুক 'সমস্নেহা' সখীর গুণ আশ্রয় করিয়া নিশ্চয়পূর্ব্বক বলিলেন, শ্রীকৃষ্ণের সহিত রহঃকেলি অপ্রাপ্তিবশতঃ বিচিত্র পত্রাঙ্কুরশালী যে সমস্ত গোপকিশোরী শ্রীকৃষ্ণবিয়োগে পাণ্ডুবর্ণা ছবির ন্যায় হইয়াছেন এবং যাঁহাদের হৃদয় শরৎকালীন মেঘের ন্যায় কেবল বিলাপ-ধ্বনিতে পূর্ণ, সেই গোপকিশোরীবর্গকে শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করিয়া সুখী করিব? কিংবা পুষ্প আহরণ করিতে বনান্তরে যাইব? এই প্রকার বিতর্ক করিতে করিতে বৃন্দাবনে পথে চলিতেই সেই নবীন যুব-দ্বন্দ্বের (ইহা বলিতে উদ্যত হইলে) পথিমধ্যে অঙ্কিত শ্রীরাধাকৃষ্ণের পদচিহ্ন দেখিতে পাইলেন। তাই হর্ষের সহিত বলিতেছেন,--বৃন্দাবনের ভূমিতে নৃত্যকালীন তাঁহাদের পদচিহ্ন

পথি পতিতং দৃষ্ট্বা অয়ে স তে দয়িতঃ শ্রীকৃষ্ণঃ সর্ব্বান্তর্যামিতয়া সর্ব্বত্রাস্তে তথা বিঠ্ঠল শ্রীরঙ্গাদিরূপশ্চ ত্বয়া দৃষ্ট এব, তমেব স্মর পশ্য বা। ইত্যাশ্বাসনপরান্ স্বান্ প্রতি স্বনিশ্চয়মাহ। তাদৃশবালাস্তন্মধ্যং বা যামঃ। মহাবিষয়মগ্নাঙবাম ইত্যর্থঃ। বনান্তরং বৃন্দাবনমধ্যম্। কিংবা

বর্ত্তমান। এই পদাঙ্কিত বৃন্দাবন ছাড়িয়া বা ইহাঁদের উপাসনা ত্যাগ করিয়া অন্য কোথাও যাইব না—অন্য কোন উপাস্য অবলোকন করিব না—উপাসনা দূরে থাকুক সখীস্নেহাধিকা—যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা প্রিয়সখী শ্রীরাধাতে কিঞ্চিৎ অধিক স্নেহ বহন করেন, তাঁহারা সখীস্নেহাধিকা। আর যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ ও স্বীয় প্রিয়সখী শ্রীরাধাতে সমান ও সুব্যক্ত স্নেহ বহন করেন, তাঁহারা সমস্নেহাসখী।

বাহ্যার্থ—মূর্চ্ছিত অবস্থায় পথে পতিত শ্রীলীলাশুককে দেখিয়া সঙ্গীয় বৈষ্ণব তাঁহাকে সচেতন করিয়া বলিলেন, অয়ে স্বামিন্। আপনার দয়িত শ্রীকৃষ্ণ সর্বান্তর্য্যামী—সর্ব্বত্র বর্ত্তমান। আর এই শ্রীবিঠ্ঠলনাথ ও শ্রীরঙ্গনাথরূপেও তিনি এখানে বিরাজমান রহিয়াছেন। অতএব আপনি এই সকল শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করুন বা স্মরণ করুন। এই প্রকার আশ্বাসদানপর বৈষ্ণবকে শ্রীলীলাশুক নিশ্চয়পূর্ব্বক বলিলেন, তাদৃশ ব্রজবালাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা শ্রীরাধা পরিবৃতা শ্রীকৃষ্ণ বিনা আমার অন্য কোন উপাস্য নাই। শ্রীবৃন্দাবনবিহারী শ্রীরাধাকৃষ্ণকে ছাড়িয়া অন্য কোন উপাস্য দেখিব না,—ইহাই আমার নিষ্ঠা। নিজের মহাবিষয়নিমগ্ন চিত্ত বা নিজে বৃন্দাবনবাসের অযোগ্য হইলেও

সার্দ্ধং সমৃদ্ধৈরমৃতায়মানৈরাতায়মানৈর্মুরলীনিনাদৈঃ।
মূর্দ্ধাভিষিক্তং মধুরাকৃতীনাং বালং কদা নাম বিলোকয়িষ্যে॥ ২৩

স্বস্য বৃন্দাবনাযোগ্যত্বাদ্বনান্তরঃ বা যামঃ। তাদৃশং তমপাস্যেতি পূর্ব্ববৎ। অত্র বিচিত্রপত্রাঙ্কুরশালীতি স্তনবনয়োর্বিশেষণম্। বৃন্দাবনেতি বিশেষ এব তাৎপর্য্যাদিবিশেষোক্তিঃ। ২২

টীকা—অথ পুষ্পাণ্যাদায় তাভিঃ সহ পুনস্তৎকুঞ্জমাগচ্ছন্তমাত্মানং

আমি বৃন্দাবনেই গমন করিব। 'বনান্তরম্' বলিতে বৃন্দাবন বুঝায়। এস্থলে "বিচিত্র পত্রাঙ্কুরশালি" পদকে 'স্তন' ও 'বনান্তরম' এই উভয় পদের বিশেষণরূপে যোজনা করিলে অর্থ হইবে যে, কস্তুরী-কুম্কুমাদির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক রচিত পত্র ও অঙ্কুরাদি চিত্র সংবলিত শ্রীরাধার স্তনদ্বয়। আর শ্রীবৃন্দাবনের বিশেষণে অর্থ হইবে যে, বিচিত্র পত্রাঙ্কুরশালী বৃন্দাবন। ইহাই তাৎপর্য্যপূর্ণ বিশেষ উক্তি জানিতে হইবে। তাৎপর্য্য এই, শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিয়া যেরূপ সখীগণ শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমসেবা করেন, সেইরূপ প্রেমসেবা সূচিত হইয়াছে। সেবাপরা সখীগণের চরিত্রের ইহাই বৈশিষ্ট্য যে তাঁহারা কদাচ একা শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীরাধার সেবা বাঞ্ছা করেন না; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত ও আনন্দিত শ্রীরাধার সেবন তাঁহাদের বাঞ্ছনীয়। লতামূল জলদ্বারা অভিসিক্ত হইলে যেরূপ পত্র-পল্লবাদিও জীবনলাভ করে, সেইরূপ শ্রীরাধার সুখেই সখীগণ সুখিনী হয়েন। ২২

(২৩) শ্লোকার্থ—যাঁহার মুরলীর নিনাদ অমৃত বর্ষণ করে, যাহা সমৃদ্ধশীল রাগ-তানাদিদ্বারা সর্ব্বত্র প্রসরণশীল, যিনি

জানন্ পথি অত্যন্তস্বাধীনভর্ত্তৃকতয়া সৌভাগ্যগর্ব্বমানাভ্যাং রসাস্বাদ-কোৎকণ্ঠারহিতাং রসপোষকান্যোন্যদৌর্লভ্যরাহিত্যেন পর্য্যুষিতর-সামিব তাং স্বঞ্চ দৃষ্ট্বা, কিঞ্চিদ্ব্যবধানেন তদ্বর্দ্ধনায় তদুৎকণ্ঠ্যপ্রলাপ-শুশ্রূষয়া চ কুঞ্জাত্তিরোহিতে রসিকশেখরে তমন্বেষ্টুং বহির্নির্গতয়া সসখীবৃন্দয়া বিকলয়া শ্রীরাধয়া মিলিত্বা, তমন্বিষ্য ভ্রমন্তীনাং তাসাং তদ্দর্শনোৎকণ্ঠাপ্রলপিতশ্রবণোদ্গতয়া স্বস্য বাহ্যান্তর্দশাদ্বয়েঽপি

মধুরাকৃতিদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; সেই কিশোরকে কখন আমি অবলোকন করিব ?

(২৩) টীকার অনুবাদ—অনন্তর শ্রীলীলাশুক পুষ্প আহরণ করিয়া সখীগণের সহিত পুনরায় সেই কুঞ্জে ফিরিয়া আসিলেন। বাহির হইতে তিনি জানিতে পারিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের সহিত নানাবিধ লীলা করিয়া শ্রীরাধা অত্যন্ত স্বাধীনভর্ত্তৃকাভাব অবলম্বনে সৌভাগ্যগর্ব্ব-মানদ্বারা রসাস্বাদে উৎকণ্ঠারহিত হইয়াছেন। রসপোষক বিরহ বিনা রসের পুষ্টি হয় না, এস্থলে দুর্লভতারাহিত্যহেতু অর্থাৎ পরস্পর অত্যন্ত মিলনহেতু রস পুষ্টির অভাবে পর্য্যুসিতের ন্যায় হইয়াছে। সেই সুযোগ দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ সেই পর্য্যুসিত চমৎকারিত্বময় রস আস্বাদ করিবার জন্য কুঞ্জের কিছু ব্যবধানে লুকাইবার ইচ্ছা করিলেন। কেননা, তাহাতে শ্রীরাধার উৎকণ্ঠার বর্দ্ধন হইবে এবং সেই উৎকণ্ঠাময় প্রলাপ শুনিবার সুযোগ হইবে। এই মনে করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জ হইতে তিরোহিত হইলেন। রসিকশেখরকে দেখিতে না পাইয়া শ্রীরাধা বিরহে ব্যাকুলা হইয়া নিজ সখীদের সহিত মিলিয়া

তদ্দর্শনোৎকণ্ঠয়া তাসাং প্রলাপমেবানুবদন্নাহ ত্রয়স্ত্রিংশতা শ্লোকৈঃ। অত্রার্থত্রয়মনুসন্ধেয়ম্। উক্তং চ। সম্ভোগোবিপ্রলম্ভশ্চ শৃঙ্গারো দ্বিবিধো মতঃ। তত্র চ। 'ন বিনা বিপ্রলম্ভেন সম্ভোগঃ পুষ্টিমশ্নুতে। কষায়িতে হি বস্ত্রাদৌ ভূয়ান্ রাগো বিবর্দ্ধতে॥' বিপ্রলম্ভোপি চতুর্দ্ধা। পূর্বরাগো মানঃ প্রেমবৈচিত্ত্যঃ প্রবাসশ্চেতি। প্রবাসশ্চ বুদ্ধিপূর্বাবুদ্ধিপূর্বভেদেন দ্বিধা। বুদ্ধিপূর্বোঽপি কিঞ্চিদ্দূরসুদূরগমনাদ্দ্বিধা। তত্র কিঞ্চিদ্দূর-প্রবাসাখ্যবিপ্রলম্ভেঽস্মিন্ তাসাং বিরহোৎপন্না দশ দশাঃ স্যুঃ। চিন্তাত্র জাগরোদ্বেগৌ তানবং মলিনাঙ্গতা। প্রলাপো ব্যাধিরুন্মাদো মোহো

শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণে বাহির হইলেন। বনে বনে ভ্রমণ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের দর্শনোৎকণ্ঠায় যে প্রলাপ বলিয়াছেন, তাহা শুনিয়া শ্রীলীলাশুক (নিজেকে কৃষ্ণান্বেষণপরা সখীগণের মধ্যে একজন মনে করিয়া) বাহ্য ও অন্তর্দশাদ্বয়ের শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনের উৎকণ্ঠায় ব্যাকুল হইয়া শ্রীরাধার প্রলাপের অনুবাদ করিয়া তেত্রিশটি শ্লোকে এই প্রকার বিরহ-ব্যাকুলতাময় আর্ত্তিভাব প্রকাশ করিয়াছেন; সুতরাং পরবর্ত্তী বত্রিশটি শ্লোকেরও পূর্ব্ববৎ তিনপ্রকার অর্থ অনুসন্ধান করিতে হইবে। অর্থাৎ অন্তর্দশা, স্বান্তর্দশা ও বাহ্যদশা—এই তিনপ্রকার দশা অনুসারে তেত্রিশটি শ্লোকের তিনপ্রকার অর্থ করিতে হইবে।

অলঙ্কার শাস্ত্রে উক্ত আছে, সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ ভেদে শৃঙ্গার রস দুই প্রকার। "বিপ্রলম্ভ বিনা সম্ভোগরস পুষ্টি লাভ করে না। কাষায়িত বস্ত্রাদিতে যেমন পুনর্ব্বার রঞ্জন হলেই অধিকতর উজ্জ্বলতারই বৃদ্ধি হয়, তদ্রূপ বিপ্রলম্ভ ব্যতিরেকে

মৃত্যুর্দশা দশেতি। এতাস্তত্তচ্ছ্লোকেষু ব্যাখ্যাস্যন্তে। তত্র—সার্দ্ধ-মিত্যাদিভিশ্চিন্তা। অধীরম্ ইত্যাদিভিঃ প্রলাপঃ। তচ্ছৈশবম্ ইত্যাদিভিরুদ্বেগঃ। যাবন্ন মে ইত্যত্র মোহো ব্যাধিশ্চ। যাবন্ন মে ইত্যত্র মৃতিঃ। হে দেব ইত্যাদিভিশ্চোন্মাদঃ। আভ্যাম্ ইত্যাদিভির্গ্লানি-লক্ষণং তানবমিতি। তত্র প্রথমং নিজাশ্বাসনপরসখীঃ প্রতি তাসাং তদ্দর্শনচিন্তোৎকণ্ঠয়া প্রলপিতমনুবদন্নাহ—মুরলীনিনাদৈঃ ইতি সার্দ্ধঃ তং

সম্ভোগের উৎকর্ষ হয় না।" এই বিপ্রলম্ভ চারি প্রকার—পূর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্র ও প্রবাস। তাহার মধ্যে বুদ্ধিপূর্ব্বক ও অবুদ্ধিপূর্ব্বক ভেদে প্রবাস দ্বিবিধ। কিঞ্চিৎ দূর প্রবাসাখ্য বিপ্রলম্ভে ব্রজগোপীগণের বিরহোৎপন্ন দশবিধ দশা হয়—চিন্তা, জাগর, উদ্বেগ, তানব, মলিনঙ্গতা, প্রলাপ, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু—এই দশবিধ দশা হয়। ইহাদের ব্যাখ্যা তত্তৎ শ্লোকের শেষে করা হইবে। তাহার মধ্যে এই আলোচ্য অর্দ্ধ শ্লোকে 'চিন্তা' নামক দশা বর্ণিত হইবে। 'অধীরম্' ইত্যাদি (২৭) শ্লোকে প্রলাপ। 'তচ্ছৈশবম্" ইত্যাদি (৩২) শ্লোকে উদ্বেগ। 'যাবন্নমে' ইত্যাদি (৩৭) শ্লোকে মোহ, ব্যাধি। 'হেদেব' ইত্যাদি (৪০) শ্লোকে উন্মাদ। 'আভ্যাম' ইত্যাদি (৪৩) শ্লোকে গ্লানি-লক্ষণ তানব বর্ণিত হইবে। তাহার মধ্যে প্রথমে নিজ আশ্বাসনপর সখী শ্রীললিতাদির প্রতি শ্রীরাধার উক্তি—শ্রীকৃষ্ণের দর্শনপ্রাপ্তির চিন্তা ও উৎকণ্ঠাযুক্ত প্রলপিত বাক্যের অনুবাদ করিয়া শ্রীলীলা-শুক বলিতেছেন—যাঁহার মুরলীর নিনাদ অমৃত বর্ষণ করে, সেই কিশোরকে কখন আমি অবলোকন করিব? তাঁহার

বালং কদা নাম বিলোকয়িষ্যে। তন্নাদমুদ্গিরন্তং তমিত্যর্থঃ। কীদৃশৈঃ? সমৃদ্ধৈঃ। তানমূর্চ্ছনাদিমাধুর্য্যঃ পুষ্টৈঃ। অমৃতবদাচরতীতি তথা তৈঃ। আতায়মানৈঃ স্বমাধুর্য্যেণ ব্রহ্মাণ্ডং নির্ভিদ্য বৈকুণ্ঠপর্য্যন্তপ্রসরণশীলৈঃ লক্ষ্ম্যা অপ্যাকর্ষণাৎ। তদুক্তম্ রুদ্ধন্নম্বুভূত ইত্যাদৌ। ভিন্দন্নণ্ডকটাহভিত্তিমভিতো বভ্রাম বংশীধ্বনিরিতি। কীদৃশং তম-মধুরাকৃতীনাং মূর্দ্ধাভিষিক্তং শ্রেষ্ঠমিত্যর্থঃ। স্বান্তর্দ্দশায়াং, তৎপ্রেরকসঙ্কেতমুরলী-

---

মুরলীনিনাদ নিরন্তর নাদরূপে অমৃত উদ্গীরণ করিতেছে। তাঁহার মুরলীর নিনাদ কিরূপ? সমৃদ্ধ, তান-মূর্চ্ছনাদির মাধুর্য্যে পুষ্ট এবং অমৃতের মত আচরণশীল। অমৃত যেমন জীবন দান করে, ইহাও সেইরূপ জীবন দান করে। 'আতায়মান'—স্বমাধুর্য্যের দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া বৈকুণ্ঠ পর্য্যন্ত প্রসরণশীল হইয়া লক্ষ্মী প্রভৃতিকেও আকর্ষণ করেন। তাহা বিদগ্ধমাধবে (১।৪৪) উক্ত আছে—"শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি মেঘের গতি রোধ করিয়া, মুহুর্মুহু গন্ধর্ব্বরাজ তুম্বুরুর চমৎকারিত্ব সম্পাদন করিয়া, সনন্দন প্রভৃতি মুনিগণকে ধ্যান হইতে বিচ্যুত করিয়া, বিধাতার বিস্ময়োৎপাদন করিয়া, ঔৎসুক্যাবলীর দ্বারা বলিরাজের চঞ্চলতা সম্পাদন করিয়া, নাগরাজ বাসুকীর মস্তক বিঘূর্ণিত করিয়া এবং ব্রহ্মাণ্ডকটাহের আবরণের ভিত্তি ভেদ করিয়া সেই বংশীধ্বনি চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে।" এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে বিস্তারশীল বংশীধ্বনি ক্রমশঃ ব্রহ্মাণ্ডের আবরণ ভেদ করিয়া উর্দ্ধগত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে। আচ্ছা, সেই মুরলী নিনাদকারীর আকৃতি কিরূপ? সকল মধুর আকৃতিশালীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। অথবা মধুরাকৃতি-

শিশিরীকুরুতে কদা নু নঃ শিখিপিচ্ছাভরণঃ শিশুর্দৃশোঃ।
যুগলং বিগলন্মধুদ্রবস্মিতমুদ্রামৃদুনা মুখেন্দুনা ॥ ২৪

নিনাদমুদ্গিরতং তমিতি। অন্যৎ সমম্। বাহ্যে তু, আশ্বাসনপরান্ স্বান্ প্রত্যুক্তিঃ। অর্থঃ স এব॥ ২৩

টীকা অথ পুনর্মূর্ছিতানাং করুণার্দ্রোঽসাবধূনৈব দর্শনং দাস্যতি, মা খেদং গচ্ছতেতি সখিভিরাশ্বাসিতানাং তদদর্শনবহ্নিজ্বালাবলীঢ়নেত্রাণাং

শালীদের মাথার মণি।

স্বান্তর্দশার অর্থ— (সিদ্ধদেহে শ্রীলীলাশুক অন্য সখীকে বলিতেছেন) শ্রীকৃষ্ণ মুরলীর নিনাদদ্বারা শ্রীরাধাকে কুঞ্জে গমনের সঙ্কেত করিয়া থাকেন। কবে আমি সেই মুরলীর নিনাদ শুনিয়া মুরলীর নিনাদকারীকে দর্শন করিব? অন্য অর্থ সমান।

বাহ্যার্থ—আস্বাসনপর স্বসঙ্গী বৈষ্ণবদের প্রতি তাদৃশ উক্তি। সেই কিশোর শ্রীকৃষ্ণকে কবে আমি দেখিতে পাইব? যাঁহার মুরলীধ্বনি ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া বৈকুণ্ঠ পর্য্যন্ত প্রসরণশীল। ২৩

(২৪) শ্লোকার্থ—যাঁহার মুখেন্দুর মৃদুহাস্যে মধু বিগলিত হয়, যাঁহার মস্তকে শিখিপুচ্ছের আভরণ, সেই কিশোর কখন আমাদের নয়নদ্বয়কে দর্শনদানে শীতল করিবেন?

(২৪) টীকার অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে বিরহবিধুরা শ্রীরাধা পুনরায় মূর্চ্ছিতা হইলে শ্রীললিতাদি সখীগণ বলিলেন, 'করুণার্দ্রহৃদয় শ্রীকৃষ্ণ এখনই আসিয়া দর্শন দিবেন, খেদ করিও না'। এই আশ্বাসবাণী শ্রবণে শ্রীরাধার অন্তরে শ্রীকৃষ্ণের বহুবল্লভত্ব অনুমান হওয়ায় তাঁহার অদর্শনজনিত বিরহবহ্নিজ্বালা

তাঃ প্রতি তথোক্তিমনুবদন্নাহ;—নু ভো সখ্যঃ স শিশুঃ কিশোরঃ শ্রীকৃষ্ণো নোঽস্মাকং দৃশোর্যুগলং মুখেন্দুনা কদা শিশিরীকুরুতে তথা করিষ্যতি। কীদৃক্ ? শিখিপিচ্ছৈরাভরণং মৌলির্যস্য। কীদৃশেন তেন ? বিগলন্তো মধুদ্রবা যস্মিন্ তাদৃশং যৎ স্মিতং তস্য মুদয়া ভঙ্গ্যা মৃদুনা। স্বান্তর্দ্দশায়াং,—প্রেয়সীপ্রেরণহর্ষজতাদৃশস্মিতস্যান্যতো যন্মুদ্রণং গোপনং তেন মৃদুনা। অন্যৎ সমম্। বাহ্যে তু পূর্ব্ববৎ। ২৪

আরও বৃদ্ধি হইল এবং জ্বালাস্পৃষ্ট নেত্রে আশ্বাসনপর সখীর প্রতি যে বিরহবেদনাময় প্রলাপ বলিলেন, তাহা অনুবাদ করিয়া শ্রীলীলাশুক বলিতেছেন—হে সখীগণ! সেই কিশোর শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় মুখচন্দ্রের দর্শনদানে কখন আমাদের তাপিত লোচনদ্বয় শীতল করিবেন? তিনি কিরূপ? শিখিপুচ্ছাভরণধারী। তাঁহার মুখচন্দ্র কিরূপ? মুখচন্দ্রের মৃদুহাস্যে মধু বিগলিত হয়, তাদৃশ স্মিতভঙ্গীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্দ্র দর্শন করিয়া কখন আমাদের নয়নদ্বয় শীতল হইবে?

স্বান্তর্দশার অর্থ—হে সখি! প্রেয়সী শ্রীরাধার প্রেরণজাত হর্ষ ও তাদৃশ মৃদুস্মিত অর্থাৎ অন্যান্য গোপীর অলক্ষ্যে সঙ্কেত-কুঞ্জে শ্রীরাধার প্রেরণজাত স্মিতভঙ্গীময় শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া কবে আমার তৃষিত নয়নদ্বয় তৃপ্ত হইবে? অন্য অর্থ সমান।

বাহ্যার্থ—পূর্ব্ববৎ স্বসঙ্গী বৈষ্ণবের প্রতি উক্তি। কবে সেই কিশোর শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করিয়া আমার নয়নদ্বয় শীতল করিবেন? ২৪

কারুণ্যকর্ব্বুরকটাক্ষনিরীক্ষণেন
তারুণ্যসম্বলিতশৈশববৈভবেন।
আপুষ্ণতা ভুবনমদ্ভুতবিভ্রমেণ
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শিশিরীকুরু লোচনং মে ॥ ২৫

টীকা—অথাত্যুৎকণ্ঠয়া শ্রীকৃষ্ণমেব পৃথক্ পৃথক্ প্রার্থয়মানানাং বচোঽনুবদন্নাহ;—হে কৃষ্ণচন্দ্র! কারুণ্যেন কর্ব্বুরং চিত্রং যৎ কটাক্ষনিরীক্ষণং তেন মে লোচনং শিশিরীকুরু। করুণরসস্য চিত্রবর্ণত্বাৎ কর্ব্বুরত্বম্। কীদৃশেন? তারুণ্যসংবলিতং শৈশবং কৈশোরং তস্য বৈভবেন

---

(২৫) শ্লোকার্থ—কারুণ্যপূর্ণ বিচিত্র কটাক্ষ দৃষ্টি, তারুণ্যযুক্ত কৈশোরবৈভব এবং অদ্ভুত বিভ্রম দ্বারা, নিখিল ভুবন পোষণকারী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আমার লোচন শীতল কর।

(২৫) টীকার অনুবাদ—অনন্তর অত্যন্ত উৎকণ্ঠায় শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকেই পৃথক পৃথক রীতিতে প্রার্থনা করিতেছেন। সেই প্রার্থনার অনুবাদ করিয়া শ্রীলীলাশুক বলিলেন, হে কৃষ্ণচন্দ্র! তোমার করুণাপূর্ণ বিচিত্র কটাক্ষদৃষ্টির দ্বারা আমার লোচনদ্বয়কে শীতল কর। করুণরসের বর্ণ চিত্র বলিয়া 'কর্ব্বুরত্ব' (স্বর্ণত্ব) বলা হইয়াছে। কি প্রকারে? তারুণ্য-সংবলিত কৈশোর বৈভবের অদ্ভুত বিলাস-সম্পদরূপে। আরও প্রার্থনা করিলেন, তুমি নিখিল ভুবন পোষণ কর—সুখে পুষ্ট কর; সুতরাং মধুরিমার অদ্ভুত বিলাসদ্বারা আমার নয়নদ্বয়কে শীতল কর। শ্রীকৃষ্ণের চন্দ্ররূপকত্বহেতু শ্রীরাধার নয়নদ্বয় বিরহরূপ সূর্য্যের দ্বারা প্রতপ্ত কুমুদ, ইহাই ধ্বনিত হইতেছে। ভাবার্থ এই, চন্দ্র যেরূপ কুমুদকে

কদা বা কালিন্দীকুবলয়দলশ্যামতরলাঃ
কটাক্ষা লক্ষ্যন্তে কিমপি করুণাবীচিনিচিতাঃ।
কদা বা কন্দর্পপ্রতিভটজটাচন্দ্রশিশিরাঃ
কমপ্যন্তস্তোষং দধতি মুরলীকেলিনিনদাঃ ॥ ২৬

সম্পদ্রূপেণ। তথা, ভুবনমপ্যাপুষ্কতা সম্যক্ স্থূলীকুর্ব্বতা। তথা, অদ্ভুত-বিভ্রমো বিলাসো যস্য তেন। শ্রীকৃষ্ণস্য চন্দ্ররূপকত্বেন স্বলোচনয়ো-র্বিরহার্কপ্রতপ্তকুমুদত্বং ধ্বনিতম্। যদ্বা, নিরীক্ষণেন বৈভবেন বিভ্রমেণ চ মে লোচনং তথা কুরু। আপুষ্কতেতি ত্রয়াণাং বিশেষণম্। চন্দ্রোঽপি তথা করোতি ইতি রূপকম্। স্বান্তর্দশায়াং তু;—প্রেয়সীপ্রেরণরূপং তন্নিরীক্ষণম্। অন্যৎ সমম্। বাহ্যে তু স্পষ্টম্। ২৫

টীকা—পুনর্মুহুস্তাবাং মা খেদং গচ্ছতাধুনৈব মুরলীং বাদয়ন্ শ্রীকৃষ্ণঃ

শীতল করে, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রও অদ্ভুত বিলাসের দ্বারা শ্রীরাধার চক্ষুকে শীতল করুক। অথবা কারুণ্যপূর্ণ নিরীক্ষণে,তারুণ্য-সংবলিত কৈশোরবৈভবের অদ্ভুত বিলাসদ্বারা আমার লোচনদ্বয়কে শীতল করুক। চন্দ্র কুমুদকে শীতল করিয়া থাকে, তাহা হইলে তুমিই বা আমার নয়নকে শীতল করিবে না কেন? 'আপুষ্কতা' ইত্যাদি তিনটি পদ যেরূপ শ্রীকৃষ্ণের বিশেষণ, তদ্রূপ চন্দ্রেরও তিনটি বিশেষণ; কিন্তু চন্দ্রের পক্ষে রূপক মাত্র।

স্বান্তর্দশার অর্থ--প্রেয়সী শ্রীরাধার প্রেরণরূপ করুণাপূর্ণ নিরীক্ষণ দ্বারা আমার নয়নদ্বয়কে শীতল কর। অন্য অর্থ সমান।

বাহ্যার্থ—মূলানুবাদে স্পষ্ট হইয়াছে। ২৫

(২৬) শ্লোকার্থ—কবে বা কালিন্দীর নীলকমলতুল্য শ্যাম ও তরল করুণালহরী-খচিত কটাক্ষ দেখিতে পাইব? আর কবেই বা

কটাক্ষাবলোকনেন বঃ প্রীণয়িষ্যতীত্যাশ্বাসয়ন্তীঃ সখিঃ প্রতি সোৎকণ্ঠ-প্রশ্নপ্রলাপাননুবদন্নাহ; তে কটাক্ষাঃ কদা বা লক্ষ্যন্তে লক্ষিষ্যন্তে তৎ কথয়েতি শেষঃ। ইত্যুৎকণ্ঠোক্তিঃ। কিংবা;—'নালীকিনীং নিশি ঘনোৎকলিকামশঙ্কং ক্ষিপ্ত্বা বৃতীরতনুবন্যগজঃ স্ফুণত্তি। অত্রানুরাগিণি চিরাদুদিতেঽপি ভানৌ হা হন্ত কিং সখি মুখং ভবিতা বরাক্যাঃ'। ইতিবৎ ইদানীং ম্রিয়ামহে; কদা বা তে লক্ষিষ্যন্তে, তে বা কদা তোষং ধাস্যন্তীতি নৈরাশ্যোক্তিঃ। কীদৃশঃ? কালিন্দীকুবলয়ানাং দলতোঽপি শ্যামলতরা

কন্দর্পের বৈরী মহাদেবের জটাস্থিত জাহ্নবীর শীতল বারির ন্যায় মুরলীর কেলিনিনাদ আমার চিত্তে অনির্ব্বচনীয় সন্তোষ বিধান করিবে?

(২৬) টীকার অনুবাদ—পুনরায় শ্রীরাধা মূর্চ্ছিতপ্রায়া হইলে সখীগণ চেতন করিয়া বলিলেন, 'হে শ্রীরাধে! খেদ করিও না, এখনই শ্রীকৃষ্ণ আসিবেন, মোহন মুরলী বাজাইতে বাজাইতে মধুর কটাক্ষে সকলকে অবলোকন করিবেন। হে শ্রীরাধে! তোমার অন্তকরণের সন্তোষ বিধান করিবেন।" সখীর এই আশ্বাসবচনে চেতনা পাইয়া শ্রীরাধা সখীদের প্রতি উৎকণ্ঠার সহিত প্রশ্নসূচক যে প্রলাপ বলিয়াছিলেন, তাহা অনুবাদ করিয়া শ্রীলীলাশুক বলিলেন, (অন্তর্দশায় শ্রীরাধিকার উক্তি) সেই কটাক্ষভঙ্গি কবে দেখিতে পাইব? দেখিতে পাইবই কি? (ইহাই উৎকণ্ঠার সহিত শ্রীরাধা সখীকে জিজ্ঞাসা করিলেন) শ্রীকৃষ্ণের বিচ্ছেদে প্রাণবিয়োগ হইলে আর কখন তাঁহাকে দর্শন করিব? কিংবা, "হায় সখি! রজনীযোগে নির্ভয়ে যদি কন্দর্পরূপ বন্যহস্তী

অতিশ্যামাঃ। শ্যামতরলা ইতি পাঠে—ততোঽপি শ্যামাস্তরলাশ্চ যে। অত্র কুবলয়শব্দেন শ্যামলশব্দসাহচর্য্যাৎ নীলোৎপলমেবোচ্যতে। কিমপ্যনির্ব্বচনীয়া যাঃ করুণাবীচয়ঃ তাভির্নিচিতাঃ খচিতাঃ। তথা ভাগ্যং নাস্তি চেত্তদা দূরতোঽপি তে মুরল্যাঃ কেলিনিনদাঃ কমপ্যন্তস্তোষং কদা বা দধতি ধাস্যন্তি। তেষাং বিয়োগজকামাগ্নিদাহলাশকাতিশৈত্যমাহ, কন্দর্পপ্রতিভটস্য রুদ্রস্য জটাস্থিতচন্দ্রতোঽপ্যতিশিশিরাঃ। জটারণ্য-

---

উৎকলিকা-পদ্মিনীর আবরণ মোচন করিয়া তাহাকে দলিত করিয়া দেয়, তবে অতি অল্পকাল পরে প্রভাতে অনুরাগী রবি উদিত হইলে ঐ বরাকীর কি সুখ সাধিত হইবে?" (বি, মা, ৩১৭) এই মত শ্রীরাধা স্বীয় সখীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে সখি! শ্রীকৃষ্ণবিরহে এখন মৃত্যুমুখে পতিত হইতে বসিয়াছি, আর কখন তিনি আমায় দেখিবেন? আর কখনই বা আমার সন্তোষ বিধান করিবেন? এই ত' মৃত্যু আসন্ন, তাঁহার মুরলীর কেলিনিনাদ শুনিবার আর আশা নাই। (ইহা নৈরাশ্যপূর্ণ উক্তি) সেই কটাক্ষ কিরূপ? যমুনার কুবলয়দল হইতেও অতি শ্যামল। 'শ্যামতরলা' পাঠান্তরে অর্থ হইবে, নীলোৎপল অপেক্ষাও শ্যামল ও তরল কটাক্ষ। এস্থলে শ্যামল-শব্দের সহচর্য্যে "কুবলয়" শব্দের অর্থ নীলোৎপল বুঝিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণের ঐ কটাক্ষ কোন এক অনির্ব্বাচ্য কারুণ্যামৃতের লহরী-খচিত বলিয়া বিবিধ রস বর্ষণ করে। হে সখি! শ্রীকৃষ্ণের সেই কটাক্ষ দর্শনের সৌভাগ্য আমার যদি না হয়, তাহা হইলে অন্ততঃ দূর হইতেও তাঁহার মুরলীর কেলিনিনাদ যেন আমার আকাঙ্খা পূর্ণ

অধীরমালোকিতমার্দ্রজল্পিতং
গতং চ গম্ভীরবিলাসমন্থরম্।
অমন্দমালিঙ্গিতমাকুলোন্মদ-
স্মিতং চ তে নাথ বদন্তি গোপিকাঃ ॥ ২৭

চ্ছায়াশীতলগঙ্গাজলপ্লাবিতত্বাৎ চন্দ্রস্যাতিশৈত্যমুক্তম্। তথা কন্দর্প-প্রতিভটজটাশব্দেন কামাপযানং সূচিতম্। স্বান্তর্দ্দশায়াং; প্রেয়স্যাপ্রেরণ-কটাক্ষবেণুনাদা জ্ঞেয়াঃ। বাহ্যর্থঃ স্পষ্টঃ। ২৬

টীকা—ইতঃ পরং শ্রীরাধায়া উন্মাদাবস্থোত্থপ্রলাপানুবদনং যাবৎ-

করে, তাহা হইলেও বহুভাগ্য মনে করিব। শ্রীকৃষ্ণের বিচ্ছেদ-জনিত কামাগ্নিদাহ-নাশক অতিশয় শীতলতা ঐ মুরলীধ্বনিতে বর্ত্তমান। উহা কন্দর্পের শত্রু যে শ্রীরুদ্র, তাঁহার জটাস্থিত যে চন্দ্র, তাহা অপেক্ষাও শীতল। ভাবার্থ এই, কামাগ্নিদাহ প্রশমনের জন্য শৈত্যের প্রয়োজন। তাহা শ্রীশিবজটারণ্য-ছায়াশীতল গঙ্গাজলপ্লাবিত চন্দ্রের শৈত্য বিশেষ ফলপ্রদ বলিয়া বলিলেন—জটা গঙ্গাজলদ্বারা প্লাবিত বলিয়া সহজেই শীতল যে চন্দ্র, সেই চন্দ্র অপেক্ষাও অতিশীতল মোহন মুরলীর কেলিনিনাদ। সেই মুরলীর নিনাদ আর কবে আমার চিত্তে সন্তোষ সাধন করিবে? 'কন্দর্পপ্রতিভট' শব্দের দ্বারা কামের পলায়ণ সূচিত হইয়াছে।

স্বান্তর্দশার অর্থ—প্রেয়সী শ্রীরাধার প্রেরণরূপ কটাক্ষ এবং তদনুরূপ বেণুর নিনাদ করে আমার চিত্তে অনির্ব্বাচ্য সুখ দান করিবে।

বাহ্যার্থ—স্পষ্ট। ২৬

(২৬) শ্লোকার্থ—হে নাথ, তোমার অধীর অবলোকন,

শ্রীকৃষ্ণদর্শনম্। তত্র প্রথমং তস্যাশ্চিত্রজল্পাখ্যপ্রলপিতমনুবদন্নাহ পঞ্চভিঃ শ্লোকৈঃ। অথান্যা ব্রজদেব্যো, জয়তি তেঽধিকং জন্মনেত্যাদিবৎ, তদ্-গুণগানাবলম্বনা বভুবুঃ। শ্রীরাধা তু মূর্চ্ছন্তী সখীভিঃ শ্রীকৃষ্ণকণ্ঠমালাং নাসায়াং ন্যস্য প্রবোধিতা। তথা, অয়ি সরলে শঠস্য তস্যাতিদুঃখদাঃ চিন্তাং বিহায় ক্ষণং সুখিনী ভবেতি; সখীবচনাৎ তথা প্রযত্নং কুর্ব্বন্তী, তাভির্বর্ণিততদগুণশ্রবণবিকলা, এতা বারয়তেতি সখীঃ প্রতি কথয়ন্ত্যেব

সরস জল্পনা, গম্ভীর বিলাসমন্থর গতি, গাঢ় আলিঙ্গন ও আকুল উন্মাদক মৃদুহাস্য কেবল গোপীগণই অনুভব করিয়া থাকেন।

(২৭) টীকার অনুবাদ—অতঃপর শ্রীকৃষ্ণের বিরহে শ্রীরাধার উন্মাদ অবস্থা বর্ণিত হইবে। এই শ্লোক হইতে যাবৎ শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন না হয়, সেই পর্য্যন্ত অর্থাৎ এই একত্রিশ সংখ্যক শ্লোকের প্রথম পাঁচটি শ্লোকে শ্রীরাধার চিত্রজল্প-নামক উন্মাদদশা হইতে উত্থিত প্রলাপ বর্ণিত হইবে। এই প্রলাপের অনুবাদ করিয়া শ্রীলীলাশুক বলিলেন—(রাসে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান করিলে সকল গোপী মিলিত হইয়া তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে করিতে) 'জয়তিতেঽধিকং জন্মনা' ইত্যাদি (ভা ১০।৩১।১) হে দয়িত! তোমার জন্মদ্বারা এই ব্রজ সমধিক উৎকর্ষশালী হইয়াছে, ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের গুণগান করিতেছেন, এসময় কিন্তু শ্রীরাধা মূর্চ্ছিতা, শ্রীললিতাদি সখীগণ তাঁহার নাসাগ্রে শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠের পুষ্পমালার সৌরভ আঘ্রাণের দ্বারা প্রবোধিত করিয়া বলিলেন, 'অয়ি সরলে শ্রীরাধে! তুমি সেই শঠ কৃষ্ণের অতি-

দিব্যোন্মাদোন্মত্তা পুরঃস্থিতঃ স্বকুচযুগাঙ্কিতমপ্যন্যাসংভুক্তং প্রিয়ে তব সদ্গুণগানশ্রবণাদাগতোঽস্মি প্রসীদেত্যনুনয়ন্তমিব তং মত্বা সের্ষ্যৌদাসীন্যঃ স্বাভিজ্ঞত্বপ্রকাশং যৎ প্রললাপ তদনুবদন্নাহ; হে নাথেত্যৌদাসীন্যেন। গোপিকা এব, নিন্দার্থে ক-প্রত্যয়ঃ। এতা অবিদগ্ধা এব, তে অধীরঃ সর্বত্যাগেণাশ্রিতায়ামপি কস্যাঞ্চিৎ স্থৈর্য্যরহিতম্, আ ঈষৎ

দুঃখদ চিন্তা ত্যাগ করিয়া ক্ষণকাল সুখিনী হও।" সখীদের বাক্যে শ্রীরাধা যখন শ্রীকৃষ্ণচিন্তা ত্যাগে যত্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখনও সেই বিরহিণী গোপীরা পূর্ব্ববৎ শ্রীকৃষ্ণের গুণগান করিতেছিলেন। তাঁহাদের সেই গান শ্রবণে শ্রীরাধার ব্যাকুলতা আরও বৃদ্ধি হইল। তিনি নিজ সখীগণকে বলিলেন, 'তোমরা আমাকে বলিতেছ—'শ্রীকৃষ্ণ-চিন্তা হইতে নিবৃত্ত হও' কিন্তু এখন উহাদিগকে কৃষ্ণগুণগান করিতে নিষেধ কর না কেন? উহারা যেন এ-গান না করে"; এই কথা বলিতে বলিতেই আবার তাঁহার দিব্যোন্মাদ বাড়িয়া উঠিল। তিনি উন্মত্তা হইলেন—"এই আমার প্রিয়" এই বলিয়া তিনি অতিশয় *প্রান্তিমতি হইলেন। শ্রীরাধা তাঁহার পুরোভাগে (সামনে)* দেখিতেছেন—অন্য গোপী সংভুক্ত কুমকুমাদি ভোগচিহ্ন ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যেন বলিতেছেন—"অয়ি প্রিয়ে! তোমার সদ্গুণগান শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া আমি তোমার নিকটে আসিয়াছি, আমায় ক্ষমা কর।" এইরূপ অনুনয় করিয়া প্রসাদ প্রার্থনা করিতেছেন। যদিও সেই কুম্কুম্ স্বীয় কুচদ্বয়স্পৃষ্ট, তথাপি অন্য নায়িকা সংভুক্ত মনে করিয়া ঈর্ষ্যা ও ঔদাসীন্যের সহিত শ্রীরাধা

লোকিতমধীরং মদিরনর্ত্তনমিব মনোজ্ঞম্। শরদুদাশয়ে ইত্যাদিনা বদন্তি গায়ন্তি। বিদন্তীতি পাঠে;—জানন্তি। তথা, ধূর্ত্তস্য তে জল্পিতং আ ইষদার্দ্রম্, ব্যাধানামিব মুখ এবার্দ্রং যজ্জল্পিতং গম্ভীরবিলাসেন পুতনা-বধবাসনৈধিতস্ত্রীবধেচ্ছাস্বরূপেণ মন্থরং স্থগিতমপি স্নিগ্ধগম্ভীরনর্ম্মসূচক-শব্দার্থধ্বনিরূপবিলাসেন মন্থরং বদন্তি, মধুরয়া গিরেত্যাদিনা গায়ন্তি।

নিন্দা-অর্থ-প্রকাশিনী বাক্যে নিজের অভিজ্ঞতা প্রকাশপূর্ব্বক যে প্রলাপ বলিয়াছেন, তাহা অনুবাদ করিয়া শ্রীলীলাশুক বলিতেছেন —হে নাথ! (ঔদাসীন্যে নাথ শব্দের প্রয়োগ) গোপিকারা (নিন্দার্থে 'ক' প্রত্যয়) অবিদগ্ধা (অনভিজ্ঞা) বলিয়া তোমার চরিত্র ইহারা জানে না; তাই তোমার অধীর (চঞ্চল) দৃষ্টিতে সর্বত্যাগ করিয়া এবং তোমার আশ্রিত হইয়াও কেহ কেহ স্থৈর্য্য-রহিত হইয়াছে। আর তোমার 'আলোকিত' (আ-ঈষৎ লোহিত) অধীর দৃষ্টিকেও খঞ্জনের নর্ত্তনের ন্যায় মনোজ্ঞ বলিয়া "শরদুদাশয়ে" ইত্যাদি বাক্যে তোমার ঐ নয়নের প্রশংসা করিয়া থাকে। পাঠান্তরে 'বিদন্তি' ক্রিয়াপদের অর্থ জানিতেছে। আর 'বদন্তি' ক্রিয়াপদের অর্থ বলিতেছে। আরও বলি, ধূর্ত্তের জল্পিত যে বচন, তাহা ঈষৎ আর্দ্র গুণ মুখেমাত্র; কিন্তু অন্তঃকরণে ব্যাধের ন্যায় বিপরীত আচরণ—মর্ম্মঘাতি প্রজল্পনা—গম্ভীরবিলাস—নারীবধের বাসনাযুক্ত গূঢ় অভিসন্ধি, ইহা পূতনাবধ ব্যাপারে দৃষ্ট হইয়াছে। অর্থাৎ বাল্যকাল হইতেই তুমি যে স্ত্রীবধ-ব্রতে দীক্ষিত, তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। এখন সেই স্ত্রীবধবাসনা কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। আবার বিলাসহেতু মন্থর গতি অর্থাৎ

উক্তঞ্চ—মুখং পদ্মদলাকারং বাচঃ পীযূষশীতলাঃ হৃদয়ং কর্ত্তরীতুল্যং ত্রিবিধং ধূর্ত্তলক্ষণমিতি। তথা,গতং গমনং রাসাৎ কুঞ্জতশ্চালক্ষিতান্তর্দ্ধানাৎ জ্ঞাতুমশক্যো যো বিলাসস্তেন মন্থরমপি মত্তগজস্যেব গম্ভীরবিলাসমন্থরম্। 'বস্মধূর্য্যগতিরিত্যাদিনা গায়ন্তি। তথা,আলিঙ্গিতম্ অমন্দম্। ন বিদ্যতে মন্দং পরদাহকং যস্মাৎ তাদৃশমপি অমন্দং গাঢ়ং পীন-স্তনীগণসুখদং বদন্তি,

---

স্নিগ্ধ-গম্ভীর নর্মসূচক শব্দার্থ ধ্বনিরূপ বিলাসের দ্বারা মন্থরগতি বলিয়া তাহারা প্রশংসা করে। তোমার বাক্যাবলীর প্রতি অক্ষরে মধু ক্ষরণ হয় বলিয়া গোপিকারা "মধুরয়া গিরা" বলিয়া থাকে। অর্থাৎ তোমার মধুর বাক্য সুন্দর পদাবলীর দ্বারা সম্যক্ অলঙ্কৃত এবং বুধগণের মনোজ্ঞ, বলিয়া তাহারা প্রশংসা করে। শাস্ত্রেও উক্ত আছে, যাহার মুখ পদ্মদলের আকার-বিশিষ্ট, বাক্য পীযূষের ন্যায় সুশীতল, কিন্তু হৃদয় কর্ত্তরী (ছেদনার্থ অস্ত্রবিশেষ) তুল্য, এই ত্রিবিধ গুণ ধূর্ত্তের লক্ষণ। আরও বলি, তোমার গমনও তদ্রূপ অদ্ভুত। তুমি যে রাসমণ্ডল হইতে সহসা অন্তর্হিত হইয়া কুঞ্জমধ্যে, আবার সেই কুঞ্জ হইতে অলক্ষিতে অন্যস্থানে (এখন এখানে তখন সেখানে) অন্তর্দ্ধান কর, ইহা তোমার বিলাস হইলেও অতিগম্ভীর—এই গূঢ় অভিপ্রায় কেহ বুঝিতে পারে না। অথচ অজ্ঞ গোপিকারা তোমার ঐ গতিকে বিলাসহেতু মন্থর গমন বলিয়া প্রশংসা করে। গম্ভীর শব্দের অন্য অর্থ গজেন্দ্র। মত্তগজেন্দ্রতুল্য বিলাস বলিয়া গোপীরা 'বস্মধূর্য্যগতি' (ভাঃ ১০।৩৫।১৬) অর্থাৎ গজেন্দ্রের ন্যায় ধীরে ধীরে লীলা সহকারে গমনশীল বলিয়া তোমার ঐ গতির প্রশংসা

আলিঙ্গনস্থগিতমিত্যাদিনা গায়ন্তি। তথা,প্রেক্ষকানাকুলয়ন্তীত্যাকুলং তচ্চ তানবোন্মাদয়তি গ্লপয়তীত্যুন্মদঞ্চ তাদৃশং যৎ স্মিতম্। কীদৃশম্? অমন্দম্। ন বিদ্যতে মন্দং পরদাহকং যস্মাৎ তাদৃশমপি অমন্দং সর্ব্বসুখদম্, নিজ-জনস্ময়ধ্বংসন স্মিতেত্যাদিনা গায়ন্তি। মদীধাতোর্গ্লপনার্থে ঘটাদিত্বাৎ বৃদ্ধ্যভাবঃ। কিংবা সোল্লুণ্ঠমাহ; এতা এব তবালোকিতাদিকমধীরমধৈর্য্যং

করিয়া থাকে। অজ্ঞ গোপিকারা বলে, তোমার আলিঙ্গন অমন্দ; আমিও বলি তোমার আলিঙ্গন অমন্দই বটে। কেননা, এমন পরদাহক আলিঙ্গন আর কাহারও নাই, এরূপ হইলেও উহা পীনস্তনীদের সুখদ বলা হয়। "আলিঙ্গন স্থগিতম্" (ভা ১০।২১।১৫) আলিঙ্গনে তোমার পদযুগল স্থগিত'। এই মত আলিঙ্গনে গাঢ় আবেশবশতঃ 'বিলাসমন্থরগতি' বলিয়াও গান করে। আরও বলি, তোমার মন্দ হাসি প্রেক্ষককুলকে আকুলিত—উন্মাদিত করিয়া দেয়; সুতরাং মৃদুহাস্যও তাদৃশ পরচিত্তদাহক; কিন্তু এমন পরচিত্তদাহক হইলেও অবাধে গোপিকারা প্রশংসা করিয়া থাকে। সেই মৃদুহাস্য কিরূপ? অমন্দ, যাহা হইতে আর মন্দ নাই। যেহেতু পরচিত্তদাহক; কিন্তু তাদৃশ হইলেও সেই অমন্দহাস্য সর্ব্বসুখদ। কেননা, ঐ হাস্য নিজজনের কামদাহ ধ্বংস করে। 'নিজজনস্ময়ধ্বংসন স্মিত' বাক্যে সেই হাস্যেরও গুণানুবাদ করিয়া থাকে। এস্থলে 'মদীধাতো-গ্লোপনার্থ' প্রয়োগ হইয়াছে। যেহেতু মদীধাতু গ্লোপনার্থে বিপরীত অর্থ ও ক্রিয়াদি প্রকাশ করে। 'সোল্লুণ্ঠ' উপহাসের সহিত বলিতেছেন—এই সকল গোপীরা তোমার অবলোকনকে

বদন্তি। অহং তু মনোজ্ঞং বদামীতি বিপর্য্যয়েণ ব্যাখ্যেয়ম্। তত্র দিব্যোন্মাদলক্ষণং, যথোজ্জ্বলনীলমণৌ—পূর্ব্বোক্তো যঃ প্রেম্নঃ পরাবস্থারূপোভাবঃ স দ্বিবিধঃ, রূঢ়োঽধিরূঢ়শ্চ। অধিরূঢ়োঽপি দ্বিধা মোদনো মাদনশ্চ। মোদন এব বিশ্লেষদশায়াং মোহনো ভবতি। এতস্য মোহনাখ্যস্য গতিং কামপ্যুপেয়ুষঃ। ভ্রমাভা কাপি বৈচিত্রী দিব্যোন্মাদঃ ইতীর্য্যতে। উদ্‌ঘূর্ণাচিত্রজল্পাদ্যাস্তদ্ভেদা বহবো মতাঃ ইতি। তত্র চিত্রজল্পঃ। প্রেষ্ঠস্য

অধীর বলে; কিন্তু আমি মনোজ্ঞ বলিয়াই মনে করি—এইরূপ বিপরীতভাবে ব্যাখ্যা করিলেন; ইহা দিব্যোন্মাদের লক্ষণ। শ্রীউজ্জ্বল-নীলমণি গ্রন্থে উক্ত আছে, পূর্ব্বোক্ত যে প্রেম, তাহাই পরাবস্থারূপে ভাব ও মহাভাব সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। এই মহাভাব দ্বিবিধ—রূঢ় ও অধিরূঢ়। অধিরূঢ় আবার দুই প্রকার—মোদন ও মাদন। তন্মধ্যে মোদন বিশ্লেষদশায় মোহন নামে কথিত হয়। এই মোহনাখ্য ভাবের গতি কোনও অনির্ব্বাচ্য বৃত্তিবিশেষ প্রাপ্ত হইয়া "ভ্রমাভা কাপি বৈচিত্রী' প্রাপ্ত হইলে দিব্যোন্মাদ নামে কথিত হয়। ইহার উদ্‌ঘূর্ণা ও চিত্রজল্প প্রভৃতি অনেক ভেদ আছে। চিত্রজল্পের লক্ষণ—প্রিয়জনের সুহৃদের সহিত দেখা হইলে অবহিত্থা অবলম্বনে অন্তরে নিরুদ্ধ ক্রোধে সুপ্রকাশিত গর্ব, অসূয়া, দৈন্য, চাপল্য ও ঔৎসুক্যাদি ভুরিভাবময় এবং অন্তে তীব্র উৎকণ্ঠাবিশিষ্ট আলাপকে চিত্রজল্প কহে। এই শ্লোকের 'সুহৃদালোকে' এই পদ উপলক্ষণে প্রিয়তমের সঙ্গী নিজরহস্যজ্ঞ জনকে বুঝায়। এই চিত্রজল্পের দশবিধ ভেদ দৃষ্ট হয়। প্রজল্প, পরিজল্প, বিজল্প, উজ্জল্প, সংজল্প, অবজল্প, অভিজল্প, আজল্প,

সুহৃদালোকে গূঢ়রোষাভিজৃম্ভিতঃ। ভূরিভাবময়ো জল্পশ্চিত্রজল্প উদাহৃতঃ। সুহৃদালোক ইতি তস্য তদীয়ানাং চোপলক্ষণম্। স চ দশাঙ্গঃ। প্রজল্পপরিজল্পবিজল্পোজ্জল্পসংজল্পাঅবজল্পাঽভিজল্পাজল্প-প্রতিজল্পসুজল্পাঃ। এষ শ্রীদশমেভ্রমরগীতায়াং ব্যক্ত এব। অত্র শ্লোক এবায়ং প্রজল্পঃ। তল্লক্ষণম্—অসূয়ের্ষ্যামদযুজা যোঽবধীরণ-মুদ্রয়া। প্রিয়স্যাকৌশলোদ্গারঃ স প্রজল্প ইতীর্য্যতে॥ যথা মধু-

---

প্রতিজল্প ও সুজল্প। এই দশবিধ চিত্রজল্পের ভেদ শ্রীদশমেও কথিত হইয়াছে। অর্থাৎ শ্রীমান উদ্ধবমহারাজকে দেখিয়া শ্রীরাধা যে প্রলাপ বলিয়াছেন, তাহাতেই চিত্রজল্পের দশবিধ ভেদ প্রকটিত হইয়াছে। রসিক-সমাজে এই শ্লোক দশটি 'ভ্রমরগীতা' নামে অভিহিত। চিত্রজল্পের দশবিধ ভেদের মধ্যে প্রথমটি 'প্রজল্প' ইহার লক্ষণ—অসূয়া, ঈর্ষ্যা ও মদযুক্ত গর্ব ইত্যাদি সঞ্চারীভাবের সহিত অনাদর প্রকাশে (অবজ্ঞার ভঙ্গিবিশেষে) শ্রীকৃষ্ণের অচতুরতার উদ্গারকে প্রজল্প কহে। শ্রীভাগবতে (১০।৪৭।১২) শ্লোকে 'মধুপ' ইত্যাদি উক্তির মধ্যে প্রজল্প প্রকাশ পাইয়াছে। আর আলোচ্য শ্লোকে 'আর্দ্রজল্পিত' শব্দে প্রজল্পের ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। আর যাহাতে নির্বেদবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের কুটিলতা ও পীড়াদায়কতা এবং ব্যাপদেশে অন্যের সুখপ্রদত্বাদি প্রকাশ পায়, তাহা 'আজল্প' নামে অভিহিত হয়। শ্রীভাগবতে (১০।৪৭।১৯) শ্লোকে 'বয়মৃত' পদে 'আমারাত' আর বিচক্ষণা নহি, এই বাক্যে পরোক্ষভাবে নিজের বিচক্ষণতা ব্যঞ্জিত হইয়াছে। 'পরিজল্পের' লক্ষণ—প্রভুর নির্দ্দয়তা, শঠতা ও চপলতা প্রতিপাদন করত

পেত্যাদি গোপিকা এবং বদন্তি। তথাদ্র জল্পিতমিত্যাদ্যাজল্পোঽপি। তল্লক্ষণম্ জৈহ্ম্যংতস্যাত্তিদত্বঞ্চনির্বেদাদ্যত্রকীর্ত্তিতম্। ভঙ্গ্যান্যসুখদত্বঞ্চ স আজল্প উদীরিতঃ॥ যথা বয়মৃতমিবেত্যাদি। এতা এব নাহমিতি স্ববৈচক্ষণ্যব্যক্ত্যাগতঞ্চেতি চ পরিজল্পঃ প্রভোমিদ য়তা-শাঠ্যচাপলা-দ্যুপপাদনাৎ। স্ববিচক্ষণতাব্যক্তির্ভঙ্গ্যা স্যাৎ পরিজল্পিতম্॥ যথা সুমনসঃ ইত্যাদি। অধীরমিতি সংজল্পঃ। [illegible] সোল্লুণ্ঠয়া [illegible]

ভঙ্গিপূর্ব্বক যেখানে নিজের বিচক্ষণতা জানান হয়, তাহাই 'পরিজল্পিত' নামক চিত্রজল্পের দ্বিতীয় ভেদ। শ্রীভাগবতে (১০।৪৭।১৩) শ্লোকে 'সুমনস ইব' পদে ভ্রমর যেমন পুষ্পের মধুপান করিয়া পুষ্পগুলিকে ত্যাগ করে, তদ্রূপ সুন্দরচিত্ত শ্রীকৃষ্ণ বলাৎকারে অধরসুধা পান করিয়া আমাদিগকে ত্যাগ করিয়াছেন ইত্যাদি। আলোচ্য শ্লোকের 'অধীর' এই বাক্যে সংজল্পের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। যাহাতে আক্ষেপভঙ্গিতে শ্রীকৃষ্ণের অকৃতজ্ঞতা, কঠিনতা ও শঠতা প্রভৃতির কথা থাকে, আর থাকে নিগূঢ়ভাবে দুস্তর্ক সোল্লুণ্ঠবচন,তাহাকে বলে 'সংজল্প'। সোল্লুণ্ঠবচনের অর্থ উপহাসের সহিত প্রসংশোক্তি। শ্রীভাগবতে (১০।৪৭।১৬) 'বিসৃজ শিরসি পদং'—'পা হইতে মাথা সরিয়ে নে' —এই বাক্যে আক্ষেপভঙ্গি আছে, অকৃতজ্ঞতার কথা স্পষ্টই আছে। 'অকৃতজ্ঞতাদি' এই আদিপদে কঠোরতা, উপকারীকে পীড়া দেওয়ার প্রচেষ্টা ও হৃদয়শূন্যতার কথা বুঝায়। এই সবগুলিই রহিয়াছে আলোচ্য শ্লোকের পুরোভাগে। আর আলোচ্য শ্লোকের "অমন্দমালিঙ্গিত' পদে 'অবজল্প' নামক

কয়াপ্যাক্ষেপমুদ্রয়া। তস্যাকৃতজ্ঞতাদ্যুক্তিঃ সংজল্পঃ কথিতো বুধৈঃ॥ যথা, স্বকৃত ইহ বিসৃষ্টেত্যাদি। অমন্দমালিঙ্গিতমিত্যবজল্পঃ। লক্ষণম্—হরৌ কাঠিন্যকামিত্বধৌর্ত্ত্যাদাসক্ত্যযোগ্যতা। যত্র সের্ষ্যং ভিয়েবোক্তা সোঽবজল্পঃ সতাং মতঃ॥ যথা স্ত্রিয়মকৃত বিরূপামিত্যাদি। আকূলোন্মদস্মিতমিত্যুজ্জল্পঃ। তল্লক্ষণম্—হরেঃ কুহকতাখ্যানং গর্ব্বগর্ভিতয়োর্ষায়া সাসূয়শ্চ তদাক্ষেপো ধীরৈরুজ্জল্প ঈর্য্যতে॥ যথাকপটরুচির-

---

ষষ্ঠভেদ প্রকটিত। ইহার লক্ষণ-শ্রীহরিতে কাঠিণ্য, কামিত্ব, ধূর্ত্ততাহেতু স্বীয় আসক্তির অযোগ্যতাকে ঈর্ষ্যাযুক্ত ভয়ের সহিত ব্যক্ত করা হইলে 'অবজল্প' বলা হয়। অর্থাৎ এই উক্তির পশ্চাতে থাকে ঈর্ষ্যা ও ভয় এবং অগ্রে থাকে শ্রীহরির কাঠিণ্য, কামিত্ব, ধৌর্ত্ততা ও তাঁহাতে আসক্তির অযোগ্যতা। যেমন সুর্পনখার নাসা-কর্ণ-ছেদনে ও বালিবধে কাঠিণ্য, স্ত্রীজিত হইয়াও স্ত্রীরদ্বারা পরাজিত, তপস্বী হইয়াও শ্রীসীতাসঙ্গী, এই কথায় কামিত্ব, বালির প্রতি অত্যাচারে ধূর্ত্ততা, ইত্যাদি। আলোচ্য শ্লোকে 'আকুলোন্মদস্মিত' পদে 'উজ্জল্প' নামক চতুর্থ ভেদটি প্রকটিত হইয়াছে। ইহার লক্ষণ—গর্ব্বমিশ্রিত ঈর্ষ্যার সহিত শ্রীহরির কপটতার বর্ণনা এবং আসূয়ার সহিত তাঁহার প্রতি আক্ষেপকে উজ্জল্প বলে। যেমন শ্রীভাগবতে (১০।৪৭।১৫) 'কপটরুচিরহাস' ইত্যাদি বাক্যে স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী কপটরুচির হাস্যসহকৃত-ভ্রূবিজৃম্ভনশীল শ্রীকৃষ্ণের চরণধুলির সেবা করিয়া থাকেন-এই বাক্যে গর্ব্বভরা ঈর্ষ্যা রহিয়াছে। আর দীনজনই তাঁহাকে 'উত্তমশ্লোক' বলিয়া থাকে; কিন্তু মাদৃশ গোপীগণ তাহা পারে

অস্তোকস্মিতভরমায়তায়তাক্ষং
নিঃশেষস্তনমৃদিতং ব্রজাঙ্গনাভিঃ।
নিঃসীমস্তবকিতনীলকান্তিধারং
দৃশ্যাসং ত্রিভুবনসুন্দরং মহস্তে ॥ ২৮

হাসেত্যাদি। স্বান্তর্দ্দশায়াম্; শ্রীরাধাত্যাগজরোষাত্তথোক্তিঃ। বাহ্যে, গোপিকা এব মধুরত্বেন বর্ণয়িতুং জানন্তি ॥ ২৭

টীকা—অথ ক্ষণাত্তং তত্রাপশ্যন্তী অবধীরণয়া গতমিব মত্বা জাতপশ্চাত্তাপা সোৎকণ্ঠং চতুঃশ্লোকীমাহ। সৈব সুজল্পঃ। তল্লক্ষণম্—

না—এই বাক্যে অসূয়াপূর্ণ আক্ষেপ রহিয়াছে। এইরূপে শ্রীহরির কুহকতার কথাই শ্লোকে সুব্যক্ত।

স্বান্তর্দশার অর্থ—শ্রীরাধাকে ত্যাগ করার জন্য রোষবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে গোপীগণের তাদৃশ উক্তি।

ব্যাহ্যার্থ—হে নাথ! তোমার ধৈর্য্যরহিতদৃষ্টি, স্নিগ্ধবাক্য, গম্ভীর বিলাসমন্থর অতিগাঢ় আলিঙ্গণ ও মধুর গুণাবলী শ্রীরাধিকার সখী গোপিকারাই জানেন, অন্যে নহে। ২৭

(২৮) শ্লোকার্থ—হে ত্রিভুবনসুন্দর! তোমার মৃদুহাস্য, আয়ত নয়নযুগল এবং ব্রজাঙ্গনাদের স্তনদ্বারা প্রগাঢ় আলিঙ্গিত ও নিঃসীম স্তবকিত নীলকান্তিধারাযুক্ত জ্যোতির্ম্ময় বপু কবে আমি দর্শন করিব?

(২৮) টীকার অনুবাদ—দিব্যোন্মাদে শ্রীরাধা মনে করিলেন, আমারই অবজ্ঞাবচনে শ্রীকৃষ্ণ অন্যত্র চলিয়া গেলেন। ক্ষণকাল শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে না পাইয়া এবং অবজ্ঞাতের ন্যায় মনে করিয়া

যত্রার্জ্জবাৎ সগাম্ভীর্য্যং সদৈন্যং সহচাপলম্। সোৎকণ্ঠং চ হরিঃ পৃষ্টঃ স সুজল্প ইতি স্মৃতঃ॥ যথা, অপি বতেত্যাদি। তত্র যথা চতুর্ষু পাদেষু গাম্ভীর্য্যাদ্যাশ্চত্বারো ভাবা ব্যক্তাস্তথাত্র চতুর্ষু শ্লোকেষু। তত্র প্রথমং তদ্দর্শনোৎকণ্ঠয়া অপি বতেতি প্রথমপাদবৎ সগাম্ভীর্যং তৎপ্রলপনমনুবদন্নাহ; তে তব মহঃ কান্তিপুরমপ্যহহং দৃশ্যাসম্। যথা তত্র মথুরাস্থিতা কদাচিদাগমনমপি সম্ভবেত্তথাত্রাপি তৎকান্তিদর্শনে

অনুতপ্তা শ্রীরাধা উৎকণ্ঠার সহিত চারিটি শ্লোকে যে প্রলাপ বলিয়াছেন, তাহাতে 'সুজল্প' লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। সুজল্পের লক্ষণ--সরলতাহেতু গাম্ভীর্য্য, দৈন্য, চাপল্য ও উৎকণ্ঠার সহিত শ্রীরাধার বিষয়ে যে কথন তাহাকে সুজল্প বলে। অর্থাৎ দিব্যোন্মাদ অবস্থায় বিচিত্রতাময় প্রলাপ বলিতে বলিতে যখন সরলতা আসে এবং গাম্ভীর্য্য, দৈন্য, চাপল্য ও উৎকণ্ঠার সহিত দূতকে প্রিয়ের বিষয় প্রশ্ন হয়, তখন তাহাকে 'সুজল্প' বলে। তাহাই শ্রীভাগবতে (১০।৪৭।১১) 'অপিবত মধুপূর্য্যাম্" ইত্যাদি শ্লোকে প্রকটিত হইয়াছে। এই শ্লোকে 'আর্য্যপুত্র কি এখনও মথুরায় আছেন? এই বাক্যে পিতার কথা, বন্ধুজনের কথা, আত্মীয়-স্বজনের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াও নিজের কথা জিজ্ঞাসা না করায় গাম্ভীর্য্য প্রকাশ। "এই দাসীদের একটি কথাও উচ্চারণ করেন কি?" এই প্রশ্নে দৈন্য আছে। 'কবে আর তিনি আসিয়া আমাদের শিরে হস্ত স্থাপন করিবেন?" এই বাক্যে চাপল্য ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ পাইয়াছে। "আবার কবে আমাদের অঙ্গ স্পর্শ করিবেন?"—এই কথা বলিতে বলিতে শ্রীকৃষ্ণের

জাতে তদ্দর্শনমপি সম্ভবেদিতি গাম্ভীর্য্যম্। কীদৃশম্? নিঃসীমং সৌন্দর্য্যাদিনাবধিশূন্যম্। মাং ত্যক্ত্বান্যত্র গমনান্নির্মর্য্যাদমপি। অতোঽন্যাসঙ্গলগ্নচন্দনকুঙ্কুমযাবকাদিনা স্তবকিতা নীলকান্তিধারৈব লতা যস্মিন্ অন্যাসঙ্গগোপনেন মৎপ্রতারণায়াস্তোকোঽনল্পঃ স্মিতভরো যস্মিন। যথা;তেনৈব হেতুনা আয়তায়েতেঅত্যায়তে অক্ষিণী যত্র। নন্বন্যাঙ্গনাসম্ভুক্তং মামবধীর্য্য পুনঃ কিমিতি দিদৃক্ষসে ইতি মনস্যুট্টঙ্ক্য সদৈন্যমাহ, নিঃশেষৈঃ স্তনৈঃ সর্ব্বাভির্জাঙ্গনাভিরপি; কিমুতৈকয়া মুদিতমপি। তদপি মম সুখদমিত্যর্থঃ। সর্ব্বত্র হেতুঃ; ত্রিষ্বিতি ত্রিভুবনমেব সুন্দরং

বাহুযুগলের স্ফূর্ত্তি হওয়ায় শ্রীরাধার অঙ্গে সুদীপ্ত অষ্টসাত্ত্বিক ভাবের বিকাশ হইল। তাহাই শ্রীমদ্‌ভাগবতের ঐ শ্লোকের চারিপাদে যথাক্রমে গাম্ভীর্য্য, দৈন্য, চাপল্য ও উৎকণ্ঠা প্রকাশিত হইয়াছে। আর এই আলোচ্য শ্লোকে এবং পরবর্ত্তী তিনটি শ্লোকে গাম্ভীর্য্যাদি প্রকাশ পাইয়াছে। তাহার মধ্যে প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের দর্শনোৎকণ্ঠায় ঐ 'অপিবত' শ্লোকের প্রথমপাদের ন্যায় গাম্ভীর্য্যের সহিত প্রলাপ বর্ণিত হইয়াছে। এই প্রলাপের অনুবাদ করিয়া শ্রীলীলাশুক বলিলেন,—হে শ্রীকৃষ্ণ, তোমার মহঃ (নীলকান্তিযুক্ত সুন্দর জ্যোতির্ম্ময় বপু) কবে আমি দর্শন করিব? ইহার দ্বারা শ্রীবৃন্দাবনে রাস-রসোন্মত্তা ব্রজাঙ্গনাদের দ্বারা প্রগাঢ়রূপে আলিঙ্গিত শ্রীকৃষ্ণের দর্শনাকাঙ্খা ব্যক্ত হইয়াছে। সেই রাসক্রীড়ায় রসোন্মত্তা শ্রীকৃষ্ণের দর্শনের আশা করিতেছেন—মথুরাস্থিত শ্রীকৃষ্ণের কদাচিদ্ এখানে আগমন হইলে, তাঁহার সেই কান্তি-দর্শনজাত অর্থাৎ সেই কান্তিদর্শনে রাসবিহারী শ্রীকৃষ্ণের দর্শনের সম্ভাবনা; ইহা গাম্ভীর্য্যপূর্ণ উক্তি।

যস্মাৎ। স্বান্তর্দ্দশায়াম্;—প্রেয়সীপ্রেরণায় স্মিতায়তাক্ষাদিবিশিষ্টং তদিত্যর্থঃ। বাহ্যার্থঃ স্পষ্ট এব॥ ২৮

তিনি কিরূপ? নিঃসীম (অনন্ত) অবধিপ্রাপ্ত সৌন্দর্য্যাদি পরিপূর্ণ নীলকান্তি যিনি ধারণ করিয়াছেন। আর আমাকে ত্যাগ করিয়া তাঁহার যে অন্যত্র গমন, তাহা নির্মর্য্যাদ। অতএব অন্য নায়িকার অঙ্গ-সঙ্গজনিত চন্দন-কুম্কুম্-যাবকাদি চিহ্নদ্বারা স্তবকিত (বিস্তারপ্রাপ্ত) নীলকান্তিধারার পরম চমৎকারত্ব আছেই। তথাপি অন্য নায়িকার সঙ্গ গোপনের নিমিত্ত আমাকে প্রতারণা-জনিত চাপল্যহেতু তাঁহার আনন অল্পস্মিত-যুক্ত এবং প্রীতিবিস্ফারিত নয়নযুগল অতি আয়ত হইয়াছে। (এই উক্তিদ্বারা চপলতা প্রকাশিত হইয়াছে) তবে যদি বল, অন্য অঙ্গনা-সংভুক্ত অবধারণপূর্ব্বক আমাকে অবজ্ঞা করিয়া পুনরায় কিজন্য দেখিতে ইচ্ছা করিতেছ? এই আশঙ্কা মনে উদয় হইলে সদৈন্যে বলিলেন—'নিঃশেষ'। অর্থাৎ যখন সমস্ত ব্রজাঙ্গনার স্তনদ্বারা তোমার কলেবর গাঢ় আলিঙ্গিত, তখন আমার একার স্তনদ্বারা মৃদিত (গাঢ় আলিঙ্গিত) হইলেই বা কি হইবে? তথাপি তুমি আমার সুখদ জীবনবল্লভ। সর্ব্বত্র এই তিনটি হেতু রহিয়াছে। যথা, ত্রিভুবনের মধ্যে সর্ব্বোপেক্ষা সুন্দর কলেবর, ত্রিভুবন-মোহকর মৃদুহাস্য এবং সুচপল নয়নভঙ্গী।

স্বান্তর্দশার অর্থ—কুঞ্জে প্রেয়সী প্রেরণের নিমিত্ত নিরন্তর মৃদুহাস্যে পরিপূর্ণ শ্রীমুখ এবং বিস্ফারিত নয়নযুগল কবে আমি দর্শন করিব?

বাহ্যার্থ—অনুবাদেই স্পষ্ট হইয়াছে। ২৮

ময়ি প্রসাদং মধুরৈঃ কটাক্ষৈর্বংশীনিনাদানুচরৈর্বিধেহি।
ত্বয়ি প্রসন্নে কিমিহাপরৈর্নস্ত্বয্যপ্রসন্নে কিমিহাপরৈর্নঃ॥ ২৯

টীকা—অথ পূর্ব্বকৃতকুঞ্জপ্রেরণস্মৃত্যা জাতাতিলালসত্বাৎ ক্রমমপ্যুল্লঙ্ঘ্য, ভুজমগুরুসুগন্ধমিতিবৎ সোৎকণ্ঠং প্রলপন্তা বচোঽনুবদন্নাহ; হে প্রাণনাথ কুঞ্জপ্রেরণরূপৈঃ কটাক্ষৈঃ ময়ি প্রসাদং বিধেহি। আগত্য তথা তৈঃ পুনঃ প্রেরয়েত্যর্থঃ। কীদৃশৈঃ? সঙ্কেতরূপং বংশীনিনাদমনু-

---

(২৯) শ্লোকার্থ—বংশীনিনাদের অনুচর মধুর কটাক্ষ দ্বারা আমার প্রতি প্রসাদ বিস্তার কর। তুমি প্রসন্ন হইলে অন্য অপ্রসন্ন হইলেও আমাদের ক্ষতি নাই। তুমি অপ্রসন্ন হইলে অন্যে প্রসন্ন হইলেই বা আমাদের কি হইল?

(২৯) টীকার অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ যে কটাক্ষের দ্বারা শ্রীরাধাকে বিলাসকুঞ্জে প্রেরণ করেন, সেই পূর্ব্বকৃত কুঞ্জপ্রেরণ-স্মৃতিজাত অতিলালসায় শ্রীরাধা ক্রমলঙ্ঘন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সেই কটাক্ষ দর্শন প্রার্থনা করিতেছেন। শ্রীভাগবতে (১০।৪৭।২১) "ভুজমগুরুসুগন্ধ"—"অগুরু হইতে অধিকতর সুরভিত শ্রীকৃষ্ণের বাহুযুগল"—এই মত শ্রীকৃষ্ণের বাহুযুগলের স্মৃতি হওয়ায় উৎকণ্ঠার সহিত যে প্রলাপ বলিয়াছেন, তাহা অনুবাদ করিয়া শ্রীলীলাশুক বলিলেন—হে প্রাণনাথ! কুঞ্জে প্রেরণরূপ কটাক্ষসমূহদ্বারা আমার প্রতি প্রসাদ বিধান কর। অর্থাৎ তথা হইতে আগমন করিয়া পুনরায় সেইরূপ কটাক্ষ দ্বারা আমাকে কুঞ্জে প্রেরণ কর। কিরূপ কটাক্ষ? সঙ্কেতরূপ বংশী-

চরন্তীতি তথা তৈঃ। মধুরৈরাহ্লাদকৈঃ। ননু পুনঃ সর্ব্বাসাং মধ্যে তথা কৃতে, তস্যা অমুনি নঃ ক্ষোভমিত্যাদিবৎ কামিন্যাঃ কামিনো ইত্যাদিবচ্চ তাস্ত্বাং মাং চ প্রতিক্রুধ্যেয়ুঃ, সখীভিরেবাত্মানং সুখয়, অনয়া প্রার্থনয়েত্যাশঙ্ক্য সগর্ব্বদৈন্যমাহ—ত্বয়ীতি। ত্বয়ি প্রসন্নে তথা কৃতে, নিকটাগতে বা, ইহ দেশে কালে বা অপরৈরন্যৈর্গোপীসহস্রৈরপি

নিনাদের অনুসরণকারী। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ বংশী-নিনাদের দ্বারা যখন সঙ্কেত করেন, তখন তাঁহার কটাক্ষ বংশী-নিনাদের অনুসরণ করিয়া শ্রীরাধাকে কুঞ্জে যাইবার জন্য সঙ্কেত করেন। আর সেই বংশীনিনাদও অতিমধুর আনন্দজনক। যদি বল, রাসে সমাগতা সমস্ত গোপীর মধ্যে পুনরায় ঐরূপ সঙ্কেত করিলে অর্থাৎ ঐরূপ বংশী-নিনাদের কটাক্ষ দ্বারা তোমায় বিলাসকুঞ্জে প্রেরণ করিলে অপর গোপীগণ তোমার ও আমার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিবে, তাহাতে আমার কেলিরসে বিঘ্ন হইবে; সুতরাং কটাক্ষ প্রার্থনা না করিয়া সখীদের মধ্যে অবস্থান কর। তাহাতে তাহাদের ক্ষোভ হইবে না। "কামুকের কামিনীময় জগৎ-দর্শন' ন্যায়ে তাহারা সকলকে নিজেদের মত দর্শন করিবে, তাহা হইলে আমাদের প্রতি তাহারা ক্রুদ্ধ হইবে না, সখীদের সহিত মিলিত হইয়া আত্মসুখের প্রার্থনা কর, যেহেতু সেই সখীরাও নিজ নিজ সুখের আলম্বনরূপে আমাকে পাইবার জন্য ঐরূপ প্রার্থনা করিয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণের এই প্রকার উত্তর আশঙ্কা করিয়া সগর্বে দৈন্যের সহিত বলিলেন, তুমি প্রসন্ন হইলে অন্য সকলে যদি অপ্রসন্ন হয়, তাহাতে আমাদের কি আসে যায়? অর্থাৎ আমার নিকট আগমন করিয়া

কিমস্মাকম্? ন কিমপীত্যর্থঃ। তথা ত্বয্যপ্রসন্নে ইহ এতদ্দশায়াং দর্শনমপ্যদত্তবতি, অপরৈর্নিজজনৈরপি সখীকুলৈঃ কিমপি। তা অতিদুঃখদা ইত্যর্থঃ। তদুক্তং জয়দেবৈঃ; বিপুরিব সখীসংবাসোঽয়মিতি। প্রিয়সখামালাপি জ্বালায়ত ইতি চ। স্বান্তর্দ্দশায়াম্, আগত্য পুনস্ত্বৎ-প্রেরণমেব মে প্রসাদঃ। নন্বন্যাস্ত্বয্যেতৎ প্রার্থনয়া ক্রুধ্যেয়ুস্তত্রাহ; ত্বয়ি প্রসন্নে অন্যৈঃ কিম্। ত্বয়ি অপ্রসন্নে এতন্নিকটমপ্যনাগতে নিজৈরপি

ঐ প্রকার কটাক্ষ দ্বারা আমাকে বিলাসকুঞ্জে প্রেরণ করিলে এই বৃন্দাবনে রাত্রিকালে সমাগতা অন্যান্য সহস্র সহস্র অপ্রসন্না গোপীর সহিত আমার কি প্রয়োজন আছে? অর্থাৎ কোনও প্রয়োজন নাই। আর তুমিই যদি অপ্রসন্ন হও অর্থাৎ এই দশায় তোমার দর্শন না পাই, তবে এই সকল প্রিয়সখীকুলের দ্বারা আমার কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে? বরং এই দশায় প্রিয়জন-দর্শন আমার পক্ষে অতি দুঃখদ হইবে। শ্রীজয়দেবচরণের উক্তি—প্রিয়বিরহে সখীসঙ্গ রিপু-সংসর্গবৎ দুঃখদ। প্রিয়সখীদের প্রদত্ত মালা অনলবৎ জ্বালাপ্রদ হইয়া থাকে।

স্বান্তর্দশার অর্থ— (সখীভাবে শ্রীলীলাশুকের উক্তি) হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমি পুনরায় শ্রীরাধার নিকট আগমন করিয়া স্বীয় কটাক্ষ দ্বারা তাঁহাকে কুঞ্জে প্রেরণ করিয়া আমার প্রতি অনুগ্রহ বিধান কর। যদি বল, তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিলে অন্যান্য সখীগণ ক্রুদ্ধ হইবে। তাহাতে বলিলেন, তুমি প্রসন্ন হইলে অন্য সকলে যদি অপ্রসন্ন হয়, তাহাতে আমাদের কি আসে যায়? কিন্তু তুমিই যদি অপ্রসন্ন হও বা শ্রীরাধার নিকট না আসিলে

নিবদ্ধমূর্দ্ধাঞ্জলিরেষ যাচে
নীরন্ধ্রদৈন্যোন্নতিমুক্তকণ্ঠম্।
দয়াম্বুধে দেব ভবৎকটাক্ষ-
দাক্ষিণ্যলেশেন সকৃন্নিষিঞ্চ।, ৩০

প্রিয়সখীপ্রভৃতিভিঃ কিম্। তা অপি দুঃখদা এব। সমস্নেহসখীনাং স্বভাবোঽয়ং যৎ কৃষ্ণরহিতসখীদর্শনে দুঃখং স্যাৎ। যথোজ্জ্বলনীলমণৌ —বিনা কৃষ্ণং রাধা ব্যথয়তি সমন্তান্মম মনো, বিনা রাধাং কৃষ্ণোঽপ্যহহ সখি মাং বিক্লবয়তি। যদিঃ সা মে ভুং ক্ষণমপি ন যত্র ক্ষণদুহৌ; যুগেনাক্ষ্ণোর্লিহ্যাং যুগপদনয়োর্বক্ত্র শশিনৌ॥ বাহ্যে তু স্পষ্ট-এবার্থঃ॥ ২৯

টীকা—অথ প্রগাঢ়লালসয়াতিদন্যোদয়াৎ 'স্মরতি, স পিতৃগেহা-

নিজ প্রিয় সখী প্রভৃতির দ্বারা আমার কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে? বরং তাহারা দুঃখদ হইবে। সমস্নেহাসখীদের স্বভাবই এইরূপ, শ্রীকৃষ্ণরহিত শ্রীরাধার দর্শনে তাঁহাদের মন ব্যথিত হয়। আবার শ্রীরাধা-বিরহিত শ্রীকৃষ্ণদর্শনেও তাঁহারা ব্যথিত হয়েন। শ্রীউজ্জ্বলে উক্ত আছে, (সমস্নেহাসখীর উক্তি) শ্রীকৃষ্ণ বিনা শ্রীরাধা আমার অন্তঃকরণ সর্ব্বতোভাবে ব্যথিত করেন। আবার শ্রীরাধা বিনা শ্রীকৃষ্ণও আমাকে অতিশয় ব্যথা প্রদান করেন। তাই প্রার্থনা করি, যে জন্মে যুগপৎ শ্রীরাধা-কৃষ্ণের উৎসবপ্রদ মুখচন্দ্র নয়নদ্বয়ের আস্বাদনীয় না হয়, সেইরূপ জন্ম যেন আমার না হয়।

বাহ্যার্থ—মূলানুবাদেই স্পষ্ট হইয়াছে। ২৯

(৩০) শ্লোকার্থ—হে দেব! হে দয়াসাগর! আমি মস্তকে

নিত্যাদিবৎ', দাস্যাস্তে কৃপণয়া মে' ইত্যাদিবচ্চ সদৈন্যং প্রলপন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ; হে দেব বহ্বীভিঃ ক্রীড়ারসিক, এষোঽহং নিবদ্ধো মূর্দ্ধাঞ্জলির্যেন তাদৃশস্তব দাসীজনঃ নীরন্ধ্রং নিশ্ছিদ্রং যদ্দৈন্যং তস্য যোন্নতিঃ তয়া মুক্তকণ্ঠং যথাস্যাত্তথা যাচে। কিং তদযাচসে;

অঞ্জলি বন্ধনপূর্ব্বক অতিশয় দৈন্যের সহিত মুক্তকণ্ঠে এই প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনি একবারও কারুণ্যকটাক্ষলেশে আমাকে অভিষিক্ত করুন।

(৩০) টীকার অনুবাদ—অনন্তর প্রগাঢ় লালসায় অতিদৈন্যের উদয়হেতু (শ্রীভাগবতে ১০।৪৭।২১) 'স্মরতি স পিতৃগেহান্" ইত্যাদিবৎ, 'আর্য্যপুত্র এখন পিতৃগৃহ স্মরণ করেন কি ?" এই কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ দৈন্য ও উৎকণ্ঠা অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে শ্রীরাধা নয়নজলের সহিত প্রার্থনা করিলেন, হে সখে! "দাস্যাস্তে কৃপণয়া মে" (ভাং ১০।৩০।৪০) আমি তোমার দীনা দাসী, তোমার বিরহে একান্ত কাতর হইয়াছি; তুমি নিকটে আসিয়া দাসীকে দেখা দাও।" ইত্যাদিবৎ সদৈন্যে শ্রীরাধার প্রলাপের অনুবাদ করিয়া শ্রীলীলাশুক বলিলেন—হে দেব! আপনি ক্রীড়ারসিক—বহুগোপীর সহিত ক্রীড়া করেন ; সুতরাং আপনার দর্শন দুর্লভ। এই আমি আপনার কৃপাকটাক্ষ পাইবার আশায় মস্তকে অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া দৈন্যের সহিত মুক্তকণ্ঠে প্রার্থনা করিতেছি। অর্থাৎ আমি আপনার দীনা দাসী নিশ্ছিদ্র দৈন্য সহকারে মুক্তকণ্ঠে প্রার্থনা করিতেছি। কি প্রার্থনা করিতেছ? মধুর কটাক্ষ দানে আমাকে অনুগ্রহ করুন; কিন্তু তাদৃশ অনুগ্রহ

যদি তে রাসক্রীড়াবিঘ্নঃ স্যাত্তর্হি তাদৃশকটাক্ষপ্রেরণাদিকং দূরেঽস্তু, ভবৎকটাক্ষস্য যদ্দাক্ষিণ্যমৌদার্য্যং তস্য লেশেনাপি সকৃদপি নিষিঞ্চ। তল্লেশেনাপি দুঃখাগ্নির্নির্ব্বাপকো নিতরাং সেকঃ স্যাদিত্যর্থঃ। আগত্য সর্ব্বাভিঃ সহ রাসং কুর্ব্বিতি ভাবঃ। যদ্যপ্যয়ং জনোঽপরাধী তথাপি তবৈতদ্যোগ্যমিত্যাহ; হে দয়ানিধে ইতি। স্বান্তর্দশায়াম্; ইমাং মৎসখীং নিষিঞ্চ। অন্যৎ সমম্। বাহ্যার্থঃ স্পষ্টঃ। ৩০

করিলে যদি আপনার রাসক্রীড়ায় বিঘ্ন হয়, তাহা হইলে তাদৃশ কটাক্ষ দূরে থাকুক অর্থাৎ কটাক্ষদ্বারা আমাকে কুঞ্জে প্রেরণাদি-রূপ অনুগ্রহ দূরে থাক্, আপনার কৃপাকটাক্ষের কণামাত্র পাইলেও আমি কৃতার্থ হইব। এক্ষণে আমি প্রার্থনা করিতেছি, আপনার ঐ কৃপাকটাক্ষের যে দাক্ষিণ্য (ঔদার্য্য) তাহার লেশ (কণামাত্র) দ্বারা আমাকে একবার সিঞ্চিত করুন। উহার দ্বারা আমার দুঃখাগ্নি নির্ব্বাপিত হইবে—উহাতে আমার পরম তৃপ্তি হইবে। 'নিতরাং সেকঃ--বেশী করিয়া সিঞ্চিত করুন অর্থাৎ এই রাসস্থলে পুনরায় আগমন করিয়া সকল গোপীর সহিত রাসবিহার করুন। যদিও আমি অপরাধিনী, তথাপি আপনি দয়ানিধি, সুতরাং এই প্রার্থনা পূর্ণ করার যোগ্যতা আপনারই আছে।

স্বান্তর্দশার অর্থ--(সখীভাবে শ্রীলীলাশুকের উক্তি) এই আমার প্রিয়সখী শ্রীরাধাকে আপনার কৃপা-কটাক্ষের লেশমাত্র দানে একবার পরিসিঞ্চিত করুন। অন্য অর্থ সমান।

বাহ্যার্থ—স্পষ্ট। ৩০

পিচ্ছাবতংসরচনোচিতকেশপাশে
পীনস্তনী-নয়নপঙ্কজ-পূজনীয়ে।
চন্দ্রারবিন্দবিজয়োদ্যতবক্ত্রবিম্বে
চাপল্যমেতি নয়নং তব শৈশবে নঃ ॥ ৩১

টীকা—ননু ধীরাং মানিনীনাং মূর্দ্ধন্যাসি, ইদানীং মাধবধীর্য্যা কিমিতি দৈন্যং কুরুষে, অন্যাস্ত্বামুপহসিষ্যন্তীতি তন্মর্ম্ম মনস্যুট্টঙ্ক্য, "ক্বচিদপি স কথা নঃ" ইতিবৎ স্বচাপলং নেত্রে সংক্রময্য প্রলপন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ, নোঽস্মাকং সর্ব্বাসামেব নয়নং তব শৈশবে কৈশোরে তৎসম্বন্ধিবেশলীলাদৌ চাপল্যমেতি। চর্ম্মণি দ্বীপিনং হন্তীতিবৎ।

---

(৩১) শ্লোকার্থ— রচনযোগ্য কেশপাশে শিখিপুচ্ছ-শোভিত, পীনস্তনী গোপবালাদের নয়নকমল দ্বারা পূজিত, শ্রীমুখবিম্ব চন্দ্র ও পদ্মের শোভা পরাজিত করিতে উদ্যত, এবম্ভূত তোমার কৈশোর আমার নয়নকে চঞ্চল করিতেছে।

(৩১) টীকার অনুবাদ—পূর্ব্বশ্লোকে শ্রীরাধার উৎকণ্ঠাপূর্ণ দৈন্যবচন শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ যেন বলিতেছেন, অয়ি শ্রীরাধে! তুমি ধীরা মানিনীগণের শিরোমণি, কিছুক্ষণ পূর্ব্বে মানভরে আমাকে অবজ্ঞা করিয়াছ, এখন আবার দৈন্যের সহিত আমার দর্শন প্রার্থনা করিতেছ কেন? তোমার এই ভাব দেখিয়া অন্যান্য গোপীরা যে উপহাস করিবে? শ্রীকৃষ্ণের এই প্রকার নর্ম-পরিহাস মনে চিন্তা করিতেই "কচিদপি স কথা নঃ" (শ্রী ভা ১০।৪৭।২১) —কখনও কি তিনি এই কিঙ্করীগণের একটি কথাও উচ্চারণ করেন?" এই মত স্বীয় হৃদয়ের চাপল্য নয়নে সংক্রমিত হইলে

তদ্দ্রষ্টুমিত্যর্থঃ। অস্মাভিঃ কিং কর্ত্তব্যমিতি ভাবঃ। অথবা, বরাকাণাং নেত্রাণাং কো বা দোষঃ যৎ এতাদৃশমেতৎ। কীদৃশে, পিঞ্ছাবতংসেন তন্মুকুটেন যা রচনা তস্যামুচিতঃ কেশপাশো যস্মিন্। তথা চন্দ্রারবিন্দয়োর্বিজয়েনোদ্যতমুদ্দৃপ্তং বক্ত্রবিম্বং যস্মিন্। অতঃ পীনস্তনীনাং যুবতীনাং তাভির্ব্বা নয়নপঙ্কজৈঃ পূজনীয়ে তদ্‌যোগ্যে। অন্যোঽপি বিজয়ী বদ্ধমুকুটঃ সম্রাট্ নগরযুবতিভির্নেত্রাব্জৈঃ পুষ্পবৃষ্ট্যা চ পূজ্যো

শ্রীরাধা যেরূপ প্রলাপ বলিয়াছিলেন, তাহা অনুবাদ করিয়া শ্রীলীলাশুক বলিলেন—"পিচ্ছাবতংস"।

(শ্রীরাধার উক্তি) হে শ্রীকৃষ্ণ! আমাদের সকলেরই নয়ন তোমার ঐ কিশোরমূর্ত্তি ও তৎসম্বন্ধি বেশ-লীলাদি দেখিবার জন্য চঞ্চল হইয়াছে। 'মহাভাষ্যধৃত বচন—"চর্ম্মাণি দ্বীপিনং হন্তীতিবৎ" (চর্ম্মের নিমিত্ত ব্যাধ ব্যাঘ্র বধ করে)—এই ন্যায়ে যেমন কর্ম্মসংযোগে নিমিত্তার্থে সপ্তমী হইয়াছে, তেমনি এই শ্লোকের ১ম, ২য় ও ৩য় পাদে সপ্তমী হইয়াছে। অতএব কিশোরবয়স ও তৎসম্বন্ধি বেশ ও লীলাদি চাপল্যের মহাচমৎকারিত্ব দেখিয়া আমাদের সকলেরই মন চঞ্চল হইয়াছে; এখন বল দেখি, আমাদের কর্ত্তব্য কি? অথবা বরাক্‌সদৃশ্য এই নয়নেরই বা কি দোষ? যেহেতু এতাদৃশ সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যপূর্ণ তোমার দিব্যকিশোরমূর্ত্তি আমাদের নয়নকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। কিরূপে? শিখিপুচ্ছ রচিত মুকুট, রচনযোগ্য সুমোহিনী কেশপাশ; চন্দ্র ও পদ্মের শোভা বিজয়ে উদ্যত শ্রীমুখবিম্ব, পীনস্তনী ব্রজসুন্দরীদের নয়নকমলের দ্বারা পূজিত—পূজনযোগ্য। এরূপ যাবতীয় উপমা-

তচ্ছৈশবং ত্রিভুবনাদ্ভুতমিত্যবেহি
মচ্চাপলঞ্চ মম বা তব বাধিগম্যম্ ।
তৎ কিং করোমি বিরলং মুরলীবিলাসি
মুগ্ধং মুখাম্বুজমুদীক্ষিতুমীক্ষণাভ্যাম্ ।। ৩২

ভবতি। অতো দর্শনং দেহীতি ভাবঃ। স্বান্তর্দ্দশায়াম্; শৈশবে শ্রীরাধয়া সহ বিলাসোচ্ছলিতকৈশোরে। পীনস্তনী রাধা তন্নেত্র-পঙ্কজাভ্যাম্ পূজার্হে। বাহ্যার্থঃ স্পষ্ট এব। ৩১

টীকা—অথ তস্যা উদ্‌ঘূর্ণা দশা যাবৎ শ্রীকৃষ্ণদর্শনম্। তত্রৈবোদ্বেগ-

---

বিজয়ী সম্রাটস্বরূপ তোমার মুখবিম্ব। এজন্য নাগরী যুবতিবৃন্দের নেত্রকমলরূপ পুষ্পবৃষ্টিদ্বারা পূজ্য হইয়াছে। অতএব এই কিশোর-মূর্ত্তির মাধুর্য্যের চমৎকারিতায় জগতের কে না ভুলে? অতএব দর্শন দাও।

স্বান্তর্দশার অর্থ—শৈশবে শ্রীরাধার সহিত বিলাসহেতু উচ্ছলিত তোমার কিশোরমূর্ত্তি, যাহা পীনস্তনী শ্রীরাধার নয়ন-কমলদ্বারা পূজা যোগ্য হইয়াছে, সেই কিশোরমূর্ত্তি দর্শনের জন্য আমাদের নয়ন চঞ্চল হইয়াছে।

বাহ্যার্থ—অনুবাদেই অর্থ স্পষ্ট হইয়াছে। ৩১

(৩২) শ্লোকার্থ—হে শ্রীকৃষ্ণ, তোমার কৈশোর ও আমার চাপল্য উভয়ই ত্রিভুবনে অদ্ভুত, তাহা তুমি অবগত আছ, আমিও তাহা জানি। এখন উপদেশ কর, তোমার অতুলনীয় মুরলীবিলাসি মুখকমল একটিবার এই নয়নভরিয়া দর্শন করিবার জন্য কি সাধন করিব?

দশা চতুর্ভিঃ। তত্র প্রথমম্। ননু ভবতু নাম নেত্রচাপল্যম্, কাপ্যন্যৈতাদৃক্ বিকলান দৃশ্যতে। ত্বং সাধ্বীপ্রবরাসি তদ্গম্ভীরা ভব, সখ্যোঽপ্যেবং ত্বাং বোধয়ন্তীতি তস্য নর্ম্মোপালম্ভং মনস্যুট্টঙ্ক্য তং প্রতি সোদ্বেগং প্রলপন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ। ত্বচ্ছৈশবং তব কৈশোরং মাধুর্য্যাদিভির্ম্মাদকত্বাকর্ষকত্বাদিভিশ্চ ত্রিভুবনে অদ্ভুতমবৈহি জানীহি স্মরেত্যর্থঃ। মচ্চাপলং চ ত্রিভুবনাদ্ভুতমবৈহি। এতদ্দ্বয়ং তব বাধিগম্যং জ্ঞেয়ং মম বা। যদ্বা,

---

(৩২) টীকার অনুবাদ—অনন্তর শ্রীরাধার উদ্‌ঘূর্ণাদশা বর্ণিত হইতেছে। (এই শ্লোক হইতে যে পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণদর্শন না হয়, সেই পর্য্যন্ত) তাহার মধ্যে প্রথমে "উদ্বেগদশা' এবং পরবর্ত্তী চারিটি শ্লোকে 'জাগর্য্যাদি' দশা বর্ণিত হইবে। এই শ্লোকে উদ্বেগদশায় শ্রীরাধার এই প্রকার ভ্রম হইল যে, শ্রীকৃষ্ণ যেন তাঁহার নিকট আসিয়া বলিতেছেন, অয়ি শ্রীরাধে! তোমার এই নেত্রচাপল্য কেবল চিত্তের লঘুতা হইতে জাত হইয়াছে; কিন্তু এরূপ বিকলতা অন্য কোথাও দেখা যায় না। তুমি সাধ্বীপ্রবরা ও অতি গম্ভীরা এবং তোমার সখীরাও তোমাকে নিরন্তর প্রবোধ দিতেছে, তবে কেন তুমি আমার অদর্শনে ব্যাকুল হইতেছ? শ্রীকৃষ্ণের এই নর্ম-উপালম্ভ (তিরস্কার) বাক্য শুনিয়া শ্রীরাধা নিজের মনের ভাব উদ্‌ঘাটন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে উদ্বেগের সহিত যে প্রলাপ বলিয়াছেন, তাহা অনুবাদ করিয়া শ্রীলীলাশুক বলিলেন—'তচ্ছৈশবং' ইতি। হে মুরলীবিলাসি! তোমার শৈশব (কৈশোর) মূর্ত্তির মাধুর্য্যাদির, মাদকত্ব ও আকর্ষকত্বাদি ত্রিভুবনে অদ্ভুত বলিয়া জানিয়া রাখ। অর্থাৎ এই কৈশোর-

মচ্চাপলং চ ত্বদুৎপাদিতত্বাত্তব বা স্বীয়ত্বাৎ মম বাধিগম্যম্। অন্যো বেদ ন চান্যদুঃখমখিলমিত্যদিন্যায়াৎ। সখ্যোঽপি সম্যঙ্ ন জানন্তি যত এবং বদন্তীতি ভাবঃ। পুনঃ প্রোচ্ছোলিতোদ্বেগা সদৈন্যমাহ,তদিতি। তত্তস্মাত্তন্মুখাম্বুজমীক্ষণাভ্যামুচ্চৈরীক্ষিতুং কিং করোমি। যৎকৃতে তদ্দৃষ্টং স্যাৎ তৎ ত্বমেবোপদিশেত্যর্থঃ। ননু ন দৃষ্টং তত্তেন কিং তত্রাহ; মুগ্ধং মনোহরম্ তদদর্শনাৎ তদ্বিফলত্বাপত্তেঃ অক্ষম্বতামিত্যাদেঃ। তথা

মাধুর্য্য একদিকে যেমন মাদক, অপরদিকে তেমনই আকর্ষক, ইহা তুমি ত' জান, স্মরণ কর। আর তোমার এই কৈশোরমাধুর্য্য দর্শন করিবার আমার যে অভিলাষজনিত চাপল্য, ইহাও ত্রিভুবনে অদ্ভুত, ইহাও তোমার জানা আছে, আমিও তাহা জানি। অর্থাৎ এই দুইটি বিষয় তুমি বা আমি ভিন্ন অপর কেহই জানে না। অথবা আমার যে চাপল্য, তাহা তোমা কর্ত্তৃক উৎপাদিত বলিয়া আমার বা তোমার অধিগম্য। 'অন্যো বেদ ন চান্যদুঃখমখিলমিত্যাদি,(জঃ বঃ নাঃ)অন্যের মনের যে দুঃখ, তাহা অন্যজন জানে না। একের বেদনা অন্যে কি করিয়া বুঝিবে? এই ন্যায়ানুসারে আমার প্রিয়সখীও তাহা সম্যক্ জানে না। যেহেতু তাহারা আমাকে ধৈর্য্য ধারণ করিতে উপদেশ দিতেছে। এই কথা বলিতে বলিতে পুনরায় চিত্তের প্রগাঢ় উচ্ছোলিত উদ্বেগভরে শ্রীকৃষ্ণের মুখকমল দর্শন করিবার জন্য অত্যন্ত দৈন্যের সহিত বলিলেন, এখন বল দেখি কি করিব? তোমার দুর্লভ মুরলীবিলাসি মুখকমল দুই নয়নভরিয়া দেখিবার জন্য আমি কি উপায় অবলম্বন করিব? তাহা উপদেশ কর। যদি বল, আমার

দানকেলিকৌমুদ্যাম্-ভবতু মাধবজল্পমশৃণ্বতোঃ শ্রবণয়োরলমশ্রবণির্মম। তমবিলোকয়তোরবিলোকনিঃ সখি বিলোচনয়োশ্চ কিলানয়োরিত্যা-দেশ্চ। ননু নেদানীং দৃষ্টং তেন কিং স্থিত্বা দ্রক্ষ্যসি তত্রাহ; বিরলং কুলবধূনাং নস্তত্রাপি তব গোচারণাদিনা দুর্ল্লভদর্শনম্। অতোঽধুনা লব্ধেঽবসরেঽপি যন্ন দর্শয়সি তত্তব নিষ্ঠুরতেত্যর্থঃ। কিংবা, ননু তৎসমং কিমপি পশ্য তত্রাহ, বিরলং সাম্যরহিতম্। তত্র হেতুঃ,

---

মুখকমল না দেখিলে ক্ষতি কি ? উত্তরে বলিলেন, হে মুরলীধর ! তোমার মনোহর মুখকমল একটিবার দুই নয়নভরিয়া না দেখিলে নয়ন-ধারণ বিফল। যেহেতু তোমার দর্শনই "অক্ষণ্বতাং ফলমিদং ন পরং বিদাম্" (ভা ১০।২১।৭) 'চক্ষুষ্মান ব্যক্তির চক্ষুর সাফল্যই এইরূপ দর্শনে—চক্ষুলাভের একমাত্র ফল।' এই শাস্ত্রোক্তির দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে। এখন মহানুভবের অনুভূতির কথা বলিতেছি—'হে সখি ! আমার কথা শ্রবণ কর, যে কর্ণ মাধবের গুণানুবাদ শ্রবণ করে নাই, সে কর্ণ বধির হওয়াই ভাল, যে চক্ষুদ্বয় মাধবের রূপ দর্শন করে নাই, সেই চক্ষুর অন্ধত্বই ভাল। ইহাই আমার অনুভব।" (দানঃ কৌঃ) যদি বল, এখন না হয় নাই দেখিলে পরে দেখিও। তাহাতে বলিলেন—'বিরলং' আমাদের মত কুলবধূগণের পক্ষে তোমার মুখকমল দর্শন অতিশয় বিরল। কেননা, তুমি গোচারণাদি উপলক্ষে দূরে অবস্থান কর। আর আমরাও লজ্জা ও গুরুজনভয়ে নিরন্তর গৃহমধ্যে অবস্থান করি; সুতরাং তোমার দর্শন দুর্লভ; কিন্তু এখন কোন বাধা নাই—তোমার মুখকমল দর্শন করিবার অবসর ঘটিয়াছে। এখন কেন

পর্য্যাচিতামৃতরসানি পদার্থভঙ্গী-
বল্গূনি বল্গিতবিশালবিলোচনানি।
বাল্যাধিকানি মদবল্লবভাবিনীভি-
র্ভাবে লুঠন্তি সুকৃতাং তব জল্পিতানি ॥ ৩৩

মুরলীবিলাসি। স্বান্তর্দশায়াম্, পূর্ব্ববৎ তৎসঙ্গোচ্ছলিতং কৈশোরং জ্ঞেয়ম্। তদ্ দ্রষ্টুং মচ্চাপলং চ। অন্যৎ সমম্। বাহ্যার্থঃ স্পষ্টঃ। ৩২

টীকা—অথ মনসি তস্য তত্তৎপ্রতিবচনোট্টঙ্কণাৎ পুষ্পাদ্যাহরণে দানবর্ত্মন্যাদৌ চ স্বেন স্বসখীভিশ্চ সহ কৃষ্ণস্য নর্ম্মকলহস্ফূর্ত্ত্যা অত্যু-

---

তোমার ঐ মুখকমল দর্শন করাইতেছ না? ইহা তোমার নিষ্ঠুরতা ভিন্ন আর কি বলিব? কিংবা যদি বল, আমার মুখের তুল্য অন্যের মুখ দর্শন কর। তাহাতে বলিলেন, বিরল—সাম্যরহিত। তাহার হেতু তোমার মুরলী-বিলাসি মুখকমল ত্রিভুবনে দুর্লভ; সুতরাং তোমার মুখকমল দুই নয়নভরিয়া দেখিবার জন্য আমি কি করিব?

স্বান্তর্দশার অর্থ—পূর্ব্ববৎ শ্রীরাধার সঙ্গোচ্ছলিত শ্রীকৃষ্ণের মুখকমল, দুই নয়নভরিয়া দেখিবার জন্য আমি কি করিব? তোমার সেই কৈশোর-রূপ দর্শন করিবার উৎকণ্ঠাই আমার চিত্তের চাপল্য। অন্য অর্থ সমান।

বাহ্যার্থ—স্পষ্ট। ৩২

(৩৩) শ্লোকার্থ—সর্ব্বতোভাবে অমৃতরসে সিঞ্চিত তোমার বাক্যসমূহ পদবিন্যাসে ও অর্থসম্পদে মনোহর এবং সুন্দর বিশাল

দ্বেগেন তৎস্মরণেঽপ্যসমর্থায়াঃ 'তব কথামৃতমি'ত্যাদিবৎ সবিষাদং প্রলপন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ—মদবল্লবভাবিনীভিঃ সহ তব জল্পিতানি মিথো বাকাবাগরূপাণি সুকৃতাং ভাবে ভাবাক্রান্তচিত্তে লুঠন্তি স্ফুরন্তি। মম পুনরুদ্বিগ্নে চেতসি তদপি দুর্লভমিতি ভাবঃ। কুন্তাঃ প্রবিশন্তীতি ন্যায়াৎ। তথা, 'প্রবিষ্টঃ কর্ণরন্ধ্রেণ স্বানাং ভাবসরোরুহমিত্যত্র ভাবসরোরুহং হৃদয়কমলমিতিবৎ। মদেতি ভামিনীভিশ্চেত্যনেন বয়ং পরকীয়া রমণ্যঃ স্বচ্ছন্দং বনে বিহরামঃ, কথময়মস্মান্নিরুণদ্ধীতি গর্ব্বোদ্রি-

---

নেত্রদ্বয় ও মদমত্ত বল্লবভাবিনীদের সহ তোমার কৈশোররঞ্জিত জল্পনাসমূহ পুণ্যবানদের ভাবাক্রান্ত চিত্তেই স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে।

(৩৩) টীকার অনুবাদ—অতঃপর শ্রীরাধা মনোমধ্যে শ্রীকৃষ্ণের সেই নর্মবচনের প্রতিবচন উদ্‌ঘাটনপূর্ব্বক অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সেই নর্মবাণীর প্রত্যুত্তর, যাহা তিনি সখীগণের সহিত পুষ্পাদি আহরণে ও দানবর্ত্মরোধন সময়ে বলিতেন, সেই চাতুর্য্যময় নর্মকলহ এক্ষণে চিত্তে স্ফূর্ত্তিহেতু অতিশয় উদ্বেগে তাহা স্মরণ করিতেও অসমর্থা হইয়া "তব কথামৃতম্' (ভা ১০।৩১।৯) তোমার কথামৃত সংসারতপ্তজনের জীবনপ্রদ।' ইত্যাদি উক্তির মত শ্রীরাধা বিষাদের সহিত যে প্রলাপ বলিয়াছেন,তাহা অনুবাদ করিয়া শ্রীলীলাশুক বলিলেন—'আর্য্যাচিত' ইতি।

(শ্রীরাধার উক্তি) হে শ্রীকৃষ্ণ! মদবিহ্বলা ভাবিনীদের সহিত নির্জ্জনে তোমার জল্পনা (পরস্পরের কথাবার্ত্তা) পুণ্যবানদের (মদবিহ্বলা বল্লবভাবিনীদের ভাবে বিভাবিত—ভাবাক্রান্ত) চিত্তেই নিয়ত স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে। এখন উদ্বিগ্ন চিত্তে উহার স্মরণও দুর্লভ হইয়াছে, 'কুন্তাঃ প্রবিশন্তীতি"—

স্ত্যপ্রণয়রোষযুক্তয়া স্তাভিরিতি,তাসাং কিলকিঞ্চিতভাবোদ্গমঃ কথিতঃ। তল্লক্ষণম্—গর্ব্বাভিলাষরুদিতস্মিতাসূয়াভয়ক্রুধাম্। সঙ্করীকরণং হর্ষাদুচ্যতে কিলকিঞ্চিতমিতি। কীদৃশানি? পদানামর্থানাঞ্চ ভঙ্গীভির্বল্গুনি

কুন্তা প্রবেশ বলিতে কুন্তাধারী পুরুষের প্রবেশ বুঝায়', এই ন্যায়ানুসারে এবং "প্রবিষ্টঃ কর্ণরন্ধ্রেণ স্বানাং ভাবসরোরুহম্' (ভাঃ ২।৮।৫) ভগবান ভক্তগণের ভাবরূপ হৃদয়-কমলাসনে কথারূপে প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন। এই শ্লোকের 'ভাবসরোরুহ' পদে হৃদয়কমল বুঝিতে হইবে। এই অনুসারে "মদবল্লবভাবিনী" পদের 'মদ' ও 'ভাবিনী' এই শব্দদ্বয় দ্বারা ভাবগত চমৎকারিত্ব ধ্বনিত হইয়াছে। ভাবার্থ এই যে, সৌভাগ্য ও যৌবনের গর্ব্বহেতু চিত্তের বিকারকে 'মদ' বলে। আর শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনেই সেই গর্ব্বের সার্থকতা; প্রশস্তভাববতী ভাবিনীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলনই তাঁহাদের পক্ষে পরম সৌভাগ্য। এই সৌভাগ্যহেতু তাঁহারা নিয়ত বিহ্বল। সেই সৌভাগ্যবতী গোপরমণীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের যে জল্পনা, তাহা এইরূপ :— আমরা পরকীয়া রমণী, স্বচ্ছন্দে এই বনে বিহার করি, তুমি কেন আমাদের পথ রোধ করিতেছ? গোপীদের এইরূপ সগর্ব্ব উক্তিদ্বারা প্রণয়-রোষ, অসূয়া প্রভৃতি ভাব প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার দ্বারা তাঁহাদের 'কিলকিঞ্চিত' ভাবের উদ্গম কথিত হইয়াছে। কিলকিঞ্চিত ভাবের লক্ষণ—হর্ষহেতুক গর্ব, অভিলাষ, রোদন, স্মিত, অসূয়া, ভয় ও ক্রোধের একইকালে সংমিশ্রণ হইলে মনোজ্ঞ শোভা ধারণ করে। ইহাকে কিলকিঞ্চিত বলা

মনোজ্ঞানি। পদানাং যথা বিলাসমঞ্জর্য্যাম্;পরিজ্ঞাতমদ্য প্রসূনানিমেতাং, লুনীষে ত্বমেবং প্রবালৈঃ সমেতাম্। ধৃতাসৌ ময়া কাঞ্চনশ্রেণিগৌরি, প্রবিষ্টাসি গেহং কথং পুষ্পচৌরিঃ॥ সদাত্র চিনুমঃ প্রসূনমজনে, বয়ং হি নিরতাঃ সুরাভিভজনে। ন কোঽপি কুরুতে নিষেধবচনং, কিমদ্য তনুষে প্রগল্ভরচনম্॥ অর্থানাং যথা দানকেলিকৌমুদ্যাম্— কৃষ্ণকুণ্ডলিনশ্চণ্ডী কৃতং ঘট্টনয়ানয়া। ফূৎকৃতিক্রীড়য়া যস্য ভবিতাসি বিমোহিতা॥

হয়। সেই বাক্য কিরূপ? পদবিন্যাস ও অর্থভঙ্গীর জন্য মনোরম। তাহার মধ্যে পদবিন্যাস—(শ্রীবিলাসমঞ্জরী গ্রন্থে) শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, অদ্য জানিলাম যে প্রত্যহ তুমিই প্রচ্ছন্নভাবে আসিয়া আমার উদ্যানের পুষ্প চুরি করিয়া থাক; কিন্তু হে পুষ্পচৌরি! হে হেমগৌরি! আজ তোমাকে ধরিয়াছি! তুমি কেমন করিয়া ঘরে যাইবে। তোমাকে কুঞ্জকারাগৃহে প্রবেশ করাইয়া পুষ্পচুরির প্রতিফল দিব। হে চৌরি! আর বেশী বাক্য ব্যয় না করিয়া এই কুঞ্জকারাগারে স্বয়ংই প্রবেশ কর।" শ্রীকৃষ্ণের এই কথা শুনিয়া শ্রীরাধা বলিলেন, "আমরা প্রত্যহ এই নির্জ্জন বনে পুষ্পচয়ণ করিয়া দেবতার ভজনা করিয়া থাকি, কখনও কেহ আমাদিগকে নিষেধ করে না। আজ তুমি কিজন্য নিষেধ করিতেছ? এইরূপ অর্থবিন্যাস দানকেলি-কৌমুদিতেও দৃষ্ট হয়। যথা, শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "হে চণ্ডি কৃষ্ণসর্পের ঘট্ট চালনায় প্রয়োজন নাই, ইহার ফুৎকার দ্বারা সকলে বিমোহিত হইয়া যায়। (ইহার দ্বারা চুম্বন আলিঙ্গনাদি লক্ষিত হইয়াছে) ইহার উত্তরে শ্রীরাধা শ্লেষভঙ্গীতে বলিলেন, নকুলের স্ত্রীগণকে

ধর্ষণেনকুলস্ত্রীণাং ভুজঙ্গেশঃ ক্ষমঃ কথম্। যদেতা দশনৈরেষ দশন্নাপ্নোতি শোভনমিতি॥ অতঃ পরি সর্ব্বতঃ আচিতানি অমৃতানি রসা শৃঙ্গারাদয়শ্চ যৈঃ। তথা বল্লিতানি তস্য তাসাঞ্চ বিশালবিলোচনানি যৈর্যেষু বা। তথা বাল্যেন কৈশোরস্বভাবচাঞ্চল্যেনাধিকানি মিথো জিগীষয়ানবচ্ছিন্নানি। স্বান্তর্দশায়াম্—কর্ণদ্বারা তাদৃশচিত্তে প্রবিশ্য তদানন্দয়ন্তীত্যর্থঃ। অন্যৎ সমম্। বাহ্যার্থঃ স্পষ্টঃ॥ ৩৩

ধর্ষণ করিতে কৃষ্ণসর্পরাজের ক্ষমতা আছে কি? যেহেতু এই ভুজঙ্গরাজ নকুলবধূগণকে দংশন করিলে তাহারাও ত' প্রতিদংশন করিয়া বিষ ঢালিলে সর্পরাজেরই প্রাণহানি ঘটিবে।' এস্থলে অভিযোগপক্ষে অর্থ এই যে, নায়ক কুলরমণীদিগকে ধর্ষণ করিতে কেন পারিবে না? যেহেতু কুলবধূদিগকে দন্তাঘাত করিলেই তাঁহার শোভা বৃদ্ধি হইবে। এইরূপ রচনা-পরিপাটিযুক্ত শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের নর্ম্মোক্তি সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বদিকে যেন অমৃতরস —শৃঙ্গারাদি রস সিঞ্চন করায় পরম মনোহর হইয়াছে। আরও বলিলেন, এরূপ নর্ম্মোক্তিকালে শ্রীকৃষ্ণের প্রফুল্ল বিশাল নয়নদ্বয় বা তাঁহাদের বিশাল নেত্রযুগল আরও বিস্ফারিত হইয়া থাকে। আর এই উক্তিসমূহও উভয়ের কৈশোর-সুলভ চাঞ্চল্যব্যঞ্জক; ইহা আবার সর্ব্বদাই অধিক হইতেও অধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। অভিপ্রায় এই যে, শৃঙ্গারাদি অমৃতরসে সিঞ্চিত শ্রীকৃষ্ণের পরিহাস বচনচাতুর্য্য পরস্পর (শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা) জয়েচ্ছু বলিয়া উভয়ের উক্তি-প্রত্যুক্তি সমৃদ্ধ ও অনবচ্ছিন্ন হইয়া থাকে।

পুনঃ প্রসন্নেন্দুমুখেন তেজসা
পুরোঽবতীর্ণস্য কৃপামহাম্বুধেঃ।
তদেব লীলামুরলীরবামৃতং
সমাধিবিঘ্নায় কদা নু মে ভবেৎ ॥ ৩৪

টীকা—অথ তদর্শনোদ্ভূতমনঃপীড়োদ্বিগ্নায়া মূর্চ্ছ্যন্ত্যাঃ আশ্বাসনপরসখীঃ প্রতি সলালসং পৃচ্ছন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ—পুনঃ পুরোঽবতীর্ণস্য তস্য যেন মাং কুঞ্জে প্রেষিতবান্,তথা লীলাসূচকমুরলীরবামৃতং প্রসন্নেন্দু-

---

স্বান্তর্দশার অর্থ,—শ্রীকৃষ্ণের নর্ম্মোক্তিসমূহ সুকৃতদের কর্ণপথদ্বারে হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া পরমানন্দ বিস্তার করে। অন্য অর্থ সমান।

বাহ্যার্থ—স্পষ্ট। ৩৩

(৩৪) শ্লোকার্থ—পুনরায় আমার সম্মুখে অবতীর্ণ হইয়া কৃপার মহাসাগর শ্রীকৃষ্ণ, প্রসন্ন চন্দ্রের মত দীপ্ত আননে লীলামুরলীরবামৃতের দ্বারা কবে আমার সমাধির বিঘ্ন উৎপাদন করিবে?

(৩৪) টীকার অনুবাদ—অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনজনিত মনঃপীড়ায় অতিশয় উদ্বেগে শ্রীরাধা মূর্চ্ছিতা হইলে সখীগণ আশ্বাসদানে প্রবোধিত করিলেন। সেই আশ্বাসনপর সখীগণের প্রতি লালসার সহিত শ্রীরাধা যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা অনুবাদ করিয়া শ্রীলীলাশুক বলিলেন—'পুনঃ' ইতি।

(অন্তর্দশায় শ্রীরাধার উক্তি)—হে সখি! কবে আমার সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়া পূর্ব্বের মত মুরলীরবামৃতের দ্বারা

মুখেন তদ্রূপেণ তেজসা কান্তিপূরেণ সহ মম সমাধেঃ সম্যঙ্মনঃপীড়ায়া বিঘ্নায় নাশায় কদা ভবেৎ। অহো দুর্ঘটমেতদিতি ক্ষণং বিচিন্ত্য, অথবা সম্ভাব্যেত ইত্যাহ—কৃপেতি। স্বান্তর্দশায়াম্—তদেব তৎপ্রেরণরূপং মুরলীরবামৃতম্। অন্যৎ সমম্। বাহ্যে—সমাধের্ধ্যানস্যেবান্যৎ স্পষ্টম্ ॥ ৩৪

আমাকে সঙ্কেতকুঞ্জে প্রেরণ করিবেন? আর সেই লীলাসূচক মুরলীরবামৃত এবং প্রসন্ন চন্দ্রের মত দীপ্ত শ্রীমুখ, অর্থাৎ কুঞ্জে প্রেরণরূপ লীলাবিলাস-তরঙ্গে উদ্বেলিত কান্তিপূর্ণ শ্রীমুখে মোহন মুরলী ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ আমার সম্মুখে আসিয়া কখন দাঁড়াইবেন এবং আমার সমাধি ভাঙ্গিয়া দিবেন? সম+আধি—সমাধি—সম্যক্ মনঃপীড়া অর্থাৎ তাঁহার অপ্রাপ্তিজনিত আমার মনঃপীড়া কবে নাশ করিবেন? অহো! এক্ষণে আমার মনঃপীড়া দূর হওয়া দুর্ঘট। ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, তাঁহার প্রকট সম্ভব হইতেও পারে। যেহেতু তিনি কৃপার মহাসাগর, তাঁহার কৃপাই তাঁহাকে পাওয়া যায়, সুতরাং আমার আশা পূর্ণ হইতেও পারে।

স্বান্তর্দশার অর্থ—এই প্রকারে শ্রীরাধার কুঞ্জে প্রেরণরূপ মুরলীরবামৃতে কবে আমার চিত্তসন্তাপ দূর করিবেন? অন্য অর্থ সমান।

বাহ্যার্থ—সমাধি (অন্তঃকরণের লয়) হইতে আমার মনকে মুরলীরবামৃতের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ কবে ধ্যানের বিঘ্ন সম্পাদন করিবেন? আর কবেই বা নিজের নিকটে আকর্ষণ করিবেন? অন্য অর্থ স্পষ্ট। ৩৪

বালেন মুগ্ধচপলেন বিলোকিতেন
মন্মানসে কিমপি চাপলমুদ্বহন্তম্ ।
লোলেন লোচনরসায়নমীক্ষণেন
লীলাকিশোরমুপগূহিতুমুৎসুকাঃ স্মঃ ।। ৩৫

টীকা—অয়ি সখি স চেৎ কৃপালুস্তদা স্বয়মায়াস্যতি কিমিতি চপলাসীতি বদন্তীঃ সখীঃ প্রতি তস্যৈবায়মেব দোষ ইতি বদন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ, লীলা মৎপ্রেরণলীলা তদ্যুক্তং কিশোরং তং সাক্ষাত্তদ্ভাগ্যরাহিত্যাদীক্ষণেনাপ্যুপগূহীতুমুৎসুকাঃ স্ম। ন কেবলমেকৈবাহং ভবত্যোঽপীতি

---

(৩৫) শ্লোকার্থ—যে কিশোর মুগ্ধ চপল দৃষ্টিদ্বারা আমার মানসে অনির্ব্বাচ্য চঞ্চলতা উৎপাদন করিয়াছেন, এখন সেই লোচনরসায়ণ লীলাকিশোরকে সতৃষ্ণ নয়নের দৃষ্টিদ্বারা আলিঙ্গন করিতে আমি উৎসুক হইয়াছি।

(৩৫) টীকার অনুবাদ— 'অয়ি সখি! শ্রীকৃষ্ণ যদি কৃপালু হয়েন, তাহা হইলে তিনি স্বয়ংই আসিবেন, তাহার জন্য চাপল্য প্রকাশ করিয়া কেন তুমি ব্যথিত হইতেছ?" সখীগণের কথা শুনিয়া প্রণয়রোষভরে শ্রীকৃষ্ণের দোষ প্রদর্শন করিয়া শ্রীরাধিকা যে প্রলাপ বলিলেন, তাহা অনুবাদ করিয়া শ্রীলীলাশুক বলিতেছেন 'বালেন' ইতি।

(অন্তর্দশায় শ্রীরাধিকার উক্তি) হে সখি! আমার কুঞ্জ প্রেরণলীলাযুক্ত অর্থাৎ শত শত গোপীর মধ্য হইতে নয়নকটাক্ষে আমায় কুঞ্জে প্রেরণরূপ লীলাবিলাসী কিশোরকে সাক্ষাৎ দর্শন করিবার আমার ভাগ্য নাই। ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া দীর্ঘনিশ্বাস

বহুত্বম্। কীদৃশেন, লোলেন তং দ্রষ্টুমতিচঞ্চলেন লুব্ধেন চ। তত্র হেতুঃ—কীদৃশম্? লোচনং রসায়নম্। তৎ সন্তর্পকম্। ননু সাধ্বনুষ্ঠিতং নো বচঃ দ্বিগুণীকৃতং চাপলমুদ্বহন্তমুৎপাদয়ন্তম্। সাক্ষাদ্দর্শনমদত্ত্বা মনস্যাবির্ভূয় তথা কুর্ব্বন্তমিতি তস্যৈবায়ং দোষ ইতি ভাবঃ। কীদৃশেন? বালেন কোমলেন। কিংবা অন্যাভ্যঃ সঙ্কোচেন দরাবলোকনাৎ সূক্ষ্মেণ। ময়ৈব জ্ঞেয়েনেত্যর্থঃ। তথা মুগ্ধঞ্চ তচ্চপলঞ্চ তেন। স্বান্তর্দ্দশায়াম্—

ত্যাগ করত বলিলেন, সেই লীলাকিশোরকে কেবল দর্শনের দ্বারা আলিঙ্গন করিতে উৎসুক হইয়াছি। কেবল আমি একা নহি; তোমরা সকলেই তাঁহার দর্শনের জন্য উৎসুক হইয়াছ। সেই লীলাময় কিশোর কিরূপ? লোচনের রসায়ণ—লোচনের আহ্লাদক। তাৎপর্য্য এই যে; লোচনের দোষ থাকিলে ভাল দেখিতে পাওয়া যায় না; শ্রীকৃষ্ণ লোচনের রসায়ণস্বরূপ বলিয়া তিনি স্বয়ং তাঁহার রূপমাধুর্য্য গ্রহণের অন্তরায়কে অপনীত করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে আসক্তি আনয়ণ করেন—চিত্তে দর্শনোৎকণ্ঠার সৃষ্টি করেন। তোমরা যদি বল, 'ইহাত' সাধু অনুষ্ঠান। না, একথা বলিও না। কারণ সাক্ষাৎ দর্শন না দিয়া তিনি আমার মানসে আবির্ভূত হইয়া চপল নয়নের চঞ্চল চাহনির দ্বারা হৃদয়ে দ্বিগুণ উৎকণ্ঠা উৎপাদন করিতেছেন; ইহা তাঁহার দোষই। কিরূপ দৃষ্টি দ্বারা অবলোকন করিতেছেন? কোমল দৃষ্টি দ্বারা, কিংবা তিনি লীলায় আবিষ্ট বলিয়া কোমল, মুগ্ধ ও মনোহর দৃষ্টির সহিত আমার মনে আবির্ভূত হইয়া অন্য নারীগণের ভয়ে সঙ্কোচবশতঃ ঈষৎ অবলোকনের দ্বারা নিজেকে

অধীরবিম্বাধরবিভ্রমেণ
হর্ষার্দ্রবেণুস্বর-সম্পদা চ।
অনেন কেনাপি মনোহরেণ
হা হন্ত হা হন্ত মনো তুনোষি ॥ ৩৬

হৃদি স্ফুরিতেন মাং চঞ্চলয়ন্তং তং সাক্ষাৎ দ্রষ্টুমুৎসুকাঃ স্ম। অন্যৎ সমম্। বাহ্যার্থঃ স্পষ্টঃ ॥ ৩৫

টীকা—অথ পূর্ব্বস্বপ্রেরণাস্মৃত্যোন্মাদদশারূঢ়ায়াঃ কথং ময়া তে মনশ্চপলং কৃতমিতি বদতস্তস্য পুরোদর্শনাদর্শনোত্থবৈক্লব্যোদ্বিগ্নায়াস্তমুপালভমানায়াঃ প্রলাপমনুবদন্নাহ। তল্লক্ষণম্- অতস্মিংস্তদিতি ভ্রান্তি-

---

সাক্ষাৎ দর্শন জন্য হৃদয়ে ব্যাকুলতা বৃদ্ধি করেন; কিন্তু ইহা কেবল আমি জানি, অন্য কেহ জানে না। এজন্যই আমি তাঁহার সাক্ষাৎ দর্শনের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়াছি। কখন সেই মুগ্ধ চপল কিশোরকে দৃষ্টির দ্বারা আলিঙ্গন করিব ?

স্বান্তর্দশার অর্থ—সেই লীলাময় কিশোর মুগ্ধ চপল দৃষ্টিতে আমাদের মনে চাঞ্চল্য উৎপাদন করিয়াছেন, এখন তাঁহাকে সাক্ষাৎ দর্শন করিবার জন্য আমি উৎসুক হইয়াছি। অন্য অর্থ সমান।

বাহ্যার্থ—স্পষ্ট। ৩৫

(৩৬) শ্লোকার্থ—হে অধীর! তোমার চঞ্চল বিম্বাধরের বিভ্রম, যাহা কেহ নির্ণয় করিতে পারে না। হর্ষহেতু আর্দ্রীভূত বেণুর স্বর-সম্পদের মনোহর বিলাস দ্বারা হায়! হায়! আমার মনকে তুমি সন্তপ্ত করিতেছ।

রুন্মাদ ইতি কথ্যতে ইতি। নিরক্ষরসঙ্কেতকথনেনাধীরো যো বিম্বাধরস্তস্য বিভ্রমেণ মনো দুনোষি দুঃখয়সি। হে ধূর্ত্ত ইতি শেষঃ। হা খেদে, হন্ত বিষাদে, তয়োরতিশয়ে বীপ্সা। ননু ভ্রান্তাসি তত্রাহ;-অমেন দৃশ্যমানেন।

---

(৩৬) টীকার অনুবাদ—পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ কটাক্ষপ্রেরণায় শ্রীরাধাকে সঙ্কেত কুঞ্জে প্রেরণ করিয়াছিলেন, এখন শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে সেই অতীত প্রেরণ-স্মৃতিহেতু তিনি উন্মাদদশায় আরূঢ় হইয়াছেন, এই অবস্থায় তাঁহার মনে হইল যেন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সম্মুখে আসিয়া বলিতেছেন, হে প্রিয়ে! আমি কি করিয়া তোমার মন চঞ্চল করিয়াছি? গতসুখ-স্মৃতিতে তোমার চিত্ত উন্মত্ত হইয়াছে, এজন্য কি আমি দায়ী? শ্রীকৃষ্ণের এই পরিহাস-বাক্য শুনিয়া ও তাঁহাকে সম্মুখে দেখিয়া শ্রীরাধার মনে দর্শন ও অদর্শন হইতে উত্থিত বৈক্লব্য ও উদ্বেগ আরও বৃদ্ধি হইল। এই অবস্থায় তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুযোগ করিয়া যে প্রলাপ বলিয়াছেন, তাহা অনুবাদ করিয়া শ্রীলীলাশুক বলিলেন, 'অধীর' ইতি।

উন্মাদের লক্ষণ—নির্বেদ, বিষাদ ও দৈন্যাদি ভাবাক্রান্ত চিত্তে নিজের সর্বাবস্থায় সর্বদা ও সর্বত্র তন্মনস্কতাহেতু যে বস্তু যাহা নয়, তাহাতে তদ্রূপ প্রতীতিরূপ ভ্রান্তিকে উন্মাদ বলে। (উ, নী ১৩।৪০) এই উন্মাদ অবস্থায় শ্রীরাধা বলিলেন, হে ধূর্ত্ত, নিরক্ষর সঙ্কেত কথনের জন্য অধীর যে তোমার বিম্বাধরের বিভ্রম, সেই বিভ্রম (বিলাস) আমার মনকে অতিশয় সন্তপ্ত করিতেছে। 'হা' শব্দ খেদে, 'হন্ত' শব্দ বিষাদে অর্থাৎ অতিশয় খেদ ও বিষাদ

নন্বেবং চেৎ তদা কুঞ্জং গচ্ছ তত্রাহ; কেনাপি প্রতীয়মানস্যাপ্যসত্যত্বাৎ নির্বক্তুমশক্যেন। অতো মনোহরেণ মনোমাত্রং হরতি, কার্য্যং ন সিদ্ধয়তি ইন্দ্রজালবদ্‌যন্তেন। তথা হর্ষৈরার্দ্রয়তীতি হর্ষার্দ্রস্ত্বাদৃশো যঃ সঙ্কেতবেণুস্বরস্তৎসম্পদা তাদৃশয়া চ তথা করোষি। অতঃ স্ত্রীবধরঙ্গিণস্তব তত্র কা ভীতিরিতি ভাবঃ। স্বান্তর্দশায়ামনুভবেঽপি মিথ্যাত্বান্মনো দুনোত্যেবমাত্রম্। অন্যৎ সমম্। বাহ্যে স্ফূর্ত্ত্যা তথোক্তিঃ। অর্থঃ স্পষ্ট এব ॥ ৩৬

বশতঃ 'হা হন্ত হা হন্ত' দুইবার প্রয়োগ হইয়াছে। যদি বল, ইহা তোমার ভ্রান্তিমাত্র, তাহাতে বলিলেন, ইহা আমার ভ্রম নহে—সাক্ষাৎ দৃশ্য। ('অনেন' শব্দে সাক্ষাৎ দৃশ্যমান বুঝাইতেছে) শ্রীকৃষ্ণ যদি বলেন, এই প্রকারই যদি হয়, তাহা হইলে তুমি কুঞ্জমধ্যে গমন কর। তাহাতে বলিলেন এই দৃশ্যমান তোমার বিম্বাধরের বিভ্রম কেহ নির্ণয় করিতে পারে না, ইহা সত্যরূপে প্রতীয়মান হইলেও অসত্যহেতু অনির্ণেয়—নির্দ্ধারণ করিয়া বলা যায় না; ইহা মনমাত্রই হরণ করে; কিন্তু কার্য্যসিদ্ধি করিতে অক্ষম—উহা ইন্দ্রজালবৎ মায়াময়। আরও বলিলেন, তাদৃশ হর্ষহেতু ঈষৎ আর্দ্র যে বেণুর স্বর, সেই সঙ্কেতরূপ বেণুর স্বর-সম্পদদ্বারা আমার মনকে সমধিক আকুলিত—সন্তাপিত করিতেছ। আমি যে উহাতে কি ক্লেশ ভোগ করিতেছি, তাহা তুমি বুঝিতে পার না। অতএব হে স্ত্রীবধ-রঙ্গিন্! স্ত্রীবধে তোমার কি ভয়?

স্বান্তর্দশার অর্থ—হর্ষহেতু আর্দ্র যে বেণুনাদ, তাহার স্বর-সম্পদ অনুভব হইলেও মিথ্যা; উহা মনকে অতিশয় সন্তাপিত

যাবন্ন মে নিখিলমর্ম্মদৃঢ়াভিঘাতং
নিঃসন্ধিবন্ধনমুপৈতি ন কোঽপি তাপঃ।
তাবদ্বিভো ভবতু তাবকবক্ত্রচন্দ্র-
চন্দ্রাতপদ্বিগুণিতা মম চিত্তধারা ॥ ৩৭

টীকা—অথ তদ্বিচ্ছেদার্কতাপাবলীঢ়ায়া মোহং গচ্ছন্ত্যাঃ প্রগাঢ়-মোহোৎপত্তেঃ পূর্ব্বমেব প্রলপন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ। তল্লক্ষণম্—মোহো বিচিত্ততা প্রোক্ত ইতি। হে বিভো সর্ব্বতাপহরণসমর্থ যাবৎ কোঽপ্য-

---

করে। অন্য অর্থ সমান।

বাহ্যার্থ—বাহ্যে স্ফূর্ত্তিহেতু তাদৃশ উক্তি। অন্য অর্থ শ্লোকানুবাদেই স্পষ্ট হইয়াছে। ৩৬

(৩৭) শ্লোকার্থ-হে বিভু! যে পর্য্যন্ত কোন অনির্ব্বাচ্য তাপ আমার নিখিল মর্ম্মস্থলে দৃঢ় আঘাত করিয়া ভেদ না করে, সে পর্য্যন্ত আমার চিত্তধারা যেন তোমার মুখরূপ চন্দ্রাতপে দ্বিগুণ আচ্ছাদিত থাকে।

(৩৭) টীকার অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ-বিচ্ছেদরূপ প্রচণ্ড অর্কতাপে মোহগ্রস্থা শ্রীরাধা পুনর্ব্বার প্রগাঢ় মোহোৎপত্তির পূর্ব্বেই শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে যে প্রলাপ বলিয়াছেন, তাহা অনুবাদ করিয়া শ্রীলীলাশুক বলিলেন, 'যাবন্নমে' ইতি, 'মোহ'—বিরহাতিশয়-হেতু বৈবশ্য। শ্রীকৃষ্ণকে না পাইয়া তীব্র বিরহতাপে উত্তপ্তা শ্রীরাধা বলিতেছেন, হে বিভো! তুমি সর্বতাপ হরণে সমর্থ। যে পর্য্যন্ত কোন অনির্ব্বাচ্য বিরহতাপ আমার চিত্তবৃত্তিকে স্তম্ভিত না করে। কিংবা নিখিল মর্ম্মস্থলে দৃঢ় অভিঘাতে অর্থাৎ

যাবন্ন মে নরদশা দশমী কৃতোঽপি
রন্ধ্রাদুপৈতি তিমিরীকৃতসর্ব্বভাবা।
লাবণ্যকেলিসদনং তব তাবদেব
লক্ষ্ম্যাসমুৎকণিতবেণু মুখেন্দুবিম্বম্ ॥ ৩৮

নির্ব্বচনীয়স্তাপঃ। আয়ুর্ঘৃতমিতিবৎ মোহহেতুত্বাত্তাপ এব মোহঃ। মম নিখিলমর্ম্মণাং চিত্তেন্দ্রিয়াণাং দৃঢ়াভিঘাতং যথাস্যাত্তথা নিঃসন্ধিবন্ধনং চ অতিগাঢ়তামিত্যর্থঃ। ন উপৈতি, তাবৎ মম চিত্তধারা তাবকবক্ত্র-চন্দ্র এব চন্দ্রাতপো বিতানাং তেন দ্বিগুণিতাচ্ছাদিতা ভবতু। মুখচন্দ্রং দর্শয়িত্বা তাপং বারয়েত্যর্থঃ। চিত্তস্যাবৃত্তের্ব্বাহুল্যাদ্ধারাত্বম্। অনেন ব্যাধিরপ্যুক্তঃ। স্বান্তর্দশায়াম্—তৎপ্রেরণভাবমধুরবক্ত্রচন্দ্র ইত্যর্থঃ। অন্যৎ সমম্। ব্যাহ্নে পথি ভূমৌপতিতঃ প্রাহ। অর্থঃ স্পষ্ট এব ॥ ৩৭

টীকা—অথ মোহেনাবৃতচিত্তেন্দ্রিয়ায়া উপস্থিতাং মৃতিমাশঙ্ক্য

ইন্দ্রিয়াদির সন্ধিবন্ধন বিয়োগরূপ অতিগাঢ় দশমদশা যে পর্য্যন্ত আমাকে সন্তপ্ত না করে, সে পর্য্যন্ত তোমার মুখরূপ চন্দ্রাতপ আমাকে দ্বিগুণভাবে আচ্ছাদিত করুক। "আয়ুর্ঘৃতমিতিবৎ" এই ন্যায়ানুসারে ঘৃতসেবনে আয়ুর আধিক্যহেতু যেমন আয়ু ও ঘৃতের অভেদে অন্বয় হয়, তদ্রূপ মোহহেতু তাপ এবং তাপহেতু মোহ—উভয়ে অভেদ, তাপ-বিয়োগের দশাবিশেষ। এরূপ তাপ যতদিন না যায়, ততদিন যেন তোমার মুখচন্দ্র দেখিতে পাই—ইহাই ধ্বনিত হইতেছে। চিত্তের বৃত্তি বাহুল্যবশতঃ 'ধারা' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, এতদ্বারা ব্যাধিও উক্ত হইল।

স্বান্তর্দশার অর্থ—শ্রীরাধাকে বিলাসকুঞ্জে প্রেরণভাবযুক্ত শ্রীকৃষ্ণের মধুর মুখচন্দ্র যেন দেখিতে পাই। অন্য অর্থ সমান।

সদৈন্যং তমুদ্দিশ্য প্রলপন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ। মৃতেরমঙ্গল্যাজ্জাতপ্রায়াং তাং বর্ণয়ন্তি তজ্জ্ঞাঃ। অত্র স্বীয়তদ্বর্ণনে সুতরাং পূর্বদশৈব যোগ্যা। যাবন্ন মে দশমী নরদশা মূর্চ্ছারূপা মৃতিঃ কুতোঽপি রন্ধ্রাৎ ছিদ্রাৎ ন উদেতি তাবদেব তব মুখেন্দুবিম্বং লক্ষ্ম্যা সংদৃশ্যাসমিত্যাত্মানমাশাস্তে।

বাহ্যার্থ—পথিমধ্যে ভূমিতে পতিত শ্রীলীলাশুকের স্বসঙ্গীর প্রতি তাদৃশ উক্তি। অন্য অর্থ অনুবাদে স্পষ্ট হইয়াছে। ৩৭

(৩৮) শ্লোকার্থ—হে বিভো! যে পর্য্যন্ত আমার নবমীদশার (মূর্ছার) পর দশমীদশা (মৃত্যু) কোন ছিদ্র পাইয়া সমস্ত জগৎ অন্ধকার করত আসিয়া উপস্থিত না হয়, সে পর্য্যন্ত সকল লাবণ্য-কেলির সদন বেণুবাদনশীল তোমার মুখচন্দ্র যেন দেখিতে পাই।

(৩৮) টীকার অনুবাদ—অনন্তর মোহদ্বারা চিত্তেন্দ্রিয়বৃত্তি আবৃত হইলে শ্রীরাধা স্বীয় মৃত্যু উপস্থিত আশঙ্কা করিয়া সদৈন্যে শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ্য করিয়া যে প্রলাপ বলিলেন, তাহা অনুবাদ করিয়া শ্রীলীলাশুক বলিলেন, 'যাবন্নমে' ইতি। মৃত্যু অমঙ্গল-জনক বলিয়া রসশাস্ত্রে উহা বর্ণনের নিয়ম নাই, তবে বিরহিণী নিজের অবস্থা বিজ্ঞাপনাদি প্রসিদ্ধ উপায় অবলম্বনের দ্বারাও যদি কান্তের সমাগম না হয়, তাহা হইলে তীব্র বিরহবেদনায় কান্তার মরণের উদ্যম হইয়া থাকে। এস্থলে শ্রীরাধার অবস্থাও সেইরূপ, সুতরাং তাঁহার বিরহতাপ বর্ণনে মৃত্যুর পূর্ব্বদশা (নবমীদশা) বর্ণনই যোগ্য। তাই বলিতেছেন, যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমার মৃত্যু কোন এক ছিদ্র পাইয়া না উপস্থিত হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তোমার ঐ মুখচন্দ্র যেন দেখিতে পাই। নবদশা স্থানে

ননু কিমিত্যুৎকণ্ঠসে, স্থিত্বা দ্রক্ষ্যসি, তত্রাহ—তিমিরীকৃতসর্ব্বভাবা দেহেন্দ্রিয়াদিনাশিনী। ননু মৃতিশ্চেত্তন্ন দৃষ্টং তত্তেন কিম্। তত্র সোৎকণ্ঠমাহ। কীদৃশং তৎ—লাবণ্যানাং কেলিসদনম্। তথা, উৎক্ষণিতোবেণুর্যস্মিন্। তন্মধুরমুখদর্শনাভাবান্মরণমপ্যধন্যমিতি ভাবঃ। তাদৃশপ্রেমাক্রান্তচেতসাং স্বভাবোঽয়ং যদত্যন্তবিচ্ছেদভিয়া মরণমপি নেচ্ছন্তি। তথাহি; ন শক্নুমস্তচ্চরণং ত্যক্তুমকুতোভয়মিত্যাদি।

নরদশা পাঠ হইলে অর্থ হইবে নরদেহের ধর্মবশতঃ মৃত্যু অবশ্যই ঘটিবে; কিন্তু তোমার মুখেন্দুর দর্শন করিয়া যদি মৃত্যু হয়, তবে তাহা সার্থক, অন্যথা নিজেকে অধন্যা মনে করিব। যদি বল, এত উৎকণ্ঠিত কেন? স্থির হইয়া আমাকে দর্শন কর। তাহাতে বলিলেন, সর্বভাব অন্ধকার-করা দেহেন্দ্রিয়াদিনাশিনী মৃত্যু উপস্থিত হইলে কিরূপে তোমার মুখচন্দ্র দর্শন করিব? যদি বল, মৃত্যুই যদি অবধারিত হয়, তবে মুখচন্দ্র দর্শন না করিলেই বা কি হইল? তাহাতে উৎকণ্ঠার সহিত বলিলেন, তোমার মুখচন্দ্রের চমৎকারিত্বময় অমৃত আস্বাদন ব্যতীত ব্যর্থ জীবন। মুখচন্দ্র কিরূপ? লাবণ্যের কেলিসদন। আরও বলি, তোমার মুখচন্দ্রে মধুর মুরলীধ্বনি; সুতরাং তোমার বেণুনাদশোভিত মধুর মুখচন্দ্র দর্শন করিয়া যদি মরিতে না পারি, তবে সেই মরণ অধন্য মনে করিব, ইহাই পরিতাপের বিষয়। তাদৃশ প্রেমাক্রান্তচিত্ত বিরহিণীর স্বভাব এই যে, কান্তের সহিত অত্যন্ত বিচ্ছেদভয়ে মরণও ইচ্ছা করেন না। শ্রীভাগবতে (১০।১৭।২৫) গোপীদের উক্তি, আমরা তোমার অভয় চরণ ত্যাগ করিতে অসমর্থ।

আলোললোচনবিলোকিতকেলিধারা-
নীরাজিতাগ্রচরণৈঃ করুণাম্বুরাশেঃ।
আর্দ্রাণি বেণুনিনদৈঃ প্রতিনাদপূরৈ-
রাকর্ণয়ামি মণিনূপুরশিঞ্জিতানি ॥ ৩৯

স্বান্তর্দ্দশায়াম্—তৎপ্রেরণভাবমধুরমুখেন্দুবিম্বম্। অন্যৎ সমম্। বাহ্যার্থঃ স্পষ্টঃ ॥ ৩৮

টীকা—ইতি বদন্ত্যেব মূর্চ্ছিতাসীৎ। ততঃ সখীভিঃ কৃষ্ণতাম্বুলোদ্গারং তন্মুখে ন্যস্য আগতোঽয়ং তে প্রিয়ঃ পশ্যেতি প্রবোধিতায়া

মৃত্যু হইলে আমাদিগকে তোমার চরণ পরিত্যাগ করিতে হইবে; তাহা কিন্তু আমাদের পক্ষে দুঃসহ।

স্বান্তর্দশার অর্থ—যে পর্য্যন্ত মৃত্যু উপস্থিত না হয়, সেই কাল মধ্যে শ্রীরাধার কুঞ্জ প্রেরণভাবযুক্ত তোমার মধুর মুখচন্দ্র যেন দেখিতে পাই। অন্য অর্থ সমান।

বাহ্যার্থ স্পষ্ট। ৩৮

(৩৯) শ্লোকার্থ—করুণাসাগর (শ্রীকৃষ্ণ) প্রতিনাদপূরিত বেণুধ্বনির তালে তালে নৃত্যশীল চরণাগ্রে বিলোলদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া নৃত্য করিতেছেন, তাঁহার মণিনূপুরের মধুর শিঞ্জন আমি শুনিতে পাইতেছি।

(৩৯) টীকার অনুবাদ—"তোমার মুখচন্দ্র যেন দেখিতে পাই' বলিতে বলিতে শ্রীরাধিকা মূর্চ্ছিতা হইলে শ্রীললিতা প্রভৃতি সখীগণ শ্রীকৃষ্ণের চর্ব্বিত তাম্বুল তাঁহার মুখে দিয়া মোহগ্রস্থা শ্রীরাধাকে চেতন করিয়া বলিলেন, 'সখি! ঐ দেখ

গ্লানিভাবান্নেত্রেঽনুন্মীল্যৈব সত্যং কথয়তেতি প্রলপন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ; নৃত্যান্নিবাগচ্ছতস্তস্য মণিনূপুরশিঞ্জিতানি আকর্ণয়ামি, তৎ সত্যমাগতোঽয়ম্। আকর্ণয়ানীতি পাঠে—আগতশ্চেত্তদা আকর্ণয়ানি; তদৈব মে প্রতীতিরিত্যর্থঃ। আগমনে হেতুমাহ;—করুণাম্বুরাশেঃ। কীদৃশানি; বেণুনিনাদৈরাদ্রাণি। কীদৃশৈস্তৈঃ; পাদতালবলয়কিঙ্কিণীনাং প্রতিনাদপূরো যেষু তৈঃ। তৈর্মিশ্রিতৈরিত্যর্থঃ। তথা, আলোললোচনয়ো-

---

তোমার প্রিয় শ্রীকৃষ্ণ আসিয়াছেন দর্শন কর।" এই কথায় শ্রীরাধা প্রবোধিতা হইলেন বটে, কিন্তু বিরহজনিত মনঃপীড়ায় নিদারুণ গ্লানিহেতু মুদিত নয়নেই বলিলেন, 'সখি! সত্যই কি শ্রীকৃষ্ণ আসিয়াছেন?" এই প্রকার প্রলাপের অনুবাদ করিয়া শ্রীলীলাশুক বলিলেন—'আলোল' ইতি। হে সখি! যদি শ্রীকৃষ্ণের নৃত্যপ্রায় গতির জন্য তাঁহার চরণের মণিময় নূপুরের মধুর শিঞ্জন শুনিতে পাই, তবেই বুঝিব যে তিনি সত্যই আসিয়াছেন। 'আকর্ণয়ানি' পাঠান্তরে অর্থ হইবে, শ্রীকৃষ্ণ যদি আগমন করেন, তাহা হইলে তাঁহার নৃত্যশীল চরণযুগলের নূপুরের ধ্বনি আমার কর্ণে প্রবেশ করিলে প্রতীতি হইবে যে তিনি আসিয়াছেন। আগমনের হেতু বলিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণ করুণাসাগর বলিয়া আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে দর্শন দিতে আসিতেছেন, কিরূপে? বেণুনিনাদের দ্বারা আর্দ্রীভূত অর্থাৎ চরণযুগলের নৃত্যহেতু নূপুরের বাদ্যে ও মুরলীনিনাদে স্নিগ্ধ। তাহাতে আবার পাদতালে, বলয় ও কিঙ্কিনীর প্রতিনাদপূরিত অর্থাৎ সেই প্রতিধ্বনি মুরলীর ধ্বনির সহিত মিশ্রিত হইয়া

হে দেব হে দয়িত হে ভুবনৈকবন্ধো
হে কৃষ্ণ হে চপল হে করুণৈকসিন্ধো।
হে নাথ হে রমণ হে নয়নাভিরাম
হা হা কদা নু ভবিতাসি পদং দৃশোর্মে॥ ৪০

বিলোকিতকেলিধারাভির্নীরাজিতৌ তস্যৈবাগ্রচরণৌ যৈঃ। সবংশী-বাদননৃত্যে তালোন্নয়নায় চরণাগ্রদর্শনাৎ। কিংবা ব্রজদেবীনাং নেত্রাণি জ্ঞেয়ানি। স্বান্তর্দ্দশায়াম্— শৃণোমি কিমিত্যর্থঃ। বাহ্যে; কদা কিম্বেত্য-ধ্যাহার্য্যম্॥ ৩৯

চারিদিকের সকল স্থান পূর্ণ করিয়া আসিতেছেন। আরও বলি, 'আলোল'। (আ—চারিদিক, লোল—চঞ্চল) চঞ্চল-লোচনের অবলোকনরূপ কেলিধারার দ্বারা নিরাজিত চরণাগ্রভাগ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের বংশীবাদন সময়ে চরণের নৃত্যে তাল উন্নয়ন নিমিত্ত চরণাগ্রভাগের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন। এইরূপে চরণাগ্রভাগের দ্বারা নৃত্য, নূপুরের দ্বারা বাদ্য এবং মুরলীর দ্বারা গান সাধিত হওয়ায় তৎকালে শ্রীকৃষ্ণ যেন সঙ্গীত-পরায়ণ হইয়াছেন। কিংবা কেবল ব্রজদেবীগণের নেত্র ও কর্ণ সেই অদ্ভুত মনোরম বিলাস দর্শনে ও সঙ্গীত শ্রবণে সমর্থ জানিতে হইবে।

স্বান্তর্দ্দশার অর্থ—বেণুধ্বনির সহিত মণিনূপুরের ধ্বনি, আমি কি তাহা শুনিব?

বাহ্যার্থ—কবে আমার সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণ মুরলী বাদন করিবেন? এরূপ অধ্যাহার করিতে হইবে। ৩৯

(৪০) শ্লোকার্থ—হে দেব, হে দয়িত, হে ভুবনের একমাত্র বন্ধু, হে কৃষ্ণ, হে চপল, হে করুণার সিন্ধু, হে নাথ, হে রমণ,

টীকা—অথোত্থায় দিশোঽবলোক্য, অয়ি সখ্যো নূপুরশব্দঃ শ্রূয়তে, স ন দৃশ্যতে; তদত্র কুঞ্জে কয়াপি রমমাণঃ শঠোঽয়ং তিষ্ঠতীতি বদন্ত্যাঃ পুনরুন্মাদাবেশাদন্যসম্ভোগচিহ্নাঙ্কং তমাগতং পুরঃ পশ্যন্ত্যাস্তং প্রত্যমর্ষোদয়ঃ। পুনর্গতমিব মত্বা জাতপশ্চাত্তাপাদৌৎসুক্যোদয়ঃ। ততস্তয়োঃ সন্ধিঃ। তল্লক্ষণানি—সরূপয়োর্ভিন্নয়োর্বা সন্ধিঃ স্যাদ্ভাবয়োর্যুতিঃ। ইতি অধিক্ষেপাপমানাদেঃ স্যাদমর্ষ্যোঽসহিষ্ণুতেতি। কালাক্ষমত্বমৌৎসুক্যমিষ্টেক্ষাপ্তিস্পৃহাদিভিরিতি। তাবেব ভাবাবাশ্রিত্য ভাবশাবল্যঞ্চ। তল্লক্ষণম্—শবলত্বং তু ভাবানাং সম্মর্দ্দঃ স্যাৎ পরস্পরমিতি। তত্রামর্ষানুগা

হে নয়নাভিরাম, আহা! তুমি কবে আমার নয়নগোচর হইবে?

(৪০) টীকার অনুবাদ—সখীদের বাক্যে প্রবোধিতা শ্রীরাধিকা উত্থিত হইয়া চারিদিক অবলোকন করিয়া বলিলেন, অয়ি সখি! শ্রীকৃষ্ণের নূপুরের শব্দ শুনিতেছি, কৈ তাঁহাকে ত' দেখিতে পাইতেছি না? নিশ্চয়ই নিকটস্থ কোন কুঞ্জে সেই শঠ অন্য কোন রমণীর সহিত বিহার-পরায়ণ হইয়া অবস্থান করিতেছেন। এই কথা বলিতে বলিতে শ্রীরাধার আবার উন্মাদভাব প্রবল হইল। সেই আবেশে দেখিলেন, শ্রীকৃষ্ণ যেন অপর রমণী-সম্ভোগ-চিহ্ন স্বীয় গাত্রে অঙ্কিত অবস্থায় তাঁহার সম্মুখে সমাগত। তাঁহাকে দেখিয়া শ্রীরাধার অমর্ষ উদয় হইল। তখন শ্রীকৃষ্ণকে সম্মুখে দেখিয়াও তিনি অমর্ষবশতঃ কোন কথাই বলিলেন না; শ্রীকৃষ্ণ তখন অন্তর্দ্ধান করিলেন। তাঁহার অদর্শনে শ্রীরাধার তাপ ও ঔৎসুক্য জাত হইল। পরে ঐ ভাবদ্বয়ের সন্ধি,

অসূয়ৌগ্র্যাবহিত্থাঃ। ঔৎসুক্যানুগানি মতিদৈন্যচাপলানি। অত উন্মাদানুগতাভ্যাং ভাবসন্ধিভাবশাবল্যাভ্যাং প্রলপন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ। অন্যাঙ্গনাসম্ভুক্তং তং মত্বামর্ষোদয়াৎ সহজনিজধীরাধীরমধ্যাত্বগুণ-মাশ্রিত্য সবাষ্পং বক্রোক্ত্যা সম্বোধয়তি,—হে দেব। অন্যাভিঃ সহ

(সজাতীয় বা বিজাতীয় দুইটি ভাবের পরস্পর মিলনকে 'ভাবসন্ধি' বলে—(ভ, র, ২।৪।২০৫) আর অধিক্ষেপ অর্থাৎ তিরস্কার ও অপমানাদির অসহিষ্ণুতাকে 'অমর্ষ' বলে। ইষ্টবস্তুর দর্শন ও প্রাপ্তস্পৃহা নিমিত্ত যে কালবিলম্বের অসহিষ্ণুতা তাহাকে 'ঔৎসুক্য' বলে। এই ভাবসকলের পরস্পর সংমর্দ্দনের নাম 'ভাবশাবল্য' (ভ, র, ২।৪।২৪৪) এই ভাবশাবল্যে এক ভাব অন্য ভাবের উপমর্দ্দন করিয়া ভাবান্তরের উদয় করায় ; কিন্তু ভাবসন্ধিতে দুই ভাবের একই সময়ে স্থিতি বুঝায়। এস্থলে অমর্ষের অনুগামী অসূয়া উগ্র ও অবহিত্থা আর ঔৎসুক্যের অনুগামী মতি, দৈন্য ও চপলতা। এস্থলে শ্রীরাধার অমর্ষ ও ঔৎসুক্য এই ভাবদ্বয় সন্ধি হইয়াছে। এই ভাবসন্ধি ও ভাবশাবল্য উন্মাদের অনুগতা বলিয়া শ্রীরাধা কখনও শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা, কখনও স্তুতি, কখনও বা মান, কখনও গর্ব, কখনও বা ব্যাজস্তুতি-ব্যঞ্জক প্রলাপ বলিতেছেন। এই প্রলাপের অনুবাদ করিয়া শ্রীলীলাশুক বলিলেন—'হে দেব' ইতি।

অন্য অঙ্গনা-সংভুক্ত কুমকুমাদি-রঞ্জিত শ্রীকৃষ্ণকে নিজ নিকটে সমাগত দেখিয়া শ্রীরাধিকার মনে অমর্ষ উদয়হেতু নিজের স্বাভাবিক 'ধীরাধীরামধ্যাত্ব' গুণ আশ্রয় করিয়া বাষ্পপূর্ণ নয়নে

দীব্যসীতি দেবস্তম্। অতস্তত্রৈব গচ্ছেত্যর্থঃ। তল্লক্ষণম্—ধীরাধীরা তু বক্রোক্ত্যা সবাষ্পং বদতি প্রিয়মিতি। তদৈবাবধীরণাদ্গতমিব তং মত্বা জাতপশ্চাত্তাপাৎ তদ্দর্শনোৎসুক্যেনাহ—হে দয়িত। তন্তু মে প্রাণদয়িতোঽসি, কথং ত্যক্ষ্যসে, তং পুনর্দ্দর্শনং দেহীত্যর্থঃ। পুনরাগত্যানুনয়ন্তমিব তং মত্বামর্ষানুগাসূয়োদয়াৎ ধীরমধ্যাত্বমাশ্রিত্য বক্রোক্ত্যা সোল্লুণ্ঠমাহ—হে ভুবনৈকবন্ধো! তবাত্র কো দোষস্ত্বং ন কেবলং মমৈব সর্ব্বগোপীনামপি। কিমুত তাসামেব, বেণুনাদাকৃষ্টানাং ভুবনানাং তদ্গতস্ত্রীণামপি বন্ধুরসি। তৎ সর্ব্বসমাধানার্থং গচ্ছেত্যর্থঃ। তল্লক্ষণম্—

বক্রোক্তি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিলেন—হে দেব! তুমি অন্য গোপীর সহিত ক্রীড়া করিতেছ, সুতরাং তুমি দেব! অতএব যাহার সহিত ক্রীড়াপর হইয়াছ, তাহার নিকটেই গমন কর, এখানে কেন? 'ধীরাধীরা-মধ্যা' নায়িকার লক্ষণ—যে নায়িকা অশ্রু বিসর্জ্জনপূর্ব্বক প্রিয়তমকে বক্রোক্তি প্রয়োগ করেন, তাহাকে ধীরাধীরা কহে। অতঃপর শ্রীরাধার বক্রোক্তি শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ অনাদরবশতঃ যেন চলিয়া গেলেন, এই মনে করিয়া তিনি অনুতপ্তা হইলেন এবং পুনরায় শ্রীকৃষ্ণের দর্শনোৎসুক্যবশতঃ বলিলেন, 'হে দয়িত'। তুমি আমার প্রাণপ্রিয়, কেন আমাকে ত্যাগ করিতেছ? আবার আমায় দর্শন দাও। এই কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ যেন পুনরায় আসিয়া অনুনয় করিতেছেন। এই মনে করায় শ্রীরাধার অন্তরে অমর্ষ ও তাহার অনুগ অসূয়া উদিত হইল। এখন 'ধীরামধ্যা' নায়িকার ভাব আশ্রয় করিয়া তিনি বক্রোক্তিতে উপহাসপূর্ব্বক বলিলেন,—হে ভুবনৈক বন্ধো'। তুমি

ধীরা তু বক্তি বক্রোক্ত্যা সোল্লুণ্ঠং সাগসং প্রিয়মিতি। পুনর্গতমিব মত্বৌৎসুক্যানুগমত্যাখ্যভাবোদয়াদ হ—হে কৃষ্ণ, হে শ্যামসুন্দর, চিত্তাকর্ষক। চিত্তং ত্বয়া হৃতং, কিং মে মানেন, তৎ সকৃদপি দর্শনং দেহীত্যর্থঃ। পুনরাগত্য, প্রিয়ে! ময়া বহিরেব স্থিতম্, ন কুত্রাপি গতং প্রসীদেত্যনুনয়ন্তমিব মত্বৌগ্রোদয়াদধীরমধ্যাগুণমাশ্রিত্য সরোষ-

---

কেবল একা আমারই বন্ধু নহ—সকল গোপীরই বন্ধু; আমার নিকট আগমন না করার জন্য তোমার কোন দোষ নাই; কেননা, সকল গোপীর নিকটই তোমাকে থাকিতে হয়। আবার কেবল গোপীদের নিকট নহে। তুমি বেণুবাদনের দ্বারা ভুবনের স্ত্রীগণকে আকর্ষণ করিয়াছ; সুতরাং তাহাদেরও বন্ধু হইতেছ। সেই সমস্ত সমাধান নিমিত্ত তাহাদেরও নিকট গমন কর। যে নায়িকা সাপরাধ প্রিয়কে উপহাস সহ বক্রোক্তি প্রয়োগ করে, তাহাকে 'ধীরা' বলে। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ যেন পুনরায় অন্তর্হিত হইলেন, এই মনে করিয়া শ্রীরাধার পুনরায় ঔৎসুক্যের অনুগত 'মতি' নামক ভাবের উদয় হইলে তিনি 'ধীরামধ্যার' ভাব আশ্রয় করিয়া দৈন্যের সহিত বলিলেন, হে কৃষ্ণ! হে শ্যামসুন্দর! তুমি সর্বজগতের চিত্তাকর্ষক—আমার চিত্ত হরণ করিয়াছ, চিত্ত যখন অপহৃত হইল, তখন মানে কি প্রয়োজন? আমার মানে প্রয়োজন নাই। তুমি কৃপা করিয়া একবার আমায় দর্শন দাও। এই কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ যেন পুনরায় আসিয়া বলিলেন, হে প্রিয়ে! আমি কুঞ্জের বাহিরেই ছিলাম, অন্য কোথাও যাই নাই তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। শ্রীকৃষ্ণের এই অনুনয়

মাহ,—হে চপল, বল্লবীবৃন্দভুজঙ্গ। পরস্ত্রীচৌর গচ্ছ গচ্ছেত্যর্থঃ। তল্লক্ষণম্—অধীরা পরুষৈর্বাক্যৈর্নিরস্যেদ্বল্লভং রুষেতি। পুনর্গতমিব মত্বা হন্তাবধীরণাদ্গতোঽয়ং পুনর্নৈষ্যতীতি দৈন্যাদয়াৎ সকাকু প্রাহ; হে করুণৈকসিন্ধো। যদ্যপ্যহমপরাধিনী, তথাপি ত্বং করুণাকোমলত্বাদ্দর্শনং দেহীতি। তৎ পুনরাগত্য প্রিয়ে কিমিতি মুধা মানেন মাং কদর্থয়সি প্রসীদেত্যনুনয়ন্তমিব মত্বামর্ষানুগাবহিত্থাদয়াৎ ধীরপ্রগল্ভাগুণমাশ্রিত্য

বাক্য শুনিয়া শ্রীরাধার অমর্ষের অনুগ ঔত্থ্যভাবের উদয় হইল এবং 'অধীরামধ্যা' নায়িকার গুণ আশ্রয় করিয়া রোষের সহিত বলিলেন, হে 'চপল'! হে বল্লবীবৃন্দ-ভুজঙ্গ! পরস্ত্রীচোর, যাও যাও আমি তোমায় চাই না। এতক্ষণ যেখানে ছিলে, সেখানে যাও। যে নায়িকা ক্রোধ করিয়া কর্কশবাক্যে বল্লবকে প্রত্যাখ্যান করে, তাহাকে 'অধীরা' কহে। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ যেন চলিয়া গেলেন; এই মনে করিয়া দৈন্যের উদয়হেতু কাকুতির সহিত বলিলেন, হে করুণৈকসিন্ধো।" যদিও আমি অপরাধিনী, তথাপি তুমি করুণার সিন্ধু বলিয়া কোমল হৃদয়, কৃপা করিয়া দর্শন দাও। পুনরায় শ্রীকৃষ্ণ যেন আসিয়া বলিলেন, প্রিয়ে! বৃথা মান করিয়া কেন আমায় কটূক্তি করিতেছ? আমার প্রতি প্রসন্ন হও। শ্রীকৃষ্ণের এই অনুনয় বাক্য শুনিয়া শ্রীরাধার অমর্ষের অনুগত 'অবহিত্থা' ভাবের উদয়হেতু তিনি 'ধীর-প্রগল্ভা' নায়িকার গুণ আশ্রয় করিয়া উদাসীনভাবে বলিলেন, 'হে নাথ'! তুমি ব্রজবাসীদের রক্ষক, সুতরাং আমারও রক্ষক। কেন তোমার সহিত বাক্যালাপ করিব না? আর আমার মত হতভাগিনী

সৌদাসীন্যমাহ—হে নাথ। ত্বন্তু ব্রজবাসিনাং নো রক্ষিতাসি, কা নাম হতধীস্ত্বাং ন সম্ভাষতে; কিন্তু ব্রাহ্মণী ভর্ত্রর্থং মৌনং গ্রাহিতাস্মি, তৎ ক্ষন্তব্যোঽয়ং মমাপরাধ ইতি ভাবঃ। তল্লক্ষণম্—উদঞ্চে সুরতে ধীরা সাবহিত্থা চ সাদরেতি। পুনর্গতমিব মত্বা মুহুর্নিরস্তোঽসৌ নায়াস্যত্যেবেতি চাপলোদয়াদ্ যদি কৃপয়া পুনর্দর্শনং দদাতি তদা স্বয়মেব তৎ কণ্ঠে গ্রহীষ্যামীতি সৈন্যমাহ—হে রমণ। সদা মাং

তোমায় সম্ভাষণ না করিলে তোমার কোন ক্ষতি নাই; কিন্তু ব্রাহ্মণীগণ ব্রত ধারণ করিবার জন্য আমাদিগকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, এজন্য আমি মৌনী ছিলাম; সুতরাং আমার এই অপরাধ ক্ষমা কর—আমার প্রতি প্রসন্ন হও। যে নায়িকা মানিনী অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াও সম্ভোগ-বিষয়ে উদাসীনা এবং আকার গোপন করিয়াও নায়কের প্রতি আদরন্বিতা হইয়া থাকেন, তাঁহাকে 'ধীর-প্রগল্‌ভা' বলা হয়। পুনরায় শ্রীকৃষ্ণ যেন চলিয়া গিয়াছেন, এই মনে করিয়া শ্রীরাধা চিন্তা করিলেন যে, পুনঃ পুনঃ আমি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছি, আর হয়ত তিনি আসিবেন না। এইরূপ চিন্তাহেতু মন চঞ্চল হইল, তিনি স্থির করিলেন, কৃপা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যদি পুনরায় দর্শন দান করেন, তবে আমি নিজেই তাঁহার কণ্ঠ ধারণ করিব। এই ভাবিয়া দৈন্যের সহিত বলিলেন, 'হে রমণ'! তুমি সদা আমার সহিত বিহার পরায়ণ, এক্ষণে এই কুঞ্জে আগমন করিয়া তোমার বিহার-বাসনা পূর্ণ কর। পুনরায় শ্রীকৃষ্ণ যেন সম্মুখে আগমন করিয়াছেন, এই মনে করিয়া স্বাভাবিক প্রবল

রময়সীতি রমণস্ত্বমিদানীমপ্যাগত্য তথা কুর্ব্বিত্যর্থঃ। পুরাগতমিব মত্বা তিরস্কৃতাগন্তুকামর্ষভাবেন প্রবলসহজৌৎসুক্যেনাক্রান্তমনস্তয়া তদাশ্লেষায় প্রসারিতবাহুযুগলা তমলব্ধ্বা জাতবাহ্যস্ফূর্ত্তিঃ সবিক্লবমাহ—হে নয়নাভিরাম! নয়নানন্দ! কদা নু মে দৃশোঃ পদং গোচরো ভবিতাসি। হা হা ইত্যতিখেদে। স্বান্তর্দ্দশায়াম্—তু শ্রীরাধাসঙ্গমার্থমাত্মানমনুনয়ন্তমিব তং প্রত্যমর্ষোদয়ঃ। গতমিব মত্বা তয়া সঙ্গমনায়ৌৎসুক্যমন্যদ্যথাযোগ্যং জ্ঞেয়ম্। আরূঢ়ানুরাগদশায়াং ভক্তস্য সাধকশরীরেঽপি তত্তদ্ভাবোদয়াৎ বাহ্যে; যথাযথং সম্বোধনেষু দৈন্যৌৎসুক্যাদিভাবো জ্ঞেয়ঃ॥ ৪০

ঔৎসুক্যবশতঃ আগন্তুক অমর্ষভাব তিরোহিত হইলে তিনি তন্মনস্কা হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিবার জন্য স্বীয় বাহুদ্বয় প্রসারিত করিলেন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে না পাইয়া অর্থাৎ আলিঙ্গন ব্যর্থ হওয়ায় বাহ্য স্ফূর্ত্তিতে পরম বৈক্লব্যের সহিত বলিলেন, 'হে নয়নাভিরাম'! হে নয়নানন্দ! তোমার নয়নাভিরাম রূপ আমার নয়নদ্বয়কে বিস্ময়ান্বিত করিয়াছে। আহা! কবে তুমি আমার নয়নগোচর হইবে? অতিশয় খেদে 'হা হা' শব্দ দুইবার উক্ত হইয়াছে।

স্বান্তর্দশার অর্থ—শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলন-বাসনা পূরণের নিমিত্ত সখীভাবে শ্রীলীলাশুকের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রার্থনা। দর্শনোৎকণ্ঠা-প্রকাশক অমর্ষাদি ভাবের উদয়ে তাদৃশ উক্তি এবং শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানহেতু শ্রীরাধার সহিত পুনর্মিলনের জন্য ঔৎসুক্যাদি ভাবের যথাযথ উদয় বুঝিতে হইবে। অনুরাগ-দশায় আরূঢ় ভক্তের সাধকশরীরেও সেই সেই ভাবের উদয় হইতে পারে।

অমূন্যধন্যানি দিনান্তরাণি
হরে ত্বদালোকনমন্তরেণ।
অনাথবন্ধো করুণৈকসিন্ধো
হা হন্ত হা হন্ত কথং নয়ামি ॥ ৪১

টীকা—অথ পুনর্বিরহবহ্নিজ্বালোচ্ছলিতোদ্বেগায়াঃ ক্ষণমপ্যহর্গণায়ত্বা সবৈক্লব্যং প্রলপন্ত্যা বচোহনুবদন্নাহ—হে হরে অমূনি দিনস্যাহোরাত্রস্যান্তরাণিমধ্যগতানি ক্ষণবৃন্দানীতি শেষঃ। অমূনি কোটিকল্পতুল্যত্বে-

---

বাহ্যার্থ—হে দেব! হে দয়িত! প্রভৃতি যথাযথ সম্বোধনে দৈন্য ও ঔৎসুক্যাদি ভাবের সহিত শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা বুঝিতে হইবে। ৪০

(৪১) শ্লোকার্থ— হায়! হায়! হে হরে! হে অনাথবন্ধো! হে করুণৈকসিন্ধো! তোমার অদর্শনে এই অধন্য দিনগুলি আমি কিরূপে যাপন করিব?

(৪১) টীকার অনুবাদ—পুনরায় শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে বিরহরূপ বহ্নিজ্বালার উচ্ছলিত উদ্বেগে শ্রীরাধা ক্ষণকালকেও যুগশত বলিয়া মনে করিতেছেন। এই অবস্থায় তিনি বৈক্লব্যের সহিত যে প্রলাপ বলিয়াছেন, তাহা অনুবাদ করিয়া শ্রীলীলাশুক বলিলেন 'অমূনি' ইতি। হে হরে! তোমার বিরহে এই সকল দিনরাত্রির প্রতিটি ক্ষণ কোটিকল্পের তুল্য দীর্ঘস্থায়ী বোধ হইতেছে? তাহা অতিবাহিত করিতে অসমর্থ—কি করিয়া তোমা বিনা এই অধন্য

নাতিবাহিতুমশক্যানীতি বা, হা খেদে, হন্ত বিষাদে। তয়োরতিশয়েন বীপ্সা। ত্বদালোকনং বিনা কথং নয়াম্যতিবাহয়ামি। তত্ত্বমেবোপদিশেত্যর্থঃ। তদ্ধেতোরেবাধন্যানি, ননু যদ্যনঙ্গতপ্তাসি তদা পতয়শ্চ বো বিচিন্বন্তি ইতি দিশা তমেব গচ্ছেত্যুট্টঙ্ক্য পতিসুতাদিভিরার্ত্তিদৈঃ কিমিতিবদন্নাহ, হে অনাথবন্ধো! অনাথানাং ত্যক্তপতীনাং বল্লবীনাং নস্ত্বমেব বন্ধুরসি। তে তু দুঃখদাস্ত্যক্তা এবেত্যর্থঃ। ননু ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণং বো

দিনরাত্রি অতিবাহিত করিব? (শ্লোকে 'হা' শব্দ খেদে, 'হন্ত' শব্দ বিষাদে এবং উহাদের অতিশয়তা বুঝাইবার নিমিত্ত বীপ্সা) সেই তত্ত্ব তুমিই উপদেশ কর। সেই হেতু (তোমার দর্শন বিনা) দিবারাত্রি অধন্য। যদি শ্রীকৃষ্ণ বলেন, তোমরা যদি অনঙ্গতাপে তপ্তা হইয়া থাক, তাহা হইলে নিজ নিজ পতির অন্বেষণ কর—তাঁহারাও তোমাদের অন্বেষণ করিতেছেন। শ্রীভাগবতে (১০।২৯।২০) 'পতয়শ্চ বঃ বিচিন্বন্তি'। তোমাদের পতি তোমাদিগকে দেখিতে না পাইয়া অন্বেষণ করিতেছেন, সুতরাং তথায় যাও। তাঁহরা উত্তরে বলিলেন—কি বলিব, সেই 'পতিসুতাদিভিরার্ত্তিদৈঃ কিম্' (ভা ১০।২৯।৩৩) দুঃখদায়ক পতিপুত্রাদিতে কি প্রয়োজন? অতএব হে অনাথবন্ধো! আমরা অনাথা পতি প্রভৃতি কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা। এই পতি-পরিত্যক্তা বল্লবীদের তুমিই একমাত্র বন্ধু—আমাদের অন্য বন্ধু নাই। পতি প্রভৃতি ঐ দুঃখদ বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে। যদি শ্রকৃষ্ণ বলেন—'ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণং স্ত্রীণাং পরোধর্মো' ইতি। ভা১০।২৯।৩৪ পতির শুশ্রূষা করাই স্ত্রীগণের পরমধর্ম। ইহার উত্তরে বলিলেন, 'চিত্তং

কিমিহ কৃণুমঃ কস্য ব্রূমঃ কৃতং কৃতমাশয়া
কথয়ত কথামন্যাং ধন্যামহো হৃদয়েশয়ঃ।
মধুর-মধুর-স্মেরাকারে মনোনয়নোৎসবে
কৃপণকৃপণা কৃষ্ণে তৃষ্ণা চিরং বত লম্বতে ॥ ৪২

ধর্ম্ম ইদমযোগ্যমিত্যত্র, চিত্তং সুখেন ভবত্যপহৃতমিতিবদাহ—হে হরে! চিত্তেন্দ্রিয়হারিন্! সোঽয়ং তবৈব দোষ ইত্যর্থঃ। ননু কামিন্যো যূয়ং চপলা এব, ময়া কথং ধর্ম্মস্ত্যাজ্যস্তত্র, তন্ন প্রসীদেতিবৎসদৈন্যমাহ;—হে করুণৈকসিন্ধো! কৃপাসিন্ধুত্বাৎ ধর্ম্মমপ্যুল্লঙ্ঘ্য দীনান্নোঽনুগৃহাণেত্যর্থঃ। স্বান্তর্দ্দশায়ামনয়া তথা ক্রীড়তস্তব দর্শনং বিনা ন। অন্যৎ সমম্। বাহ্যার্থঃ স্পষ্টঃ ॥ ৪১

সুখেন ভবতাপহৃতং' ইতি। (১০।২৯।৩৪) আমাদের যে চিত্ত, যে করদ্বয় সুখে গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত ছিল, তাহা তুমি হরণ করিয়াছ। অতএব হে হরে! চিত্তেন্দ্রিয়হরণকারী. সে দোষ তোমারই—আমাদের নহে। পুনরায় যদি শ্রীকৃষ্ণ বলেন, তোমরা চপলা কামিনী; আমি ধর্মবিদ কিরূপে তোমাদের চিত্ত হরণ করিয়া ধর্ম ত্যাগ করাইলাম? উত্তরে সদৈন্যে বলিলেন, 'তন্নঃ প্রসীদ" ইতি (ভা ১০।২৯।৩৪) আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও। হে করুনৈকসিন্ধো! তুমি করুণার একমাত্র সিন্ধু বলিয়া ধর্ম-উল্লঙ্ঘন করিয়াও দীনা আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করিতে সমর্থ।

স্বান্তর্দশার অর্থ—শ্রীরাধার সহিত ক্রীড়াশীল শ্রীকৃষ্ণের দর্শন বিনা কি প্রকারে দিনরাত্রিগুলি যাপন করিব? অন্য ব্যাখ্যা সমান।

বাহ্যার্থ স্পষ্ট। ৪১

টীকা—অথোদ্বেগেন পুনর্ভাবশাবল্যোদয়াৎ প্রলপন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ। প্রথমমাবেগোদয়াদাহ;—হে সখ্য, ইহ বৈশসে তৎ কিং কৃণুমঃ যেন তদ্দর্শনং স্যাৎ। ততস্তা অপি ব্যগ্রা দৃষ্ট্বা চিন্তোদয়াদাহ, কস্য ব্রূমঃ। যূয়মপি তুল্যাবস্থা এবং তদন্যং কং যেন ভদ্রং স্যাত্তৎ পৃচ্ছাম ইত্যর্থঃ। তদৈব তামাচ্ছাদ্য মত্যাখ্যভাবোদয়াৎ, আশা হি পরমং দুঃখমিত্যাদিবদাহ;—আশয়া তদাশয়া যৎ কৃতং তৎ কৃত-

---

(৪২) শ্লোকার্থ—এখন কি করি, কাহাকেই বা বলি, আর বৃথা আশায় কাজ কি? অন্য কোনও ধন্য কথা বল, অহো! তিনি যে আমার হৃদয়শায়ী, কিরূপেই বা তাঁহার কথা ত্যাগ করিব? মধুর মধুর মৃদুহাস্যযুক্ত আকার যাঁহার, সেই মন ও নয়নের উৎসবস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে আমার তৃষ্ণা প্রতিক্ষণেই বৃদ্ধি পাইতেছে।

(৪২) টীকার অনুবাদ—অনন্তর উদ্বেগের আবেগে পুনরায় ভাবশাবল্য উদয়হেতু শ্রীরাধিকা যে প্রলাপ বলিয়াছেন, তাহা অনুবাদ করিয়া শ্রীলীলাশুক বলিলেন—'কিমিহ' ইতি। প্রথমে উদ্বেগের আবেগে ভাবশাবল্যের উদয়হেতু শ্রীরাধিকা সখীগণকে বলিলেন, হে সখীগণ! এই বিপত্তির সময় আমি কি করিব? কি উপায়ে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইব? শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে সখীগণকেও অতিশয় ব্যগ্রা দেখিয়া চিন্তার উদয়হেতু বলিলেন, কাহাকেই বা বলি? তোমরাও ত' আমার তুল্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছ। এখন অন্য কাহার নিকট এই দুঃখের কথা বলিব? আর কেই বা এমন ভদ্র আছে যে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিব?

মেবান্যন্নকর্ত্তব্যম্। কিংবা, তয়া যৎ কৃতং তৎকৃতং ব্যর্থম্। তৎ তাং ত্যজতেত্যর্থঃ। তদৈবামর্ষোদয়াদাহ—অতস্তস্যাকৃতজ্ঞস্য বার্ত্তাং ত্যক্ত্বান্যং কামপি ধন্যাং পুণ্যাং কথাং কথয়ত। কথয়ত্বিতি পাঠে, একাং সখীং প্রত্যুক্তিঃ। ভবতীত্যর্থাত্তদৈব হৃদি স্ফুরন্তং কৃষ্ণং শরৈর্বিধ্যন্তং কামং মত্বা তমাচ্ছাদ্য ত্রাসোদয়াৎ সবৈক্লব্যমাহ,—অহো কষ্টং, হৃদয়েশয়ঃ কামঃ শক্রায়ং মারয়তি, কিং কুর্ম্ম ইত্যর্থঃ। ততস্তামাচ্ছাদ্য

অতঃপর ভাবশাবল্যকে আচ্ছাদিত করিয়া 'মতি' নামক ভাবের উদয়হেতু (শাস্ত্রাদির বিচারজাত যথার্থ তত্ত্ব নির্দ্ধারণকে 'মতি' বলে, ইহাতে কর্ত্তব্য করণ ও সংশয়াদি ভ্রমের ছেদন হয়।) শ্রীরাধিকা বলিলেন—'আশা হি পরমং দুঃখম্' (ভা ১১।৮।৪৪) আশাই পরম দুঃখ। এই শাস্ত্রবাক্য বিচার করিয়া বলিলেন, তাঁহার আশায় এতদিন যাহা কিছু করা গেল, সে কেবল আশাতেই করা হইয়াছে; কিন্তু আশা সফল হইল না, সুতরাং আশা ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। কিংবা শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির নিমিত্ত যাহা করিয়াছি, সবই ব্যর্থ হইয়াছে। এখন সে সব উপায় ত্যাগ করি। (মতি-নামক ভাবের উদয়ে ঐরূপ সিদ্ধান্ত স্থির করিবার পর তাঁহার অন্তরে অমর্ষভাবের উদয় হইলে তিনি বলিলেন—) হে সখীগণ! সেই অকৃতজ্ঞ কৃষ্ণের কথা ত্যাগ করিয়া অন্য কোনও পুণ্যকথা বল। 'কথয়তি' পাঠান্তরে একা সখীর প্রতি উক্তি। এই কথা বলিতে বলিতেই শ্রীরাধার হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণস্ফূর্ত্তি হইল এবং কামরূপী শ্রীকৃষ্ণের কামশরে বিদ্ধা হইলেন। অর্থাৎ বানবিদ্ধা মৃগীর ন্যায় শ্রীরাধা অত্যন্ত সন্ত্রস্ত ও ব্যাকুলা হইলেন,

সহজৌৎসুক্যোদয়াত্তজ্জানতীনাং নঃ কৃষ্ণে” ইত্যাদিবৎসবিষাদমাহ-মধুরেতি। বত ইতি খেদে। অস্তু তাবত্ত্যাগঃ প্রত্যুত কৃষ্ণে চিরং তৃষ্ণা লম্বতে প্রতিক্ষণং বর্দ্ধতে। কীদৃশী? কৃপণ দপি কৃপণা। উৎকণ্ঠয়াতি-দীনেত্যর্থঃ। কীদৃশী? মধুরাদপি মধুরঃ স্মেরো মদনমদাদিভিরুৎ-ফুল্লশ্চাকার আকৃতির্যস্য তস্মিন্। অতো মনোনয়নয়োরুৎসবো যস্মাত্তস্মিন্। স্বান্তর্দ্দশায়ান্তু পূর্ব্ববদর্থঃ। বাহ্যার্থঃ স্পষ্ট ॥ ৪২

তাহাতে তাঁহার অমর্ষভাব আচ্ছাদিত হইল এবং ত্রাসভাবের উদয়হেতু তিনি বৈক্লব্যের সহিত বলিলেন, আহা কি কষ্ট! যাহার কথা ত্যাগ করিতে চাহিতেছি, সে যে হৃদয়ে শুইয়া আছে —হৃদয়শায়িত শত্রুর ন্যায় কামরূপী শ্রীকৃষ্ণ আমাকে কামশরে বিদ্ধ করিতেছে, আমি কি করিব? এই কথা বলিবার পর শ্রীরাধার হৃদয়ে (ত্রাসভাবকে আচ্ছাদন করিয়া স্বাভাবিক ঔৎসুক্য ভাবের উদয়হেতু) 'তজ্জানতীনাং নঃ কৃষ্ণে তথাপ্যাশা দুরত্যয়া' (ভা ১০।৪৭।৪৭) অর্থাৎ পিঙ্গলার সেই উপদেশ— 'নিরাশাভাবই পরমসুখ' ইহা জানিয়াও আমাদের শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি বিষয়ে আশা দুষ্পরিহার্য্য হইয়াছে। তাই তিনি বিষাদের সহিত বলিলেন, 'মধুরেতি'। মধুর হইতেও মধুর স্মেরাকার শ্রীকৃষ্ণের কথা ত্যাগ করা দূরে থাকুক, হায়! হায়! সেই শ্রীকৃষ্ণে আমার তৃষ্ণা প্রতিক্ষণেই বৃদ্ধি হইতেছে। সেই তৃষ্ণা কীদৃশী? 'কৃপণাদপিকৃপণা' গাঢ় উৎকণ্ঠাবহুল তৃষ্ণা! (কাহার প্রতি) মধুর হইতেও সুমধুর স্মর অর্থাৎ মদন-মদাদিদ্বারা উৎফুল্ল আকার যাঁহার সেই শ্রীকৃষ্ণে; সুতরাং মন ও নয়নের উৎসবস্বরূপ তাঁহাতে

আভ্যাং বিলোচনাভ্যামম্বুরুহবিলোচনং বালম্।
দ্বাভ্যামপি পরিরব্ধুং দূরে মম হন্ত দৈবসামগ্রী ॥ ৪৩

টীকা—অথ অত্যাধিভরোরোৎপন্নতানবাতিশয়াদ্গ্লানিরুৎপন্না, তচ্চেষ্টা ত্রিভিঃ শ্লোকৈঃ তত্র প্রথমং ভুমৌ নিপত্য নেত্রে নিমীল্য তদদর্শনোৎপন্ন-বিষাদদৈন্য ভ্যাং অধুনৈবাগতং তং পরিরপ্স্যযে ধৈর্য্যং কুর্ব্বিত্যশ্বাসয়ন্তীং

আমার তৃষ্ণা সর্ব্বক্ষণ বৃদ্ধি হইতেছে, এখন কি উপায়ে তাঁহাকে পাইব?

স্বান্তর্দশার অর্থ—পূর্ব্ববৎ (শ্রীকৃষ্ণে আমার তৃষ্ণা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে)।

বাহ্যার্থ স্পষ্ট। ৪২

(৪৩) শ্লোকার্থ—হায়, হায়, দৈবসামগ্রী কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করা দূরে থাক্, আমি দুই চক্ষের দ্বারা সেই পদ্মলোচন কিশোরকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করি।

(৪২) টীকার অনুবাদ—অত্যন্ত মনঃপীড়ায় 'তানব' অর্থাৎ অঙ্গের কৃশতায় অতিশয় গ্লানি উৎপন্ন হইলে শ্রীরাধার যে চেষ্টা প্রকট করিতেছেন তাহাই তিনটি শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে প্রথম শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের অদর্শন হইতে উৎপন্ন বিষাদ ও দৈন্যদ্বারা আক্রান্ত শ্রীরাধা ভূমিতে পতিত হইয়া মুদ্রিতনেত্রে অবস্থান করিতেছেন। সখীগণ তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, 'অয়ি শ্রীরাধে! ধৈর্য্য ধারণ কর। এখনই শ্রীকৃষ্ণ আসিবেন, তুমি তাঁহাকে আলিঙ্গন করিও।' এই সখীগণের প্রতি শ্রীরাধা

সখীং প্রতি সনৈরাশ্যং প্রলপন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ; আগতোঽপ্যস্মিন্নশক্ত্যা ভুজচালনাদ্যসামর্থ্যাত্তদালিঙ্গনং দূরে তাবদাস্তাম্, বিলোচনাভ্যামপি তং বালং কিশোরশেখরং মম দৈবসামগ্রীভাগ্যরূপদর্শনসাধনং দূরে নাস্ত্যেবেত্যর্থঃ। হন্ত বিষাদে। বিষাদে হেতুঃ—অম্বু ইতি। তত্রাপি ভাবোদ্গিরিবামনেত্রপ্রান্তেন দর্শনমাস্তাম্; দ্বাভ্যামপি ইতরজনবদ্দর্শন-ভাগ্যং নাস্তীত্যাহ—দ্বাভ্যামপি। নন্বধুনৈব দ্রক্ষ্যসি, কিমিতি খিদ্যসে,

---

নৈরাশ্যপূর্ণ যে প্রলাপ বলিলেন, তাহা অনুবাদ করিয়া শ্রীলীলাশুক বলিলেন—'আভ্যামিতি'। (শ্রীরাধিকার উক্তি) শ্রীকৃষ্ণ আগমন করিলেও আমি বাহুদ্বারা যে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে পারিব, সে শক্তি আমার নাই—আমি ভুজচালনে অসমর্থা, বাহুদ্বারা তাঁহাকে আলিঙ্গন করা দূরে থাক্, আমি নয়নদ্বারাও তাঁহাকে দেখিতে পাইব না। অতএব কিশোরশেখর শ্রীকৃষ্ণের দর্শন আমার দৈবসামগ্রী। (ভাগ্যরূপা সামগ্রী) তাদৃশ ভাগ্যরূপ দর্শন-সাধন দূরে থাক্, হায়! আমি আর নয়নভরিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইব না। 'হন্ত' শব্দ বিষাদে। বিষাদের হেতু—অম্বুজাক্ষ কিশোরকে দুই চক্ষুদ্বারা দর্শন করা দূরে থাক্, একটি নেত্রেই অর্থাৎ তাঁহার ভাবোদ্গারী বামনেত্র-প্রান্তেও যদি দেখিতে পাইতাম, তাহা হইলেও এজীবন ধন্য হইত। এমন কি সাধারণভাবে দুই চক্ষু দিয়া দেখিবার ভাগ্যও নাই; কিন্তু তোমরাও অন্য সকলে তাঁহাকে দর্শন করিবে-তাঁহাকে দর্শন করার সৌভাগ্য আমার আর হইবে না। তোমরা বলিতে পার, এখনি শ্রীকৃষ্ণ আসিবেন, দর্শন করিও, কিজন্য খেদ

অশ্রান্তস্মিতমরুণারুণাধরৌষ্ঠং
হর্ষার্দ্রদ্বিগুণমনোজ্ঞবেণুগীতম্
বিভ্রাম্যদ্বিপুলবিলোচনার্দ্ধমুগ্ধং
বীক্ষিষ্যে তব বদনাম্বুজং কদা নু ॥ ৪৪

ইত্যত্র নেত্রোন্মীলনে প্রযতমানা তদশক্ত্যাহ—আভ্যাম্। স চেদাগচ্ছেদাগচ্ছতু নাম; মম পুনরাভ্যাং তদ্দর্শনং নাস্ত্যেবেতি ভাবঃ। স্বান্তর্দ্দশায়াম্—তয়া সহ বিলসন্তং তম্। অন্যৎ সমম্। বাহ্যার্থঃ স্পষ্টঃ ॥ ৪৩

টীকা—পুনঃ স্বপ্রেরকতর্চ্ছ্রীমুখস্ফূর্ত্ত্যা বিষাদৌৎসুক্যাভ্যাং, জহ্যামসূন্

করিতেছ। কিন্তু সখি! আমি যত্ন করিয়াও চক্ষু উন্মীলন করিতে সমর্থ হইতেছি না। তিনি যদি এখন আগমন করেন—আসিলেই বা কি? আমি ত' আর তাঁহাকে দুই চক্ষুভরিয়া দর্শন করিতে পারিব না—সে সৌভাগ্য আমার নাই।

স্বান্তর্দ্দশার অর্থ—শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিলাস দর্শন করিবার সৌভাগ্য আমার আর হইবে না। অন্য অর্থ সমান।

বাহ্যার্থ স্পষ্ট। ৪৩

(৪৪) শ্লোকার্থ—হে কৃষ্ণ, সতত মৃদুহাস্যে উদ্ভাষিত অরুণবর্ণ অধর-ওষ্ঠ, হর্ষহেতু আর্দ্র দ্বিগুণ মনোজ্ঞ বেণুগীত, বিভ্রমশালী অর্দ্ধবিকশিত বিপুল নয়নযুগলের অপাঙ্গদৃষ্টি দ্বারা মনোহর তোমার মুখপদ্ম কবে আমি দেখিতে পাইব?

(৪৪) টীকার অনুবাদ—পুনরায় স্বীয় প্রেরক শ্রীকৃষ্ণ-মুখ অন্তরে স্ফূর্ত্তি হইলে বিষাদ ও ঔৎসুক্যবশতঃ "জহ্যামসূন্ ব্রতকৃশা

ব্রতকৃশান্ শতজন্মভিঃ স্যাদিতিবৎ, ধ্যানেন যাম পদয়োঃ পদবীং সখে তে ইতিবচ্চ তং প্রতি প্রলপন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ—নু ভো শ্রীকৃষ্ণ তব বদনাম্বুজমত্র জন্মনি ন দৃষ্টমেব, কদাপি জন্মান্তরেঽপি বীক্ষিষ্যে॥ কীদৃশম্? অশ্রান্তং সততং স্মিতং যস্মিন্। ঈষৎ স্মিতং বা। অরুণারুণৌ অত্যারুণৌ অরুণাদপ্যরুণৌ গ্লানি-তমোঘ্নাধরোষ্ঠৌ যস্মিন্। মৎপ্রেরণহর্ষেণার্দ্রম্, অতো দ্বিগুণ-

---

শতজন্মভিঃ স্যাদিতি" (ভাঃ ১০।৫২।৪২) আমি যদি আপনার কৃপা লাভ না করি, তবে ব্রত-উপবাসাদি দ্বারা কৃশা হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে করিতে শতজন্মেও যেন আপনাকে প্রাপ্ত হইতে পারি।' এই মত আরও বলিলেন, "ধ্যানেন যাম পদয়োঃ পদবীং সখে তে।" (ভা ১০।২৯।৩৫) হে সখে! ভবদীয় চরণযুগল ধ্যানের দ্বারা আমরা আপনার পাদপদ্ম সমীপে উপস্থিত হইব।" এই মত শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে শ্রীরাধিকার প্রলাপ এবং এই প্রলাপের অনুবাদ করিয়া শ্রীলীলাশুক বলিলেন—'অশ্রান্ত' ইতি। শ্রীমতী রাধিকা বলিলেন, হে শ্রীকৃষ্ণ, তোমার বদনকমল দর্শন এজন্মে আর হইবে না, কোনও জন্মে যেন দর্শনের ভাগ্য হয়। তাঁহার বদনকমল কিরূপ? সতত মৃদুহাস্যে উদ্ভাষিত বা ঈষৎ হাস্যময় অরুণরাগে রঞ্জিত অধর-ওষ্ঠদ্বয়, যাহা গ্লানি ও তমো নাশ করে, তাদৃশ বদনকমল। আবার আমাকে কুঞ্জে প্রেরণ করার নিমিত্ত যে হর্ষ, সেই হর্ষদ্বারা আর্দ্র হওয়ায় দ্বিগুণ মনোজ্ঞ হইয়াছে, এমন মনোহর বেণুগীতসম্বলিত। আমাকে কুঞ্জে প্রেরণ নিমিত্ত বিভ্রম সহকারে অর্থাৎ ইতস্ততঃ সঞ্চালিত

লীলায়িতাভ্যাং রসশীতলাভ্যাং
নীলারুণাভ্যাং নয়নাম্বুজাভ্যাম্ ।
আলোকয়েদদ্ভুতবিভ্রমাভ্যাং
কালে কদা কারুণিকঃ কিশোরঃ ॥ ৪৫

মনোজ্ঞং বেণুগীতং যস্মিন্ । মৎ-প্রেরণার্থং বিভ্রাম্যদ্বিপুলবিলোচনয়োর্বৈদগ্ধং তেন মুগ্ধঞ্চ যৎ। স্বান্তর্দ্দশায়াম্-- পূর্ব্ববৎ। ব্যাহ্য স্পষ্টোঽর্থঃ ॥ ৪৪

টীকা – অতঃ সীদন্ত্যাঃ; অয়ি স এবাগত্য ত্বাং দ্রক্ষ্যতি, তদা তবাপি শক্তির্ভবিষ্যতীতি সখীবাক্যাত্তাঃ সোৎকণ্ঠং পৃচ্ছন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ—

বিশাল নয়নযুগলের প্রিয়দর্শন নিমিত্ত যে অপাঙ্গদৃষ্টিভঙ্গী অর্থাৎ বিভ্রমশালী অর্দ্ধবিকশিত সুন্দর বিপুল নয়নদ্বয়, ভাবিনীগণের মনোমোহনরঙ্গে মুগ্ধ, সেই বদনকমল কবে দেখিব ?

স্বান্তর্দশার অর্থ—(পূর্ব্ববৎ) তোমার বদনকমল কবে দর্শন করিব ?

বাহ্যার্থ—স্পষ্ট । ৪৪

(৪৫) শ্লোকার্থ—কবে সেই কারুণিক কিশোর তাঁহার লীলায়িত রসশীতল নীলারুণ অদ্ভুত বিভ্রমশালী নয়নকমল দ্বারা আমাকে অবলোকন করিবেন ?

(৪৫) টীকার অনুবাদ—অতঃপর সখীগণ অবসন্না শ্রীরাধাকে বলিলেন, 'অয়ি শ্রীরাধে ! অবসন্ন হইও না, এখনই শ্রীকৃষ্ণ নিজেই আসিয়া দর্শন দিবেন, তাঁহাকে দর্শন করিলেই তোমার দেহে শক্তি হইবে ।' এই সখীবাক্য শুনিয়া তিনি উৎকণ্ঠার সহিত

স কিশোরঃ নয়নাম্বুজাভ্যাং কদা কালে আলোকয়েৎ। মামিতি শেষঃ। ইচ্ছাপ্রকাশনে লিঙ্। কিংবা, ইদানীং ম্রিয়ে কদা বা লোকয়েদিতি নৈরাশ্যোক্তিঃ। কীদৃগ্ভ্যাম্? সকরুণপ্রেমরসশৃঙ্গার-রসয়োঃ প্রবাহেন শীতলাভ্যাম্। তথা, তারয়োর্নীলিম্না প্রান্তয়ো-

---

যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই বচনের অনুবাদ করিয়া শ্রীলীলাশুক বলিলেন—'লীলায়িতাভ্যাং ইতি।

সখি! এ ভাগ্য কি আমার হইবে? সেই কিশোর তাঁহার লীলায়িত অদ্ভুত বিভ্রমশালী নয়নকমলের দ্বারা কোন্‌কালে আমাকে অবলোকন করিবেন? এই উক্তি দ্বারা তিনি আমাকে অবলোকন করুন—এই ইচ্ছাপ্রকাশ বুঝাইতেছে। কিংবা এখনি যদি আমার মৃত্যু হয়, তবে আর কখন তিনি আমায় অবলোকন করিবেন? ইহা নৈরাশ্যপূর্ণ উক্তি। তাঁহার অবলোকন কিরূপ? সকরুণ, প্রেমরস—শৃঙ্গাররসের প্রবাহে শীতল।*

আর ঐ নয়নের মধ্যভাগ (তারকাদ্বয়) নীলিমা, প্রান্তভাগ অরুণিমাযুক্ত। সেই নয়নযুগলের কি অদ্ভুত বিভ্রম! অর্থাৎ অদ্ভুত বিভ্রমশালী নয়নকমল যেন মদিরের (খঞ্জনের) মত সতত চঞ্চল। এই বিশেষণের দ্বারা নয়নের সুকোমলত্ব, দীর্ঘত্ব ও

---

* প্রেমরসে কায়িক চুম্বন আলিঙ্গনাদি ব্যতিরেকেও চাক্ষুষ আলিঙ্গনে গাঢ়তর আনন্দের আস্বাদন আছে; সুতরাং প্রেমাতিরেকবশতঃ কায়িক আলিঙ্গনাদি অনাবশ্যক। যেহেতু প্রেমরসের মধ্যেই শৃঙ্গাররস-প্রবাহ বর্ত্তমান রহিয়াছে।

বহুলচিকুরভারং বদ্ধপিচ্ছাবতংসং
চপলচপলনেত্রং চারুবিম্বাধরৌষ্ঠম্।
মধুরমৃদুলহাসং মন্দরোদারলীলং
মৃগয়তি নয়নং মে মুগ্ধবেশং মুরারেঃ ॥ ৪৬

রুরুণিম্না চ যুক্তাভ্যাম্। মদিরয়োরিবান্ততো বিভ্রমো যয়োস্তাভ্যাম্। অতো লীলাপ্রাচুর্য্যাল্লীলেবাচরতি লীলায়তে, তাভ্যাম্। অপরাধিনীং মাং পশ্যতি চেত্তদা হিত্বা কথং গত ইতি বিমৃশ্য সদৈন্যমাহ;—কারুণিকঃ। কৃপয়া সম্ভবেদপি ইতি। স্বান্তর্দ্দশায়ামেনাং কদালোকয়েদিতি। বাহ্যে, কদা কৃপাবলোকনং করিষ্যতীতি ॥ ৪৫

টীকা—অথ পুনর্মূর্চ্ছন্ত্যাঃ, সখি, উত্তিষ্ঠ পশ্যায়মাগতঃ শ্রীকৃষ্ণ ইতি

লীলারসময়ত্ব সূচিত হইল। অতএব লীলার প্রাচুর্য্যবশতঃ নয়নযুগল যেন লীলাই আচরণ করিতেছে অর্থাৎ অপরাধিনী আমাকেই অবলোকন করিতেছে, যদি তাহাই হয় তবে আমাকে ছাড়িয়া দূরে গেলেন কেন? এই বিবেচনা ক'রয়া শ্রীরাধা দৈন্যের সহিত বলিলেন—'কারুণিকঃ'। তিনি করুণাময়, করুণা করিয়া দর্শন দিতেও পারেন—কৃপায় দর্শন সম্ভব হইতে পারে।

স্বান্তর্দশার অর্থ—করুণাময় শ্রীকৃষ্ণ কবে আমাকে অবলোকন করিবেন?

বাহ্যার্থ—শ্রীকৃষ্ণ আমায় কবে কৃপাবলোকন করিবেন? ৪৫

(৪৬) শ্লোকার্থ—যাঁহার দীর্ঘ চিকুরভার চূড়াকারে বদ্ধ, শিখিপুচ্ছশোভিত মস্তকভূষণ, অতি চপল নেত্রযুগল, বিম্বের

সখীনামাশ্বাসনৈঃ সসম্ভ্রমং নেত্রে উন্মীল্যোত্থায় দিশোঽবলোকয়ন্ত্যাস্ত্ব-মপ্রেক্ষ্য তাঃ প্রতি প্রলপন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ,—হে সখ্যঃ! মুরা কুৎসা তদরেঃ পরমসুন্দরস্যেত্যর্থঃ। মুগ্ধং বেশং মে নয়নং মৃগয়তি। শীঘ্রং দর্শয়তেতি ভাবঃ। কীদৃশম্? বহলঃ স্নিগ্ধনিবিড়শ্চিকুরভারো যস্মিন্। তত্রৈব বদ্ধঃ পিচ্ছাবতংসো। চপলাম্নীনাদপি চপলে নেত্রে যস্মিন। চপলঃ পারদে মীনে ইতি বিশ্বাৎ। চারুবিম্বাধরোষ্ঠী যত্র। মধুরো

মত চারু অধরোষ্ঠ, মধুর মৃদুহাস্য, মন্দার পর্ব্বতের মত উদার লীলাবিলাস, এরূপ মুরারির মুগ্ধবেশ দেখিবার জন্য আমার নয়ন অন্বেষণ করিতেছে।

(৪৬) টীকার অনুবাদ—পুনরায় শ্রীরাধিকা মূর্চ্ছিতা হইলে সখীগণ বলিলেন, 'অয়ি শ্রীরাধে! উঠ উঠ. এই দেখ শ্রীকৃষ্ণ আসিয়াছেন।' সখীদের আশ্বাসনে তিনি সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক চক্ষু উন্মীলন করিয়া চারিদিক অবলোকন করিলেন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন না। তখন সখীদের প্রতি যে প্রলাপ বলিলেন, সেই বচনের অনুবাদ করিয়া শ্রীলীলাশুক বলিলেন—'বহলঃ' ইতি। (শ্রীরাধিকার উক্তি) মুরা শব্দের অর্থ কুৎসা, যিনি তাহার অরি, তিনি মুরারি। অর্থাৎ আমার দর্শনের প্রতিবন্ধক যে লজ্জাভয়াদি, তাহার অরি; সেই পরমসুন্দর মুরারির মনোহর বেশ দর্শন করিবার জন্য আমার নয়ন অন্বেষণ করিতেছে, শীঘ্র দর্শন করাও! তিনি কিরূপ? তাঁহার শিখিপুচ্ছ নির্ম্মিত অবতংস, স্নিগ্ধ নিবিড় নীলবর্ণ চিকুরভার চূড়াকারে বদ্ধ, সফরীমীন হইতেও চঞ্চল নেত্রযুগল। (চপল শব্দের প্রতিশব্দ

বহলজলদচ্ছায়াচৌরং বিলাসভরালসং
মদশিখিশিখালীলোত্তংসং মনোজ্ঞমুখাম্বুজম্।
কমপি কমলাপাঙ্গোদগ্রপ্রসঙ্গজড়ং জগ-
ন্মধুরিমপরীপাকোদ্রেকং বয়ং মৃগয়ামহে ॥ ৪৭

মৃদুলশ্চ হাসো যত্র। বেশস্য গাম্ভীর্য্যং ক্ষোভকত্বঞ্চাহ,—মন্দরাদ্রেরিবোদারা মহতী লীলা যস্য। তেন যথা দুগ্ধাব্ধিং সংক্ষোভ্য রত্নাদিকঞ্চ আহৃতং তথা তেনৈবাস্মাকং হৃদয়ং সংক্ষোভ্য ধৈর্য্যাদিকম্। অতো মহাক্ষোভকমিতি ভাবঃ। স্বান্তর্দ্দশায়াম্—তৎসঙ্গমমধুরবেশম্। বাহ্যার্থঃ স্পষ্টঃ ॥ ৪৬

টীকা—নন্বাগতোঽয়ং ত্বাং প রিহসন্ ক্বাপি কুঞ্জে নিলীনস্তিষ্ঠতি,তদা-

---

পারদ, মীন--বিশ্বকোষ। (মীননয়ন অতি চঞ্চল বলিয়া কবি-প্রসিদ্ধি আছে।) বিম্বফলের ন্যায় চারু অধর-ওষ্ঠদ্বয়, মধুর মৃদুলহাস্যযুক্ত শ্রীমুখ। ইহার দ্বারা মুরারির বেশের গাম্ভীর্য্য ও লীলায় সকলের চিত্ত-ক্ষোভকত্ব কথিত হইল। ইনি মন্দার পর্ব্বতের ন্যায় উদার মহতী লীলাবিশিষ্ট। মন্দার পর্ব্বত যেমন ক্ষীরসমুদ্রকে সংক্ষুব্ধ করিয়া রত্ন ও অমৃতাদি আহরণ করিয়াছে, তদ্রূপ ইনিও আমাদের হৃদয়কে ক্ষোভিত করিয়া লজ্জা-ধৈর্য্যাদি রত্ন অপহরণ করিয়াছেন। অতএব তাঁহার কান্তি, বেশ ও লীলাদি মহাক্ষোভক।

স্বান্তর্দশার অর্থ—হে সখি! মুরারির সঙ্গ করাও, তাঁহার মধুর বেশ দর্শন করাও।

বাহ্যার্থ—স্পষ্ট। ৪৬

গচ্ছ তমন্বিষ্য পশ্যাম ইতি সখীনাং গিরা তাভিস্তমন্বিষ্য ভ্রমন্ত্যাঃ; কচ্চিত্তুলসি, অপ্যেণপত্নীত্যাদিবৎ স্থিরচরান্ পৃচ্ছন্ত্যাস্তেষাং প্রশ্নমুট্টঙ্ক্য তান্ প্রতি প্রত্যুত্তরয়ন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ;—ননু কিমর্থমুন্মত্তা ইব রাত্রৌ ভ্রমথ। তত্রসাবহিত্থামাহ,—যস্য নামাপি চৌরত্বাদগ্রাহ্যং তং কমপি বয়ং মগয়ামহে। স জ্ঞায়ত এব, বো দৃষ্টশ্চেৎ কথ্যতাম্। আং শঠোঽয়ং ক্বাপি কয়াপি গোপ্যা রমমাণস্তিষ্ঠতি, তদন্বেষণং তু লাঘবায়ৈব, তন্নিবর্ত্তধ্বম্।

---

(৪৭) শ্লোকার্থ—যাঁহার অঙ্গের কান্তি নিবিড়জলদের কান্তিকে হরণ করিয়াছে, যিনি বিলাসভরে অলস, মদমত্তশিখিপুচ্ছ যাঁহার শিরোভূষণ, যাঁহার মনোজ্ঞ মুখকমল, কমলার অপাঙ্গদৃষ্টিতে যিনি জড়বৎ স্তম্ভিত, নিখিল জগতের মধুরিমার পরিপাকস্বরূপ যাঁহার মাধুর্য্য, এইরূপ কোন এক বস্তুকে আমরা অন্বেষণ করিতেছি। (৪৭) টীকার অনুবাদ—সখীগণ বলিলেন,'হে শ্রীরাধে! এই দেখ শ্রীকৃষ্ণ আসিয়াছেন, তোমাকে পরিহাস করার জন্য কুঞ্জ মধ্যে কোথাও লুকাইয়া রহিয়াছেন, আইস তথায় যাইয়া আমরা তাঁহাকে দর্শন করি।" সখীদের এই কথা শুনিয়া শ্রীরাধা সখীগণের সঙ্গে বনে বনে ভ্রমণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন! ইহা শ্রীভাগবতে (১০।৩০।৭-১১ শ্লোকে) বর্ণিত লীলার ন্যায়। যথা. 'হে কল্যাণি তুলসি! যিনি ভ্রমরকুলের সঙ্গে তোমাকে ধারণ করেন, তোমার অতি প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়াছ কি?" "সখি হরিণি! শ্রীকৃষ্ণ স্বকীয় সুন্দর মুখকমল দ্বারা তোমাদের নয়ন তৃপ্তি করিতে করিতে প্রিয়ার সহিত এখানে আসিয়াছিলেন কি?" এইরূপ স্থাবর জঙ্গম সকলকেই

তত্র সগর্ব্বসাবহেলমাহ;—কমলেতি। লক্ষ্ম্যাপাঙ্গস্য য উদগ্রঃ প্রসঙ্গস্তেন জড়ং তদ্বশমিতি। কিমুতাস্মদ্গোপ্যারমমাণম্। ততোঽস্মন্মনোরত্নং হৃত্বা গতোঽয়ম্ তদেব প্রার্থ্যং কিং নস্তেনেতি ভাবঃ। ননু সদ্ধর্ম্মশীলে কথং

শ্রীকৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করিতে করিতে তাঁহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন! রাসরজনীর বিরহিনী গোপীদের উদ্‌ঘাটিত প্রশ্ন এবং সেই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরাদির অনুবাদ করিয়া শ্রীলীলাশুক বলিলেন—'বহল' ইতি।

সেই সমস্ত বিরহিনী গোপীকে বনে বনে ভ্রমণ করিতে দেখিয়া বৃন্দাবনের তরুলতাসকল যেন প্রশ্ন করিলেন, "আপনারা এই গভীর রজনীতে কিজন্য বনে বনে উন্মাদিনীর ন্যায় ভ্রমণ করিতেছেন? ইহার উত্তরে অবহিত্থার সহিত (অন্তরের ভাব গোপন করিয়া) গোপীগণ বলিলেন, 'যাহার নাম চোর, (চোর বলিয়া) তাহার নাম করিব না। কোন এক চোরকে আমরা অন্বেষণ করিতেছি, তাহাকে আমাদের প্রয়োজন আছে। সে তোমাদের অজানা বা অচেনা নয়। তাহাকে যদি দেখিয়া থাক, তাহা হইলে বলিয়া দাও। তাঁহারা যেন বলিলেন, "আপনারা যাঁহাকে চোর শঠ বলিতেছেন, তিনি হয়ত কোথাও কোন কুঞ্জে গোপীসহ রমণে বিভোর হইয়া তথায় অবস্থান করিতেছেন; সুতরাং এখন তাঁহার অন্বেষণে আপনাদের মানের লাঘবই হইবে, সুতরাং অন্বেষণ হইতে নিবৃত্ত হওয়া ভাল।" এই কথা শুনিয়া গোপীগণ সগর্ব্বে অবহেলার সহিত বলিলেন—'কমলেতি'। সে কথা আমরা জানি, সে হয়ত কমলার কটাক্ষে

চৌরাপবাদং দদথ, তত্র সহাসশিরোধূননমাহ;—বহলেতি। বজ্রেন্দ্র-ধনুরাদিযুক্তানাং নিবিড়জলদানামপি ছায়া কান্তিস্তচ্চৌরম্, কিমুতা-বলানাং নো মনোরত্নমিতি ভাবঃ। তথা,—মধ্বিতি। মধুরিম্নাং পরীপাকো যেষু তে মধুরিমপরীপাকাঃ স্মরেন্দুপদ্মহংস-মৃগমীনপল্লবাদ্যা-স্তেষামুদ্গতো রেকঃ শঙ্কা যস্মাত্তম্। তেষামপি মাধুর্য্যাণাং চৌরমিত্যর্থঃ। মধুরং রসবৎ স্বাদু প্রিয়েষু ইতি বিশ্বঃ। রেকো বিবেকে শঙ্কায়াং রেকঃ

বিভোর হইয়া কোথাও অবস্থান করিতেছে। কমলা—লক্ষ্মী, (এস্থলে কমলা অর্থে শ্রীরাধা) তাঁহার নেত্রান্তের অগ্রভাগের প্রসঙ্গ—(প্রকৃষ্ট সঙ্গ) হেতু জড় অর্থাৎ তাঁহার বশীভূত। অতএব আমাদের মত সামন্যা গোপীর সঙ্গে তাঁহার কি প্রয়োজন? আমাদের মতন গোপীর সহিত বিহার করিবেন কিরূপে? বিশেষতঃ তিনি চোর, আমাদের মনোরত্ন চুরি করিয়া পলায়ণ করিয়াছেন, তাহা গ্রহণ করিবার নিমিত্তই আমরা তাঁহার অন্বেষণ করিতেছি, তাহা না হইলে তাঁহার সঙ্গে আর আমাদের কি কার্য্য আছে? পুনরায় তরুরাজি যদি বলেন, আপনারা সুশীলা এবং শ্রীকৃষ্ণ সদ্ধর্মশীল, কিজন্য তাঁহাকে চৌরাপবাদ দিতেছেন? উত্তরে গোপীগণ শিরসঞ্চালন করত হাসিতে হাসিতে বলিলেন—'বহলেতি'। তাঁহার গুণের কথা বলি শুন, বজ্র, ইন্দ্রধনুরাদি নিবিড়জলদমালার যে কান্তি, সেই কান্তি তিনি চুরি করিয়াছেন। তিনি যে আমাদের মত অবলার মনোরত্ন চুরি করিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্যের কি আছে? আরও বলিলেন—'মধ্বিতি'। এজগতে কবি-প্রসিদ্ধ যত শ্রেষ্ঠ বস্তু আছে,

স্যাদধমেঽপি চেতি বিশ্বঃ। নন্বেব, চেদ্দূরে স্থাস্যতি কথং দ্রক্ষ্যথ, তত্রাহ,—মদেতি। পিচ্ছমুকুটাদ্দূরতোঽপি দৃশ্যো ভবেদিতি ভাবঃ। ননু ততোঽপি ধাবিত্বাপসরিষ্যতি, তত্রাহ, বিলাসেতি। তদতিশয়-বিলাসেন শীঘ্রং গন্তুমপ্যশক্তমিত্যর্থঃ। ননু ঘনতমসি কুঞ্জে নীলীয় স্থাস্যতি, তত্রাহ,—মনোজ্ঞেতি। কোটিচন্দ্রবন্মনোজ্ঞং মুখাম্বুজং যস্য। তৎ কান্তিপুরেণৈব দৃশ্যো ভবেদিত্যর্থঃ। যদ্বা, ননু প্রাতর্ব্রজ এব

সেই শ্রেষ্ঠ বস্তু সকলের মধুরিমার পরিপাক হইতেছে কন্দর্প, ইন্দু, পদ্ম, হংস, মৃগ, মীন ও পল্লবাদি ইহাদের শঙ্কার কারণ হইয়াছেন তিনি। যেহেতু তিনি উহাদের প্রত্যেকের মাধুরী চুরি করিয়া নিজ মধুরিমার সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছেন। মধুর প্রতিশব্দ সরবৎ, স্বাদু, প্রিয়—বিশ্বকোষ। 'রেকো' শব্দের অর্থ শঙ্কা, বিবেক, সংশয়, নীচ, অধম—বিশ্বকোষ। অতএব তিনি চোরচূড়ামণি। পুনরায় তাঁহারা যদি বলেন, ভাল, বুঝিলাম; কিন্তু তিনি যদি এমনই প্রসিদ্ধ চোর, তাহা হইলে ত' দূরেই অবস্থান করিবেন, তাঁহাকে দেখিবেন কিরূপে? তাহাতে বলিলেন—'মদেতি'। তিনি মদমত্ত ময়ূরপুচ্ছের মুকুটধারী, সুতরাং দূর হইতেই আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাইব। পুনরায় যদি প্রশ্ন করেন, দেখিতে পাইলেও তাঁহাকে ধরিবেন কিরূপে? আপনাদিগকে দেখিয়া তিনি যদি দ্রুতবেগে পলায়ন করেন? তাহাতে বলিলেন—'বিলাসেতি।' অতিশয় বিলাসভরে তাঁহার অঙ্গ অবশ, তাঁহার আর শীঘ্র পলাইবার ক্ষমতা নাই—দ্রুতগমনে অক্ষম। পুনরায় যদি প্রশ্ন হয়, নিজেকে গোপন করিবার নিমিত্ত তিনি যদি

তং লপ্স্যাধ্বে, তদৈবাত্মানং গ্রাহ্যম্, সবলোঽসৌ রাত্রৌ কদাচিদ্দেহমপি বশ্চোরয়েৎ, তন্নিবর্ত্তধ্বম্। তত্র আত্মানমনুক্ত্বা ভঙ্গ্যাহ, কমলানাং বরস্ত্রীণামাসামপাঙ্গস্যোদগ্রো যঃ প্রসঙ্গস্তেন জড়ম্। কিমপি কর্ত্তুমশক্তমিত্যর্থঃ। কমলা শ্রীবরস্ত্রিয়োরিতি বিশ্বঃ। স্বান্তর্দ্দশায়াম্—স্বসমানসখীঃ প্রত্যুক্তিঃ। হে সখ্যঃ! আগচ্ছত, যেনোন্মাদিতেয়ং তমন্বেষয়ামঃ। ননু কথং রাত্রৌ লপ্স্যামহে, তত্রাহ পঞ্চভির্বিশেষবৈঃ। ননু প্রাপ্তে কথমায়া-

---

ঘনতিমিরাচ্ছন্ন কোন কুঞ্জে আত্মগোপন করেন? উত্তরে বলিলেন—'মনোজ্ঞেতি।' তাঁহার শ্রীমুখের কান্তি কোটিচন্দ্রবৎ উজ্জ্বল ও মনোজ্ঞ; সুতরাং তিমিরাচ্ছন্ন কুঞ্জে আত্মগোপন করিলেও আমরা তাঁহাকে খুজিয়া বাহির করিব। অথবা লতাচয় যদি বলেন, আগামী কল্য প্রাতঃকালে ব্রজেই তাঁহাকে দেখিতে পাইবেন, তখন তাঁহার নিকট হইতে হৃতরত্ন অনায়াসে উদ্ধার করিতে পারিবেন; এই গভীর রাত্রিতে তাঁহার অনুসন্ধানে প্রয়োজন কি? বিশেষতঃ তিনি সবল, এই রাত্রিতে কদাচিৎ আপনাদের দেহও চুরি করিতে পারেন। যেহেতু আপনারা অবলা; সুতরাং তাঁহার অন্বেষণ হইতে নিবৃত্ত হউন। পূর্ব্বে নিজেদের কথা না বলিয়া ভঙ্গিপূর্ব্বক বলিয়াছেন, 'কমলা'। (কমলা অর্থে বরস্ত্রী বুঝায়—বিশ্বকোষ) কমলার (বরস্ত্রী শ্রীরাধার) নেত্রান্তের অগ্রভাগের প্রসঙ্গে বা প্রকৃষ্টসঙ্গহেতু তিনি জড়বৎ অবস্থান করেন—নিজের দেহভার নিজে বহন করিতেই অসমর্থ; সুতরাং আমাদের দৃষ্টিগোচর হইলেও তিনি কিছু করিতে পারিবেন না, ইহাই অন্তর্দ্দশার অর্থ।

পরামৃশ্যং দূরে পথি পথি মুনীনাং ব্রজবধূ-
দৃশা দৃশ্যং শশ্বত্ত্রিভুবনমনোহারিবদনম্ ।
অনামৃশ্যং বাচামুনিসমুদয়ানামপি কদা
দরীদৃশ্যে দেবং দরদলিতনীলোৎপলরুচিম্ ।। ৪৮

স্যতি, তত্রাহ, কমলা শ্রীরাধা, অস্যাপাঙ্গেন তৎপ্রস্থাবেনাপি জড়ং তদ্বশ-চিত্তম্। শ্রুত্বৈবৈষ্যতীত্যর্থঃ। বাহ্যার্থঃ স্পষ্টঃ ॥ ৪৭

টীকা—অথ ক্বচিৎ কুঞ্জাভ্যর্ণে স্ফূর্ত্যা তং দৃষ্ট্বা পুনঃ স্ফূর্ত্যা বিক্লবায়াঃ,

---

স্বান্তর্দশার অর্থ—(নিজ সমান সখীগণের প্রতি উক্তি) হে সখিগণ ! এস, এস, আমরা সকলে মিলিয়া উন্মাদিনী শ্রীরাধাকে সঙ্গে লইয়া শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ করি। বলিতে পার যে, রাত্রিকালে কিরূপে তাঁহাকে পাইবে ? তাহাতেই পাঁচটি বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে। আর প্রাপ্ত হইলেই বা কিরূপে তাঁহাকে আনয়ন করিবে ? উত্তরে বলিলেন, 'কমলা' (শ্রীরাধার) অপাঙ্গ-কটাক্ষে বা তাঁহার প্রসঙ্গের—প্রকৃষ্টসঙ্গের প্রভাবে তিনি জড়বৎ স্তম্ভিত—শ্রীরাধার বশীভূত হওয়ায় তাঁহার আর পলাইবার ক্ষমতা নাই; সুতরাং শ্রীরাধার কথা শুনিলেই তিনি আসিবেন।

বাহ্যার্থ স্পষ্ট। ৪৭

(৪৮) শ্লোকার্থ—যিনি মুনিদের ধ্যানপথে দূরস্থ; কিন্তু ব্রজবধূবর্গের নেত্রে পরিদৃশ্য হন, যাঁহার বদন-সৌন্দর্য্য ত্রিভুবন-মনোহারী, যিনি মুনিদের বাক্যাতীত, যিনি ঈষৎ বিকশিত নীলকমল সদৃশ রুচিবিশিষ্ট, সেই দেবকে কখন বার বার দর্শন করিব ?

ত্বয়া দৃষ্টোঽসৌ কিমিতি খিদ্যসে ইত্যাশ্বাসয়ন্তীঃ সখীঃ প্রতি প্রলপন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ,—হে সখ্যঃ, দেবং ক্রীড়াপরং কৃষ্ণং কদা দরীদৃশ্যে ভৃশং বাঞ্ছাপূর্ত্ত্যা পশ্যামি। তত্র হেতুঃ—দরদলিতেতি ত্রিভুবনেতি চ। অতো মুনিসমুদয়ানাং ব্যাসাদীনাং বাচাপ্যনামৃশ্যমস্পৃশ্যমেতাদৃক্সৌন্দর্য্য-বিশিষ্টতয়া বক্তুমপ্যশক্যমিত্যর্থঃ। অনিশমুদয়ানামিতি পাঠে—অনিশমুদয়ানাং নিত্যোদয়ানাং বাচাং শ্রুতিনামপ্যনামৃশ্যম্। কিংবা,

---

(৪৮) টীকার অনুবাদ—উন্মাদ অবস্থায় শ্রীরাধা বনে বনে শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণ করিতে করিতে সহসা কোনও কুঞ্জে(স্ফূর্ত্তিতে) শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন; কিন্তু পুনরায় স্ফূর্ত্তিতে আর দেখিতে পাইলেন না। এজন্য তিনি অত্যন্ত ব্যাকুলতার সহিত খেদ করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া সখীগণ বলিলেন, 'হে শ্রীরাধে! এইমাত্র তুমি শ্রীকৃষ্ণকে দেখিলে, তবে কেন খেদ করিতেছে? এই প্রকার আশ্বাসদানরতা সখীর প্রতি শ্রীরাধার প্রলাপের অনুবাদ করিয়া শ্রীলীলাশুক বলিলেন,'পরামৃশ্যমিতি।' শ্রীরাধা বলিলেন, হে সখীগণ, ক্রীড়াপর শ্রীকৃষ্ণকে আমি কখন্ ভালরূপে দেখিতে পাইব? বাঞ্ছাপূর্ণ করিয়া দর্শন করিব। তাহার হেতু, ঈষৎ বিকশিত নীলকমল সদৃশ কান্তিবিশিষ্ট বদন ত্রিভুবনের মন হরণ করে; সুতরাং বার বার তাঁহাকে দর্শন করিবার প্রার্থনা স্বাভাবিক, এজন্য মুনিরা তাঁহার স্বরূপ বিচার করেন; কিন্তু নির্দ্ধারণ করিতে পারেন না। শ্রীব্যাসাদি শাস্ত্রকার-গণও বাক্যের দ্বারা তাঁহার স্বরূপ নিশ্চিতরূপে বর্ণন করিতে অসমর্থ। অর্থাৎ তাদৃশ সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ বর্ণনা

ননু তবৈবায়ম্, কদাপি দ্রক্ষ্যসি, তত্র, অখিলদেহিনামন্তরাত্মদৃগিতিবৎ তদ্দৌর্লভ্যমাহ, মুনীনাং বাচাঽপ্যনাম্শ্যম্। নন্বেবং চেৎ ত্বং কথং দিদৃক্ষসে তত্রাহ, ব্রজেতি। ব্রজবধূনাং যুষ্মাকং দৃশা দৃশ্যম্। তত্রাপি শশ্বন্নিরন্তরম্। অত ইয়ং লালসেত্যর্থঃ। কিংবা, ননু কালে দ্রক্ষ্যসি ক্ব ইদানীং লাভ্যঽসাবত্র, তদুদ্দেশং কথয়ন্ত্যাহ, মুনীতি। "মুনয়ো বিহগাবনেঽস্মিন্"হরিমুপাসতে ধৃতমৌনা ইত্যাদিদিশা মুনীনাং তদ্দর্শনেন

করা যায় না। 'অনিশমুদয়ানাম্' পাঠান্তরে অর্থ হইবে, অনিশ—নিরন্তর, উদয়—প্রকাশ যাহাদের তাদৃশ নিত্যশ্রুতিগণেরও অনামৃশ্য অস্পৃশ্য। কিংবা যদি বল, শ্রীকৃষ্ণদর্শন তাদৃশ দুর্লভ হইলে কিরূপে তুমি দর্শন করিবে? তাহাতে বলিলেন, "অখিলদেহিনামন্তরাত্মদৃক্" (১০।৩১।৪) এই শ্রীভাগবতবচন অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ অখিল প্রাণীর অন্তর্য্যামী বলিয়া তাঁহার দর্শন দুর্লভ। এমন কি মুনিদের বাক্যেরও অগোচর। যদি তাঁহার দর্শন এরূপ দুর্লভ হয়, তাহা হইলে তুমি কিরূপে তাঁহাকে দর্শন করিবে? তাহাতে বলিলেন, 'ব্রজেতি'। ব্রজবধূদের নয়নে সদা দৃশ্য—ব্রজবধূগণ শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ দর্শন করিতে সমর্থ, তাহাও আবার পুনঃ পুনঃ নিরন্তর। তোমরা ব্রজবধূ, সুতরাং তাঁহার দর্শন অবশ্যই পাইবে—অতএব এই লালসা। কিংবা যদি বল, যথাকালে দর্শন করিও ইদানীং দর্শনে কি লাভ? এখন তাঁহার উদ্দেশ্যে কথা বল। তাহাতে বলিলেন, "মুনয়ো বিহগা বনেঽস্মিন্' (ভা ১০।২১।২৪) "এই বৃন্দাবনে যে সকল বিহঙ্গ বাস করে, তাঁহারা মুনিজন হইবেন।" "হরিমুপাসত * *

জাতস্তম্ভমোহাদিতয়া ধৃতমৌনানাং তত্রাপি পক্ষিমৃগাণাং পথি পথি পরামৃশ্যম্। তত্রাপি দূরে দূরে। দূরাদেবাত্রৈবাস্ত ইত্যনুমেয়ম্। স্বান্তর্দ্দশায়াম্—সমানসখীঃ প্রত্যুক্তিঃ। দেবমনয়া সহ তথা ক্রীড়য়ন্তং তং কদা দরীদৃশ্যে পুনঃ পুনঃ সাক্ষাৎপশ্যামি। অন্যৎ সমম্। বাহ্যে,—ভাবশাবল্যোদয়াদাহ,—তৎ কদা দরীদৃশ্যে। তত্র হেতুঃ, দরেতি। পুনঃ সনৈরাশ্যমাহ,—অনেনেতি। মুনীনাং বাগগোচরমহং দ্রষ্টুমিচ্ছা-

---

ধৃতমৌনাঃ' (১০।৩৫।১১) "এই পক্ষীগণ মৌনভাব অবলম্বনে শ্রীহরির উপাসনা করে বা তাঁহার নিকট উপবেশন করে।" এই উক্তি অনুসারে 'মুনি' বলিতে মৌনী পক্ষীগণকে বুঝাইতেছে। ইহাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া আনন্দে স্তম্ভমোহাদি ভাববশতঃ মৌনী হইলেও পথে পথে কি যেন পরামর্শ করিতেছে, ইহাতে অনুমান হয় নিকটেই কোথাও শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

স্বান্তর্দশার অর্থ— নিজসমান সখীদের প্রতি উক্তি। হে দেব! শ্রীরাধার সহিত ক্রীড়াপর তোমাকে কখন বার বার সাক্ষাৎ দর্শন করিব? অন্য অর্থ সমান।

বাহ্যার্থ—ভাবশাবল্য উদয়হেতু বলিলেন, তোমাকে কখন বার বার দেখিতে পাইব? তাহার হেতু—'দরীদৃশ্যে', ভালরূপে দেখিব। (এই ক্রিয়াপদের দ্বারা বারবার ও ভালরূপে দর্শন বুঝাইতেছে) পুনরায় নৈরাশ্যের সহিত বলিলেন, 'অনেনেতি'। 'অনেন' শব্দে শ্রীকৃষ্ণদর্শন অতি দুর্লভ, তাহা দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝান যায় না, কেননা, মুনিদেরও বাক্যের অগোচর। এরূপ দুর্লভ

লীলাননাম্বুজমধীরমুদীক্ষমাণং
নর্ম্মাণি বেণুবিবরেষু নিবেশয়ন্তম্।
দোলায়মাননয়নং নয়নাভিরামং
দেবং কদা নু দয়িতং ব্যতিলোকয়িষ্যে ॥ ৪৯

ম্যতো মূর্খোঽস্মি। পুনঃ সোৎকণ্ঠমাহ, ত্রিভুবনেতি। তথা, মুনীনাং দূরেঽনুমেয়ং বাগগোচরঞ্চ ব্রজবধূদৃশাদৃশ্যং নীলোৎপলরুচিমিত্যাশ্চর্য্যম্ ॥ ৪৮

টীকা— অথ পূর্ব্বং প্রেরণকালান্যোন্যদর্শনস্মৃত্যা সোৎকণ্ঠং তাঃ পৃচ্ছন্ত্যা

দেবকে দেখিবার ইচ্ছা করিতেছি, সুতরাং আমি মূর্খই। পুনরায় উৎকণ্ঠার সহিত বলিলেন, ত্রিভুবনেতি'। ত্রিভুবনের মনোহরণকারী। আরও বলিলেন, মুনিদের ধ্যানপথেরও দূরস্থ, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ বিচার করিয়া অনুমান করেন মাত্র; কিন্তু নিশ্চিতরূপে স্থির করিতে পারেন না। অথচ ব্রজবধূদের পক্ষে সাক্ষাৎ দৃশ্য। তাঁহারা নীলোৎপল-সদৃশ কান্তিবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া থাকেন। ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। ৪৮

(৪৯) শ্লোকার্থ—লীলাময় মুখকমলবিশিষ্ট রস-চাঞ্চল্যে অধীর উর্দ্ধদৃষ্টিপাতকারী, বেণুবিবরে নর্ম-সঙ্কেতপ্রকাশশীল, দোলায়িত নয়ন, নয়নাভিরাম, সেই প্রিয়তম দেবকে কবে আমি দেখিতে পাইব! তিনিও আমাকে দেখিবেন।

(৪৯) টীকার অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বে যেরূপ শ্রীরাধাকে কুঞ্জে প্রেরণকালে নয়নের ইঙ্গিতে সঙ্কেত করিতেন এবং শ্রীরাধাও

বচোঽনুবদন্নাহ,—নু ভোঃ সখ্যস্তং মমৈব দয়িতং দেবং ক্রীড়ন্তং কদা ব্যতিলোকয়িষ্যে। স মাং কুঞ্জে প্রেরণার্থং দ্রক্ষ্যত্যহমপি তং তদঙ্গীকার-জ্ঞাপনার্থং কদা দ্রক্ষ্যামি। কীদৃশম্? লীলা নানাভাবোদ্গারযুক্তং নিরক্ষরসঙ্কেতকথনে ভঙ্গীতদ্যুক্তমাননাম্বুজং যস্য। অধীরং যথা তথোদী-ক্ষমাণং উর্দ্ধনেত্রচালনয়া মাং কুঞ্জে প্রেরয়ন্তম্। অতোঽন্যজজ্ঞানভিয়া দোলায়মানে নয়নে যস্য। তথা, নর্ম্মাণি মৎপ্রেরণসঙ্কেতরূপাণি বেণু-

---

নয়নের ইঙ্গিতে শ্রীকৃষ্ণকে সম্মতি 'জ্ঞাপন করিতেন, তাহাতে পরস্পর সন্দর্শন হইত, এক্ষনে সেই স্মৃতি উদয় হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণের দর্শনের নিমিত্ত উৎকণ্ঠার সহিত শ্রীরাধা স্বীয় সখীগণকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, সেই বচনের অনুবাদ করিয়া শ্রীলীলাশুক বলিলেন —'লীলাননাম্বুজ' ইতি। শ্রীরাধা সখীগণকে বলিলেন, হে সখীগণ! ক্রীড়ারত আমার প্রিয়তম দেবকে কখন দেখিব? তিনিও আমাকে কখন দেখিবেন। এই শ্লোকে 'ব্যতিলোকয়িষ্যে' —(ব্যতিরেকেন পশ্যামি) এই ক্রিয়াপদের 'ব্যতি' শব্দ ক্রিয়া ব্যতিহার অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাতে পরস্পর একই প্রকার কার্য্য করা বুঝায়। অতএব শ্রীকৃষ্ণ আমাকে কুঞ্জে প্রেরণ করার জন্য দেখিবেন এবং আমিও তদ্ অঙ্গীকার জ্ঞাপন নিমিত্ত তাঁহাকে দেখিব। 'নু' শব্দ বিতর্কে। সেই দেব কিরূপ? লীলায় নানা ভাবোদ্গারযুক্ত, নিরক্ষর সঙ্কেত কথনের ভঙ্গীযুক্ত মুখকমলবিশিষ্ট। অধীর—চঞ্চল, অর্থাৎ আমাকে কুঞ্জে প্রেরণ নিমিত্ত 'উদীক্ষমান' —উর্দ্ধদিকে নেত্রচালনা করিয়া ইঙ্গিত করেন; কিন্তু এই ইঙ্গিত যাহাতে অন্যান্য গোপাঙ্গনারা জানিতে না পারে, তজ্জন্য

লগ্নং মুহুর্মনসি লম্পটসম্প্রদায়-
লেখাবলেহিনি রসজ্ঞমনোজ্ঞবেশম্ ।
রজ্যন্মৃদুস্মিতমৃদূল্লসিতাধরাংশু-
রাকেন্দুলালিতমুখেন্দু মুকুন্দবাল্যম্ ।। ৫০

বিবরেষু নিবেশয়ন্তম্ । অতো নয়নাভিরামম্ । স্বান্তর্দ্দশায়াম্—তাং কুঞ্জায় নেতুং মাং স দ্রক্ষ্যত্যহমপি তজ্জ্ঞাপনার্থং তম্ । অন্যৎ সমম্ । বাহ্যে,—কৃপাবলোকনং তস্য, মমাপি বিস্ময়াবলোকনম্ । ৪৯

টীকা—অথ তন্মাধুর্য্যার্ণবে সর্ব্বেন্দ্রিয়মনোলয়েন পূনর্মোহং গচ্ছন্ত্যাঃ,

---

দোলায়িত লোচন অর্থাৎ অন্যান্য ব্রজাঙ্গনার ভয়ে দোলায়মান নয়নে আমাকে কুঞ্জে প্রেরণ করেন এবং সেই নর্ম্ম সঙ্কেত অর্থাৎ আমার প্রেরণ সঙ্কেতরূপ মনোভাব বেণুর ছিদ্রের ভিতর সন্নিবেশিত করিতেছেন যিনি সেই নয়নাভিরাম দেবকে আমি কবে দেখিতে পাইব ?

স্বান্তর্দশার অর্থ—এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে কুঞ্জে প্রেরণ নিমিত্ত সঙ্কেত দ্বারা আমাকে আদেশ করিবেন এবং আমিও তাহা জ্ঞাপনার্থ তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিব ? এইরূপে তিনি আমাকে দেখিবেন এবং আমিও তাঁহাকে দেখিব। অন্য অর্থ সমান।

(৫০) শ্লোকার্থ—লম্পট-সম্প্রদায়ের মধ্যে যিনি মহা-লম্পট, রসজ্ঞগণের মনোজ্ঞ বেশযুক্ত, রাগরঞ্জিত মৃদুহাস্যের সুন্দরতার দ্বারা উল্লসিত এবং পূর্ণচন্দ্রের দ্বারা লালিত অধরাংশু যাহার, সেই মুকুন্দের কৈশোর চাপল্য সর্বদাই আমার মনে লগ্ন রহিয়াছে।

অয়ি সখি ক্ষণং তং বিস্মৃত্য সুখিনী ভবেতি সখীনামাশ্বাসাত্তাভ্যস্তদশক্তিং কথয়ন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ;—মুখে কুন্দবদ্ধাস্যং যস্য মুকুন্দস্য বাল্যং কৈশোরং চাপল্যং বা মম মনসি, বস্ত্রে মাঞ্জিষ্ঠরাগ ইব, লগ্নম্। কিং করোমীত্যর্থঃ। ননু ততো নিবর্ত্ত্যান্যত্র নিবেশয়েত্যত্র তদপি মদ্বশং নেত্যাহ। কীদৃশে?—লম্পটসম্প্রদায়স্য লেখামবলেঢ়ুং শীলং যস্য,মহা-লম্পট ইত্যর্থঃ। অথবাস্য বরাকস্য কো দোষো যত এতাদৃশং তদিত্যাহ,

---

(৫০) টীকার অনুবাদ—অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যসমুদ্রে শ্রীরাধার সর্বেন্দ্রিয় নিমগ্ন হওয়ায় পুনরায় মোহদশা উপস্থিত হইলে সখীগণ বলিলেন, "অয়ি সখি! ক্ষণকাল শ্রীকৃষ্ণকে বিস্মৃত হইয়া সুখিনী হও", এই সখীদের আশ্বাসবাক্যের উত্তরে শ্রীরাধা বলিলেন, বিস্মৃত হইবার শক্তি নাই', এই বচনের অনুবাদ করিয়া শ্রীলীলাশুক বলিলেন—'লগ্নমিতি'।

শ্রীরাধা বলিলেন, অয়ি সখীগণ! আমি কি তাঁহাকে ভুলিতে পারি? যাঁহার মুখে কুন্দপুষ্পের মত হাসি, সেই মুকুন্দের কৈশোর চাপল্য আমার মনে 'বস্ত্রে মাঞ্জিষ্ঠরাগের ন্যায়' সংলগ্ন রহিয়াছে। আমি কি করিব? আমি ভুলিতে চেষ্টা করিয়াও ভুলিতে পারি না। যদি বল, ইহাঁর নিকট হইতে মন পরিবর্ত্তিত করিয়া অন্যত্র মনোনিবেশ কর।' আমি তাহারও চেষ্টা করিয়াছি; কিন্তু আমার মন আমার বশ নয়, কেন? লম্পট সম্প্রদায়ের আস্বাদনশীল অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য আস্বাদনের জন্য যাঁহারা লম্পটের মত বর্ত্তমান সেই প্রেমিক শ্রেণীর মহা আকর্ষণীয় বস্তু মহালম্পট শ্রীকৃষ্ণ। লম্পটগণ যেরূপ

অহিমকরকরনিকরমৃদুমৃদিতলক্ষ্মী-
সরসতরসরসিরুহসদৃশদৃশি দেবে।
ব্রজযুবতিরতিকলহবিজয়িনিজলীলা-
মদমুদিতবদনশশিমধুরিমণি লীয়ে॥ ৫১

রসজ্ঞানাং মনোজ্ঞো বেশো যস্মিন্। তথা, রাগযুক্তশ্চ মৃদুস্মিতেন মৃদুল্লসিতশ্চ যোঽধরস্তস্যাংশুযস্মিন্। পৃথক্ পদং বা। তথা, রাকেন্দুভি-র্লালিতঃ সেবিতঃ মুখেন্দুর্যত্র। স্বান্তর্দ্দশায়াম্—সমানসখীঃ প্রত্যুক্তিঃ। বাল্যং তয়া সহ কুঞ্জে কৈশোরচাপল্যম্। বাহ্যে—স্ব ন্ প্রত্যুক্তিঃ। ৫০

টীকা—অথ তস্য তন্মাধুর্য্যেমন আদীনাং লয়েন মুহুস্ত্যাঃ পুনর্ম্ম তমা-

---

বিচার বুদ্ধির অপেক্ষা না করিয়া ঈপ্সিত বস্তুতে আসক্ত হয় সেইরূপ। আবার আমার মনও শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য গ্রাসশীল। অথবা এই বরাক মনের কি দোষ? কোনও দোষ নাই। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যের তাদৃশ স্বভাব, তাই বলিলেন, রসজ্ঞগণের আকর্ষণীয় মনোজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণের বেশ। আরও বলি, শ্রীকৃষ্ণের রাগযুক্ত মৃদুহাস্যের সৌন্দর্য্যে উল্লসিত যে মুখচন্দ্র, তাহার কিরণে প্রফুল্লিত অধরশোভা বা শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্দ্র এতই সৌন্দর্য্যশালী উজ্জ্বল যে তাহার তুলনায় পূর্ণচন্দ্রের সৌন্দর্য্য ও উজ্জ্বলতা অতীব তুচ্ছ। তাই বলিলেন, রাকাচন্দ্র লালিত (সেবিত) শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্দ্র। অর্থাৎ পূর্ণচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্দ্রের সেবা করিয়া তাদৃশ সৌন্দর্য্য ও উজ্জ্বলতা লাভ করিয়াছেন।

স্বান্তর্দশার অর্থ—সমান সখীর প্রতি উক্তি, শ্রীরাধার সহিত

শঙ্ক্য সখীঃ প্রতি, এতাবানেব ভবতীভিঃ সহ সঙ্গম ইতি প্রলপন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ ত্রিভিঃশ্লোকৈঃ। তত্র প্রথমং কুট্টমিতাদিভাববিবশেনাত্মনা স্বসখীভিশ্চ সহ তস্য কঞ্চুকাকর্ষণহঠালিঙ্গননর্ম্মাদিভঙ্গীরতিকলহমাধুর্য্যাদি-স্ফূর্ত্ত্যা তত্র মন আদের্লয়েন প্রলপন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ- অহং দেবে মনোজ্ঞক্রীড়াবিজিগীষাপরে শ্রীকৃষ্ণে। বিশেষণে তাৎপর্য্যম্। তন্মাধুর্য্যা-

---

কুঞ্জে ক্রীড়াশীল মুকুন্দের কৈশোর চাপল্য আমার মনে সংলগ্ন রহিয়াছে।

বাহ্যার্থ—স্বসঙ্গী বৈষ্ণবদের প্রতি উক্তি। ৫০

(৫১) শ্লোকার্থ—সূর্য্যকিরণে মৃদুবিকশিত সরসিজাত পদ্ম-সদৃশ সরসতর যাঁহার নয়নযুগল, যিনি ব্রজযুবতিদের সহিত রতিকলহে বিজয়ী হইয়া নিজলীলাগর্ব্বে আনন্দিত বদনশশীর মধুরিমায় মুগ্ধ, সেই দেবে আমার চিত্ত লীন হইয়াছে।

(৫১) টীকার অনুবাদ—অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য শ্রীরাধার মন ও ইন্দ্রিয়াদি লয় হইলে তিনি মূর্চ্ছিতা হইলেন এবং পুনরায় স্বীয় মৃত্যুর আশঙ্কা করিয়া সখীগণকে বলিলেন, 'অয়ি সখীগণ! এই পর্য্যন্তই তোমাদের সহিত শেষ মিলন।' এই প্রলাপের অনুবাদ করিয়া শ্রীলীলাশুক ক্রমশঃ তিনটি শ্লোকে ইহা বর্ণন করিতেছেন। তাহার মধ্যে প্রথমে কুট্টমিতাদি ভাববিবশা শ্রীরাধার ও তাঁহার সখীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের রতিবিষয়ে কলহ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক সখীগণের ও শ্রীরাধার কঞ্চুকাকর্ষণ, হঠ-আলিঙ্গন, নর্ম্মাদিভঙ্গীর সহিত নানারূপ রতিকলহ, লীলার মাধুর্য্যাদি স্ফূর্ত্তিতে শ্রীরাধার মন ও ইন্দ্রিয়াদি সেই মাধুর্য্যে লয়

র্ণবে ইত্যর্থঃ। লীয়ে লীনা ভবামি। কীদৃশে—ব্রজযুবতিভিঃ যুষ্মদাদিভিঃ সহ যো রতিকলহস্তত্র বিজয়িনা যা নিজলীলা সনর্ম্মকঞ্চুকাকর্ষণস্তনাধরাদি-গ্রহণকেলিস্তয়া যো মদো গর্ব্বস্তেন মুদিতো যো বদনশশী তস্য মধুরিমা যস্মিন্। তথা, সূর্য্যকরনিকরেণ প্রথমোদ্গতেন মৃদুমুদিতমীষদ্বিকশিতঞ্চ লক্ষ্ম্যা শোভয়া শৈত্যাদিগুণসম্পত্ত্যা সরসতরঞ্চ যৎ সরসিরুহং তৎ সদৃশৌ দৃশৌ যস্য তস্মিন্। কুট্টমিতলক্ষণম্ "স্তনাধরাদিগ্রহণে হৃৎ-

---

হইলে তিনি যে প্রলাপ বলিয়াছেন, তাহা অনুবাদ করিয়া শ্রীলীলাশুক বলিলেন, 'অহিমকর' ইতি। (সখীগণের প্রতি শ্রীরাধিকার উক্তি) আমি এই দেবে—মনোজ্ঞ ক্রীড়ারত (রতি কলহে) বিজয়ী দেবে। এখানে 'দেব' শব্দের দ্বারা বিশেষরূপে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যবিশেষ বুঝাইতেছে। সেই পরম মাধুর্য্যময় দেবে চিত্ত লীন হইয়াছে। কিরূপে চিত্ত লীন হইয়াছে? ব্রজের যুবতীদের সহিত রতিবিষয়ে যে কলহ, তাহাতে বিজয়ী হইয়া নিজলীলায় অর্থাৎ শৃঙ্গারভাব হইতে উৎপন্ন যে লীলা, সেই পরম মাধুর্য্যময় দেবতায় আমার চিত্ত লীন হইয়াছে। তাৎপর্য্য এই যে ব্রজযুবতীদের ও শ্রীরাধার সহিত যে রতিকলহ, সেই কলহে শ্রীকৃষ্ণের জয়লাভ অর্থাৎ সেই রতিকলহে বিজয়ী যে নিজলীলা, সেই মাধুর্য্যময় লীলায় নর্মভঙ্গীর সহিত সখীগণের ও শ্রীরাধার কঞ্চুলিকা আকর্ষণ, স্তন অধর গ্রহণাদিরূপ কলহে জয়লাভরূপ যে মদ (শৃঙ্গারভাব হইতে উৎপন্ন যে গর্ব্ব) তাহার দ্বারা আনন্দিত যে বদনশশী, তাহাতে যে চমৎকার মাধুরী প্রকাশিত হয়, সেই মধুরিমায় শ্রীরাধা নিমজ্জিত হইয়াছেন।

করকমল-দল-কলিত-ললিততরবংশী-
কলনিনদ-গলদমৃত-ঘনসরসি দেবে।
সহজ-রসভর-ভরিতদরহসিত-বীথী-
সতত-বহদধরমণি-মধুরিমণি লীয়ে ॥ ৫২

প্রীতাবপি সম্ভ্রমাৎ। বহিঃক্রোধো ব্যথিতবৎ প্রোক্তং কুট্টমিতং বুধৈঃ।"
স্বান্তর্দ্দশায়াম্—তয়া সহ তাদৃশক্রীড়াপরে। বাহ্যার্থঃ স্পষ্টঃ। ৫১

টীকা—অথ সস্মিতঃ বংশীধ্বনিকৃতপূর্ব্বস্বপ্রেরণস্ফূর্ত্ত্যা তন্মাধুর্য্যে প্রলীনমিবাত্মানং মত্বা প্রলপন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ। দেবে এতল্লীলাপরে

আর, তরুণ সূর্য্যের কিরণনিকরের দ্বারা ঈষৎ বিকশিত পদ্ম-সদৃশ সরসতর শোভা অর্থাৎ শৈত্যাদি গুণসম্পত্তিযুক্ত নয়ন যাঁহার। কুট্টমিত লক্ষণ—নায়ক কর্ত্তৃক নায়িকার স্তন ও অধরাদির গ্রহণ কালে নায়িকার হৃদয়ে প্রীতি থাকিলেও সম্ভ্রমবশতঃ বাহিরে ব্যথিতবৎ ক্রোধ প্রকাশকে কুট্টমিত বলে।

স্বান্তর্দশা—শ্রীরাধিকার সহিত ক্রীড়াপর শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যে আমার চিত্ত লীন হইয়াছে।

বাহ্যার্থ—স্পষ্ট। ৫১

(৫২) শ্লোকার্থ—যাঁহার করকমলদলে ধৃত ললিততর বংশীর কলনিনাদ, অমৃতের গভীর সরোবর নির্ম্মাণ করিয়াছে, সহজ রসভরিত মৃদুহাস্যে যাঁহার অধর সতত রঞ্জিত, সেই দেবের মধুরিমায় আমার চিত্ত লীন হইয়াছে।

(৫২) টীকার অনুবাদ—অনন্তর সস্মিত বংশীধ্বনি দ্বারা সম্পাদিত অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যে প্রকারে পূর্ব্বে শ্রীরাধাকে কুঞ্জে

শ্রীকৃষ্ণে পূর্ব্ববদহং লীয়ে। কীদৃশে—করকমলদলে কলিতা ললিততরা চ যা বংশী তস্যাঃ কলনিনদা এব গলদমৃতানি তেষাং ঘনসরসি সান্দ্রসরোবরে। "ঘনঃ সান্দ্রে দৃঢ়ে দার্ঢ্যে বিস্তারে লৌহমুদ্গরে" ইতি বিশ্বঃ। তথা, সহজরসভরৈর্ভরিতং পূর্ণং যদ্দরহসিতং তস্য যা বীথী ধারা সরণির্বা তস্যাং তয়া বা সততং বহন্ প্রসরন্নধরপদ্মরাগমণের্মধুরিমা যস্য। স্বান্তর্দ্দশায়াম্ পূর্ব্ববৎ। বাহ্যার্থঃ স্পষ্টঃ। ৫২

প্রেরণের নিমিত্ত বংশীধ্বনিদ্বারা ইঙ্গিত করিতেন, তাহা শ্রীরাধার মনে স্ফূর্ত্তি হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যে আমি প্রলীন (মগ্না) হইয়াছি"—এই মনে করিয়া শ্রীরাধা যে প্রলাপ বলিলেন, তাহা অনুবাদ করিয়া শ্রীলীলাশুক বলিলেন—'করকমলদল' ইতি। শ্রীরাধা বলিলেন, হে সখি! এই দেবে (লীলাপর শ্রীকৃষ্ণে) পূর্ব্ববৎ আমি লীন হইলাম। কীদৃশ শ্রীকৃষ্ণে? যাঁহার করকমলদলে অর্থাৎ করই হইয়াছে কমল যাহার তাহার দল, (পত্ররূপ অঙ্গুলি) দ্বারা ধৃত ললিততর যে বংশী, সেই বংশীর কলনিনাদ হইতে যেন অমৃত গলিয়া গভীর সরোবর নির্ম্মান হইয়াছে। (এখানে শ্রীকৃষ্ণকে অমৃতঘন বা অমৃতের সান্দ্রসরোবর বলা হইয়াছে) ঘন-শব্দের প্রতিশব্দ সান্দ্র, দৃঢ়, দার্ঢ্য, বিস্তার, লৌহমুদগর—(বিশ্বকোষ) আরও শ্রীকৃষ্ণের হাস্যধারা সতত স্বাভাবিক রসভরে পূর্ণ। আর ঐ মৃদুহাস্য তাঁহার পদ্মরাগমণি তুল্য অধরের সুমাধুরী সতত বিস্তার করিতেছে। এবম্ভূত ক্রীড়াপর দেবতায় আমার চিত্ত লীন হইয়াছে।

স্বান্তর্দশার অর্থ—(পূর্ব্ববৎ) অনুবাদ অনুরূপ।

বাহ্যার্থ—স্পষ্ট। ৫২

কুসুমশর-শর-সমর-কুপিত-মদগোপী-
কুচকলস-ঘুসৃণরস-লসদুরসি দেবে।
মদমুদিত-মৃদুহসিত-মুষিত-শশি-শোভা
মুহুরধিক, মুখকমল-মধুরিমণি লীয়ে ॥ ৫৩

টীকা—অথ সম্ভোগান্তকালীনতন্মাধুর্য্যস্ফূর্ত্ত্যা তত্র লীয়মানমিবাত্মানং মত্বা প্রলপন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ—দেবে এতৎক্রীড়াপরে শ্রীকৃষ্ণে পূর্ব্ববদহং লীয়ে। কীদৃশে—কুসুমশরস্য শরেণ তদাঘাতেন সমরে রতিযুদ্ধে কুপিতা স্মরমদেন মধুপানজমদেন চ যুক্তা যা গোপী তস্যাঃ স্বয়ংগ্রহা-

---

(৫৩) শ্লোকার্থ—মদনের শরাঘাতে কুপিতা মদমত্তা গোপীগণের আলিঙ্গনে কুচকলসে লেপিত কুম্‌কুম্‌রসে যাঁহার বক্ষ চিত্রিত, আনন্দমদে মত্ত হইয়া মৃদুহাস্যে যিনি চন্দ্রশোভাকে তিরস্কার করেন এবং ক্ষণে ক্ষণে বর্দ্ধিষ্ণু মুখকমলের মধুরিমা যাঁহাতে বর্ত্তমান, সেই দেবে আমি লীন হইয়াছি।

(৫৩) টীকার অনুবাদ—অনন্তর সম্ভোগান্তকালীন শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য স্ফূর্ত্তি হইলে শ্রীরাধিকা মনে করিলেন, 'আমি এই মাধুর্য্যে লীন হইয়াছি, এই অবস্থায় তিনি যে প্রলাপ বলিয়াছেন, তাহা অনুবাদ করিয়া শ্রীলীলাশুক বলিলেন—'কুসুমশর' ইতি। (শ্রীরাধিকার উক্তি) দেবে—এই ক্রীড়াপর শ্রীকৃষ্ণে পূর্ব্ববৎ আমি লীন হইয়াছি। কিরূপ কৃষ্ণে? রতিযুদ্ধে কুসুমশরের আঘাতে কুপিতা স্মরমদে মত্তা বা মধুপানজ মদে উন্মত্তা যে সকল গোপী স্বেচ্ছায় স্বয়ং আলিঙ্গন করেন এবং সেই আলিঙ্গনকালে তাঁহাদের কুচকলসে লিপ্ত কুম্‌কুম্‌রসদ্বারা যাঁহার বক্ষ চিত্রিত

শ্লেষেণ লগ্নো যঃ কুচকলসঘুসৃণরসস্তেন লসদুরো যস্য। তত্রাত্মস্থানে গোপীতি সামান্যোক্তির্বৈদগ্ধ্যা। তথা, মদেন স্মরমদেন মুদিতং তদ্ধার্ষ্ট্য-দর্শনাৎ। যন্মৃদুহসিতং তেন মুষিতঃ শশী যেন তাদৃশশ্চ শোভয়া ক্ষণে ক্ষণেঽধিকশ্চ মুখকমলস্য মধুরিমা যস্য। যদ্বা, তাদৃশ হসিতেন মুষিতঃ শশী যয়া তয়া শোভয়া মুহুরধিকং তন্মুখকমলং তস্য মধুরিমা যস্মিন্ স্বান্তর্দশায়াম্ পূর্ব্ববৎ। বাহ্যার্থঃ স্পষ্টঃ। ৫৩

হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে, সেই শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য আমি লীন হইয়াছি। এখানে 'আত্ম' শব্দের স্থলে 'গোপী' শব্দ উল্লেখ করায় সামান্যভাবে সমস্ত গোপীকেই বুঝায়; কিন্তু বিশেষভাবে শ্রীরাধিকাই বোদ্ধব্য। যেহেতু 'গোপী' শব্দ দ্বারা বিদগ্ধতাবশতঃ শ্রীরাধিকা নিজেকেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আলিঙ্গনাদির পর স্মরমদমত্তা গোপীদের ধৃষ্টতা দর্শন করিয়া হর্ষে শ্রীকৃষ্ণ মৃদু মৃদু হাস্য করেন, এজন্য 'হসিত' পদ প্রযুক্ত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের সেই হাস্য যেন উদিতশশী হইতেও অধিক সৌন্দর্য্য বিস্তার করিয়া তাহার শোভা হরণ করিয়াছেন। অর্থাৎ ঐ হাস্য উদিত শশী হইতেও অধিক সৌন্দর্য্য বিস্তার করিয়া তাহার শোভা হরণ করিয়াছে। ঐ হাস্যশোভা ক্ষণে ক্ষণে বর্দ্ধিষ্ণু শ্রীকৃষ্ণমুখকমলের মধুরিমাকে অধিক বর্দ্ধিত করিতেছে। অথবা তাদৃশ হর্ষিত শ্রীকৃষ্ণের বদনকমল শশীর শোভাকে তিরস্কার করিয়া মুহুর্মুহু অতিশয় মধুরিমা বিস্তার করিতেছে।

স্বান্তর্দশার অর্থ—পূর্ব্ববৎ (অন্তর্দশার অর্থের অনুরূপ)

বাহ্যার্থ—স্পষ্ট। ৫৩

আনম্রামসিতভ্রুবোরুপচিতামক্ষীণপক্ষ্মাঙ্কুরে-
ষ্বালোলামনুরাগিণোর্নয়নয়োরার্দ্রাং মৃদৌ জল্পিতে।
আতাম্রামধরামৃতে মদকলামম্লানবংশীস্বনে-
ষ্বাশাস্তে মম লোচনং ব্রজশিশোর্মূর্ত্তিং জগন্মোহিনীম্ ॥ ৫৪

টীকা—অথ মূর্চ্ছন্ত্যাঃ সখীভিঃ প্রবোধিতায়া অত্যৌৎসুক্যাত্তত্ত্বাধুর্য্যস্ফূর্ত্ত্যা ভূমৌ নিপত্য নেত্রে নিমীল্যৈব তাঃ প্রতি প্রলপন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ—অহো, এতাদৃশদশায়ামপি মম লোচনং ব্রজশিশোর্ব্রজ-

---

(৫৪) শ্লোকার্থ—যাঁহার কৃষ্ণবর্ণ ভ্রূদ্বয় ঈষৎ নম্র ঘনপক্ষ্মাঙ্কুরে সমৃদ্ধশালী, লোচনযুগল অনুরাগিজন বিষয়ে সতত চঞ্চল, পরস্পরের মৃদুজল্পনাসময়ে আর্দ্রতাবিশিষ্ট, অধরামৃতের দ্বারা ঈষৎ রক্তবর্ণ এবং অম্লান বংশীরব অব্যক্ত মধুর ধ্বনিতে মত্ততা-বিধায়ক—সেই জগন্মোহনমূর্ত্তি ব্রজকিশোরকে দেখিবার জন্য আমার নয়ন সর্বদাই আশা করিতেছে।

(৫৪) টীকার অনুবাদ—'এমন মাধুর্য্যময় শ্রীকৃষ্ণে আমি ডুবিয়া গিয়াছি', এই কথা বলিতে বলিতে শ্রীরাধা মূর্চ্ছিতা হইলে সখীগণ প্রবোধিত করিলেও অতিশয় ঔৎসুক্যবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য স্ফূর্ত্তিতে ভূমিতে নিপতিত হইলেন এবং নয়নদ্বয় নিমীলন করিয়া সখীগণের প্রতি যে প্রলাপ বলিলেন, তাহা অনুবাদ করিয়া শ্রীলীলাশুক বলিলেন—'আনম্রাম্' ইতি। (শ্রীরাধিকার উক্তি) "অহো! (যাহা দেখিয়াছেন, তাহাতে শ্রীরাধার অন্তরের যে অবস্থা হইয়াছে, তাহার উত্তম বাহক 'অহো' এই অব্যয়

তৎ কৈশোরং তচ্চ বক্ত্রারবিন্দং
তৎ কারুণ্যং তে চ লীলাকটাক্ষাঃ।
তৎ সৌন্দর্য্যং সা চ মন্দস্মিতশ্রীঃ
সত্যং সত্যং দুর্ল্লভং দৈবতেঽপি ॥ ৫৫

কিশোরস্য মূর্ত্তিমাশাস্তে দ্রষ্টুমাকাঙ্ক্ষতি। অথবাস্য কো দোষঃ, যতঃ—জগন্মোহিনীম্। তত্র হেতুমাহ—শ্যামভ্রুবোরানম্রাং কুটিলাম্। অক্ষীণেষু পক্ষ্মাঙ্কুরেষু উপচিতাং সমৃদ্ধিমতীম্। প্রোদ্ভটসঘনপক্ষ্মাঙ্কুরামিত্যর্থঃ। মদ্বিষয়ানুরাগযুক্তয়োর্নয়নয়োরালোলাং প্রসারিতপক্ষ্মপক্ষাভ্যামুড্ডিডীয়ু-বদ্ধখঞ্জনযুগবচ্চঞ্চলাম্। মৃদৌ জল্পিতে আর্দ্রাম্। অধরামৃতে আতাম্রামত্যরুণাম্। অম্লানবংশীস্বনেষু মদকলাম্। স্মরমদোদ্গারেণ গম্ভীরামিত্যর্থঃ। স্মরমদং বর্দ্ধয়তীতি বা। দশাদ্বয়ে সুগমোঽর্থঃ। ৫৪

শব্দটি) এতাদৃশ দশায়ও আমার লোচনদ্বয় ব্রজশিশুর—ব্রজকিশোর শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি দেখিবার আশা করিতেছে! অথবা এই চক্ষুরই কি দোষ? যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি জগন্মোহিনী; তাই তাঁহাকে দেখিতে আমার নয়নদ্বয় আশা করিতেছে। তাহার আরও হেতু আছে, তাঁহার কৃষ্ণবর্ণ ভ্রূযুগল কুটিল ঘনপক্ষ্মাঙ্কুরে সমৃদ্ধশালী। অর্থাৎ প্রকাশমান ঘনপক্ষ্মাঙ্কুরযুক্ত। আবার আমার বিষয়ে অনুরাগযুক্ত নয়নযুগল অতীব চঞ্চল, যেন প্রসারিত পক্ষ অর্থাৎ পক্ষ প্রসারণ করিয়া উড্ডীন প্রয়াসী পিঞ্জরাবদ্ধ খঞ্জনের ন্যায় চঞ্চল; অধরোষ্ঠ মৃদুজল্পনায় কোমল—আর্দ্রতা-বিশিষ্ট। তাম্রবর্ণের (ঈষৎ রক্ত বর্ণের) ন্যায় অধর অমৃতপূর্ণ

টীকা—অথ অহিমকরাদি-শ্লোকত্রয়যুক্ত তত্তন্মাধুর্য্যস্ফুর্ত্ত্যা তদ্প্রাপ্তি-বৈক্লব্যাদ্বিলপন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ—তৎ কৈশোরং তদ্বক্ত্রারবিন্দঞ্চ দৈবতেঽপি স্বর্গাদিবৈকুণ্ঠপর্য্যন্তস্থদেবসমূহেঽপি দুর্লভমিতি সত্যং সত্যম্। তথা, তৎ কারুণ্যং তে লীলাকটাক্ষাশ্চ দুর্ল্লভাঃ। তথা,

---

এবং অম্লান বংশীনাদহেতু স্মরমদ উদ্গারে গম্ভীর বা স্মরমদ বর্দ্ধনকারী।

দশাদ্বয়ের, অর্থ সুগম। ৫৪

(৫৫) শ্লোকার্থ—সেই কিশোর মূর্ত্তি, সেই বদনকমল, সেই কারুণ্য, সেই লীলাকটাক্ষ,সেই সৌন্দর্য্য, সেই মৃদুহাস্যের শোভা, সত্য সত্য দেবগণেরও দুর্লভ।

(৫৫) টীকার অনুবাদ—পূর্ব্বে 'অহিমকর' ইত্যাদি (৫১-৫৩) শ্লোকত্রয়ে শ্রীরাধার অন্তরে শ্রীকৃষ্ণমাধূর্য্য স্ফূর্ত্তির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। সম্প্রতি সেই মাধুর্য্যময় শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাপ্তিতে বৈক্লব্য-বশতঃ তিনি যে বিলাপ করিয়াছেন, তাহা অনুবাদ করিয়া শ্রীলীলাশুক বলিতেছেন, 'তৎ কৈশোরম্' ইতি। হে সখি! আমি সত্য সত্য শপথ করিয়া বলিতেছি, শ্রীকৃষ্ণের সেই কিশোররূপ ও তাঁহার মুখকমল দর্শন দুর্লভ। এই মর্ত্ত্যলোক, দেবলোক-স্বর্গাদি, এমন কি বৈকুণ্ঠ পর্য্যন্ত শ্রীনারায়ণাদি দেবতাদের পক্ষেও শ্রীকৃষ্ণের কৈশোর রূপ দর্শন দুর্লভ। আর তাঁহার কারুণ্যও সেই লীলাকটাক্ষাদি আরও সুদুর্লভ। আর তাঁহার সেই সৌন্দর্য্য, সেই নিবিড় মৃদুহাস্য-শোভা আরও

তৎসৌন্দর্য্যং সা চ সান্দ্রস্মিতশ্রীশ্চ দুর্লভাঃ। যদ্বা, মম পুনস্তদ্দর্শনং তাদৃশরহোলীলাদিকঞ্চ দুর্ল্লভমেবেতি ভাবয়ন্ত্যাস্তৎকালং বামোরুনেত্র-কুচাদিস্পন্দনমনুভূয় তদ্ভাগ্যমপ্যতিনৈরাশ্যেনোপালভমানায়া বচোঽনু-বদন্নাহ—হে দেব, তদ্দর্শনসূচকভাগ্যং তে তবাপি তৎকৈশোরং তদ্বক্ত্রারবিন্দঞ্চ তদ্দর্শনমিত্যর্থঃ। পুনর্দুর্ল্লভমেব। ননু ভাগ্যস্য দুর্ল্লভমিতি ন বাচ্যম্। তত্রাহ—সত্যং সত্যম্। দুর্ল্লভমেবেত্যর্থঃ।

অধিকদুর্লভ। অথবা আমার পক্ষেও পুনরায় তাঁহার দর্শন এবং তাঁহার সহিত নির্জ্জনে তাদৃশ রহোলীলাদি দুর্লভই। এই সমস্ত বিষয় ভাবিতে ভাবিতে তৎকালে সৌভাগ্য-সূচনার নিদর্শনরূপ বাম উরু-নেত্র-কুচাদির স্পন্দন অনুভব করিয়াও নৈরাশ্যের সহিত তিনি দৈবের প্রতি অনুযোগ করিয়া বলিলেন, হে দৈব! শ্রীকৃষ্ণের দর্শন-সূচক ভাগ্য তোমার নাই—তোমার পক্ষে শ্রীকৃষ্ণদর্শন দুর্লভ, ইহা নিশ্চয় সত্য। বিশেষতঃ কিশোর শ্রীকৃষ্ণের বদনকমল দর্শন অতীব দুর্লভ; কিন্তু ভাগ্যের দুর্লভতা বলি নাই, সত্য সত্যই শ্রীকৃষ্ণের দর্শন দুর্লভ—একথাই বলিয়াছি। হে দৈব, তোমার পক্ষেও শ্রীকৃষ্ণের রূপ দর্শন দুর্লভ, তুমি তাঁহার দর্শনের যোগ্য নহ, তুমি বরাক, তুমি অতি তুচ্ছ, তুমি আমার নিকট আর কি শুভ চিহ্ন সূচনা করিতেছ? যদিও তৎকালে শ্রীকৃষ্ণ সকল গোপীকে ত্যাগ করিয়া কেবল আমার সহিত বিহার করিয়াছিলেন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সেই কারুণ্য কটাক্ষও তোমার পক্ষে দুর্লভ। আবার আমাকে ইঙ্গিতে রহঃস্থানে প্রেরণ নিমিত্ত সেই লীলাকটাক্ষ, তাহা সুদুর্লভই। এইরূপই যদি হয়, তাহা

তবাপি চেদ্দুর্ল্লভং তদ্যুক্তানাং বরাকাণাং কিমুতেত্যর্থঃ। তদ্দর্শনমপি দুর্ল্লভং চেত্তদা সর্ব্বাংস্ত্যক্ত্বা যেন ময়ৈব রেমে তৎ কারুণ্যম্, যৈর্মাং রহঃ প্রেরিতবান্ তে লীলাকটাক্ষাশ্চ সুদুর্ল্লভা এব। এবঞ্চেত্তর্হি সুরতান্তে যৎ তৎ সৌন্দর্য্যম্, কেলিবিশেষে সুবেশাং মাং দৃষ্ট্বা যা সান্দ্রস্মিতশ্রীঃ সা চাতিদুর্ল্লভৈব। স্বান্তর্দ্দশায়াম্—তয়া সহ বিলসতস্তস্য তৎ সর্ব্বমিতি। বাহ্যে—তদ্বৈক্লব্যাদ্বিঠ্ঠলরঙ্গনাথাদিদর্শনোপদেশিনঃ স্বান্ প্রত্যুক্তিঃ। দীব্যন্তীতি দেবাঃ শ্রীনারায়ণাদয়ঃ। স্বার্থে তল্ দৈবতেপি তৎসমূহেঽপি। ননু তেঽপি নিত্যকিশোরা এব, তত্রাহ—তৎসাক্ষান্মন্মথমন্মথত্বেন বর্ণিতমিতি। অন্যৎ সমানম্। ৫৫

হইলে সুরতান্তে শ্রীকৃষ্ণে যে সৌন্দর্য্য ও কেলিবিশেষে সুবেশ, যাহা কেবল আমাকে দেখিয়া উৎসারিত হয়, সেই নিবিড় মধুর হাস্যশোভা, তাহা ত' অতীব দুর্লভ।

স্বান্তর্দশার অর্থ—শ্রীরাধার সহিত বিলাসপর শ্রীকৃষ্ণের সেই সৌন্দর্য্য ও কেলিবিশেষে সুবেশাদি দর্শন সর্ব্বত্রই দর্লভ. ইহা পরম সত্য।

বাহ্যার্থ—শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ মাধুর্য্য নিজে অনুভব করিয়া শ্রীলীলাশুক শপথপূর্ব্বক নিজসঙ্গী বৈষ্ণবদের চিত্তে বিশ্বাস উৎপাদনের নিমিত্ত বলিলেন, শ্রীকৃষ্ণের রূপ দর্শন দুর্লভ; কিন্তু তাঁহার তাদৃশ বৈক্লব্য দেখিয়া বৈষ্ণবগণ শ্রীবিঠ্ঠলনাথ,শ্রীরঙ্গনাথ প্রভৃতি শ্রীনারায়ণের শ্রীমূর্ত্তি দর্শনের উপদেশ দিলেন। যেহেতু এই শ্রীনারায়ণাদি দেবও ক্রীড়াপর এবং নিত্যকিশোর। তাহাতে শ্রীলীলাশুক বলিলেন, শ্রীনারায়ণাদি ভগবৎবিগ্রহসকল ক্রীড়াশীল

বিশ্বোপপ্লবশমনৈকবদ্ধদীক্ষং
বিশ্বাসস্তবকিতচেতসাং জনানাম্ ।
প্রশ্যাম-প্রতিনব-কান্তি-কন্দলার্দ্রং
পশ্যামঃ পথি পথি শৈশবং মুরারেঃ । ৫৬

টীকা—অথ স্ফূর্ত্তিসাক্ষাৎকারয়োর্ভ্রমঃ পঞ্চভিঃ। তত্রাতিনৈরাশ্যেন পুনর্মূর্চ্ছন্ত্যা অয়ি সখি কারুণিকেন তেন কতিবিপদ্গণ ন্ন রক্ষিতাঃ স্মঃ, তদধুনাপ্যকস্মাৎ কেনাপি পথাগত্য নঃ সুখয়িষ্যতীতি সখীবাক্যা-

---

ও নিত্যকিশোর হইলেও শ্রীকৃষ্ণ 'সাক্ষাৎ মন্মথ-মন্মথ' এই প্রকার শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছেন। অন্য অর্থ সমান। ৫৫

(৫৬) শ্লোকার্থ—যাঁহারা দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া ভগবানের আশ্রয় লইয়াছেন, তাঁহাদের সকল প্রকার বিঘ্ন প্রশমন করিবার নিমিত্ত যিনি ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন,সেই মধুরিমার অভিনব শ্যামল কান্তিদ্বারা আর্দ্রীভূত কৈশোররূপ পথে পথে আমরা কি দেখিতে পাইব ?

(৫৬) টীকার অনুবাদ—অনন্তর 'স্ফূর্ত্তি-সাক্ষাৎকার ভ্রম' অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ দর্শন না পাইয়াও অত্যন্ত উৎকণ্ঠায় 'শ্রীকৃষ্ণদর্শন পাইয়াছি' এই যে ভ্রম, তাহাই পাঁচটি শ্লোকে বর্ণিত হইতেছে। তাহার মধ্যে অতিশয় নৈরাশ্যে পুনরায় শ্রীরাধিকা মূর্চ্ছিতা হইলে সখীগণ বলিলেন, 'অয়ি সখি, কারুণিক শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে কত না কত বিপদে রক্ষা করিয়াছেন। এখনও তিনি অকস্মাৎ কোনও না কোন পথে আসিয়া আমাদিগকে

দ্বিষজলাপ্যয়াদিতিবদ্‌গুণগানপূর্ব্বকং সর্ব্বতঃ পথোঽবলোক্য তত্র তৎস্ফূর্ত্ত্যা সখীঃ প্রতি কথয়ন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ—হে সখ্যঃ, মুরারেঃ পরমসুন্দরস্য তস্য শৈশবং কৈশোরং তদ্বয়ঃসৌন্দর্য্যাদি পথি পথি পশ্যাম। "কুন্তাঃ প্রবিশন্তী"তি ন্যায়াৎ কিশোরং তমেবেত্যর্থঃ। কীদৃশম্।—প্রকর্ষেণ শ্যামঃ প্রতিলবাঃ ক্ষণে ক্ষণে নূতনাশ্চ যে কান্তি-কন্দলাস্তৈরাদ্রম্। তথা, জনানাং স্বীয়ানাং ব্রজবাসিনাং সর্ব্বেষামেব।

সুখী করিবেন।" এই সখীবাক্যে প্রবোধিতা শ্রীরাধা বলিলেন, "বিষ-জলাপ্যয়াদ্" (ভা ১০।৩১।৩) হে পুরুষ শ্রেষ্ঠ! তুমি আমাদিগকে বিষজল পান নিমিত্ত বিনাশ হইতে, ইহা ব্যতীত অন্যান্য সকলপ্রকার ভয় হইতে বার বার রক্ষা করিয়াছ," এইরূপ গুণগানপূর্ব্বক (শ্রীকৃষ্ণের আগমন আশায়) সাগ্রহে সর্ব্বদিকের পথ অবলোকন করিতে করিতে তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি হইল। এরূপ স্ফূর্ত্তিতে তিনি সখীগণের প্রতি যে সকল কথা বলিয়াছেন; সেই কথা অনুবাদ করিয়া শ্রীলীলাশুক বলিলেন—'বিশ্ব ইতি। হে সখি! পরমসুন্দর মুরারির শৈশব বয়সের সৌন্দর্য্যাদি পথে পথে কি দেখিতে পাইব? এস্থলে 'শৈশব' শব্দে কিশোর বুঝিতে হইবে। কেননা, 'কুন্তা প্রবিশন্তি' ন্যায়ানুসারে যেমন কুন্তানামক অস্ত্রধারী ব্যক্তিকে বুঝায়, তদ্রূপ 'শৈশব' শব্দে শৈশববিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের কৈশোর বয়স ও সৌন্দর্য্যাদি বুঝাইতেছে। সেই কৈশোর সৌন্দর্য্য কিরূপ? প্রকৃষ্ট শ্যামল এবং সেই শ্যামলকান্তি প্রতিক্ষণেই নব-নবায়মান ক্ষণে ক্ষণে নূতনভাবে অনুভব হয়, এই প্রকৃষ্ট শ্যামল কান্তিদ্বারা স্নিগ্ধ তাঁহার কৈশোর

কিমুতাস্মাকমেবেত্যর্থঃ। বিশ্বে সর্ব্বে যে উপপ্লবাস্তেষাম্। শমনে একা কেবলা বদ্ধা গৃহীতা দীক্ষা যেন তৎ। কীদৃশম্—"এষ বঃ শ্রেয় আধাস্যৎ" ইত্যাদি গর্গবাক্যাৎ "সুদুস্তরান্নঃ স্বানপাহি" ইত্যাদি বিশ্বাসৈঃ স্তবকিতং চেতো যেষাম্। স্বান্তর্দ্দশায়াম্—তস্যাঃ সঙ্গে তথা স্ফূর্ত্ত্যৈব। বাহ্যে তু—মথুরানিকটমাগতস্য তস্য সর্ব্বত্র তৎস্ফূর্ত্ত্যা তথোক্তিঃ। তত্র "প্রতিজ্ঞা তব গোবিন্দেত্যাদি" বিশ্বাসযুক্তানাং

মূর্ত্তি। আর পরমকারুণিক এই শ্রীকৃষ্ণ যখন নিজ জনগণের অর্থাৎ সকল ব্রজবাসীরই সমস্ত দুঃখ প্রশমন করেন, তখন আমাদের ত' কথাই নাই। বিশ্বের সমস্ত উপদ্রব প্রশমন করা রূপ বদ্ধদীক্ষ—ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। তাহা কিরূপ? 'গোপ ও গোকুলের আনন্দবর্দ্ধক এই বালক তোমাদের মঙ্গল বিধান করিবে'—(শ্রী ভা ১০।৮।১৬) এই শ্রীগর্গবাক্যে এবং 'হে প্রভো! এই সুদুস্তর কালাগ্নি হইতে নিজ সুহৃদগণকে রক্ষা করুণ' ইত্যাদি (ভা ১০।১৭।২৪) মহানুভবের বাক্যে প্রকাশ পাইয়াছে।

স্বান্তর্দশার অর্থ—শ্রীরাধিকার সহিত শ্রীকৃষ্ণকে আমরা পথে পথে দেখিতেছি—এই প্রকার স্ফূর্ত্তি হইল।

বাহ্যার্থ—শ্রীলীলাশুক মথুরার নিকটবর্ত্তী হইলে তাঁহার সর্ব্বত্র শ্রীকৃষ্ণ-স্ফূর্ত্তি হইতে লাগিল, ইহাই নিজসঙ্গী বৈষ্ণবগণকে বলিতেছেন, "প্রতিজ্ঞা তব গোবিন্দ" ইত্যাদি। অর্থাৎ দৃঢ় বিশ্বাসে যে ব্যক্তি 'হে গোবিন্দ, আমি তোমারই' এই বলিয়া শরণাগত হয়, শ্রীগোবিন্দ তাঁহাকে সর্বতোভাবে অভয় দান করিয়া থাকেন।

মৌলিশ্চন্দ্রকভূষণো মরকতস্তম্ভাভিরামং বপু-
র্বক্ত্রং চিত্রবিমুগ্ধহাসমধুরং বালে বিলোলে দৃশৌ।
বাচঃ শৈশবশীতলা মদগজশ্লাঘ্যা বিলাসস্থিতি-
র্মন্দং মন্দময়ে ক এষ মথুরাবীথীং মিথো গাহতে॥ ৫৭

জানানাং ভক্তানাম্। তথা, "সকৃদেব প্রপন্নো যস্তবাস্মীতি চ যাচতে। অভয়ং সর্বদা তস্মৈ দদাম্যেতদ্ব্রতং মমেত্যাদি" তদ্দীক্ষা জ্ঞেয়া। অন্যৎ সমম্। ৫৬

টীকা—অথ পুরঃ কুঞ্জবর্ত্ম্ন্যাগচ্ছন্তমিব তং দৃষ্ট্বা প্রতিপদনবনব-তন্মাধুর্য্য-স্ফূর্ত্ত্যা অদৃষ্টপূর্বমিব ত্বং মত্বা পার্শ্বস্থাং সখীং পৃচ্ছন্ত্যা

শ্রীরামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রের বাক্য,—"আমি তোমারই" এই বলিয়া শরণাগতির সহিত যিনি একবারমাত্র আমার কৃপা প্রার্থনা করেন, আমি সর্ব্বতোভাবে তাহাকে অভয় দান করিয়া থাকি; ইহাই আমার ব্রত, ইহাই আমার দীক্ষা।" অন্য অর্থ সমান। ৫৬

(৫৭) শ্লোকার্থ—যাঁহার মস্তকে শিখিপুচ্ছভূষণ, দেহটি মরকতস্তম্ভবৎ অভিরাম, মুখ মনোজ্ঞ হাস্যে মধুর, নয়নযুগল কোমল ও চঞ্চল, বাক্যগুলি (শৈশবের কিঞ্চিৎ বর্ত্তমানতায়) কৈশোরতায় শীতল; গতি, অবলোকন ও করচালনাদির মর্য্যাদা মত্তগজেরও শ্লাঘ্য—যিনি নির্জ্জনে মন্দগতিতে বৃন্দাবনে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিতেছেন—ইনি কে ?

(৫৭) টীকার অনুবাদ—অতঃপর 'শ্রীকৃষ্ণ যেন কুঞ্জপথে আমার অগ্রে আসিতেছেন' তাঁহাকে দেখিয়া এবং প্রতিপদে

বচোঽনুবদন্নাহ মৌলিরিতি। অয়ে বালে মিথো রহসি এক এবেত্যর্থঃ। ক এষ মন্দং মন্দং বীথীং কুঞ্জবীথীং গাহতে। বিলাসগত্যাক্রম্যাগচ্ছতীত্যর্থঃ। যস্য মৌলিঃ শিরোমুকুটং বা চন্দ্রকৈর্ভূষণং যস্য। তথা, বপুর্মরকতস্তম্ভাদপ্যভিরামম্। বক্ত্রং চিত্রো বিমুগ্ধশ্চ যো হাসস্তেন মধুরম্। দৃশৌ বিলোলে। বাচঃ শৈশবেন কৈশোরেণ শীতলাঃ। তথা, গত্যবলোকনকরচালনাদিবিলাসস্থিতির্মদগজৈরপি শ্লাঘ্যা। পুনঃ কীদৃশী—

নব নব মাধুর্য্য স্ফূর্ত্তিতে অদৃষ্টপূর্ব্ব অর্থাৎ যেন পূর্ব্বে কখনও ইহাঁকে দেখি নাই এই মনে করিয়া স্বীয় পার্শ্বস্থ সখীগণকে শ্রীরাধা জিজ্ঞাসা করিলেন—এই বাক্যের অনুবাদ করিয়া শ্রীলীলাশুক বলিলেন—মৌলিরিতি। অয়ি সখি! ইনি নির্জনে মন্দগতিতে বৃন্দাবনের কুঞ্জে ধীরে ধীরে বিলাসভঙ্গীক্রমে প্রবেশ করিতেছেন—ইনি কে? ইহাঁর মস্তকে শিখিপুচ্ছভূষণ, দেহটি মরকতস্তম্ভবৎ অভিরাম, বিমুগ্ধ বদন মনোজ্ঞ হাস্যে আরও মধুর, নয়নযুগল চঞ্চল, বাক্যগুলি কৈশোরোচিত শীতল; গতি, অবলোকন ও কর-চরণাদির বিলাস-মর্য্যাদা মত্তগজেরও শ্লাঘ্য। আর কিরূপ? মথুরা, অর্থাৎ দর্শনকারীর মন যিনি মন্থন করেন, তিনি মথুরা। এস্থলে 'মথুরা' পদ 'কঃ এস' পদের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় সৌন্দর্য্যাদি দ্বারা দর্শনকারীর মন মন্থন করেন। এজন্য মথুরা পদটি লিঙ্গব্যত্যয়ে 'কঃ এষ' এই দুই সর্বনাম পদের বিশেষণরূপে মথুরা অর্থে শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝাইতেছে।

স্বান্তর্দশায়—কুঞ্জের পথে শ্রীকৃষ্ণ চলিতেছেন। তাঁহার

পাদৌ বাদবিনির্জিতাম্বুজবনৌ পদ্মালয়ালম্বিতৌ
পাণী বেণুবিনোদনপ্রণয়িনৌ পর্য্যাপ্তশিল্পশ্রিয়ৌ।
বাহূ দোহদভাজনং মৃগদৃশাং মাধুর্য্যধারাকিরৌ।
বক্ত্রং বাঞ্ছিষয়াভিলঙ্ঘিতমহো বাল্যং কিমেতন্মহঃ ॥ ৫৮

মথুরা। পশ্যতাং মনো মথ্নাতীতি মথুরা। ঔণাদিক্ উরচ্ প্রত্যয়াৎ। তথা সর্ব্বপদানাং লিঙ্গব্যত্যয়েন বিশেষণমিদম্। মৌলির্মথুরো বক্ত্রং মথুরমিত্যাদি। স্বান্তর্দ্দশায়াম্—তথা স্ফুর্ত্তৌ পার্শ্বস্থসখীং প্রত্যুক্তিঃ। বাহ্যে তু; মথুরাং প্রবিষ্টস্তথা স্ফুর্ত্ত্যাহ। অয়ে ইত্যাকাশে সম্বোধনম্। ক এষ মথুরাবীথীং গাহতে। যস্য দৃশৌ বালে স্মরমদালসে বিলোলে চ। অন্যৎ সমম্। ৫৭

টীকা—পুনস্তদতিশয়স্ফুর্ত্ত্যা সসংশয়ং প্রলপন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ;

মাধুর্য্য স্ফুর্ত্তি হইলে পার্শ্বস্থ সখীর প্রতি সখীভাবাবিষ্ট শ্রীলীলাশুকের উক্তি।

বাহ্যার্থ—শ্রীলীলাশুক মথুরা (মথুরার নিকট ভূমি বৃন্দাবনে) প্রবিষ্ট হইলে ঐ প্রকার স্ফুর্ত্তিতে স্বসঙ্গী বৈষ্ণবগণকে বলিলেন, 'অয়ে'! (বিস্ময়ে সম্বোধন) ইনি কে? নির্জনে মন্দগতিতে বৃন্দাবনের কুঞ্জপথে প্রবেশ করিতেছেন? ইহাঁর নয়নদ্বয় স্মরমদালসে চঞ্চল। অন্য অর্থ সমান। ৫৭

(৫৮) শ্লোকার্থ—ইহাঁর পাদদ্বয় পদ্মবনের গর্ব্ব দূর করিয়াছে বলিয়া পদ্মালয়া (লক্ষ্মী) ইহাঁকে আশ্রয় করিয়াছেন, ইহাঁর করকমল বেণু-বিনোদনে প্রণয়ী ও সকল শিল্পকলার আশ্রয়, ইহাঁর বাহুদ্বয় মাধুর্য্যধারা বর্ষণে মৃগনয়নাদের আকাঙ্ক্ষা

পাদৌ বাদ ইত্যাদি। অহো এতৎ পুরো দৃশ্যমানং মহঃ কান্তিপুঞ্জং কিম্—বালং কিশোরম্। তদাকারমিত্যর্থঃ। যতোঽস্য পাদৌ বাদেন বিনির্জিতানি অম্বুজবনানি যাভ্যাং তাদৃশৌ। অতঃ পদ্মালয়য়া তানি ত্যক্ত্বা লম্বিতাবাশ্রিতৌ। তথাস্য পাণী বেণুবিনোদনে যঃ প্রণয়স্তদ্যুক্তৌ। তথা, পর্য্যাপ্তা শিল্পশ্রীর্যত্র যাভ্যাং বা তৌ। তথাস্য বাহূ চ মাধুর্য্যধারাঃ কিরত ইতি তৎকিরৌ। অতো মৃগদৃশাং দোহদস্য সঙ্কাভীষ্টস্য ভাজনং

পূর্ণ করিবার পাত্রস্বরূপ, ইহাঁর মুখের সৌন্দর্য্য বর্ণন করা যায় না—বাক্যের অগোচর, অহো! এই জ্যোতির্ম্ময় কিশোর কে?

(৫৮) টীকার অনুবাদ—পুনরায় শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় মাধুর্য্য চিত্তে স্ফুরিত হইলেও 'স্ফূর্ত্তি-সাক্ষাৎকার ভ্রম' বশতঃ কুঞ্জপথে আগত শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়াও সংশয়ের সহিত, অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে এ বস্তুটি কি? এই সংশয়হেতু শ্রীরাধিকা যে প্রলাপ বলিলেন, সেই প্রলাপের অনুবাদ করিয়া শ্রীলীলা-শুক বলিলেন—'পাদৌ' ইতি। অহো! আমার সম্মুখে দৃশ্যমান এই কান্তিপুঞ্জ কি বস্তু? ইনি কি কিশোর কৃষ্ণ? ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন,এই জ্যোতিঃপুঞ্জ কিশোরাকৃতি শ্রীকৃষ্ণই হইবেন। যেহেতু ইহাঁর পাদদ্বয় বাদের দ্বারা কমলবনকে জয় করিয়াছে, তাই কমলা কমলবন ত্যাগ করিয়া ইহাঁর পদকমল আশ্রয় করিয়াছেন। আবার ইহাঁর করদ্বয় বেণুবিনোদনে প্রণয়ী এবং সেই প্রণয়যুক্ত বেণুবাদনে সতত আসক্ত। 'পর্য্যাপ্ত শিল্পশ্রিয়ৌ'—'পরি'—সর্ব্বতোভাবে 'আপ্তা'—গৃহীতা শিল্পশ্রী অর্থাৎ যাহা নিখিল শিল্পকলার আশ্রয় বা নিখিল শিল্পবিষয়ে

এতন্নাম বিভূষণং বহুমতং বেশায় শেষৈরলং
বক্ত্রং দ্বিত্রিবিশেষকান্তিলহরীবিন্যাসধন্যাধরম্।
শিল্পৈরল্পধিয়ামগম্যবিভবৈঃ শৃঙ্গারভঙ্গীময়ং
চিত্রং চিত্রমহো বিচিত্রমহহো চিত্রং বিচিত্রং মহঃ ॥ ৫৯

পাত্রং বৌ। তথাস্য বক্ত্রং বাঙ্মিষয়মভিলঙ্ঘয়তি যত্তদনির্বচনীয়মিত্যর্থঃ। যদ্বা নির্ব্বিশেষমাধুর্য্যস্ফূর্ত্ত্যাহ; এতন্মহঃ কিং কীদৃশম্। মনোনেত্র-হারকত্বাদাশ্চর্য্যমিত্যর্থঃ। কিঞ্চ বিশেষস্ফূর্ত্ত্যা কন্দর্পোদয়াদাহ—অহো বালঃ কিশোরমেতৎ। সম্যগ্বিশেষস্ফূর্ত্ত্যা মাধুর্য্যোদয়াদাহ—অস্য পাদৌ। তত্রাপি বাদেতি পূর্ব্ববৎ। দশান্তরদ্বয়ে সুগমম্। ৫৮

টীকা—পুনরতিবিশেষেণ তন্মুখমাধুর্য্যস্ফূর্ত্ত্যা প্রলপন্ত্যা বচোহনু-

---

নিপুণ। ইহাঁর বাহুদ্বয় মাধুর্য্যধারা বর্ষণ করে বলিয়া মৃগনয়নাদের অভিলাষ পূর্ণ করিবার পাত্রস্বরূপ সর্বাভীষ্টের আশ্রয়। ইহাঁর শ্রীমুখের সৌন্দর্য্য বাক্যেরও অগোচর—বাক্য দ্বারা বর্ণন করা যায় না। অথবা অত্যন্ত মধুরভাবে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য স্ফূর্ত্তিতে বলিলেন, এই জ্যোতিঃপুঞ্জ কি প্রকার? মনো-নেত্র-হারকত্বহেতু অতি আশ্চর্য্য। আরও বিশেষস্ফূর্ত্তিতে কন্দর্পের উদয়হেতু বলিলেন, অহো! এই জ্যোতিঃপুঞ্জই কিশোর কৃষ্ণ। সম্যগ্ বিশেষ স্ফূর্ত্তিতে মাধুর্য্যের উদয়হেতু বলিলেন, ইহাঁর পাদদ্বয় স্বীয় শোভায় কমলবনকে জয় করিয়াছে—বিচারে পরাজয় করিয়াছে; কিন্তু ইহাঁর শ্রীমুখ বর্ণনা করিবার মত বাক্য পাওয়া যায় না—বাক্যের অগোচর।

দশাদ্বয়ের অর্থ সুগম। ৫৮

বদন্নাহ; এতদ্বক্ত্রং, নাম প্রকাশ্যে; বেশায় বহুমতং বিভূষণম্। শেষৈ-র্নানামণিময়ৈরলং পর্য্যাপ্তম্। ননু নানামণীনাং বর্ণশাবল্যাৎ শোভা-বিশেষঃ স্যাত্তত্রাহ ; দ্বৌ বা ত্রয়ো বিশেষা যস্যাং তাদৃশী যা কান্তিলহরী তস্যা বিন্যাসেন ধন্যাঽধরো যস্মিন্। স্মিতাধরগণ্ডাদেঃ শৌক্ল্যারুণশ্যামতা ইতি বিশেষা জ্ঞেয়াঃ। পুনর্মাধুর্য্যাতিশয়ানুভবাৎ জ্যোতিঃপুঞ্জত্বেন স্ফূর্ত্তিঃ। সর্ব্বাঙ্গাবয়বমনুভূয় তেষাঞ্চ ভূষণত্বেনানুভবাৎ সাশ্চর্য্যমাহ;

---

(৫৯) শ্লোকার্থ--(শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তিই) বহুজনসম্মত বিভূষণ, অন্য বেশভূষায় কি প্রয়োজন? দুই তিনটি কান্তিলহরী বিন্যাসের দ্বারা অধরশোভায় শ্রীমুখ যথেষ্ট বিভূষিত হইয়াছে। অল্পবুদ্ধি শিল্পজ্ঞানের অগম্য বৈভব এই শৃঙ্গারভঙ্গীময় জ্যোতিঃপুঞ্জস্বরূপ চিত্র, অতিচিত্র, বিচিত্র, অতিবিচিত্র !!

(৫৯) টীকার অনুবাদ—পুনরায় অতি বিশেষভাবে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখের মাধুর্য্য স্ফূর্ত্তিতে শ্রীরাধিকা যে প্রলাপ বলিলেন, তাহা অনুবাদ করিয়া শ্রীলীলাশুক বলিলেন—'এতন্নাম' ইতি। (শ্রীরাধিকার উক্তি) শ্রীকৃষ্ণের এই শ্রীমুখ স্বয়ংই বিভূষণস্বরূপ, ইহা বহুজনসম্মত; বেশরচনায় ইহাই পর্য্যাপ্ত, অন্য নানা মণিময় ভূষণাদির কি প্রয়োজন? যদি বল, নানা মণিখচিত কুণ্ডলাদির বর্ণশাবল্যহেতু মুখের শোভা বিশেষ বর্দ্ধিত হয়। তাহাতে বলিলেন, দুই (বেণু ও স্মিত) তিন (দৃষ্টি, ভ্রূনর্ত্তন ও নর্ম-পরিহাস) যে কান্তিলহরী, তাহার বিন্যাসের দ্বারা ধন্যতম অধরশোভায় শ্রীমুখ যথেষ্ট বিভূষিত হইয়াছে; সুতরাং মকরকুণ্ডলাদি আর কি অধিক শোভা বিস্তার করিবে? অর্থাৎ স্মিত, অধর ও দুই গণ্ডের

ইদং মহঃ কান্তিপুরশ্চিত্রম্। অবয়বিত্বাৎ। পুনস্তৎসৌষ্ঠবস্ফূর্ত্ত্যা অত্যাশ্চর্য্যমাহ; কস্যচিদপূর্ব্ববিধেঃ শিল্পেরেব যা শৃঙ্গারভঙ্গ্যো ভূষণভঙ্গ্যস্তন্ময়ম্। অতঃ, অহো বিচিত্রমিদম্। ততোঽপ্যতিশয়স্ফূর্ত্ত্যাহ —অহহো ইদং চিত্রং বিচিত্রম্। যতঃ কীদৃশৈস্তৈঃ—অল্পধিয়ামেতদ্বিধ্যাদীনামগম্যবিভবো যেষাং তৈঃ। সন্নকণ্ঠত্বাৎ অহে, ইতি বক্তব্যে অহহো ইত্যুক্তিঃ। দশাদ্বয়ে সুগমম্। ৫৯

শুক্লতা, আরুণ্য ও শ্যামতা—এই কান্তিলহরীর বৈশিষ্ট্যের (বিলাসের) দ্বারা বিশেষ শোভিত হইয়াছে জানিতে হইবে। পুনরায় অতিশয় মাধুর্য্যানুভবহেতু জ্যোতিঃপুঞ্জরূপে শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্ব অবয়ব স্ফূর্ত্তিতে 'ভূষণের ভূষণাঙ্গরূপে' তাঁহাকে অনুভব করিয়া আশ্চর্য্যের সহিত বলিলেন, এই কান্তিপুঞ্জ চিত্র, অবয়ববিশিষ্ট বলিয়া অতি বিচিত্র। পুনরায় শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাঙ্গের সৌষ্ঠব স্ফূর্ত্তিতে অতি আশ্চর্য্যের সহিত বলিলেন, কোন্ বিধির অপূর্ব্ব শিল্প, যাহা শৃঙ্গারভঙ্গীময়—অপাঙ্গদৃষ্টি, ভ্রূভঙ্গী, স্মিত, নর্ম-পরিহাস, বেণুগীত, বিলাসগতি প্রভৃতি ভূষণভঙ্গীময় বিলাস। অহো! ইহা বিচিত্র। তাহা হইতেও অধিক মাধুর্য্য স্ফূর্ত্তিতে বলিলেন, অহো! ইহা চিত্র হইতেও বিচিত্র। তাহা কীদৃশ? অল্পবুদ্ধি ব্রহ্মাদির শিল্পজ্ঞানের অগম্য বৈভব এই শৃঙ্গারভঙ্গী। 'সন্নকণ্ঠ (গদ্‌গদ্ কণ্ঠ) হেতু অহো বক্তব্যে 'অহহো' শব্দ উচ্চারিত হইয়াছে।

দশাদ্বয়ের অর্থ—সুগম। ৫৯

অগ্রে সমগ্রয়তি কামপি কেলিলক্ষ্মী-
মন্যাসু দিক্ষ্বপি বিলোচনমেব সাক্ষি।
হা হন্ত হস্তপথদূরমহো কিমেত-
দাশাকিশোরময়মস্ব জগত্রয়ং মে ॥ ৬০

টীকা—ততঃ সাক্ষাৎ তং মত্বা স্বভাগ্যাতিশয়মননাৎ কিমিদং সত্যমিতি সবিচারং প্রলপন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ,—অগ্রে মম পুরঃ কামপি কেলিলক্ষ্মীং সমগ্রয়তি সম্যক্করোতি। অতঃ সত্যমেব। পুনঃ পার্শ্বতঃ পৃষ্ঠতশ্চালোক্যাহ,—অন্যাসু দিক্ষ্বপি তথা। তদেকঃ কথং

---

(৬০) শ্লোকার্থ—আমার সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণ কি আশ্চর্য্য কেলি-শোভা সম্যক্ প্রকাশ করিতেছেন। আবার সকলদিকেই সেইরূপ শোভা দেখিতেছি। আমার চক্ষুই ইহার সাক্ষী, হায়! হায়! আমি হস্ত প্রসার করিলে ইনি একহস্ত পথ দূরে রহিলেন। ওমা, একি হইল, আমি যে জগত্রয়ে সর্ব্বত্রই কিশোরময় দেখিতেছি।

(৬)) টীকার অনুবাদ—অতঃপর স্ফূর্ত্তিতে সাক্ষাৎকার বোধ হইল অর্থাৎ শ্রীরাধিকার মনে হইল, সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ আমার সম্মুখে উপস্থিত। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইয়া নিজেকে অতিশয় ভাগ্যবতী মনে করিলেন; কিন্তু আবার মনে হইল এই দর্শন কি সত্য? এই প্রকার বিচারের সহিত তিনি যে প্রলাপ বলিলেন, তাহা অনুবাদ করিয়া শ্রীলীলাশুক বলিলেন—'অগ্রে' ইতি। (শ্রীরাধিকার উক্তি) আমার সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণ কি আশ্চর্য্য কেলিশোভা সম্যক্‌রূপে প্রকাশ করিতেছেন।

সর্ব্বত্র ভবত্বিতি সংশয্য সপ্রত্যয়মাহ;—বিলোচনমেব সাক্ষি। প্রত্যক্ষমেব দৃশ্যতে; কথমন্যথা স্যাৎ ভবতু স্পৃষ্ট্বা নির্ধারয়ামীতি বাহূ প্রসার্য্য তত্র তত্র গত্বা ততোঽপি দূরে তমালোক্য সবিষাদমাহ;—হা হন্ত হস্তপথদূরম্। হস্তপথাদ্দূরে এতদিতি সবিতর্কমাহ। অহো কিমেতৎ। ক্ষণং মিমৃষ্য সনির্ণয়দৈন্যমাহ,—অম্ব, ইত্যাকাশে বিষাদসম্বোধনম্। আশাকিশোর-ময়ং জগত্রয়ং মে জাতম্। দশান্তরদ্বয়ে সুগমম্। ৬০

এইরূপে তিনি স্বীয় অগ্রে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া মনে করিলেন, এই দর্শন সত্যই হইবে। পুনরায় পার্শ্বে পশ্চাতে ও সকলদিকে দৃষ্টি করিয়া যখন ঐ শ্রীকৃষ্ণকেই দর্শন করিলেন, তখন মনে হইল এই দর্শন সত্য—এইরূপ প্রত্যয় হইলেও পুনরায় সংশয় হইল যে, একই শ্রীকৃষ্ণ কি প্রকারে সর্বত্র প্রত্যক্ষ হইতে পারেন? পরে প্রত্যয়ের সহিত বলিলেন, এ বিষয়ে সংশয়ের কোনও কারণ নাই। কেননা, আমার চক্ষুই এবিষয়ে সাক্ষী, যখন চক্ষুদ্বারা প্রত্যক্ষ করিতেছি, তখন ইহা কি প্রকারে অন্যথা হইবে? এই দর্শন কখনও মিথ্যা হইতে পারে না। যাহা হউক আমি শ্রীকৃষ্ণকে স্পর্শ করিয়া সত্য নির্দ্ধারণ করিব। এই ভাবিয়া বাহু প্রসারণ করিয়া সম্মুখে (স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত) শ্রীকৃষ্ণকে স্পর্শ করিতে চেষ্টা করিলে, দেখিলেন যে, সেইস্থান হইতে শ্রীকৃষ্ণ আরও দূরে গমন করিয়াছেন, এইরূপে তিনি যতই অগ্রসর হইয়া বাহুপ্রসারণ করিতে লাগিলেন, ততই শ্রীকৃষ্ণকে এক হস্ত পথ দূরে অবলোকন করিয়া বিষাদের সহিত বলিলেন, হায়! কি দুঃখ? ইনি যে সর্বদা একহস্ত পথ দূরে থাকিয়া চলিয়া যাইতেছেন? আমাকে ত'

চিকুরং বহলং বিরলং ভ্রমরং
মৃদুলং বচনং বিপুলং নয়নম্ ।
অধরং মধুরং বদনং মধুরং
চপলং চরিতঞ্চ কদা নু বিভোঃ ॥ ৬১

টীকা—অথ তদলাভান্মথুরাবীথ্যাং পতিতঃ, পুনস্তস্যা ভূমৌ নিপত্য মূর্চ্ছন্ত্যাঃ, অধুনৈবাগতস্য তত্তন্মাধুর্য্যমনুভবিষ্যসীতি সখীভিঃ প্রবোধিতায়া নেত্রে নিমীল্যৈব কুঞ্জে লীলাবসানসময়ে তস্য স্বেষ্টতত্তৎ-সেবাদ্যপ্রাপ্তিস্ফূর্ত্ত্যা তাঃ প্রতি প্রলপন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ,—চিকুর-

---

ধরা দিলেন না। আবার ক্ষণকাল বিচার করিয়া (শূন্য আকাশের দিকে চাহিয়া) বলিলেন, 'অম্ব'—ওমা. এ কি হইল ? ('অম্ব'-শব্দ এখানে সবিষাদ সম্বোধন) এখন আমার আশাই ত্রিজগৎ কিশোরময় হইল। অর্থাৎ আমি যেদিকে দৃষ্টিপাত করিতেছি, সকল দিকেই সেই আশা কিশোরময় শ্রীকৃষ্ণকেই দেখিতেছি। ৬০

(৬১) শ্লোকার্থ—বিভুর স্নিগ্ধ নিবিড় চিকুররাশি (কবে আমি বাঁধিয়া দিব) ভ্রমরবৎ ললাটোপরি পতিত অলকা (কবে আমি পরিচর্য্যা করিব) মৃদুল বচন (কবে শুনিব) বিপুল নয়নযুগল (কবে দেখিব) মধুর অধরসুধা (কবে পান করিব) মধুর বদন (কবে চুম্বন করিব) চপল চরিত (কবে আমার অনুভবের বিষয় হইবে)।

(৬১) টীকার অনুবাদ—অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের অলাভে হতাশ ভাবে শ্রীরাধা মথুরার পথে পতিত হইয়া পুনরায় মূর্চ্ছিতা

মিত্যাদি। নু ভোঃ সখ্যঃ, বিভোরেতদ্দুঃখহরণসমর্থস্য; চিকুরম্ কদা চূড়াত্বেন বধ্নামীতি শেষঃ। এবমগ্রেঽপি। কীদৃশম্? বহলং স্নিগ্ধনিবিড়ম্। তথা, ভ্রমরং ললাটালকং কদা উদ্যচ্ছামি। কীদৃশম্? বিরলং অলিপঙ্‌ক্তিবৎ পৃথক্ পৃথক্ স্থিতম্। মৃদুলং বচনং কদা শ্রোষ্যামি। বিপুলং নয়নং কদা দ্রক্ষ্যামি। মধুরমধুরং কদা পাস্যামি। মধুরং বদনং কদা চুম্বিষ্যামি। চপলং চরিতং কদা অনুভবিষ্যামি। গাঢ়ার্ত্ত্যা লজ্জয়া চ বাগসমাপ্তিঃ। দশাদ্বয়ে সুগমম্। ৬৯

হইলেন। তাঁহাকে চেতন করিয়া সখীগণ আশ্বাস দিলেন যে, 'শ্রীকৃষ্ণ এখনই আসিবেন, তুমি তাঁহার মাধুর্য্য অনুভব করিতে পারিবে।" এই প্রকারে সখীগণ কর্ত্তৃক প্রবোধিতা হইলে শ্রীরাধা চক্ষু উন্মীলন করিয়া উঠিয়া বসিলেন এবং কুঞ্জে লীলাবসানসময়ে নিজ প্রাণনাথের অভীষ্ট যে যে সেবা করিতেন, এক্ষণে সেই সেবাদি অপ্রাপ্তিহেতু সখীগণের প্রতি যে প্রলাপ বলিলেন, তাহা অনুবাদ করিয়া শ্রীলীলাশুক বলিলেন—'চিকুর মিত্যাদি।' (নু শব্দ প্রশ্নে) হে সখীগণ! বিভু (যিনি আমাদের এই দুঃখ হরণে সমর্থ) সেই শ্রীকৃষ্ণের স্নিগ্ধ, নিবিড়, চিকুররাশি কবে আমি চূড়ার আকারে বাঁধিয়া দিব? (এইরূপ অগ্রেও ক্রিয়াপদ সমাহার করিতে হইবে) সেই চিকুর কীদৃশ? স্নিগ্ধ, নিবিড় ও সমৃদ্ধ। আর ভ্রমরশ্রেণীর ন্যায় চঞ্চল অলকাবলী তাঁহার ললাটের উপর পতিত হইলে কবে আমি উঠাইয়া দিব। তাহা কিরূপ? বিরল, অলিশ্রেণীবৎ পৃথক্ পৃথক্ চূর্ণকুন্তল। তাঁহার মৃদুল বচন কবে শুনিব? বিপুল নয়নযুগল কবে দেখিব?

পরিপালয় নঃ কৃপালয়ে-
ত্যসকৃজ্জল্পিতমার্ত্তবান্ধবঃ।
মুরলীমৃদুলস্বনান্তরে
বিভুরাকর্ণয়িতা কদা নু নঃ ॥ ৬২

টীকা—ততঃ ক্ষণাদুত্থায় বৃন্দাবনং গচ্ছন্ এতদ্বদন্ত্যাং তস্যাং মূর্চ্ছিতায়াং তৎসখীনাং অন্যোন্যপ্রলপিতস্ফূর্ত্ত্যা তদনুবদন্নাহ দ্বাভ্যাম্। নু ভোঃ সখ্যঃ। হে কৃপালো এত নোঽস্মান্ পরিপালয় ইত্যস্মাকং

মধুর মধুর অধরসুধা কবে পান করিব? মধুর বদন কবে চুম্বন করিব? বিভুর চপল চরিত কবে আমার অনুভবের বিষয় হইবে? 'বিভু' শব্দ উচ্চারণ করিয়াই গাঢ় আর্ত্তি ও লজ্জায় অভিভূত হইয়া ক্রিয়াপদ যোগ করিতে অসমর্থ অর্থাৎ সমাপ্ত না হইতেই নির্ব্বাক হইয়াছেন।

দশাদ্বয়ের অর্থ সুগম। ৬১

(৬২) শ্লোকার্থ—হে কৃপাময়, একবার আসিয়া আমাদিগকে রক্ষা কর। হে আর্ত্তবান্ধব! এইরূপ বহু জল্পিত বাক্যের মধ্যে আমাদের এই একটি জল্পনাও মুরলীর মৃদুলস্বরের মধ্যে কবে শুনিবে?

(৬২) টীকার অনুবাদ—ক্ষণকাল পরে শ্রীরাধা গাত্রোত্থান করিয়া বৃন্দাবনে গমন করিতেছেন এমন সময় সেই পূর্ব্বোক্ত প্রলাপ বলিয়া মূর্চ্ছিত হইলে তাঁহার সখীগণ প্রবোধ দান করিতেছেন, এক্ষণে সেই সকল প্রলপিত বাক্যস্ফূর্ত্তি হইলে তিনি

কদা নু কস্যাং নু বিপদ্দশায়াং
কৈশোরগন্ধিঃ করুণাম্বুধির্নঃ।
বিলোচনাভ্যাং বিপুলায়তাভ্যা-
মালোকয়িষ্যন্ বিষয়ীকরোতি ॥ ৬৩

বহুজল্পিতানাং মধ্যে সকৃজ্জল্পিতমপি বিভুঃ সর্ব্বরক্ষাসমর্থঃ শ্রীকৃষ্ণঃ মুরলীমৃদুলস্বনস্যান্তরে মধ্যে কদা আকর্ণয়িতা শ্রোষ্যতি। তত্র হেতুঃ, আর্ত্তেতি। কৃপালয়েত্যসকৃদিতি পাঠে, হে কৃপালয় ইতি সকৃজ্জল্পিতম্। দশান্তরদ্বয়ে সুগমম্। ৬২

টীকা—ননু স্বজনবিপদ্ভরমসহিষ্ণুঃ কৃপালুরয়ং শ্রীকৃষ্ণ এত্য নঃ

যে প্রলাপ বলিলেন, তাহা অনুবাদ করিয়া দুইটি শ্লোকে শ্রীলীলাশুক বলিলেন—'পরিপালয়' ইত্যাদি। (শ্রীরাধিকার উক্তি) 'নু'-শব্দ সম্বোধনে। হে সখিগণ! পূর্ব্বে আমরা বহু প্রকার প্রার্থনা করিয়াছি, এক্ষণে এই বলিয়া প্রার্থনা করিব—হে কৃপালো! একবার আসিয়া আমাদিগকে রক্ষা কর—আমাদের বহুজল্পিত প্রার্থনার মধ্যে এই একটি মাত্র প্রার্থনা পূর্ণ কর। হে বিভু! তুমি সর্ব্ব রক্ষায় সমর্থ। হে শ্রীকৃষ্ণ! তোমার মুরলীর মৃদুল স্বরের মধ্যে কখন আমাদের এই প্রার্থনা পূর্ণ করিবে? তাহার হেতু—আর্ত্তেতি। তুমি আর্ত্তবন্ধু। 'কৃপালয়েত্যসকৃৎ' পাঠান্তরে অর্থ—হে কৃপালয়! আমাদের বহু জল্পিত প্রার্থনার মধ্যে এই একটিমাত্র প্রার্থনা পূর্ণ কর—একবার আসিয়া আমাদিগকে পালন কর।

দশাদ্বয়ের অর্থ সুগম। ৬২

পালয়িষ্যতীতি কস্যাশ্চিদ্বাক্যাৎ সদৈন্যং প্রলপন্তীনাং বচোঽনুবদন্নাহ, —স করুণাম্বুধিঃ কদা নু কস্মিন্ ক্ষণে ইতোঽপ্যধিকায়াং কস্যাং নু বিপদ্দশায়াং বিপুলায়তাভ্যাং বিলোচনাভ্যামালোকয়িষ্যন্ বিষয়ীকরোতি স্বগোচরীকরিষ্যতি। ইতোঽপি বিপৎ সম্ভবেন্নাম। কীদৃক্? কৈশোরগন্ধিঃ। স্বল্পার্থে ইৎ সমাসান্তঃ। নবকৈশোর ইত্যর্থঃ। দশাদ্বয়ে সুগমম্। ৬৩

---

(৬৩) শ্লোকার্থ—ইহা অপেক্ষা অধিক কোন্ বিপদ্দশায় করুণাসাগর নবকিশোর, বিপুল আয়ত লোচনযুগল দ্বারা অবলোকন করিয়া আমাদিগকে দৃষ্টির বিষয়ীভূত করিবেন?

(৬৩) টীকার অনুবাদ—কোন সখী বলিলেন, 'শ্রীকৃষ্ণ স্বজনের সামান্য বিপদ সহ্য করিতে পারেন না, তিনি কৃপালু, অবশ্যই আগমন করিয়া আমাদিগকে পালন করিবেন।" এই কথা শুনিয়া শ্রীরাধিকা সদৈন্যে যে প্রলাপ বলিলেন, তাহা অনুবাদ করিয়া শ্রীলীলাশুক বলিলেন—'কদা নু' ইতি। (শ্রীরাধিকার উক্তি)—সেই করুণাসিন্ধু ইহা অপেক্ষা অধিক আর কোন্ বিপদ্দশায় আমাদিগকে বিপুল আয়ত লোচনযুগল দ্বারা অবলোকন করিবেন? তাঁহাকে দেখিতে না পাওয়ার মত অধিক বিপদ আর কি আছে? তিনি কিরূপ? 'কৈশোরগন্ধিঃ' (স্বল্পার্থে ইৎ সমাসান্তপদ) কৈশোরের অল্পগন্ধ আছে যাঁহার তিনি। (এখানে নবকৈশোরের কথা বলা হইয়াছে) সেই নবকিশোর কখন আমাদিগকে অবলোকন করিবেন।

দশাদ্বয়ের অর্থ সুগম। ৬৩

মধুরমধুরবিম্বে মঞ্জুলং মন্দহাসে
শিশিরমমৃতনাদে শীতলং দৃষ্টিপাতে।
বিপুলমরুণনেত্রে বিশ্রুতং বেণুনাদে
মরকতমণিনীলং বালমালোকয়ে নু ॥ ৬৪

টীকা—অথোন্মত্তেবোত্থায় উপবিশ্য নেত্রে নিমীল্যৈব সখীঃ প্রতি সোৎকণ্ঠং পৃচ্ছন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ, - নু ভোঃ সখ্যস্তং মরকতমণিনীলং বালং কিশোরং আলোকয়ে কদা দ্রক্ষ্যামীত্যর্থঃ। কীদৃশম্? অধরবিম্বে মধুরং, মন্দহাসে মঞ্জুলং, অমৃতনাদে শিশিরম্, দৃষ্টিপাতে শীতলং, অরুণনেত্রে বিপুলং বেণুনাদে বিশ্রুতম্। দশান্তরদ্বয়ে সুগমম্। ৬৪

---

(৬৪) শ্লোকার্থ—যাঁহার অধরবিম্বের মধুরতা, মন্দহাস্যের মনোহরতা, অমৃতনাদে শিশিরতা; দৃষ্টিপাতে শীতলতা, যাঁহার নেত্র বিপুল ও অরুণ, যাঁহার বেণুবাদন বিখ্যাত, সেই মরকত মণির ন্যায় নীলবর্ণ নবকিশোরকে কখন অবলোকন করিব?

(৬৪) টীকার অনুবাদ—অতঃপর শ্রীরাধা উন্মত্ততার ন্যায় উঠিয়া বসিলেন এবং নেত্রদ্বয় নিমীলন করিয়াই উৎকণ্ঠার সহিত সখীগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই বচনের অনুবাদ করিয়া শ্রীলীলাশুক বলিলেন, 'মধুরম্' ইতি। (শ্রীরাধিকার উক্তি) 'নু' শব্দ প্রশ্নে। হে সখীগণ! মরকতমণির ন্যায় নীলবর্ণ নবকিশোরকে কখন দেখিতে পাইব? তিনি কিরূপ? তাঁহার অধরবিম্বে মধুরতা, মন্দহাস্যে মনোহরতা, অমৃতের ন্যায় বাক্যে স্নিগ্ধতা, বিপুল অরুণ নয়নের দৃষ্টিতে শীতলতা, বেণুনাদে

মাধুর্য্যাদপি মধুরং মন্মথতাতস্য কিমপি কৈশোরম্ ।
চাপল্যাদপি চপলং চেতো বত হরতি হন্ত কিং কুর্ম্মঃ ।। ৬৫

টীকা—অথোত্থায় ইতস্ততো ধাবন্ত্যাঃ সখীভিরঞ্চলে গৃহীত্বা, সখি কিমিত্যুন্মত্তাসি, ধৈর্য্যং কুর্ব্বিতি প্রবোধিতায়াঃ সধৈর্য্যমিব বচোঽনুবদন্নাহ। মন্মথতাতস্য মনো মথ্নাতীতি মন্মথো দুঃখদঃ কামস্তং জনয়তীতি মন্মথজনকস্তস্যেতি বক্তব্যে ভাববৈভববশাৎ সমানপর্য্যায়ত্বাচ্চ

বিখ্যাত সেই নবকিশোরকে কখন অবলোকন করিব ?

দশাদ্বয়ের অর্থ সুগম। ৬৪

(৬৫) শ্লোকার্থ—মন্মথোৎপাদক শ্রীকৃষ্ণের কোনও অনির্ব্বচনীয় কৈশোর— মাধুর্য্যরও মধুর (অতিশয় মধুর) অথবা তাঁহার অনির্ব্বচনীয় কৈশোরই মন্মথের ধর্ম—সেই কৈশোরই আমার মহাচপল চিত্তকে হরণ করিতেছে! হায়! এখন কি করিতে পারি ?

(৬৫) টীকার অনুবাদ—উন্মত্তা শ্রীরাধা উত্থিত হইয়া ইতস্ততঃ ধাবিতা হইলে সখীগণ তাঁহার অঞ্চল ধরিয়া বলিলেন, 'সখি তুমি কি উন্মত্তা হইলে ? ধৈর্য্য ধারণ কর।' এইরূপে সখীগণ কর্ত্তৃক প্রবোধিতা হইয়া তিনি কথঞ্চিৎ ধৈর্য্যধারণপূর্ব্বক যাহা বলিলেন, তাহা অনুবাদ করিয়া শ্রীলীলাশুক বলিলেন— 'মাধুর্য্যাদপি' ইতি। (শ্রীরাধিকার উক্তি) 'মন্মথতাত'— কামের জনক (কামের উৎপত্তি হয় যাহা হইতে) সেই শ্রীকৃষ্ণের কৈশোর আমার চিত্তকে হরণ করত আমায় উন্মাদিনী করিয়া

তত্তাতস্যেত্যুক্তিঃ। তস্য কৃষ্ণস্য কিমপ্যনির্বচনীয়ং কৈশোরং চেতো হরতি। হন্ত খেদে। কিং কুর্ম্মঃ তত্র হেতুমাহ। কীদৃশম? মাধুর্য্যাৎ তদ্রূপধর্ম্মাদপি মধুরম্। লক্ষণয়াতিমধুরমিত্যর্থঃ। ননু অয়ি মুগ্ধে কস্যাশ্চেতো ন হরতি, কান্যা ত্বমিবোন্মাদ্যতি, তত্রাহ। কীদৃশম্ চেতঃ; —চাপল্যাত্তদ্রূপধর্ম্মাদপি চপলম্। তদস্যৈব দোষ ইত্যর্থঃ; যদ্বা, তস্য কৃষ্ণস্য মন্মথতয়া কৈশোরং ব্যাপ্য মনোহরতীত্যন্বয়ঃ। কালাধ্বনোরত্যন্ত-

---

তুলিয়াছে। মনকে মথন করে বলিয়া মন্মথ, এই মন্মথ দুখঃদায়ক কাম, তাহার উৎপাদক,—এই অর্থে 'মন্মথজনক' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে কিন্তু শ্লোকে 'মন্মথজনক' বক্তব্য হইলেও ভাববৈবশ্যহেতু উহার সমান পর্য্যায় শব্দ 'মন্মথতাত' শব্দ উক্ত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের অনির্ব্বচনীয় কৈশোরই আমার চিত্তকে হরণ করিতেছে। হায়! আমি এখন কি করি? ('হন্ত' শব্দ খেদে) তাহার হেতু বলিতেছেন, মাধুর্য্য হইতেও মধুর শ্রীকৃষ্ণের কৈশোর। তাহা কিরূপ? সর্ব্বাবস্থায় যাবতীয় চেষ্টার রমণীয়তাই মাধুর্য্য, এই মাধুর্য্যের যে ধর্ম, তাহা অপেক্ষাও অতি মধুর শ্রীকৃষ্ণের কৈশোর। তোমরা যদি বল, 'অয়ি মুগ্ধে! শ্রীকৃষ্ণের কৈশোর কাহার চিত্ত হরণ না করে? অর্থাৎ সকলেরই চিত্ত হরণ করে; কিন্তু তোমার মত উন্মত্তা হইয়াছে কে? তাহাই বলিতেছি, 'আমি যে উন্মত্তা হইয়াছি, ইহাতে আমার কোন দোষ নাই—আমার চঞ্চল চিত্তেরই দোষ। তাহা কীদৃশ? চাপল্য কৈশোরের ধর্ম, সেই চাপল্য অপেক্ষাও অতিশয় চপল আমার চিত্ত; সুতরাং চিত্তেরই দোষ। এস্থলে 'চেতঃ'

বক্ষঃস্থলে চ বিপুলং নয়নোৎপলে চ
মন্দস্মিতে চ মৃদুলং মদজল্পিতে চ।
বিম্বাধরে চ মধুরং মুরলীরবে চ
বালং বিলাসনিধিমাকলয়ে কদা নু ॥ ৬৬

সংযোগে ইতি দ্বিতীয়া। কিংবা কৈশোরং কীদৃশম্? মন্মথতা তৎস্বরূপম্ স্বান্তর্দশায়াম্; সমানসখীঃ প্রত্যুক্তিঃ। বাহ্যে সঙ্গিজনান্ প্রতি। ৬৫

টীকা—নন্বধুনৈব তৎ দ্রক্ষ্যসি, ক্ষণং ধৈর্য্যং কুর্ব্বিতি পুনস্তাভিঃ প্রবোধিতায়াঃ সলালসঃ বচোঽনুবদন্নাহ;—নু ভোঃ সখ্যস্তং বিলাস-

---

শব্দের বিশেষণরূপে 'চাপল্যাদপি চপলং' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। যেহেতু আমার চিত্ত চপলা অপেক্ষাও চঞ্চল, সেই চিত্তকে হরণ করিতেছে; সুতরাং চিত্তেরই দোষ। অথবা এইরূপও হইতে পারে, শ্রীকৃষ্ণের এই মন্মথতা—সাক্ষাৎ মন্মথত্বহেতু তাঁহার কৈশোরই আমার চঞ্চল চিত্তকে হরণ করত আমায় উন্মাদিনী করিয়াছে; সুতরাং তাঁহারই দোষ। এখন আমি কি করিতে পারি? ইহার প্রতিকারের কোনও উপায় নাই, কিংবা যদি বল, সেই কৈশোর কিরূপ? সাক্ষাৎ মন্মথস্বরূপ।

স্বান্তর্দশার অর্থ—সমান সখীর প্রতি উক্তি।

বাহ্যার্থ—নিজসঙ্গী বৈষ্ণবের প্রতি উক্তি। ৬৫

(৬৬) শ্লোকার্থ—যাঁহার বক্ষঃস্থল ও নয়নকমল বিপুল, মন্দহাস্য ও মদজল্পনা মৃদুল, বিম্বাধর ও মুরলীরব মধুর, সেই বিলাসনিধি কিশোরকে কখন দেখিতে পাইব?

আর্দ্রাবলোকিতধুরা পরিণদ্ধনেত্র-
মাবিষ্কৃতস্মিতসুধামধুরাধরৌষ্ঠম্।
আদ্যং পুমাংসমবতংসিতবর্হিবর্হ-
মালোকয়ন্তি কৃতিনঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ ॥ ৬৭

নিধিং তৎসমুদ্রং বালং নবকিশোরং কদা আকলয়ে। দ্রক্ষ্যামীত্যর্থঃ। কীদৃশম্? বক্ষঃস্থলে চ নয়নোৎপলে চ বিপুলং বিস্তীর্ণম্। মন্দস্মিতে চ মদজল্পিতে চ মৃদুলম্। বিম্বাধরে চ মুরলীরবে চ মধুরম্। দশাদ্বয়ে সুগমম্। ৬৬

---

(৬৬) টীকার অনুবাদ—সখীগণ বলিলেন, "অয়ি শ্রীরাধে! এখনই তুমি শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইবে, ক্ষণকাল ধৈর্য্য ধারণ কর।" এই বলিয়া সখীগণ পুনরায় তাঁহাকে প্রবোধিত করিলে শ্রীরাধা লালসার সহিত যাহা বলিলেন, তাহা অনুবাদ করিয়া শ্রীলীলা-শুক বলিলেন—'বক্ষঃস্থলে' ইতি। (শ্রীরাধিকার উক্তি) 'নু' শব্দ সম্বোধনে। হে সখীগণ! সেই বিলাসনিধি নবকিশোরকে কখন দেখিতে পাইব? তিনি কিরূপ? তাঁহার বক্ষঃস্থল ও নয়নকমল বিপুল—বিস্তীর্ণ, মন্দহাস্য ও মদজল্পনা মৃদুল, বিম্বাধর ও মুরলীরব মধুর।

দশাদ্বয়ের অর্থ সুগম। ৬৬

(৬৭) শ্লোকার্থ—যাঁহার নয়ন অতিশয় প্রণয়ভরে আর্দ্র, আবিষ্কৃত মন্দহাস-সুধা দ্বারা যাঁহার অধরৌষ্ঠ মধুর, সেই শিখিপুচ্ছ-ভূষিত আদিপুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে মহাপুণ্যবান সুকৃত ব্যক্তিরা দর্শন করিতে পারেন।

টীকা-- অথাতিদৈন্যোদয়াৎ সদৈন্যং তদ্দর্শনকারিণোঽভিনন্দন্ত্যা বচো-ঽনুবদন্নাহ;—আর্দ্রাবলোকিতেত্যাদি। তমাদ্যং পুমাংসং পুরুষশ্রেষ্ঠং যে কৃতিনঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাস্ত এবালোকয়ন্তি। আকর্ণয়ন্তীতি পাঠে,—তাদৃশং যে শৃণ্বন্তি ত এব ধন্যাঃ; কিমুত যে পশ্যন্তীত্যর্থঃ। আদ্যং প্রেমবজ্জনৈ-রাস্বাদ্যম্ ইতি বা। কীদৃশ? প্রণয়করুণরসৈরার্দ্রয়া অবলোকিতধুরা তদতিশয়েন পরিবদ্ধেযুক্তে নেত্রে যস্য। আবিষ্কৃতং যৎ স্মিতং তদেব সুধা তয়াতিমধুরাবধরৌষ্ঠৌ যস্য। তথা, অবতংসিতানি বর্হিণাং বর্হাণি যেন তম্। দশান্তরদ্বয়ে সুগমমম্ ॥ ৬৭

---

(৬৭) টীকার অনুবাদ—অতিশয় দৈন্যের উদয়হেতু শ্রীরাধিকা সদৈন্যে শ্রীকৃষ্ণদর্শনকারিজনকে অভিনন্দন জ্ঞাপন উদ্দেশ্যে যাহা বলিলেন, তাহা অনুবাদ করিয়া শ্রীলীলাশুক বলিলেন—'আর্দ্রাবলোকিত' ইতি। (শ্রীরাধিকার উক্তি) সেই আদিপুরুষ (পুরুষোত্তম) শ্রীকৃষ্ণকে মহাপুণ্যবান ব্যক্তিরা দর্শন করিয়া থাকেন। 'আকর্ণয়ন্তি' পাঠান্তরে অর্থ—তাদৃশ শ্রীকৃষ্ণকথা যাঁহারা শ্রবণ করেন, তাঁহারা ধন্য। আর যাঁহারা সাক্ষাৎ দর্শন করেন, তাঁহাদের কথা কি? অর্থাৎ তাঁহারা অতিধন্য। আদি-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য প্রেমবানজনেরই আস্বাদ্য বা তাঁহারাই তাঁহাকে দেখিতে পান। তিনি কিরূপ? তাঁহার নয়ন অতিশয় প্রণয়-করুণরসে আর্দ্র। 'অবলোকিতধুরা' তাঁহার অবলোকন অতিশয় প্রণয় ও করুণাযুক্ত, সকলে তাহাতেই আকৃষ্ট হয়। আর আবিষ্কৃত যে মৃদুহাস্য, সেই হাস্যসুধায় তাঁহার অধরৌষ্ঠ অতিশয় মধুর। আরও বলি, তাঁহার মস্তকে ময়ূরপুচ্ছের চূড়া,

মারঃ স্বয়ং নু মধুরদ্যুতিমণ্ডলং নু
মাধুর্য্যমেব নু মনোনয়নামৃতং নু।
বেণীমৃজো নু মম জীবিতবল্লভো নু
বালোঽয়মভ্যুদয়তে মম লোচনায় ॥ ৬৮

টীকা—অথ শ্রীবৃন্দাবনং প্রবিষ্টে তস্মিন্ লীলাশুকে শ্রীকৃষ্ণঃ; তাসামাবিরভূদিতিবৎ তাসাং মধ্যে আবির্ভূতস্তল্লীলাবিশিষ্ট এব তস্যাগ্রেহপ্যাবিরভূৎ। স চ তং বিলোক্য স্বয়ং জাততদ্ভ্রমোঽপি তস্যাঃ শ্রীরাধায়া অস্মাকং তদ্দর্শনভাগ্যং নাস্ত্যেবেতি সখীভিঃ সহ রুদত্যা

সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণকে সুকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিরাই অনুক্ষণ দর্শন করিতে পারেন। ৬৭

(৬৮) শ্লোকার্থ—ইনি কি স্বয়ং কন্দর্প? না মধুরদ্যুতিমণ্ডল? না মূর্ত্তিমান মাধুর্য্য? না মন ও নয়নের অমৃত? ইনি কি আমার বেণী-মোচনকারী কান্ত হইবেন? না ইনিই আমার জীবিতবল্লভ কিশোর কৃষ্ণ, আমার লোচনের বিষয়ভূত হইলেন।

(৬৮) টীকার অনুবাদ—অতঃপর শ্রীলীলাশুক শ্রবৃন্দাবনে প্রবিষ্ট হইলে শ্রীকৃষ্ণ সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। অর্থাৎ "তাসামাবিরভূচ্ছৌরি স্ময়মান মুখাম্বুজঃ" (ভা ১০।৩২।২) শৌরি শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ মন্মথেরও মোহনরূপে গোপীগণের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। এই মত শ্রীরাধা প্রভৃতি গোপীগণের মধ্যে আবির্ভূত রাসলীলাবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে সম্মুখে দেখিতে পাইলেন। তাঁহাকে অবলোকন করিয়াও শ্রীরাধার ভ্রম স্বয়ং জাত হওয়ায় "আমাদের শ্রীকৃষ্ণ দর্শনের ভাগ্য নাই" এই বলিয়া

অকস্মাত্তং কিঞ্চিদ্দূরে বিলোক্য ভ্রমবাহুল্যেন প্রলপন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ প্রথমং দর্শনাদেব বিরহবিক্লবা কন্দর্পভ্রান্ত্যা সভয়মাহ;—যস্তাবদদৃশ্য এব জগন্মারয়তি স মারঃ স্বয়মাগতঃ কিম্? নু বিতর্কে। পুনর্মাধুর্য্যমনুভূয় সাশ্চর্য্যমাহ;--স তাবদীদৃঙ্মধুরো ন ভবতি। তদিদং মধুরদ্যুতীনাং মণ্ডলং নু কিম্? পুনরত্যাশ্চর্য্যমাহ—ন তদেতৎ। কিন্তু মাধুর্য্যমেব নু। তদ্ধর্ম্ম এব পরিণতঃ সন্নাগতঃ কিম্? পুনর্মনোনয়নয়োরতিতৃপ্ত্যা সংতোষমাহ—

সখীগণের সহিত শ্রীমতী রাধিকা রোদন করিতেছেন, এমন সময় অকস্মাৎ কিছু দূরে শ্রীকৃষ্ণকে অবলোকন করিয়া ভ্রমবাহুল্যবশতঃ তিনি যে প্রলাপ বলিয়াছেন, তাহা অনুবাদ করিয়া শ্রীলীলাশুক বলিলেন—'মারঃ' ইতি। (সখীগণের প্রতি শ্রীমতীর উক্তি)—প্রথম দর্শনমাত্রই বিরহবিক্লবা শ্রীরাধিকা কন্দর্পভ্রমে সভয়ে বলিলেন,'হে সখি! এই যে আমার সম্মুখে ইনি কি স্বয়ং কন্দর্প? যিনি অদৃশ্যভাবে থাকিয়া জগৎবাসীকে মারিয়া থাকেন, সেই 'মার' (কন্দর্প) স্বয়ং আসিয়াছেন কি? ('নু'—শব্দ বিতর্কে) পুনরায় মাধুর্য্য অনুভব করিয়া আশ্চর্য্যের সহিত বলিলেন, কন্দর্প ঈদৃশ মধুর হইতে পারে না; ইনি কি তবে মধুর দ্যুতি-সমূহের মণ্ডল?' সে বিষয়েও মনে সন্দেহ হওয়ায়, পুনরায় অতি আশ্চর্য্যের সহিত বলিলেন, 'না, ইহা তাহাও নয়; কিন্তু ইনি কি মূর্ত্তিমান মাধুর্য্য? মাধুর্য্যই কি মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আসিয়াছেন? মাধুর্য্যই কি তৎধর্মরূপে পরিণত হইয়া আগমন করিয়াছেন?' ইহাতেও সন্দেহ হইল। কেননা, কোনও মাধুর্য্য ত' আমাদের মন ও নয়নের তৃপ্তি সাধন করিতে পারে না, ইনি যে আমাদের

বালোঽয়মালোলবিলোচনেন
বক্ত্রেণ চিত্রীকৃতদিঙ্মুখেন।
বেশেন যোগোচিতভূষণেন
মুগ্ধেন তুভ্যং নয়নোৎসবং নঃ ॥ ৬৯

মনোনয়নয়োরমৃতং তদ্রূপমিদং নু কিম্? পুনরবয়বমনুভূয় সসম্ভ্রমমাহ—বেণীমৃজো নু। বেণীং মার্ষ্টি উন্মোচয়তীতি বেণীমৃজঃ প্রৌষ্যাগতঃ কান্তঃ স এবায়ং কিম্? পুনঃ সম্যগবলোক্য সানন্দমাহ—নু ভোঃ সখ্যঃ মম জীবিতবল্লভোঽয়ং বালঃ নবকিশোরঃ মম লোচনায় তদানন্দায়তুম-ভ্যুদয়তে। যুয়ং পশ্যতেতি শেষঃ। স্বান্তর্দশায়াম্—তদনুগত্যৈব ব্যাখ্যেয়ম্। বাহ্যেঽপি স এবার্থঃ। নিশ্চয়ান্তসন্দেহনামায়মলঙ্কারঃ ॥ ৬৮

টীকা—অথ তয়া তাভিশ্চ সহ মিলিতং তং সাক্ষাদ্দৃষ্ট্বা জাতবাহ্য-

মন ও নয়নের অতিশয় তৃপ্তিকারী।' তাই অতি সন্তোষের সহিত বলিলেন, 'তবে কি ইনি আমাদের মন ও নয়নের অমৃত? না স্বয়ং অমৃত?' তাহাতেও সন্দেহ হইল, 'ইহাঁর যে অবয়ব দেখিতেছি।' পুনরায় করাদি অবয়ব অনুভব করিয়া সসম্ভ্রমে বলিলেন, 'তবে কি ইনি প্রবাস হইতে আগত আমার বেণী উন্মোচনকারী কান্ত আগমন করিয়াছেন? পুনরায় সম্যকরূপে অবলোকন করিয়া সানন্দে বলিলেন, 'অহে সখীগণ! ইনিই আমাদের জীবনবল্লভ নবকিশোর, আমার নয়নের আনন্দ বর্দ্ধনের জন্য ইহাঁর অভ্যুদয় হইয়াছে; তোমরা সকলে অবলোকন কর, ইনি আমার জীবিতবল্লভই।' এইরূপে শ্রীরাধা ও সখীগণে পরিবৃতা শ্রীকৃষ্ণের দর্শন হইল।

স্ফূর্ত্তিস্তন্মাধুর্য্যাকৃষ্টসর্ব্বেন্দ্রিয়ঃ সাক্ষান্মন্মথমন্মথরূপস্য তস্য সর্ব্বেন্দ্রিয়ানন্দনত্বং সপ্তভিঃ শ্লোকৈর্বর্ণয়ন্ প্রথমং নয়নানন্দত্বমাহ দ্বাভ্যাম্। অয়ং বালঃ কিশোরঃ বক্ত্রেণ বেশেন চ নোঽস্মাকং নয়নয়োরুৎসবং দুগ্ধে প্রপূরয়তি। বক্ত্রেণ কীদৃশা? স্বাপরাধভয়েন যুগপৎ সর্ব্বাসাং দর্শনেন্ চ আ সম্যগ্ লোলে বিলোচনে যত্র। তথা, স্মিতাধরাদিকান্তিধারাভিশ্চিত্রমিব কৃতং দিশাং মুখং যেন। বেশেন কীদৃশা—ঘোষো ব্রজস্তদ্যোগ্যানি বর্হগুঞ্জাদীনি ভূষণানি যত্র। অতো মুগ্ধেন ॥ ৬৯

স্বান্তর্দশার অর্থ—শ্রীরাধার প্রলাপের অনুগতরূপে ব্যাখ্যা করিতে হইবে।

বাহ্যার্থ—মূলশ্লোকের অনুবাদ অনুরূপ।

এই শ্লোকটি 'নিশ্চয়ান্ত সন্দেহ' নামক অলঙ্কারের নিদর্শন। ৬৮

(৬৯) শ্লোকার্থ—এই কিশোর স্বীয় চঞ্চল লোচন দ্বারা, সর্ব্বদিকের শোভাবর্দ্ধনকারী শ্রীমুখের দ্বারা, ব্রজের যোগ্যবেশ ও ভূষণ দ্বারা আমাদের নয়নোৎসব প্রপূরিত করিতেছেন।

(৬৯) টীকার অনুবাদ—অনন্তর শ্রীরাধা সখীগণের সহিত মিলিত শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া বাহ্য স্ফূর্ত্তিহেতু তাঁহার সর্বেন্দ্রিয় শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য আকৃষ্ট হইলে সাক্ষাৎ মন্মথের মন্মথরূপ শ্রীকৃষ্ণের সর্বেন্দ্রিয় আনন্দনত্ব গুণের সম্বন্ধে সাতটি শ্লোক বর্ণনা করিবেন, তাহার মধ্যে প্রথমতঃ নয়নানন্দনত্বগুণ দুইটি শ্লোকে বর্ণনা করিতেছেন। এই কিশোর নিজশ্রীমুখের ও বেশের দ্বারা আমাদের নয়নোৎসব প্রপূরিত করিতেছেন।

আন্দোলিতাগ্রভুজমাকুললোলনেত্র-
মার্দ্রস্মিতার্দ্রবদনাম্বুজচন্দ্রবিম্বম্ ।
শিঞ্জানভূষণচিতং শিখিপিচ্ছমৌলিং
শীতং বিলোচনরসায়নমভ্যুপৈতি ।। ৭০

টীকা—কাচিৎ করাম্বুজং শৌরেরিত্যাদিবৎ তাভির্মিলিত্বা নৃত্যন্ত-মিবাগচ্ছন্তং তং বিলোক্য নেত্রাতিতৃপ্ত্যা সহর্ষমাহ,—ইদং শীতং বিলোচনয়োরসায়নং অভ্যুপৈতি পুরত আয়াতি। কীদৃশম্? তাসাং স্পর্শোত্থকম্পাৎ সনৃত্যগত্যা চান্দোলিতৌ অগ্রভুজৌ যস্য। করুণয়া

কি প্রকার শ্রীমুখ? স্বাপরাধভয়ে অর্থাৎ রাসমণ্ডলে গোপী-বর্গকে ত্যাগ করিয়া সহসা অন্তর্হিত হওয়াই তাঁহার যে অপরাধ, সেই অপরাধভয়ে এবং শ্রীরাধা প্রভৃতি সমস্ত গোপীকে যুগপৎ দেখিবার নিমিত্ত চঞ্চল-লোচন-বিশিষ্ট শ্রীমুখের মৃদুহাস্য ও অধরাদির কান্তিদ্বারা দশদিক চিত্রিত (অনুরঞ্জিত) করিতেছেন। তাঁহার বেশ কিরূপ? ব্রজের যোগ্য মনোহর বেশ, অর্থাৎ ময়ূরপুচ্ছ ও গুঞ্জাদি বিভূষিত মুগ্ধ বেশ। এই মনোহর বেশদ্বারা তিনি আমাদের নেত্রোৎসব পূর্ণ করিতেছেন। অতএব মুগ্ধ বেশ। এস্থলে 'মুগ্ধেণ' শব্দ শ্রীমুখের ও বেশের বিশেষণ। ৬৯

(৭০) শ্লোকার্থ—যাঁহার অগ্রভুজ আন্দোলিত, করুণায় আকুল ও চঞ্চল নেত্র, সরস মৃদুহাস্যে বদনকমল চন্দ্রবিম্বের ন্যায় আর্দ্র, যিনি ধ্বনিযুক্ত নূপুরাদিভূষণে ভূষিত, সেই শিখিপুচ্ছমৌলি লোচনরসায়ণ কিশোর আমার নিকট আসিতেছেন।

আকুলে পূর্ব্ববল্লোলে চ নেত্রে যস্য। আর্দ্রস্মিতেনার্দ্রং বদনাম্বুজং-চন্দ্রবিম্বং যস্য। তত্র তাসাং দর্শনানন্দোৎফুল্লত্বাৎ সুরভিত্বাচ্চাম্বুজত্বম্। শৈত্যমাধুর্য্যকান্ত্যাদিভির্নেত্রপ্রীণনত্বাচ্চন্দ্রত্বম্। শিঞ্জানানি যানি কঙ্কণ-নূপুরাদিভূষণানি তৈশ্চিতম্। অনেন শ্রোত্রানন্দনত্বং চোক্তম্। শিখিপিচ্ছৈর্মৌলির্যস্য ॥ ৭০

---

(৭০) টীকার অনুবাদ— কৃষ্ণের পুনরাবির্ভাবে 'কাচিৎ করাম্বুজং শৌরে' ইত্যাদি (ভা ১০।৩২।৪)—কোন গোপী আনন্দে স্বীয় করযুগলদ্বারা শৌরি শ্রীকৃষ্ণের করকমল গ্রহণ করিলেন, কেহ বা তাঁহার চন্দনচর্চ্চিত বাহু স্বীয় স্কন্ধে স্থাপন করিলেন, ইত্যাদি লীলার মত কোন গোপী তাঁহার চর্ব্বিত তাম্বুল অঞ্জলি পাতিয়া লইলেন, কেহ বা তাঁহার চরণকমল স্বীয় বক্ষঃস্থলে ধারণ করিলেন। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ সেই সকল গোপীর সহিত মিলিত হইয়া নৃত্য করিতে করিতে আসিতেছেন। এবম্ভূত শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া শ্রীরাধার নয়নযুগল অতিতৃপ্তিহেতু তিনি সহর্ষে বলিলেন—'হে সখি! এই সেই স্নিগ্ধ লোচনরসায়ণ কিশোর আমার সম্মুখে আসিতেছেন। তিনি কিরূপ? গোপী-গণের স্পর্শজনিত আনন্দে কম্পিত কলেবর এবং নিজ নৃত্যগতি-নিবন্ধন তাঁহার অগ্রভুজদ্বয় আন্দোলিত, নেত্রযুগল করুণায় আকুল ও পূর্ব্ববৎ এককালে সমস্ত গোপীকে দেখিবার জন্য চঞ্চল। স্নিগ্ধ মৃদুহাস্যদ্বারা সরস বদনকমল চন্দ্রবিম্বের ন্যায় শীতল, গোপীগণের সরস স্নিগ্ধ হাস্য দর্শনানন্দে উৎফুল্লত্বহেতু স্বভাবত সুরভিত তাঁহার বদনকমল, কমলরূপে বর্ণিত হইয়াছে। আর

পশুপাল-বাল-পরিষদ্বিভূষণঃ
শিশুরেষ শীতলবিলোললোচনঃ।
মৃদুল-স্মিতার্দ্রবদনেন্দুসম্পদা
মদয়ন্মদীয়হৃদয়ং বিগাহতে॥ ৭১

টীকা—অথ পরিতস্তা দৃষ্ট্বা, চকাস গোপীপরিষদ্গগতোবিভূরিত্যাদি লীলাবিশিষ্টং তং বিলোক্য সহর্ষমাহ—এষ শিশুঃ কিশোরঃ শ্রীকৃষ্ণঃ সর্ব্বাসামপি বিশেষতো মদীয়ানাং স্বসম্মুখস্থশ্রীরাধাললিতাদীনাং

চন্দ্রের ন্যায় শীতলতা, মাধুর্য্য ও কান্তি প্রভৃতির দ্বারা নেত্রের প্রীতিবিধান করে বলিয়া চন্দ্রের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। আর কঙ্কণ ও নূপুরাদি ভূষণ-ধ্বনিদ্বারা তিনি সকলের কর্ণতৃপ্তি করেন, ইহার দ্বারা কর্ণানন্দত্ব উক্ত হইয়াছে। এবম্ভূত শিখিপুচ্ছ-মৌলি শ্রীকৃষ্ণ আমার নিকট আসিতেছেন। ৭০

(৭১) শ্লোকার্থ—গোপবালাদের সভার বিভূষণস্বরূপ শীতল চঞ্চল লোচনবিশিষ্ট এই কিশোর মৃদু স্নিগ্ধ হাস্যময় বদনচন্দ্রের লাবণ্য-সম্পদ দ্বারা আমাকে উন্মত্ত করিয়া আমার হৃদয় অধিকার করিতেছেন।

(৭১) টীকার অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণের চতুর্দ্দিকে গোপীগণ অর্থাৎ গোপবালাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া বলিলেন—"চকাশ গোপীপরিষদ্গত বিভু' ইত্যাদি (ভা ১০।৩২।১৪) শ্রীকৃষ্ণ গোপীসভামধ্যে অবস্থিত হইয়া অতিশয় শোভা প্রাপ্ত হইলেন, এই প্রকার লীলাবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে

হৃদয়মেতন্নোব্রূহীত্যাদিনাস্বান্তঃকোপঃ স্বপ্রশ্নশ্রবণাৎ যন্মৃদুলস্মিতং তেনার্দ্রো যো বদনেন্দুস্তস্য'মাসূয়িতং মার্হথেত্যাদি ন পারয়েঽহমিত্যাদি' প্রেমোক্তিকৌমুদীরূপয়া সম্পত্তয়া মদয়ন্নানন্দয়ন্বিগাহতে ব্যাপ্নোতীত্যর্থঃ। তদ্দৃষ্ট্বা মম হৃদয়ঞ্চ কীদৃক্—পশুপালবালানাং গোপকিশোরীণাং

অবলোকন করিয়া শ্রীলীলাশুক সহর্ষে বলিলেন, এই কিশোর শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত গোপীরই বিশেষতঃ মদীয় সম্মুখস্থ শ্রীরাধা ও শ্রীললিতাদির হৃদয়ে তাঁহার শ্রীমুখের লাবণ্য-সম্পদ বিস্তারপূর্ব্বক আমাদের হৃদয় আনন্দে আপ্লুত করিতেছেন।

"এতন্নোব্রূহি সাধু ভোঃ" (ভা ১০।৩২।১৬) 'হে সখে! আমাদিগকে ইহাই বল।' এই বাক্যে গোপীগণের অন্তরে কোপ প্রকাশ এবং নিজ বিষয়ে প্রশ্ন শ্রবণহেতু যিনি মৃদুল হাস্যময় সরস বদনেন্দুর লাবণ্য-সম্পদ দ্বারা গোপীদের হৃদয়ে ব্যাপ্ত হইয়া আনন্দ বিস্তার করিতেছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "মাসূয়িতুং মার্হথ" (ভা ১০।৩২।২১) 'আমার প্রতি তোমাদের অসূয়া প্রকাশ কর্ত্তব্য নহে।' আমার সহিত তোমাদিগের যে সংযোগ, তাহা বিশুদ্ধ প্রেমময়। অতএব "ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং স্বসাধুকৃত্যং" (ভা ১০।৩২।২২) আমি তোমাদের প্রেমের ঋণ শোধ করিতে পারিব না, তোমরা নিজ নিজ সাধুকৃত্যের দ্বারা প্রত্যুপকৃত হও।" ইত্যাদি প্রেমোক্তি কৌমুদীরূপা সম্পদদ্বারা গোপীগণের মনোগত ঈর্ষ্যা দূরীভূত করিলে তাঁহারা অতিশয় আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন। তাহা দেখিয়া (অনুভব করিয়া) আমার (শ্রীলীলাশুকের) হৃদয় আনন্দে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে।

পরিষদং বিভূষয়তীতি। তথা তৎসভৈব বিভূষণং যস্যেতি বা। তয়া বেষ্টিতো বভাবিত্যর্থঃ। অগ্রে, রাধাপয়োধরেত্যাদৌ ধেনুপালদয়িতা-স্তনস্থলীমিত্যাদৌ তথা বর্ণিতত্বাৎ। প্রেমবৈবশ্যেন বালাপরিষদিতি বক্তব্যে বালপরিষদিত্যুক্তিঃ। যদ্বা, পশুপালানাং বালা যস্যাং সা পশুপালবালা, সা চাসৌ পরিষচ্চেতি কর্ম্মধারয়ে পুংবদ্ভাবঃ কিংবা তদ্বালগোষ্ঠীনাং বিভূষণবদ্বিভূষণং যস্য সঃ। তদুক্তম্, বেশেন ঘোষোচিত-ভূষণেনেতি সামান্যবয়স্যবর্গবৃত ইত্যর্থস্তু প্রক্রমমব্যাপ্তং তথা, শীতলে বিলোলে চ লোচনে যস্য ॥ ৭১

তিনি কিরূপ? গোপ-কিশোরীগণের পরিষদের ভূষণস্বরূপ বা গোপকিশোরীগণ যে পরিষদে থাকেন, তাহা বিশেষরূপে ভূষিত করেন যিনি, সেই শ্রীকৃষ্ণ। এই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধা প্রভৃতি গোপ-বালাদ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া শোভা পাইতেছেন। পরে বলা হইবে, 'শ্রীরাধার পয়োধর-সঙ্গশায়ী' ইত্যাদি (৭৬) "ধেনুপাল-দয়িতা শ্রীরাধার কুচকুম্কুম্দ্বারা তাঁহার বক্ষ রঞ্জিত", ইত্যাদি (৭৭) বর্ণনা করিবেন। প্রেমবৈবশ্যহেতু বালাপরিষদ্ বলিতে 'বালপরিষদ্' বলিয়াছেন। অথবা 'পশুপাল' অর্থে পশুপালক গোপগণ, তাঁহাদের বালা (কন্যা) অর্থাৎ গোপগণের কন্যাগণ যে পরিষদে থাকেন, সেই পরিষদ্কে যিনি বিশেষরূপে ভূষিত করেন, তিনি পশুপাল-বালা-পরিষদ্-বিভূষণ। এস্থলে 'বালা', শব্দ কর্মধারয় সমাসে পুংবদ্ভাব হইয়া 'বাল' শব্দ হইয়াছে। কিংবা অন্যরূপেও ব্যাখ্যা হইতে পারে, পশুপাল-গোষ্ঠীর ভূষণের ন্যায় ভূষণ যাঁহার, তিনি পশুপাল-বিভূষণ। পূর্ব্বে এই

কিমিদমধরবীথীবল্গুবংশীনিনাদং
কিরতি নয়নয়োর্নঃ কামপি প্রেমধারাম্।
তদিদমমরবীথীদুর্ল্লভং বল্লভং ন-
স্ত্রিভুবনকমনীয়ং দৈবতং জীবিতং চ ॥ ৭২

টীকা—ইতি শ্লোকত্রয্যা সামান্যত্বেন তং নির্ব্বর্ণ্য তন্মম জীবিতমেবৈতদিতি বর্ণয়ন্ প্রথমং তাসাং, ন পারয়েঽহমিত্যাদি, স্ববাগমৃত-

---

অর্থেই বলিয়াছেন—'বেশেন-ঘোষোচিত ভূষণেন' অর্থাৎ ব্রজের যোগ্য মনোহর বেশ-ভূষাদি। অতএব 'সামান্য বয়স্যবর্গ পরিবেষ্টিত' ইহা প্রকরণ সঙ্গত অর্থ নহে। আরও বলিলেন, শীতল বিলোল লোচন যাঁহার, সেই কিশোর মৃদুহাস্যময় বদন-চন্দ্রের লাবণ্য দ্বারা আমাকে উন্মত্ত করিয়া আমার হৃদয়কে আনন্দে আপ্লুত করিতেছে। ৭১

(৭২) শ্লোকার্থ—অধরে বংশী অর্পণ করিয়া বংশী নিনাদে আমাদের নয়নের সম্মুখে আশ্চর্য্যরূপে প্রেমধারা বর্ষণ করিতেছেন। ইনি কি বস্তু? এই বস্তু অমরশ্রেণীতেও দুর্লভ, ত্রিভুবনের মধ্যে কমনীয় দেবতা আমাদের জীবনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণই হইবেন।

(৭২) টীকার অনুবাদ—পূর্ব্বে তিনটি শ্লোকে সামান্যভাবে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য বর্ণনা করিয়া এই শ্লোকে সেই শ্রীকৃষ্ণই যে আমাদের জীবনবল্লভ, তাহাই বিশেষভাবে বর্ণন করিতেছেন। প্রথমে শ্রীকৃষ্ণ সেই সকল গোপীর সমক্ষে বলিয়াছেন, 'ন পারয়েঽহং' ইত্যাদি। এই নিজবাক্যামৃত দ্বারা গোপীগণের

ক্ষালিতের্ষ্যালবপঙ্কে স্বান্তে পুনর্বিলাসলালসা-তরঙ্গিণীমুচ্ছলয়িতুং বংশী-নাদামৃতং বর্ষতি কৃষ্ণঘনে, যত্র জাতপ্রেমানন্দোদ্রেকঃ কিমিদং বস্ত্বিতি সংশয্য পুনর্নিশ্চিনোতি;—কিমিদং বস্তু যন্নোঽস্মাকং নয়নয়োঃ কামপি প্রেমধারাং কিরতি। ক্ষণং বিমৃশ্য, আং বিদিতং তদেবাস্মাকং দৈবত-মিদম্। পুনঃ সশঙ্কং, কিমুত দৈবতম্—বল্লভঞ্চ। পুনঃ সপ্রণয়ম্, কিমুত বল্লভম্—জীবিতঞ্চ। কথং জ্ঞাতম্? তত্রাহ—অধরবীথ্যাং কৃপ্ত চিত্রবদর্পিতা যা বংশী তস্যা নিনাদো যত্র। অতোঽমরবীথ্যাং দেবশ্রেণ্যাং তস্যা অপি বা দুর্লভম্। অতস্ত্রিভুবনকমনীয়ম্। তদিদম্ মন্নেত্রগোচরমিত্যহো ভাগ্যমিতি ভাবঃ॥ ৭২

মনোগত ঈর্ষ্যারূপ পঙ্কলেশ ক্ষালিত হইলে পুনরায় তাঁহাদের অন্তঃকরণে বিলাস-লালসা-তরঙ্গিনী উচ্ছলিত করিবার জন্য কৃষ্ণরূপ মেঘ বংশীনাদামৃত বর্ষণ করিলেন, তদ্দ্বারা জাত প্রেমা-নন্দের উদ্রেকে শ্রীরাধিকা বলিলেন, হে সখি! আমাদের অগ্রে বর্ত্তমান এ কি বস্তু? এইরূপ সংশয় হইলেও পুনর্বার প্রশ্ন করিয়া তাহা নিশ্চয়পূর্ব্বক বলিলেন, এই বস্তু আমাদের নয়নের সম্মুখে কি এক অনির্ব্বাচ্য প্রেমধারা বর্ষণ করিতেছেন? ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, আ! বুঝিয়াছি, ইনি নিশ্চয়ই আমাদের দেবতা। পুনরায় সশঙ্কে বলিলেন, ইনি কেবল দেবতা নহেন, ইনি আমাদের বল্লভ। পুনরায় সপ্রণয়ে বলিলেন, শুধু তাহাই নহে, ইনি আমাদের জীবনবল্লভ, তাহা কি প্রকারে জ্ঞাত হইলে? তাহাতে বলিলেন, ইহাঁর অধরবীথিতে ন্যস্ত (চিত্রবৎ অর্পিত) যে বংশী, সেই বংশী হইতে মধুর নিনাদ

তদিদমুপনতং তমালনীলং
তরলবিলোচনতারকাভিরামম্।
মুদিতমুদিতবক্ত্রচন্দ্রবিম্বং
মুখরিতবেণুবিলাসি জীবিতং মে ॥ ৭৩

টীকা—রাসোৎসবঃ সংবৃত্ত ইত্যাদিবৎ পুনস্তদ্বিলাসারম্ভিণং তং নিশ্চিত্যাহ—তদিদং মম জীবিতমুপনতং সমীপমাগতম্। কীদৃশম্? বিলাসি রাসবিলাসারম্ভি। মুখরিতো বেণুর্যেন। শব্দিতবেণোর্বিলাস-যুক্তং বা। তমালনীলম্—কনকবল্লবীনাং তাসাং মধ্যে তমালবৎ

উঠিতেছে, ইহা দেবতাগণে সম্ভবে না—দেবশ্রেণীতে দুর্লভ। সুতরাং ইনি আমাদের প্রাণবল্লভ। অতএব যাহা ত্রিভুবনের মধ্যে কমনীয়, সেই বস্তু আজ আমাদের নেত্রগোচর হইল; অহো! আমাদের কি সৌভাগ্য!! ৭২

(৭৩) শ্লোকার্থ—এই যে আমার জীবনবল্লভ সমীপাগত, ইহাঁর দেহকান্তি তমালের মত নীল, তরল লোচনের তারকা অতি মনোহর, উদিত পূর্ণচন্দ্রের শোভা জয়কারী বদন, মুখরিত বেণুবিলাসী জীবনবল্লভকে প্রাপ্ত হইলাম।

(৭৩) টীকার অনুবাদ—'রাসোৎসবঃ সংবৃত্ত' (ভাঃ ১০।৩৩।৩) গোপীমণ্ডলে মণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ রাসোৎসবে প্রবৃত্ত হইলেন।' ইত্যাদি লীলার মত পুনরায় শ্রীকৃষ্ণ রাসবিলাস আরম্ভ করিয়াছেন। তাহা দেখিয়া নিশ্চয়পূর্ব্বক শ্রীরাধিকা বলিলেন, এই যে আমার জীবনবল্লভ সমীপাগত। তিনি কিরূপ? বিলাসি—রাসবিলাসারম্ভি—মুখরিত বা শব্দিত বেণুর বিলাসযুক্ত। তাঁহার

চাপল্যসীম চপলানুভবৈকসীম
চাতুর্য্যসীম চতুরাননশিল্পসীম।
সৌরভ্যসীম সকলাদ্ভুতকেলিসীম
সৌভাগ্যসীম তদিদং ব্রজভাগ্যসীম ॥ ৭৪

ভ্রাজমানম্। সর্ব্বগোপীমণ্ডলবক্ত্রদর্শনায় তরলাভ্যাং বিলোচনয়োস্তারকাভ্যামভিরামম্। মুদিতমুদিতমতিমুদিতং বক্ত্রচন্দ্রবিম্বং যস্য। মুদিতমানন্দিতমুদিতবক্ত্রচন্দ্রবিম্বমিতি বা ॥ ৭৩

টীকা—রাসে তস্য তত্তচ্চাপল্যাদিকমনুভূয় সাশ্চর্য্যমাহ। প্রথমং নৃত্যগতিলাঘবং দৃষ্ট্বাহ- তদিদং মম জীবিতং চাপল্যসীম। তেষাং

দেহকান্তি তমালের মত নীল অর্থাৎ কণকলতা গোপকিশোরীদের মধ্যে তমালবৎ—শ্যামশৃঙ্গাররসরূপে প্রকাশমান। সমস্ত গোপীবর্গের বদন এককালে দেখিবার জন্য তাহার লোচনযুগলের তারকাদ্বয় চঞ্চল, ইহাতে তাঁহার বদনশোভা আরও অভিরাম—অতিশয় মনোরম হইয়াছে। 'মুদিত মুদিত' শব্দ দুইবার উক্ত হইয়াছে, ইহাতে অতিশয় অর্থ ব্যক্ত হইয়াছে অর্থাৎ অতি মুদিত বদনচন্দ্রবিম্ব সকলকে আনন্দিত করিয়াছে বা সম্যগ্ উদিত পূর্ণচন্দ্রের শোভা জয় করিয়াছে। ৭৩

(৭৪) শ্লোকার্থ—এই শ্রীকৃষ্ণ চাপল্যের একমাত্র সীমা, চপলা ব্রজগোপীদের স্পর্শানুভবের একমাত্র সীমা, চাতুর্য্যের সীমা, চতুরাননের শিল্পের সীমা, সৌরভ্যের সামা, সকল অদ্ভুত কেলিবিলাসের সীমা, ব্রজদেবীদের সৌভাগ্যের সীমা, সমগ্র ব্রজের ভাগ্যের সীমা।

সীমা যত্র তদবধিভূতমিত্যর্থঃ। তাদৃশগোপীভিশ্চুম্বিতালিঙ্গিতং বিলোক্যাহ—সহনৃত্যচুম্বনাদ্যর্থং চপলানামাসাং যত্তৎস্পর্শাদিসুখানুভব-স্তস্যৈক প্রধানা সীমা যত্র। তাদৃশীভিস্তাভিরেবানুভবিতুং শক্যমিত্যর্থঃ। তচ্চাতুর্য্যং দৃষ্ট্বাহ, চাতুর্য্যেতি সৌন্দর্য্যং দৃষ্ট্বাহ—চতুরাননস্য বিধেঃ শিল্পস্য সীমা যত্র। দূরাৎ সৌরভ্যং লব্ধ্বাহ—সৌরভ্যেতি। তৎকেলি-পরিপাটীং দৃষ্ট্বাহ—সকলেতি। ব্রজদেবীনাং তৎপ্রেমাবেশং সৌন্দর্য্যা-

---

(৭৪) টীকার অনুবাদ—রাসে শ্রীকৃষ্ণের চাপল্যাদি অনুভব করিয়া আশ্চর্য্যের সহিত বলিলেন—'চাপল্যসীম' ইতি। প্রথমে নৃত্যকালে গতিলাঘব অর্থাৎ নৃত্যগতির শীঘ্রতাহেতু শ্রীকৃষ্ণ যে চাপল্য প্রকাশ করিতেছেন, তাহা দেখিয়া বলিলেন, এই আমার জীবনস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ সকল প্রকার চাপল্যের সীমা—চপলতার অবধি। তাদৃশ গোপীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের নৃত্যবিলাস দেখিয়া বলিলেন, চপলা গোপীগণ কর্ত্তৃক চুম্বিত ও আলিঙ্গিত হইয়া স্পর্শাদিসুখানুভবের প্রধান সীমা যেখানে। অর্থাৎ গোপীগণ নৃত্যের ছলে চুম্বিত-আলিঙ্গিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণস্পর্শসুখ অনুভব করিতেছেন এবং শ্রীকৃষ্ণ নৃত্যের ছলে তাঁহাদের স্পর্শসুখ অনুভব করিতেছেন। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের সমধিক চাতুর্য্য প্রকাশ পাইতেছে, সুতরাং এরূপ চাতুর্য্যের তিনি সীমাস্বরূপ। তদবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য দেখিয়া বলিলেন, চতুরানন বিধির শিল্পনৈপুণ্যের সীমা। দূর হইতে শ্রীঅঙ্গের সৌরভ আঘ্রাণ করিয়া বলিলেন, ইনি সৌরভ্যের সীমা। শ্রীকৃষ্ণের কেলিপরিপাটী দেখিয়া বলিলেন, সকল অদ্ভুত কেলিবিলাসের সীমা। ব্রজদেবীগণের

মাধুর্য্যেণ দ্বিগুণশিশিরং বক্তচন্দ্রং বহন্তী
বংশীবীথীবিগলদমৃতস্রোতসা সেচয়ন্তী।
মদ্বাণীনাং বিহরণপদং মত্তসৌভাগ্যভাজাং
মৎপুণ্যানাং পরিণতিরহো নেত্রয়োঃ সন্নিধত্তে ॥ ৭৫

দিকঞ্চ দৃষ্ট্বাহ—সৌভাগ্যেতি। ক্ষণং বিমৃশ্য, ন কেবলমাসাং ব্রজস্যাপি ভাগ্যসীমা যত্র। ৭৪

টীকা—তাদৃশস্তস্য সাক্ষাদ্দর্শনানন্দেন স্বসৌভাগ্যাতিশয়ং মত্বা সাশ্চর্য্যমাহ—অহো আশ্চর্য্যং মৎপুণ্যানাং পরিণতিঃ পরিপাকোঽয়ং মন্নেত্রয়োঃ সন্নিধত্তে সাক্ষাদ্বভূব। অহো মম ভাগ্যমিতি ভাবঃ। কীদৃশী ?

শ্রীকৃষ্ণপ্রেমাবেশ এবং তাঁহাদের সৌন্দর্য্যাদি দেখিয়া বলিলেন, ইনি ব্রজদেবীগণের সৌভাগ্যের সীমা। ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, ইনি কেবল যে ব্রজদেবীগণেরই সৌভাগ্য-সীমা, তাহা নহে, ইনি সমগ্র ব্রজের ভাগ্য সীমা। ৭৪

(৭৫) শ্লোকার্থ—যিনি মাধুর্য্য দ্বারা দ্বিগুণ শীতল বদনচন্দ্র বহন করিতেছেন, বংশীবীথী-বিগলিত অমৃতপ্রবাহে মত্ত সৌভাগ্য-ভাজনদিগকে ও আমার বাক্যের বিচরণপদকে সেচন করিতেছেন। অহো! আমার পুণ্যের পরিণতিস্বরূপ এই শ্রীমূর্ত্তি আমার নেত্রের সন্নিকটে উদয় হইলেন।

(৭৫) টীকার অনুবাদ—তাদৃশ শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ দর্শনানন্দে শ্রীলীলাশুক নিজ সৌভাগ্যাতিশয় মনে করিয়া আশ্চর্য্যের সহিত বলিলেন, অহো! আমার পুণ্যের পরিণতি—আমি জন্মে জন্মে যত পুণ্য অর্জ্জন করিয়াছি, সেই সকল পুণ্যের পরিপাকস্বরূপ

তেজসেঽস্তু নমো ধেনুপালিনেঽলোকপালিনে।
রাধাপয়োধরোৎসঙ্গশায়িনেঽশেষশায়িনে ॥ ৭৬

বক্ত্রচন্দ্রং বহন্তী। কীদৃশং তম্—স্বভাবশীতলমপি মাধুর্য্যেণ দ্বিগুণ-শিশিরম্। তথা বংশীবীথীভিস্তন্মার্গৈর্বিশেষেণ গলন্তি যান্যমৃতস্রোতাংসি তৎপ্রবাহাস্তৈর্ব্রজদেবীর্মাং জগচ্চ সেচয়ন্তী। তথা, মদ্বাণীনাং বিহরণপদং বিহারস্থানম্। কীদৃশম্? মত্তাঃ প্রেমোন্মত্তাশ্চ তৎসৌন্দর্য্যাদিবর্ণনাৎ সৌভাগ্যভাজশ্চ যাঃ তাসাম্। তদ্বক্ষ্যতে চ, সমুজ্জৃম্ভা গুম্ফা ইত্যাদৌ ॥ ৭৫

এই শ্রীকৃষ্ণ আমার নেত্রদ্বয়ের সন্নিকটে উদয় হইলেন। আহা! আমার ভাগ্য! কীদৃশী বদনচন্দ্র বহন করিতেছেন? স্বভাবতঃ শীতল হইলেও রাসবিলাস-মাধুর্য্যে দ্বিগুণ শীতল। আর সেই বদনে সংন্যস্ত বংশী-বীথী বিগলিত অর্থাৎ বংশীর ছিদ্রপথে মধুর ধ্বনিরূপ অমৃতপ্রবাহ বিগলিত হইয়া ব্রজদেবীগণকে, আমাকে ও জগতকে সিঞ্চিত করিতেছেন। আর আমার বাণীরও বিহার-স্থানকে সিক্ত করিতেছে। তাহা কিরূপ? প্রেমোন্মত্ততাবশত সোভাগ্যশালী, মদীয় বাক্য-পথকে সেচন করিতেছে। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্যাদি বর্ণনহেতু আমার বাণীও সৌভাগ্যভজনদের আনন্দদায়ক হইয়াছে! কেননা, ব্রজদেবীগণ যাহা বলিয়াছেন, সেই স্বপ্রকাশ বাণীসমূহের আমি কেবল অনুবাদ করিয়াছি। অর্থাৎ এই মালার পুষ্পগুলি তাঁহাদেরই রম্য বৃন্দাবনে প্রস্ফুটিত হইয়াছে, আমি চয়ন করিয়াছি বলিয়া আমার জীবন সাফল্য লাভ করিয়াছে। ৭৫

টীকা—অথ নৃত্যগতিলাঘবেনৈকেন বপুষৈবাশেষগোপীনাং হৃদয়াৎ ক্ষণমপ্যনপগতমবিভাব্যকান্তিপ্রবাহোচ্ছলিতং তং বিলোক্য নির্বক্তু-মসমর্থঃ সাশ্চর্য্যং কেবলং নমস্করোতি দ্বাভ্যাম্—অস্মৈ কস্মৈচিৎ তেজসে তৎপুঞ্জরূপায় নমোঽস্তু। কীদৃশে? রাধাপয়োধরোৎসঙ্গে শয়িতুং নিরন্তরং তন্নিকটে স্থাতুং শীলং যস্য তস্মৈ। তস্মাৎ ক্ষণমপ্যনপগ-তায়েত্যর্থঃ। পুনঃ পরিতো বীক্ষ্য সাশ্চর্য্যমাহ—তাদৃশায়াপ্যশেষষু

---

(৭৬) শ্লোকার্থ—এই তেজপুঞ্জকে নমস্কার, ধেনুপালককে নমস্কার, লোকপালককে নমস্কার, শ্রীরাধিকার পয়োধরের মধ্যে শয়নকারীকে নমস্কার, অশেষশায়ী শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার।

(৭৬) টীকার অনুবাদ—অনন্তর রাসে নৃত্যগতি লাঘব করিয়া শ্রীকৃষ্ণ একই বপুতে এককালেই অশেষ (অসংখ্য) গোপীদের হৃদয়ে (কণ্ঠে) আলিঙ্গিত হইয়া রহিয়াছেন—ক্ষণকালও অপগত হইতেছেন না। সেই অবস্থায় তাঁহার অবিভাব্য কান্তিপ্রবাহ উচ্ছলিত হইয়া সকলকে অভিভূত করিতেছে। এবম্ভূত শ্রীকৃষ্ণকে অবলোকন করিয়া শ্রীলীলাশুক তাহা বর্ণন করিতে অসমর্থ হইয়া আশ্চর্য্যের সহিত শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে কেবল নমস্কার করিতেছেন, তাহাই দুইটি শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। এই অনির্ব্বচ্য কোন এক তেজপুঞ্জরূপকে আমি নমস্কার করি। তিনি কিরূপ? শ্রীরাধার পয়োধরের উৎসঙ্গে (ক্রোড়ে) শয়নকারী—নিরন্তর তাঁহার নিকট থাকাই স্বভাব যাঁহার; সুতরাং ক্ষণকালও সেস্থান হইতে অপগত হইতে ইচ্ছা করেন না। পুনরায় চারিদিক অবলোকন করিয়া আশ্চর্য্যের

সমস্তগোপীস্তনোৎসঙ্গেষু শায়িনে তন্নিকটস্থিতায়। নন্বেকস্য কথমেতৎ সম্ভবেদিতি বিমৃশন্ ব্রহ্মমোহনলীলাস্ফূর্ত্তাস্য নৈতদাশ্চর্য্যমিত্যাহ—'একং সপাণিকবলমিত্যাদিদিশা ধেনুপালিনে। একেন স্বরূপেণৈবানন্তগোপাল-রূপায় অপি। লোকপালিনে লোকাঃ অনন্তব্রহ্মাণ্ডানি তত্তদুপাস্য তত্তচ্চতুর্ভুজরূপেণ তত্তৎপালিনে। কিংবা, অকারো বিষ্ণুঃ, অস্য—বিষ্ণোর্লোকা বৈকুণ্ঠলোকাস্তৎপালিনে॥ ৭৬

সহিত বলিলেন, তাদৃশ শ্রীরাধার পয়োধর উৎসঙ্গে শয়নকারী হইয়াও সমস্ত গোপীর পয়োধরের উৎসঙ্গশায়ী—তাঁহাদিগের নিকট অবস্থান করেন। যদি বল, একই বপুতে তাদৃশ লীলা সম্ভব হইবে কিরূপে? এসম্বন্ধে ক্ষণকাল চিন্তা করিতেই ব্রহ্ম-মোহন লীলার স্ফূর্ত্তিতে বলিলেন, ইহা শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কেননা, একই দেহে তিনি অনন্ত ধেনুপালকরূপ হইয়াও লোকপালক ব্রহ্মার পালক চতুর্ভুজরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন। "একং সপাণিকবলং" (ভা ১০। ১৩।৬১) শ্রীকৃষ্ণ একাকী হস্তে দধিমিশ্রিত অন্নগ্রাস ধারণ করিয়া অনন্ত গোপবালকরূপে অসংখ্য ধেনুপালন করিয়াও 'লোকপালিনে'—সমস্ত লোকপালক। এস্থলে লোক বলিতে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বুঝায়, সেই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের লোকপালক এবং তত্তৎলোকের উপাস্য চতুর্ভুজ শ্রীবিষ্ণুরূপে সেই সেই লোক পালন করেন। কিংবা 'অলোকপালিনে' পদের 'অকারো বিষ্ণুরুচ্যতে' 'অকারে বিষ্ণুঃ' ইত্যাদি স্মৃতিবচনে বিষ্ণুলোক বুঝায়, সুতরাং ইনি বিষ্ণুলোক—বৈকুণ্ঠলোক পালন করেন। ৭৬

ধেনুপালদয়িতাস্তনস্থলীধন্যকুঙ্কুমসনাথকান্তয়ে।
বেণুগীতগতিমূলবেধসে ব্রহ্মরাশিমহসে নমো নমঃ॥ ৭৭

টীকা—অথ তৎকুচকুঙ্কুমমনোজ্ঞকান্তিমপূর্ব্ববেণুং বাদয়ন্তং তং বিলোক্য সবিস্ময়মাহ—অস্মৈ নমো নমঃ। আদরে বীপ্সা। কীদৃশে—তাসাং স্তনসম্বন্ধিত্বাদ্ধন্যং যৎ কুচকুঙ্কুমং তেন সনাথা শবলাত্যুৎফুল্লা কান্তির্যস্য। সহজকুঙ্কুমগন্ধবর্ণানাং তাসাং কুচস্থত্বাৎ সৌরভ্যকান্ত্যতিশয়-প্রাপ্ত্যা তস্য ধন্যত্বম্। বিরহে ম্লানায়াঃ কান্তেশ্চ তদালিঙ্গনাদিপ্রাপ্ত্যা-

---

(৭৭) শ্লোকার্থ—গোপবনিতাদের স্তনস্থলি-স্পৃষ্ট ধন্য কুম্‌কুম্ দ্বারা অতি উৎফুল্ল কান্তিযুক্ত এবং বেণুগীতের স্বর-গ্রামাদির সৃষ্টিকারী ও ব্রহ্মরাশির মূল বিধাতা তেজস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে আমি বার বার নমস্কার করি।

(৭৭) টীকার অনুবাদ—গোপবনিতাদের কুচ-কুম্‌কুম্ দ্বারা রঞ্জিত হওয়ায় মনোজ্ঞ কান্তিবিশিষ্ট এবং অপূর্ব্ব বেণুবাদনকারী শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া সবিস্ময়ে শ্রীলীলাশুক বলিলেন, এই শ্রীকৃষ্ণকে বার বার নমস্কার করি। (আদরে পুনরুক্তি) কিরূপ কান্তি-বিশিষ্ট? গোপবনিতাদের স্তন-সম্বন্ধি বলিয়া ধন্য যে কুম্‌কুম্, সেই কুম্‌কুম্ দ্বারা অতি উৎফুল্ল কান্তিযুক্ত। গোপবনিতাদের বর্ণ ও অঙ্গগন্ধ স্বভাবত কুম্‌কুমের ন্যায় উৎকৃষ্ট; আবার সেই কুম্‌কুম্ তাঁহাদের কুচস্পৃষ্ট হওয়ায় সৌরভ ও কান্তির আতিশয্য প্রাপ্তি-হেতু ধন্য হইয়াছে। অর্থাৎ এতাদৃশ কুচ-কুম্‌কুমে রঞ্জিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ অপূর্ব্ব কান্তি ধারণ করিয়াছেন। আর বিরহের সময় ম্লান কান্তি গোপীগণও সম্প্রতি শ্রীকৃষ্ণের আলিঙ্গনাদি প্রাপ্তিতে

নন্দোৎফুল্লত্বাৎ সনাথত্বম্। তথা বিধাতৃসৃষ্ট্যতিরিক্তানাং বেণুগীতগতীনাং মূলবেধসে প্রথমস্রষ্ট্রে। তদুক্তং, সবনশ ইত্যাদৌ 'কশ্মলং যযুরিতি। কথমস্য তৎস্রষ্টৃত্বমিতি বিমৃশন্ পূর্ব্ববত্তল্লীলাস্মরণান্নৈতচ্চিত্রমিত্যাহ—ব্রহ্মরাশীনাং তত্তচ্চতুর্ভুজস্তাবক-বিধিসমূহানাং মহঃ প্রকাশো যস্মাৎ। যস্য বিধাতৃবিধ তুঃ কিয়দিদমিতি ভাবঃ। যস্য প্রভেত্যাদি তদ্ব্রহ্মেত্যনন্তব্রহ্মসংহিতোক্তানুসারেণ পরাৎ পরং ব্রহ্ম চ তে বিভূতয় ইতি

আনন্দে উৎফুল্লত্বহেতু সনাথা হইয়াছেন। আরও বিধাতার সৃষ্টির অতিরিক্ত বেণুর গীতের যে গতি, প্রকৃতি গমকাদিবিশেষ, তাহার মূল (প্রথম) স্রষ্টা শ্রীকৃষ্ণ। তাহা শ্রীভাগবতে (১০।৩৫।১৫) উক্ত আছে, শ্রীকৃষ্ণ যখন বংশীযোগে স্বরালাপ উন্নয়ন করিতে থাকেন, তখন ইন্দ্র, শিব, ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় স্বরালাপ শ্রবণ করিয়াও তাহার তত্ত্ব নির্ণয়ে অসমর্থহেতু মোহ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অতঃপর শ্রীলীলাশুক বিস্মিত হইয়া চিন্তা করিলেন, এই বেণুগীতের মূল সৃষ্টিকর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণ, ইহাই বা কিরূপে সম্ভব হয়? পূর্ব্ববৎ শ্রীকৃষ্ণের লীলা স্মরণ হওয়ায় নিশ্চয় করিলেন, ইহা বিচিত্র নহে, ইহাঁর লীলা বাক্য ও মনের অগোচর অতি অদ্ভুত। তাহাতে বলিলেন—'ব্রহ্মরাশি মহসে'—ব্রহ্মরাশির অর্থাৎ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের তেজস্বরূপ ব্যাপক অঙ্গকান্তিই ব্রহ্ম। আবার অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যে সকল চতুর্ভুজ স্তাবক ব্রহ্মা আছেন, সেই সকল ব্রহ্মারও প্রকাশক এই শ্রীকৃষ্ণ। অর্থাৎ সহস্র সহস্র সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা এই শ্রীকৃষ্ণ হইতেই প্রকাশিত, সুতরাং ইনি বিধাতারও বিধাতা। তাহা ব্রহ্মসংহিতায় (৫।৪৯) উক্ত

মৃদুক্বণন্নূপুরমন্থরেণ বালেন পাদাম্বুজপল্লবেন।
অনুস্মরন্মঞ্জুলবেণুগীতমায়াতি মে জীবিতমাত্তকেলি। ৭৮

শ্রীরামানুজীয়সিদ্ধান্তানুসারেণ নির্গুণব্রহ্মপুঞ্জং মহঃ কান্তিপূরো যস্যেতি কেচিৎ ব্যাখ্যান্তি, তত্রৈব শ্রীগীতাসু—ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমিতি। প্রতিষ্ঠা আশ্রয় ইতি ॥ ৭৭

টীকা—অথ দূরাদাত্তকেলিং দর্শয়িত্বা বেণুনাদপূর্ব্বকং স্বসমীপমাগচ্ছন্তং তমালোক্য, সমাধিবিঘ্নায়েত্যাদি বিজয়তাং মম বাঙ্ময়জীবিত-

---

আছে, কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে পৃথিব্যাদিরূপ যে সকল বিভূতি আছে, তাহা হইতে ভিন্ন রূপ নিষ্কল নিরুপাধিক অনন্ত অশেষ প্রকারে অবস্থিত ব্রহ্মা যাঁহার প্রভামাত্র, এমন কারণভূত আদি-পুরুষ শ্রীগোবিন্দকে আমি ভজনা করি।' এই প্রমাণ হইতে জানা যায় যে, ব্রহ্মা হইতেছেন পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের বিভূতি (অঙ্গকান্তি)। শ্রীরামানুজীয় সিদ্ধান্তানুসারে, নির্গুণ ব্রহ্মপুঞ্জ 'মহঃ' যাহা হইতে অর্থাৎ পরব্রহ্ম সমস্ত বস্তুতে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, সুতরাং তিনি সাকার হইয়াও ব্যাপক—সকলের আশ্রয়। পণ্ডিতগণের অভিমত—শ্রীকৃষ্ণ পরতম বস্তু। শ্রীগীতায় (১৪।২৭) স্বয়ং ভগবান বলিয়াছেন—'আমি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা'—আমি ব্রহ্মের আশ্রয়। ৭৭

(৭৮) শ্লোকার্থ—আমার জীবনস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ কোমল পাদপদ্ম-পল্লবের দ্বারা মৃদু মৃদু নূপুরধ্বনি করিয়া মন্থরগতিতে বিলাসের সহিত মধুর বেণুগীত স্মরণ করিতে করিতে আসিতেছেন।

মিত্যাদি সাফল্যাৎ সহর্ষং তদাগমনং বর্ণয়তি চতুর্ভিঃ—ইদং মে জীবিতমাত্তকেলি যথা স্যাত্তথা আয়াতি। কীদৃশম্? মঞ্জুলবেণুগীত-মনুস্মরৎ। নবনববেণুগীতং স্মারং স্মারং সৃজদিত্যর্থঃ। পাদকৌমল্যাৎ সস্নেহসখেদমাহ—অহো বত পাদাম্বুজপল্লবেনায়াতি। কীদৃশো? বালেন কোমলেন। তথা, মৃদুক্বণন্নূপুরং তচ্চ গীত-স্মরণমগ্নচিত্তত্বাৎ মন্থরঞ্চ যত্তেন ॥ ৭৮

---

(৭৮) টীকার অনুবাদ—অতঃপর শ্রীলীলাশুক দূর হইতে শ্রীকৃষ্ণকেলি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের সহিত রাসকেলি করিতে-ছেন, দূর হইতে সেই কেলিবিলাস দেখাইয়া বেণুনাদ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ ক্রমশঃ নিকটে আসিতেছেন, এইভাবে তাঁহাকে অবলোকন করিয়া "শ্রীকৃষ্ণ আমার সম্মুখে আসিয়া মুরলী রবামৃতের দ্বারা কবে আমার সমাধিরূপ বিঘ্ন দূর করিবেন? (৩৪) এবং 'আমার বাগ্‌ময় জীবনস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন।" (৮) এই প্রকার স্বীয় প্রার্থনার সাফল্য হেতু শ্রীকৃষ্ণের আগমন বার্ত্তা হর্ষের সহিত চারিটি শ্লোকে বর্ণন করিতেছেন। এই আমার জীবনস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ লীলাবিলাসের সহিত আমার নিকটে আসিতেছেন। কিরূপে? মঞ্জুল বেণুগীত স্মরণ করিতে করিতে আসিতেছেন। অর্থাৎ লীলাবিলাসের সহিত নব নব বেণুগীত অনুস্মরণ (সৃজন) করিতে করিতে মন্থর-গতিতে আগমন করিতেছেন। পাদপদ্মের কোমলতা স্মরণ হওয়ায় সস্নেহে খেদের সহিত বলিলেন, অহো! কি আশ্চর্য্য! কোমল পাদপদ্ম-পল্লবের দ্বারা বিলাসবশে মন্থরগতিতে

সোঽয়ং বিলাসমুরলীনিনদামৃতেন
সিঞ্চন্নুদঞ্চিতমিদং মম কর্ণযুগ্মম্।
আয়াতি মে নয়নবন্ধুরনন্যবন্ধো-
রানন্দকন্দলিতকেলিকটাক্ষলক্ষ্মীঃ ॥ ৭৯

টীকা—আভ্যাং বিলোচনাভ্যামিত্যাদি পূর্ব্বকৃতদর্শনোৎকণ্ঠা-সাফল্যাৎ পুনঃ সহর্ষমাহ—সোঽয়ং মে নয়নবন্ধুরায়াতি। কীদৃশো? মে অনন্য-বন্ধোঃ নাস্ত্যন্যো বন্ধুর্যস্য। কীদৃগয়ম্? আনন্দেন কন্দলিতঃ প্রফুল্লিতো যঃ কেলিকটাক্ষস্তস্য লক্ষ্মীঃ শোভা যস্মিন্। তথা, মম

আসিতেছেন। কিরূপে? 'বালেন'। এস্থলে বাল-শব্দে ক্রীড়ামত্ত বুঝিতে হইবে। ক্রীড়ার প্রকার বলিতেছেন, মৃদুমৃদুনূপুরধ্বনির বিলাস আবেশে এবং বেণুগীত অনুস্মরণে মগ্নচিত্ত বলিয়া গতি মন্থর হইয়াছে। ৭৮

(৭৯) শ্লোকার্থ—এই শ্রীকৃষ্ণ বিলাসমুরলী-নিনাদামৃতে আমার শ্রবণোৎসুক কর্ণদ্বয়কে সিক্ত করিতেছেন। তিনি ছাড়া আমার অন্য কোন বন্ধু নাই, আনন্দ প্রফুল্লিত কেলিকটাক্ষের সহিত আমার নয়নবন্ধু আসিতেছেন।

(৭৯) টীকার অনুবাদ—পূর্ব্বে শ্রীলীলাশুক প্রার্থনা করিয়াছিলেন, 'আমি দুই নয়ন ভরিয়া কবে কমললোচন কিশোরকে দর্শন করিব? (৪৩) এইরূপ পূর্ব্বকৃত দর্শনোৎকণ্ঠার সাফল্যে পুনরায় সহর্ষে বলিলেন, এই সেই আমার নয়নবন্ধু আসিতেছেন। কীদৃশ? আমার অনন্যবন্ধু, তিনি ছাড়া আমার অন্য কোন বন্ধু নাই। কিরূপে আসিতেছেন? আনন্দের দ্বারা

দূরাদ্বিলোকয়তি বারণকেলিগামী
ধারাকটাক্ষভরিতেন বিলোকিতেন।
আরাদুপৈতি হৃদয়ঙ্গমবেণুনাদ-
বেণীমুখেন দশনাংশুভরেণ দেবঃ ॥ ৮০

কর্ণযুগ্মং বিলাসমুরলীনিনদামৃতেন সিঞ্চন্। কীদৃশং তৎ– উদঞ্চিতং তচ্ছ্রোতুমুন্মুখম্ ॥ ৭৯

টীকা—অথ, আলোকয়েদদ্ভুতবিভ্রমাভ্যামিত্যাদি স্বোৎকণ্ঠাসাফল্যাৎ সানন্দমাহ—সোঽয়ং দেবঃ দূরাদেব বিলোকিতেন বিলোকয়তি।

কন্দলিত বা প্রফুল্লিত হইয়াছে যে কেলিকটাক্ষ, তাহার শোভা বিস্তার করিয়া আসিতেছেন। আর বিলাসযুক্ত মুরলী-নিনাদরূপ অমৃতবর্ষণে আমার কর্ণদ্বয়কে সিঞ্চন করিয়া। তাহা কিরূপ? আমার শ্রবণোৎসুক কর্ণদ্বয়কে অমৃতে সিক্ত করিয়া, অর্থাৎ তাঁহার মুরলী-নিনাদ শ্রবণের জন্য আমার কর্ণদ্বয় উৎসুক হইয়াছিল, এক্ষণে সেই মুরলীনিনাদ শ্রবণ করিয়া আমার পূর্ব্বকৃত প্রার্থনা সফল হইল। ৭৯

(৮০) শ্লোকার্থ—হস্তীর ন্যায় কেলিগামী এই দেব দূর হইতে কটাক্ষপূর্ণ দৃষ্টিদ্বারা আমাকে দেখিতে দেখিতে এবং মনোহর বেণুনাদলহরীযুক্ত সহর্ষ হাস্যে দন্তের কান্তিতে উদ্ভাসিত বদনে আমার নিকট আসিতেছেন।

(৮০) টীকার অনুবাদ—পূর্ব্বে শ্রীলীলাশুক প্রার্থনা করিয়াছিলেন 'নয়নকমল দ্বারা অদ্ভুত বিভ্রমের সহিত শ্রীকৃষ্ণ কবে আমাকে অবলোকন করিবেন? (৪৫) এক্ষণে সেই

মামিতি শেষঃ। রাধাং বা। কীদৃশা? ধারা প্রবাহরূপা যে কটাক্ষা-স্তৈর্ভরিতেন পূর্ণেন। স কীদৃক্? বারণবৎ কেলিগামী। তথা, আরাৎ নিকটে উপৈতি কীদৃক্? হৃদয়ঙ্গমা যে বেণোর্নাদাস্তেষাং যা বেণী পরম্পরা তদ্যুক্তং যন্মুখং তেন উপলক্ষিতঃ। কীদৃশা? সহজস্মিতেন প্রসৃমরা যে দশনাংশবস্তেষাং ভরো যস্মিন্ তেন। যদ্বা, দশনাংশু-ভরেণোপলক্ষিতঃ। কীদৃশা? তাদৃশবেণুনাদকল্লোলযুক্তবেণীকৃতং তন্মুখং যেন তত্র দন্তকটাক্ষাধর-কান্তিধারা গঙ্গাযমুনাসরস্বত্যো জ্ঞেয়াঃ॥ ৮০

উৎকণ্ঠার সাফল্যহেতু আনন্দের সহিত বলিলেন, এই দেব দূর হইতে আমাকে বিলোকন করিতেছেন। বা 'রাধাকটাক্ষভরিতেন' পাঠে অর্থ হইবে, রাধার কটাক্ষের দ্বারা পোষিত— প্রবাহরূপা যে কৃপাকটাক্ষ, সেই কৃপাপূর্ণ দৃষ্টিদ্বারা আমাকে অবলোকন করিতেছেন। কিরূপে? প্রবাহরূপা যে কটাক্ষধারা, সেই ধারারূপ কটাক্ষের দ্বারা পূর্ণ। তিনি কিরূপ? হস্তীর মত কেলিগমনশীল অর্থাৎ হস্তী যেরূপ মন্থরগতিতে বিলাসভঙ্গীর সহিত গমন করে, তদ্রূপ মন্থর গতিতে আমার নিকট আসিতে-ছেন আর মনোহর যে বেণুনাদ, সেই বেণুনাদলহরীর যে বেণী, সেই বেণী পরম্পরাযুক্ত শ্রীমুখ। অর্থাৎ সেই শ্রীমুখ উপলক্ষিত সহজস্মিত বিকশিত সমুজ্জ্বল দন্তের কান্তিতে উদ্ভাসিত। অথবা দশন-কৌমুদিভরে উপলক্ষিত শ্রীমুখ। তাহা কিরূপ? তাদৃশ বেণুনাদকল্লোলযুক্ত শ্রীমুখ। তাহাতে দন্তের শুভ্রতা যেন গঙ্গা, কটাক্ষধারার নীলিমা যমুনা এবং অধরের কান্তিধারা যেন সরস্বতী—এই তিনের সংযোগে ত্রিবেণীর শোভা দেখা যাইতেছে। ৮০

ত্রিভুবনসরসাভ্যাং দিব্যলীলাকুলাভ্যাং
দিশি দিশি তরলাভ্যাং দীপ্তভূষাদরাভ্যাম্।
অশরণশরণাভ্যামদ্ভুতাভ্যাং পদাভ্যা-
ময়মযমনুকূজদ্বেণুরায়াতি দেবঃ ॥ ৮১

টীকা—কিমপি বহতু চেতঃ কৃষ্ণপাদাম্বুজাভ্যামিত্যাদ্যুৎকণ্ঠাসাফল্যাৎ সোল্লাসমাহ—অয়মযং দেবঃ পদাভ্যামায়াতি। কীদৃগ্ভ্যাম্? অদ্ভুতাভ্যাম্। তদেব ব্যনক্তি—ত্রিভুবনং সরসমানন্দিতং শৃঙ্গাররসসংকুলং বা যাভ্যাং তাভ্যাম্। দিব্যা যা লীলা মত্তেভগতিবিনির্দ্দিবিলাসাস্তৈরা-

---

(৮১) শ্লোকার্থ—ত্রিভুবন সরস হয় যাহার দ্বারা, তাদৃশ দিব্যলীলামালার দ্বারা, দিকে দিকে নৃত্য-তরল-গতি দ্বারা, দীপ্ত নূপুরাদি ভূষার ধ্বনি দ্বারা, অশরণের শরণস্বরূপ অদ্ভুত চরণদ্বয় দ্বারা এই দেব বেণু বাজাইতে বাজাইতে আসিতেছেন।

(৮১) টীকার অনুবাদ—পূর্ব্বে শ্রীলীলাশুক প্রার্থনা করিয়াছিলেন, 'কৃষ্ণপাদাম্বুজ দ্বারা আমার চিত্ত কোনও অনির্ব্বাচ্য সুখ বহন করুক।" (১২) এক্ষনে সেই উৎকণ্ঠাপূর্ণ প্রার্থনার সাফল্যে উল্লাসের সহিত বলিলেন,—এই এই (প্রত্যক্ষ হেতু দ্বিরুক্তি) দেব চরণদ্বয়দ্বারা আগমন করিতেছেন। কিরূপে? অদ্ভুতভাবে। তাহাই বিশেষভাবে বলিতেছেন, ত্রিভুবন সরস হয়—আনন্দিত হয় বা ত্রিভুবনে শৃঙ্গাররস বিস্তার হয়, এমন দিব্যলীলামালার দ্বারা। দিব্য যে লীলা—মত্তগজগতি-বিনিন্দিত বিলাসদ্বারা গোপীগণকে আকুল করিয়া বা বিলাসপ্রচুর সুন্দর নৃত্যগতিতে সকল দিক্ তরলিত করিয়া আসিতেছেন।

সোঽয়ং মুনীন্দ্রজনমানসতাপহারী
সোঽয়ং মদব্রজবধূবসনাপহারী।
সোঽয়ং তৃতীয়ভুবনেশ্বরদর্পহারী
সোঽয়ং মদীয়হৃদয়াম্বুরুহাপহারী ॥ ৮২

কুলাভ্যাং তৎপ্রচুরাভ্যাং তথা নৃত্যগত্যা—দিশি দিশি তরলাভ্যাম্। দৃশি দৃশি সরসাভ্যামিতি পাঠে—দর্শনে দর্শনে নূতনাভ্যাম্। দীপ্তা প্রোজ্জ্বলিতা যা নূপুরাদিভূষাস্তাভিরাদরো বা যয়োঃ। অশরণানাং ত্যক্তগৃহাণামাসাং গোপীনাং শরণাভ্যামাশ্রয়াভ্যাম্। অয়ং কীদৃক্? অনুকূজদ্বেণুঃ। নূপুরধ্বনিপাদতালং চানু তদনুসারেণ কূজন্ বেণুর্যস্য। অনু নিরন্তরং বা ॥ ৮১

'দৃশি দৃশি সরসাভ্যাম্' পাঠান্তরের অর্থ—প্রতি দর্শনে ঐ চরণদ্বয় নূতন শোভাযুক্ত। দীপ্ত (উজ্জ্বল) ভূষণ যে শব্দিত নূপুরাদি, তাহার দ্বারা ঐ চরণ আদৃত বা যাঁহার চরণে উজ্জ্বল নূপুরাদি বর্ত্তমান। আবার ঐ চরণদ্বয় অশরণের শরণ—গৃহত্যাগিনী গোপীকুলের একমাত্র আশ্রয়স্থল। তিনি কিরূপে আসিতেছেন? "অনুকূজদ্বেণুঃ"—চরণভূষণ নূপুরের ধ্বনি দ্বারা এবং ঐ চরণ দ্বারা রক্ষিত তালে তালে বেণু বাজাইতে বাজাইতে আসিতেছেন। বা 'অনু' শব্দের অর্থ নিরন্তর,'কূজন'—ধ্বনি, এই অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ বেণুধ্বনি করিতে করিতে আসিতেছেন। ৮১

(৮২) শ্লোকার্থ—সেই এই মুনীন্দ্রজনের মানস-তাপ হরণকারী, সেই এই মদগর্ব্বিতা ব্রজবধূদিগের বসন অপহরণকারী, সেই এই তৃতীয় স্বর্গের ঈশ্বর ইন্দ্রের দর্পহারী, সেই এই শ্রীকৃষ্ণই

সর্ব্বজ্ঞত্বে চ মৌগ্ধ্যে চ সার্ব্বভৌমমিদং মহঃ।
নির্ব্বিশন্নয়নং হন্ত নির্ব্বাণপদমশ্নুতে ॥ ৮৩

টীকা—সাক্ষাত্তদ্দর্শনপ্রাপ্ত্যা পরমানন্দমগ্ন সার্শ্চর্য্যমাহ—মুনীন্দ্রাশ্চ তে জনা ভক্তাশ্চ তেষাং নারদাদীনামপি মানসতাপমেব সদা ধ্যানে স্ফূর্ত্ত্যা হর্ত্তুং শীলং যস্য সোঽয়ম্। তাদৃশোঽপি মদযুক্তা গর্ব্বেণ ভৎর্সয়ন্ত্যো যা ব্রজবধ্বস্তাসাং বসনাপহারী যঃ সোঽয়ম্। তথা, তৃতীয়-ভুবনেশ্বরস্য স্বর্গেশস্য গিরিধৃত্যা দর্পহারী যঃ সোঽয়ম্। তাদৃশোঽপি মদীয়ানামাসাং মমৈব বা হৃদয়াম্বুরুহাপহারী যঃ সোঽয়মিত্যা-শ্চর্য্যম্ ॥ ৮২

আমার হৃদয়পদ্ম অপহরণকারী।

(৮২) টীকার অনুবাদ—সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইয়া পরমানন্দে নিমগ্ন শ্রীলীলাশুক আশ্চর্য্যের সহিত বলিলেন, মুনীন্দ্রজনের ও শ্রীনারদাদি ভক্তজনের চিত্তে ধ্যানে সদা স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া যিনি তাঁহাদের মানসতাপ হরণ করেন—মানসতাপ হরণ করাই যাঁহার স্বভাব, সেই শ্রীকৃষ্ণই ইনি। তাদৃশ হইলেও মদগর্ব্বিতা ভৎর্সনকারিনী ব্রজবধূদের বসন অপহরণকারী সেই এই শ্রীকৃষ্ণ। আর ভু-ভুব-স্ব, এই তিনলোকের মধ্যে স্বর্গই তৃতীয় ভুবন এবং এই তৃতীয় ভুবনের ঈশ্বর ইন্দ্র ব্রজে উপদ্রব করিলে ইনিই গোবর্দ্ধনপর্ব্বত ধারণ করিয়া ইন্দ্রের দর্প চূর্ণ করেন, তাদৃশ হইয়াও সেই এই শ্রীকৃষ্ণ মদীয় বা আমাদের ন্যায় ব্রজবধূদের হৃদয়পদ্ম অপহরণ করেন, ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয়। ৮২

পুষ্ণানমেতৎ পুনরুক্তশোভা-
মুষ্ণেতরাংশোরুদয়াম্মুখেন্দোঃ।
তৃষ্ণাম্বুরাশিং দ্বিগুণীকরোতি
কৃষ্ণাহ্বয়ং কিঞ্চন জীবিতং মে॥ ৮৪

টীকা—পূর্ব্বং যথা যথা স্বপ্রার্থিতং তথাবিধত্তেনাবির্ভাবাৎ রাসে তাসাং হৃদয়েচ্ছাপূরকত্বাচ্চ সর্ব্বজ্ঞতায়াঃ লীলাবিশিষ্টত্বেন সহজ-পরমৈশ্বর্য্যাদেরননুসন্ধানাৎ মুগ্ধতায়াশ্চানুভবানন্দবিস্ময়োৎফুল্লঃ সন্নাহ পূর্ব্ববদিদং মহঃ নয়নং নির্ব্বিশৎ। তদ্দ্বারা প্রবিশ্য নির্ব্বাণং পরমানন্দস্তৎ-পদং হৃদয়মশ্নুতে ব্যাপ্নোতি। বিস্ময়েন স্তব্ধং করোতি। হন্ত ইত্যাশ্চর্য্যে। কীদৃশম্? সর্ব্বজ্ঞত্বে মৌগ্ধ্যে চ সার্ব্বভৌমমতিশ্রেষ্ঠ-মিত্যর্থঃ॥ ৮৩

---

(৮৩) শ্লোকার্থ—সর্ব্বজ্ঞতা ও মুগ্ধতাতে সার্ব্বভৌম এই তেজঃপুঞ্জ আমার নয়নে প্রবিষ্ট হইয়া পরমানন্দরূপে নির্বৃতি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

(৮৩) টীকার অনুবাদ—পূর্ব্বে আমি যেমন যেমন প্রার্থনা করিয়াছি, শ্রীকৃষ্ণ সেই সেই ভাবে আবির্ভূত হইয়া আমার সমস্ত বাসনা পূর্ণ করিয়াছেন। ইনি রাসে ব্রজবধূদের হৃদয়ের ইচ্ছাপূরক সর্ব্বজ্ঞতা সত্ত্বেও লীলায় আবিষ্টতা-নিবন্ধন স্বাভাবিক পরমৈশ্বর্য্যাদির অনুসন্ধান করেন নাই। এই প্রকার মুগ্ধতা অনুভব করিয়া আনন্দ ও বিস্ময়ে উৎফুল্ল হইয়া শ্রীলীলাশুক বলিলেন,—এই তেজঃপুঞ্জ আমার নয়নে প্রবিষ্ট হইয়া পরমানন্দ-রূপ সাম্রাজ্য বিস্তার করিতেছে—হৃদয় ব্যাপ্ত করিয়া আমাকে

টীকা—পুনস্তৎশ্রীমুখশোভায়াঃ স্বতৃষ্ণায়াশ্চ ক্ষণে ক্ষণে বর্দ্ধিষ্ণুত্বমনুভূয় সবিস্ময়মাহ—এতৎবিষ্ণনানির্ব্বচনীয়ং কৃষ্ণাহ্বয়ং মম জীবিতং মুখেন্দো-রুদয়াৎ মে তৃষ্ণাম্বুরাশিং দ্বিগুণীকরোতি। কীদৃশম্? উষ্ণেতরাংশোর্হি-মাংশোস্তদুদয়াদেব পুনরুক্তা ব্যর্থীকৃতা যা শোভা তাং পুষ্ণানম্। স্বশ্রী-মুখকান্ত্যা ইন্দোঃ শোভাং ব্যর্থীকৃত্য পুনস্তয়ৈবোচ্ছলিতাং কুর্ব্বাণ-মিত্যর্থঃ। কিংবা, শ্রীব্রজদেবীনাং তদ্দর্শনোচ্ছলিতাং শোভাং দৃষ্ট্বাহ—

বিস্ময়ে স্তম্ভিত করিতেছে। 'হন্ত' আশ্চর্য্য দ্যোতক শব্দ। কি প্রকার? এই জ্যোতিঃরূপ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বজ্ঞতা ও মুগ্ধতাতে সার্ব্বভৌম—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ৮৩

(৮৪) শ্লোকার্থ—শ্রীকৃষ্ণনামধেয় এই বস্তু আমার জীবন-স্বরূপ, ইনি স্বীয় মুখেন্দুর উদয় দ্বারা চন্দ্রের ক্ষয়িষ্ণু ব্যর্থ শোভাকে পুনরায় অধিক পুষ্ট করিয়া আমার তৃষ্ণাসাগর দ্বিগুণ উচ্ছলিত করিতেছেন।

(৮৪) টীকার অনুবাদ—পুনরায় শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখশোভা এবং স্বীয় তৃষ্ণা ক্ষণে ক্ষণে বর্দ্ধিষ্ণু অনুভব করিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন, এই অনির্ব্বচনীয় শ্রীকৃষ্ণনামধেয় বস্তু আমার জীবন-স্বরূপ। ইনি স্বীয় মুখেন্দুর উদয়দ্বারা আমার তৃষ্ণাম্বুরাশি দ্বিগুণীত করিতেছেন। কি প্রকার? কোটিরবি অপেক্ষা উষ্ণ এবং কোটিচন্দ্র অপেক্ষা শীতল শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখচন্দ্রের উদয়ে চন্দ্রের শোভা ব্যর্থ হইয়াছে। পুনরায় উক্ত ব্যর্থীকৃত চন্দ্রের যে শোভা, তাহা বর্দ্ধিতই হইতেছে। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় শ্রীমুখ-কান্তিদ্বারা উদ্ভাসিত চন্দ্রের শোভা ব্যর্থ করিয়া পুনরায় সেই

তদেতদাতাম্রবিলোচন শ্রীসম্ভাবিতাশেষবিনম্রগর্ব্বম্ ।
মুহুর্ম্মুরারের্মধুরাধরৌষ্ঠং মুখাম্বুজং চুম্বতি মানসং মে ॥ ৮৫

এতাসাং তদদর্শনাৎ পুনরুক্তাং ব্যর্থীকৃতাং ম্লানাং শোভাং পুঞ্জানং স্থূলীকুর্ব্বৎ। মুখেন্দোঃ কীদৃশম্ ? উষ্ণেতরাংশোরতিশীতস্য ॥ ৮৪

টীকা—স্বস্য ভাববিশেষাশ্রয়ত্বাৎ পুনস্তত্র জাততৃষ্ণঃ সলালসমাহ—তদ্বীক্ষিষ্যে তব বদনাম্বুজমিত্যাদৌ পূর্ব্বপ্রার্থিতমেতন্মুরারের্মুখাম্বুজং মে মানসং মুহুশ্চুম্বতি, নেত্রভৃঙ্গদ্বারা নিপীয় আস্বাদয়তি। নিজভাবানুসারেণ

ব্যর্থীকৃত শোভার পুষ্টিসাধন করিয়া আমার তৃষ্ণাসিন্ধু উচ্ছলিত করিতেছেন। কিংবা ব্রজদেবীদের শ্রীকৃষ্ণদর্শনজাত উচ্ছলিত শোভা দেখিয়া শ্রীলীলাশুক বলিলেন, শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে ব্রজদেবীদের শোভা ম্লান হইলে পুনরায় সেই ম্লানশোভা শ্রীকৃষ্ণদর্শনে সম্পুষ্ট হইয়া উঠিল। কীদৃশ সেই মুখেন্দু ? বিরহে সূর্য্যের অপেক্ষা উষ্ণতর এবং মিলনে চন্দ্রের অপেক্ষাও শীতল। ৮৪

(৮৫) শ্লোকার্থ—ঈষৎ অরুণবর্ণ লোচনযুগলের শোভাসম্পত্তিদ্বারা অশেষ বিনম্রভক্তদের গৌরব বর্দ্ধনশীল মুরারির মধুর অধরৌষ্ঠযুক্ত মুখাম্বুজকে আমার মন পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিতেছে।

(৮৫) টীকার অনুবাদ—শ্রীলীলাশুক মধুরভাববিশেষের আশ্রয়হেতু পুনরায় শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য আস্বাদনে জাততৃষ্ণ হইয়া লালসার সহিত বলিলেন, 'তোমার মনোহর মুখকমল আমি কবে দেখিব ? (৪৪) পূর্ব্বপ্রার্থিত এই মুরারির মুখাম্বুজ আমার মন পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিতেছে, অর্থাৎ নেত্রভৃঙ্গ শ্রীমুখকমলের মকরন্দ আস্বাদন করিতেছে। (নিজ ভাবানুসারেই বলিলেন)

করৌ শরদিজাম্বুজক্রমবিলাসশিক্ষাগুরূ
পদৌ বিবুধপাদপপ্রথমপল্লবোল্লঙ্ঘিনৌ।
দৃশৌ দলিতদুর্ম্মদত্রিভুবনোপমানশ্রিয়ৌ
বিলোকয় বিলোচনামৃতমহো মহঃ শৈশবম্ ॥ ৮৬

বিশেষয়তি, কীদৃশম্? মধুরৌ অধরোষ্ঠৌ যত্র। তথা আতাম্রয়ো—রীষদরুণয়োর্বিলোচনয়োর্যা শ্রীঃ শোভা কৃপাকটাক্ষাদিসম্পৎ তয়া সম্ভাবিতো বর্দ্ধিতঃ অশেষবিনম্রাণাং ভক্তানামনুকূলানামাসাঞ্চ সৌভাগ্য-গর্ব্বো যেন ॥ ৮৫

টীকা—তত্তদনন্তমাধুর্য্যাব্ধিমগ্নঃ প্রেমানন্দবৈহ্বল্যাৎ সর্ব্বং বিস্মৃত্য পূর্ব্বাত্তমদ্বিষ্য প্রাপ্ততদ্দর্শনায়াঃ শ্রীবৃন্দাবনেশ্বর্য্যাঃ পার্শ্বস্থাত্মস্ফূর্ত্ত্যা তাং

মুরারির মুখশ্রী কিরূপ? মধুর অধর-ওষ্ঠদ্বয় যাহাতে বর্ত্তমান তাদৃশ শ্রীমুখ এবং ঈষৎ অরুণবর্ণ লোচনযুগলের যে শোভা-সম্পদ অর্থাৎ কৃপা-কটাক্ষাদি সম্পদযুক্ত। আর ঐ কৃপা-কটাক্ষাদি সম্পদদ্বারা বর্দ্ধিত অশেষ প্রণত ভক্তদের অনুকূল ব্রজবধূদের সৌভাগ্যগর্ব্ব (গৌরব) বাড়াইতেছেন যিনি। ৮৫

(৮৬) শ্লোকার্থ—হে সখি! অবলোকন কর, এই কিশোরের তেজোরাশি আমাদের নয়নের অমৃত-স্বরূপ। ইহাঁর করযুগল শরৎকালজাত কমলের ক্রমবিলাস-শোভার শিক্ষাগুরু। পদদ্বয় কল্পপাদপের প্রথম পল্লবের শোভা লঙ্ঘন করিয়াছে। নয়নদ্বয় ত্রিভুবনের উপমার আশ্রয়ভূত পদ্মাদির গর্ব্ব বিদলিত করিয়াছে।

(৮৬) টীকার অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত মাধুর্য্য-সিন্ধুতে নিমগ্ন শ্রীলীলাশুক প্রেমানন্দে বিহ্বল হওয়ায় সমস্ত বিস্মৃত

প্রতি। বাহ্যে তু—স্বসঙ্গিনং কিঞ্চিৎ স্বমিত্রং প্রতি। লীলাস্বয়ম্বররসং লভতে জয়শ্রীরিতিবৎ স্বান্তোদ্গতং তদঙ্গানামুপমানজেতৃত্বমাহ। অহো আশ্চর্য্যে। ইদং পুরোদৃশ্যমানং মহঃ পূর্ব্ববৎ কান্তিপুঞ্জং বিলোকয়। কীদৃশম্? বিলোচনয়োরমৃতং তদ্বৎ তৎসন্তর্পকম্। ক্ষণং নির্ব্বর্ণ্য সবিস্ময়মাহ—ইদং শৈশবং কৈশোরমিত্যর্থঃ। স্বার্থে অণ্। যতোঽস্য করৌ। কীদৃশৌ তৌ শরদিজাম্বুজানাং ক্রমেণ পরিপাট্যা যে বিলাসা-

---

হইলেন। এই অবস্থায় পূর্ব্ববৎ তিনি অন্যান্য সখীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণকেই যেন অন্বেষণ করিতেছেন এবং অনুসন্ধান করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন প্রাপ্ত হইলেন। এই অবস্থায় তিনি নিজেকে শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীর পার্শ্বস্থা সখী মনে করিলেন এবং এই সখীভাবের স্ফূর্ত্তিতে বলিলেন, এই শ্রীকৃষ্ণের "পদকল্পতরু-নখরের শোভাতে আকৃষ্ট হইয়া জয়শ্রীরূপা শ্রীরাধা লীলাস্বয়ম্বর-রস লাভ করেন।" এই মত উক্তি স্বান্তর্দশায় সখীভাবে শ্রীরাধার প্রতি এবং বাহ্যদশায় স্বসঙ্গী (কিঞ্চিৎ মিত্র) বৈষ্ণবদের প্রতি উক্তি। কি আশ্চর্য্য! সখি! দেখ, দেখ, অগ্রে দৃশ্যমান এই শ্রীকৃষ্ণের কান্তিপুঞ্জ! কি প্রকার? ইনি দর্শকগণের পক্ষে নয়নের অমৃতস্বরূপ—অমৃতের ন্যায় তৃপ্তিজনক। ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন, ইনি শৈশব, (কিশোর) (স্বার্থে অন্ প্রত্যয়) ইহাঁর করযুগল কিরূপ? করযুগল শরৎকালজাত কমলের ক্রম-পরিপাটীর যে বিলাস, সেই বিলাসের শিক্ষাগুরু। পদযুগল কিরূপ? পদযুগলের শোভা কল্পবৃক্ষের প্রথম পল্লবের অরুণিমাদি গুণের সৌন্দর্য্যকে লঙ্ঘন—অতিক্রম করিয়াছে।

আচিন্বানমহন্যহন্যহনি সাক্ষান্নিরুদ্ধ্যা-
নারুন্ধানমরুন্ধতীহৃদয়মপ্যার্দ্রস্মিতার্দ্রশ্রিয়া।
আতন্বানমনন্যজন্মনয়নশ্লাঘ্যামনর্ঘ্যাং দশা-
মানন্দং ব্রজসুন্দরীস্তনতটীসাম্রাজ্যমুজ্জৃম্ভতে ॥ ৮৭

স্তেষাং শিক্ষাগুরু। তথাস্য পদৌ কীদৃশৌ—বিবুধপাদপানাং কল্প-বৃক্ষাণাং প্রথমপল্লবান্ তত্তদ্গুণৈরুল্লঙ্ঘয়িতুং শীলং যয়োস্তাদৃশৌ। তথাস্য দৃশৌ কীদৃশৌ? দলিতানি দুর্মদানি ত্রিভুবনে যানি পদ্মাদীনি উপমানানাং তেষাং শ্রীর্যাভ্যাং তাদৃশৌ ॥ ৮৬

টীকা—পুনর্দশাদ্বয়সংবলিতঃ স্মরলালসোৎপাদকতন্মাধুর্য্যদর্শনানন্দ-

---

নয়নযুগল কিরূপ? নয়নযুগলের শ্রী (শোভা) ত্রিভুবনের যাবতীয় উপমানযোগ্য বস্তুর গর্ব্ব বা দুর্মদাদি দলিত করিয়াছে। অর্থাৎ পদ্ম, মৃগ, মীন, খঞ্জন ও চকোর প্রভৃতির যে শোভা, তাহা বিদলিত করিয়াছে। ৮৬

(৮৭) শ্লোকার্থ—ব্রজসুন্দরীদের স্তনতটীরূপ সাম্রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া যিনি প্রতিদিন সাক্ষাৎ মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়া নব নবভাবে বিহার করিতেছেন। মৃদুহাস্যের সরস শোভাদ্বারা অরুন্ধতীর হৃদয়ও অনুরক্ত করিতেছেন। যাহা অন্যজন্মে সুলভ নহে, তাদৃশ ব্রজজন্মলব্ধা রমণীগণের নয়ন-শ্লাঘ্য অনুপম দশা বিস্তার করিতেছেন, এহেন আনন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ আমার চিত্তে প্রকাশিত হইতেছেন।

(৮৭) টীকার অনুবাদ—পুনর্বার বাহ্যদশা ও অন্তর্দ্দশা-সংবলিত স্মর-লালসার উৎপাদক শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য দর্শনের

মগ্নস্তদেবানন্দং মত্বাহ—আচিন্বানমিতি। তদেতন্মহ আনন্দম্, আ সম্যক্ আনন্দো যস্মাৎ তদানন্দং তদ্রূপং সৎ উজ্জৃম্ভতে, ক্ষণে ক্ষণে নবনবত্বেন প্রকাশতে। পরিতঃ পশ্যন্ রাধাপয়োধরোৎসঙ্গশায়িনেশেষশায়িনে ইতিবৎ তং দৃষ্ট্বাহ—ব্রজসুন্দরীণাং স্তনতট্য এব সাম্রাজ্যং সুখদস্থানং যস্য। যদ্বা তাসাং তাসু বা সাম্রাজ্যং যস্যেতি বা। তত্রৈব তাদৃশত্বেন সুলভমিত্যর্থঃ। অতঃ কামপ্যনুপমাং দশাং কোটিমন্মথমোহিনীং

আনন্দে নিমগ্ন হইয়া এবং শ্রীকৃষ্ণকেই সেই আনন্দস্বরূপ মনে করিয়া বলিলেন—'আচিন্বানমিতি।' এই মহঃ সম্যক্ আনন্দস্বরূপ ক্ষণে ক্ষণে নব নবত্বে প্রকাশিত হইতেছেন। চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া বলিলেন, 'শ্রীরাধার পয়োধরের মধ্যে শয়নকারী হইয়াও অশেষ গোপীর স্তনদ্বয়ের মধ্যে শয়নকারী" (৭৬) এই লীলার মত আচরণকারী শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া বলিলেন, ব্রজসুন্দরীদের স্তনতটীরূপ সাম্রাজ্যই যাঁহার সুখদস্থান। অথবা মনোরম স্তনযুক্ত ব্রজসুন্দরীদের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণই পরম সুখদাতা বা সাম্রাজ্য। কেননা, এই ব্রজসুন্দরীদের স্তনতটরূপ সাম্রাজ্য হইতে শ্রীকৃষ্ণ পরম সুখ অনুভব করেন; সুতরাং তাহাতেই পরস্পরের সুখানুভব সুলভ হয়। অতএব শ্রীকৃষ্ণ কোন এক অনির্ব্বাচ্য অনুপম দশা প্রকট করিতেছেন; উহা কোটি মন্মথেরও মন মোহন করে অর্থাৎ ইহাঁর সৌন্দর্য্য দর্শনে কোটি মন্মথ বিমোহিত হয়েন। শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যের আনন্তত্ব-নিবন্ধনই দুইচক্ষে তাঁহার মাধুর্য্য দর্শন করা যায় না। এজন্য শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য-দর্শনেচ্ছুগণ কোটি নয়ন প্রার্থনা করিয়া থাকেন; কিন্তু তাহা

আত্মানং প্রকটয়ন্তম্। মাধুর্য্যস্যানন্ত্যান্নেত্রাভ্যামনুভবিতুমসমর্থঃ কোটি-নয়নং প্রার্থয়ন্ স্বপুংস্ত্বাৎ তত্রাপ্যযোগ্যতামননাৎ সামান্যস্ত্রীত্বং প্রার্থয়ন্ তত্রাপ্যযোগ্যতাং বিচার্য্য সদৈন্যমাহ; কীদৃশং তম্? অন্যজন্মনি ব্রজসুন্দরীব্যতিরিক্তানি যানি জন্মানি তেষু যানি নয়নানি তৈঃ শ্লাঘিতু-মপ্যশক্যং কিমুতানুভবিতুম্। আভির্ব্রজদেবীভিরেবানুভাব্যাবিত্যর্থঃ। বিলাসসৌষ্ঠবং দৃষ্ট্বাহ—অহন্যহন্যহনি প্রতিদিনং প্রতিক্ষণং প্রতিনিমেষং

প্রাকৃত নেত্রের অগোচর—ব্রজগোপী-ভাবাশ্রিত ভক্তগণই ভাবনেত্রে উহা দর্শন করিতে সমর্থ। বাহ্যদশায় শ্রীলীলাশুক নিজেকে পুরুষ অভিমান করিয়া এবং পুরুষদেহ ঐ মাধুর্য্য আস্বাদনের উপযোগী নহে মনে করিয়া স্ত্রীদেহের প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু সামান্য স্ত্রীত্ব প্রার্থনা করেন নাই। যেহেতু সামান্য স্ত্রীদেহ শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদনের উপযোগী নহে। এইরূপে শ্রীলীলাশুক সামান্য স্ত্রীদেহের অযোগ্যতা বিচার করিয়া দৈন্যের সহিত বলিলেন—'অন্যজন্মনি'। ব্রজসুন্দরী ব্যতিরিক্ত অন্যস্থানে স্ত্রীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াই বা কি লাভ? অন্যান্য জন্মের নয়নের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ-সৌন্দর্য্যদর্শন সুলভ নহে। অর্থাৎ ব্রজে জন্মলাভ করিয়া যাহারা গোপীদেহ প্রাপ্ত হয়েন নাই, তাঁহাদের নয়নের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য শ্লাঘার বস্তু হয় না। যখন শ্লাঘারই সামর্থ জন্মে না, তখন অনুভব হইবে কিরূপে? শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য কেবল ব্রজসুন্দরীদেরই দৃশ্য এবং তাঁহারাই সেই সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য অনুভব করিতে পারেন। বিলাস-সৌষ্ঠব দেখিয়া বলিলেন—'অহন্যহন্যহনি'। প্রতিদিন, প্রতিক্ষণ, প্রতি-

সাকারন্ মূর্ত্তিমতং বিহারক্রমান্ তৎপরিপাটীরাচিন্বানং সৃজত্যম্। এবং চেত্তর্হি তদন্যো জনস্তদাশাং ত্যক্ত্বা সুখং তিষ্ঠতু অত্র সোপালম্ভমাহ—আরুন্ধেতি। সহজার্দ্রস্য স্মিতস্য যা আর্দ্রা শ্রীঃ শোভা তয়ৈবারুন্ধত্যা অপি হৃদয়মারুন্ধানং আত্মন্যারুদ্ধ্য স্থাপয়েৎ। সুন্দরং পুরুষং দৃষ্ট্বা পুরুষা অপি তং শ্লাঘন্তে, তস্যাস্তৎশ্লাঘাপি নাস্তি। অস্যা অপীতি কথমন্যো জনঃ সুখং তিষ্ঠেদিত্যর্থঃ ॥ ৮৭

নিমেষ ইনি সাকার (সাক্ষাৎ) মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়া বিহার করেন—বিহারক্রম-পরিপাটী সম্যক্ সৃজন করেন। আচ্ছা, এইরূপই যদি হয়, তবে ইহাতে অপরের আর কি আশা আছে? তাহারা শ্রীকৃষ্ণদর্শন-সুখের আশা ত্যাগ করিয়া নিশ্চিত মনে অবস্থান করুন না কেন? না, সেরূপ থাকার উপায় নাই। এজন্য তিরস্কারপূর্ব্বক বলিলেন—'আরুন্ধেতি'। শ্রীকৃষ্ণ নিজের হাস্যশ্রীতে অর্থাৎ সহজ স্নিগ্ধ মৃদুহাস্যের শোভাদ্বারা অরুন্ধতীর হৃদয়ও নিজবিষয়ে অনুরক্ত করিয়াছেন; কিন্তু এইরূপে অরুন্ধতীর হৃদয় নিজবিষয়ে অবরুদ্ধ করিলেও তাঁহাকে পতিগৃহেই স্থাপন করিয়াছেন, এমনই শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব। এজন্য পরমসুন্দর বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া পুরুষও তাঁহার সৌন্দর্য্যের শ্লাঘা করিয়া থাকে। তাৎপর্য্য এই, অরুন্ধতী প্রভৃতির তাদৃশ শ্লাঘা করিবার যোগ্যতা নাই; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই কৃপাপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে নিজবিষয়ে অনুরক্ত করেন; সুতরাং অন্য লোক নিশ্চিন্ত মনে অবস্থান করিবে কিরূপে? ৮৭

তদুচ্ছ্বসিতযৌবনং তরল শৈশবালঙ্কৃতং
মদচ্ছ্বুরিতলোচনং মদনমুগ্ধহাসামৃতম্।
প্রতিক্ষণবিলোভনং প্রণয়পীতবংশীমুখং
জগত্রয়মনোহরং জয়তি মামকং জীবিতম্ ॥ ৮৮

টীকা—পুনর্লালসয়া সহর্ষমাহ—তদিদং মামকং জীবিতং জয়তি সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে। সর্ব্বোৎকর্ষতামেবাহ বিশেষণৈঃ। ন কেবলমরুন্ধত্যা অপি তু জগত্রয়মনোহরং উচ্ছ্বসিতং যৌবনং তৎপূর্ব্বাবস্থা যস্মিন্। তথা তরলং,গত্বরং কিঞ্চিদবশিষ্টং শৈশবং যৎ তেনালঙ্কৃতং বিশেষণাভ্যাং কিশোরমিত্যর্থঃ। অতঃ স্মরমদৈশ্ছুরিতে ব্যাপ্তে লোচনে যস্য। মদনো

---

(৮৮) শ্লোকার্থ—উচ্ছ্বসিত যৌবন শৈশব (কৈশোর) সৌন্দর্য্যে অলঙ্কৃত, মদমত্ত লোচন, মদনমুগ্ধকর হাস্যামৃত প্রতিক্ষণে লোভনীয়, প্রণয়ভরে বংশীবাদনরত জগত্রয়ের মনোহারী আমার জীবনস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন।

(৮৮) টীকার অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণদর্শনানন্দের আবেশে পুনরায় প্রগাঢ় লালসায় সহর্ষে বলিলেন, এই আমার জীবনস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন—সর্ব্বোৎকর্ষে বিরাজিত থাকুন। সর্ব্ব বিষয়ে উৎকর্ষতাব্যঞ্জক বিশেষণ দ্বারা তাহাই প্রতিপাদন করিতেছেন, ইনি কেবল যে অরুন্ধতীর মন হরণ করেন তাহা নহে, ত্রিভুবনবাসী সকলেরই মন হরণ করেন। ইহাঁর উচ্ছ্বসিত যৌবন অর্থাৎ যৌবনের পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং তরল কৈশোরের অবশিষ্ট অবস্থাও তাঁহাতে বর্ত্তমান রহিয়াছে। অতএব নবকৈশোরের সৌন্দর্য্যে অলঙ্কৃত। কেননা, এই বিশেষণ

চিত্রং তদেতচ্চরণারবিন্দং
চিত্রং তদেতন্নয়নারবিন্দম্।
চিত্রং তদেতদ্বদনারবিন্দং
চিত্রং তদেতদ্বপুরস্য চিত্রম্ ॥ ৮৯

মুগ্ধো যস্মাৎ তাদৃশো হাস এবামৃতং তদ্যস্মিন্। অতঃ প্রতিক্ষণবিলোভনম্। কর্ত্তরি ল্যুট্। প্রণয়েণ পীতং চুম্বিতং বংশ্যাঃ সুভগায়া মুখং যেন ॥ ৮৮

টীকা—পুনস্তৎপ্রত্যঙ্গমাধুর্য্যানন্ত্যস্ফূর্ত্ত্যা সাশ্চর্য্যমাহ—তৎকৃষ্ণপাদাম্বুজাভ্যামিত্যাদিনা। প্রার্থিতমেতদস্য চরণারবিন্দং চিত্রমদ্ভুতম্। তথা

দ্বারা নবকৈশোরের কথা বলা হইয়াছে। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের নবকৈশোরের সৌন্দর্য্য অঙ্গে-নয়নে-গতিতে-বাক্যে অভিব্যক্ত হইয়াছে। অতএব স্মরমদ ইহাঁর নয়নযুগলে ব্যাপ্ত অর্থাৎ নয়নে স্মরমদ প্রকটিত হইয়াছে। যে হাসিতে মদনও মোহ প্রাপ্ত হয়, তাদৃশ হাস্যামৃত; সুতরাং প্রতিক্ষণে লোভনীয়। প্রণয়ভরে ইনি বংশীমুখ চুম্বন করিতেছেন বা বংশী ইহাঁর অধররস পান করিতেছেন। বংশীর এমনই সৌভাগ্য যে শ্রীকৃষ্ণ প্রণয়ভরে তাঁহার মুখ চুম্বন করেন। ৮৮

(৮৯) শ্লোকার্থ—শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দ বিচিত্র, ইহাঁর এই নয়নারবিন্দ বিচিত্র, ইহাঁর এই বদনারবিন্দ বিচিত্র, ইহাঁর এই বপুও চিত্র, অতিবিচিত্র।

(৮৯) টীকার অনুবাদ—পূর্ব্বে শ্রীলীলাশুক শ্রীকৃষ্ণের যে যে অঙ্গ দর্শন প্রার্থনা করিয়াছিলেন, পুনরায় তাঁহার প্রত্যঙ্গের

মূর্ত্তিং জগন্মোহিনীমিত্যাদৌ প্রার্থিতং তদেতদস্য বপুশ্চিত্রমত্যদ্ভুতম্। মুখপঙ্কজং মনসি মে বিজৃম্ভতামিত্যাদৌ প্রার্থিতং তদেতদ্বদনারবিন্দং চিত্রমত্যদ্ভুততরম্। তথা প্রস্ফুরল্লোচনাভ্যামিত্যাদৌ প্রার্থিতং তদেতন্নয়নারবিন্দং চিত্র্যমত্যদ্ভুততমম্ তদেতৎ সর্ব্বংমম প্রত্যক্ষং জাতমিতি চিত্রং অতিতমাদ্ভুততমম্। বপুরস্ব ইতি পাঠে, অস্ব ইত্যাশ্চর্য্যদ্যোতকাকাশসম্বোধনম্॥ ৮৯

অনন্ত মাধুর্য্য স্ফূর্ত্তিহেতু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া অর্থাৎ সেই সেই অঙ্গের মাধুর্য্য সাক্ষাৎ অনুভব করিয়া আশ্চর্য্যের সহিত বলিলেন, 'সেই শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম হইতে আমার চিত্ত কোন অনির্ব্বচ্য সুখ প্রাপ্ত হউক।" (১২) এই পূর্ব্ব প্রার্থিত শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম এক্ষনে সাক্ষাৎ দর্শন করিলাম। "ব্রজকিশোর শ্রীকৃষ্ণের জগন্মোহিনী মূর্ত্তি দর্শন করিতে আমার লোচন আশা করে।" (৫৪) এই পূর্ব্ব প্রার্থিত শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি এক্ষনে সাক্ষাৎ দর্শন করিলাম। ইহা অতি বিচিত্র, অতি অদ্ভুত। আরও প্রার্থনা করিয়াছিলাম, 'আমার মানসে বিভুর মুখকমল উদিত হউক।" (৬) সেই মুখকমল এক্ষনে সাক্ষাৎ দর্শন করিলাম; ইহা বিচিত্র, অদ্ভুত। আরও প্রার্থনা করিয়াছিলাম, 'আমাদের প্রাণনাথ কিশোর শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রস্ফুরিত নয়নের দ্বারাই আমাদের হৃদয়ে প্রবাহিত হউক (১৩) এই প্রার্থিত শ্রীকৃষ্ণনয়নারবিন্দ এক্ষনে সাক্ষাৎ দর্শন করিলাম। ইহাও অতি বিচিত্র, অতি অদ্ভুততম। এইরূপে শ্রীলীলাশুক শ্রীকৃষ্ণের যে যে অঙ্গ দর্শন করিতেছেন, সেই সেই অঙ্গ অতিবিচিত্র, অতিঅদ্ভুত, অতি

অখিলভুবনৈকভূষণমধি-
ভূষিতজলধিদুহিতৃকুচকুম্ভম্ ।
ব্রজযুবতীহারবল্লীমরকত-
নায়কমহামণিং বন্দে ।। ৯০

টীকা—পুনঃ কিয়দ্দূরে স্থিত্বা তাভিঃ সহ চুম্বনালিঙ্গনাদিভি-বিলসন্তং তমালোক্য বিস্মিতঃ সন্ ক্ষণং বিচার্য্য, অস্য নৈতদাশ্চর্য্য-

---

বিচিত্রতম বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন। 'বপুরম্ব' পাঠান্তরে 'অম্ব' শব্দের অর্থ মাগো! ইহা আশ্চর্য্যদ্যোতক আকাশের দিকে চাহিয়া সম্বোধন। ৮৯

(৯০) শ্লোকার্থ—অখিল ভুবনের একমাত্র ভূষণ, জলধি-দুহিতা লক্ষ্মীর কুচকুম্ভের ভূষণ, ব্রজযুবতিগণের কণ্ঠহারের মরকতমহামণি শ্রীকৃষ্ণকে আমি বন্দনা করি।

(৯০) টীকার অনুবাদ—পুনরায় শ্রীলীলাশুক কিছুদূরে থাকিয়া গোপবধূদের সহ শ্রীকৃষ্ণের চুম্বন-আলিঙ্গনাদি বিলাস দেখিতে পাইয়া বিস্মিত হইলেন এবং ক্ষণকাল বিচার করিয়া নিশ্চয় করিলেন, এই শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে এতাদৃশ বিলাস কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নহে; এই অভিপ্রায়ে বলিলেন, এতাদৃশ বিলাসশীল শ্রীকৃষ্ণকে আমি বন্দনা করি। ইনি কেবল ব্রজবনেরই ভূষণ নহেন, কিন্তু অখিল ভুবনের শ্রেষ্ঠ ভূষণ। অন্য অর্থে, অখিল ভুবনের একমাত্র শ্রেষ্ঠস্থান যে বৃন্দাবন, সেই বৃন্দাবনের যুবতিগণের কণ্ঠহারের নালমণিরূপ ভূষণ—নায়কমণির ন্যায় হৃদয়ের উল্লাসকর-রূপে স্থিত। এইরূপ শ্রীজয়দেবচরণও বলিয়াছেন—'ত্রিলোকের

মিত্যাহএতাদৃশমমুং বন্দে। ন কেবলং ব্রজবনস্যৈব কিন্তু খিলানাং ভুবনানামেকং শ্রেষ্ঠং নীলমণিরূপং ভূষণং তদ্বৎস্থিতম্। তদুক্তং শ্রীজয়দেবৈঃ—ত্রৈলোক্যমৌলিস্থলীনেপথ্যোচিতনীলরত্নমিতি। তথা, অধিভূষিতা বিষ্ণ্বাদিস্বরূপেণ পাদসংবাহনপরাণাং লক্ষ্মীণাং স্বপাদস্পর্শেন কুচকুম্ভা যেন। আসাং সর্ব্বসান্ত নায়কমণিবৎ কণ্ঠস্থিতমিত্যাশ্চর্য্যম্। যদ্বা, নম্বীশস্য প্রকাশভেদেন নৈতচ্চিত্রং যতোঽখিলানাং

মৌলীস্থলী—শিরোমুকুট সদৃশ শ্রীবৃন্দাবনের যুবতিগণের প্রসাধনযোগ্য নীলমণি।" "অধিভূষিতা—কস্তুরী কুঙ্কুমাদির দ্বারা অধিকরূপে ভূষিতা লক্ষ্মীর বক্ষঃস্থলের ভূষণস্বরূপ, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যখন শ্রীবিষ্ণু-আদিস্বরূপে অবস্থান করেন, তখন পাদসম্বাহন-পরায়ণা জলধিদুহিতা লক্ষ্মী প্রভৃতি প্রেয়সীগণ তাঁহার পদসম্বাহন করেন, সেই সময় তাঁহার পদস্পর্শে লক্ষ্মীগণের কুচকুম্ভ ভূষিত হয়। এজন্য শ্রীকৃষ্ণকে সমস্ত লক্ষ্মীগণের কণ্ঠস্থিত নায়ক-মণিবৎ নীলমণি বলা হইয়াছে, ইহা আশ্চর্য্য বটে। অথবা এই ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণই প্রকাশভেদে অখিল ভুবনে ও বৈকুণ্ঠে শ্রীনারায়ণাদি স্বরূপে অবস্থান করেন বলিয়া সেই সেই স্বরূপে লক্ষ্মীগণের কুচকুম্ভ ভূষিত করেন; সুতরাং ইনি অখিল বৈকুণ্ঠের ভূষণ। অতএব শ্রীকৃষ্ণই প্রকাশভেদে তত্তৎস্বরূপের প্রেয়সী লক্ষ্মীগণের কুচকুম্ভের ভূষণস্বরূপ। কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, না, ব্রজগোপীদের সম্বন্ধে প্রকাশভেদ নহে। তাই বলিলেন—এই সকল ব্রজগোপীদের সম্বন্ধে ইনি একই বপুতে সমস্ত গোপীর নায়কমণিরূপে বিরাজমান; ইহা আশ্চর্য্য বটে,

কান্তাকুচগ্রহণবিগ্রহলব্ধলক্ষ্মী-
খণ্ডাঙ্গরাগলবরঞ্জিতমঞ্জুল শ্রীঃ।
গণ্ডস্থলীমুকুরমণ্ডলখেলমান-
ঘর্ম্মাঙ্কুরঃ কিমপি গুম্ফতি কৃষ্ণদেবঃ ॥ ৯১

বৈকুণ্ঠানামেকংভূষণং স্বয়মেব তত্তদ্রূপেণ তেষু স্থিতম্। তথা, অধিভূষিতাস্তত্তৎপ্রেয়সীনাং লক্ষ্মীণাং কুচকুম্ভা যেন। ক্ষণং বিমৃশ্য নৈতৎপ্রকাশভেদ ইত্যাহ—আসাত্ত্বেকেন বপুষৈব নায়কমণিম্। তচ্চিত্রমেবৈতৎ, বদনমেব কার্য্যং নতু বিচার্য্যমিত্যর্থঃ। অথবা যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপঃ; নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গেত্যাদি দিশা স্বমাধুর্য্যেণ তামাকৃষ্যাধিভুব্যষিতৌ বিরহবহ্নিজ্বালয়া তাপিতৌ তস্যাঃ কুচকুম্ভৌ যেন। উষদাহে ॥ ৯০

ইহাঁরই আমি বন্দনা করি। এ সম্বন্ধে আর বিচারের প্রয়োজন নাই। অথবা "যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীললনাচরত্তপঃ" (শ্রী ভা ১০।১৬।৩৬) ইত্যাদি বচন অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের চরণ প্রাপ্তির আশায় শ্রীলক্ষ্মীদেবী তপস্যা করিয়াছিলেন; কিন্তু গোপীগণের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ প্রাপ্ত হয়েন নাই; যদি লক্ষ্মীর ভাগ্যেই না হইল, তাহা হইলে বৈকুণ্ঠবাসিনী ভূ, লীলা প্রভৃতি পরমবিশিষ্টা ভগবতীগণের তাহা লাভ হয় নাই; সুতরাং এসম্বন্ধে স্বর্গস্থিতা দেবীগণের প্রসঙ্গই উঠে না; ইহাই 'নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গেত্যাদি' শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে। এরূপ অর্থ হইতেও পারে যে, শ্রীকৃষ্ণ স্বমাধুর্য্যে লক্ষ্মীগণকে আকর্ষণ করিয়া নিজবিষয়ে অনুরক্ত করিয়া তাঁহাদের সেই বিরহবহ্নি-জ্বালার তাপ শান্তি করেন। এজন্য শ্রীলক্ষ্মীগণের কুচকুম্ভের ভূষণস্বরূপ বলা হইয়াছে। ৯০

টীকা—অথ শ্রীরাধয়া সর্ব্বাভির্বা কৃতলীলাবিশেষস্য তস্য শোভা-বিশেষং বিলোক্য সহর্ষমাহ—কৃষ্ণদেবঃ ক্রীড়ন্ কৃষ্ণঃ কিমপি গুম্ফতি মাধুরীসুমনোমালাং গ্রথ্নাতি। কীদৃশম্? কান্তায়াস্তাসাং বা সালিঙ্গন-চুম্বনাধরপানার্থং যৎকুচগ্রহণং তত্র কুট্টমিতাখ্যভাবেন হস্তাদিক্ষেপেণ নিবারয়ন্ত্যা তয়া তাভির্বা সহ যো বিগ্রহস্তেন লব্ধাঃ শ্রীমদঙ্গে লগ্ন. যে তে চ, লক্ষ্মীঃ শোভা তদ্‌যুক্তাশ্চ। মধ্যপদলোপীসমাসঃ। খণ্ডাঃ খণ্ডখণ্ডা-

---

(৯১) শ্লোকার্থ—কান্তার কুচগ্রহণাদি সময়ে প্রণয় কলহ হয়, সেই কলহে জয় লাভ করাতে শ্রীকৃষ্ণদেবের অঙ্গরাগ খণ্ডিত হইয়াছে এবং কান্তার অঙ্গরাগে রঞ্জিত হইয়া তিনি নূতন শোভায় শ্রীমান হইয়া দর্পণ সদৃশ গণ্ডস্থলে ঘর্ম্মবিন্দু উদিত করিয়া যেন কি এক অপূর্ব্ব মালা গাঁথিতেছেন।

(৯১) টীকার অনুবাদ—অনন্তর শ্রীরাধার বা সমস্ত গোপীর সহিত সঙ্গত কৃতলীলাবিশেষে শ্রীকৃষ্ণের শোভাবিশেষ দেখিয়া শ্রীলীলাশুক সহর্ষে বলিলেন,—"কৃষ্ণদেবঃ" (দেব শব্দের অর্থ দীব্যতি অর্থাৎ ক্রীড়া করেন যিনি তিনি) সুমাধুরীরূপ পুষ্পের কি এক অপূর্ব্ব মালা গাঁথিতেছেন। কি প্রকার? শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় কান্তা শ্রীরাধার বা সমস্ত গোপীর আলিঙ্গন-চুম্বন-অধরসুধা-পানের নিমিত্ত কুচাদি গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে যে প্রণয়কলহ হয়, তাহা কুট্টমিত নামক ভাববিশেষ ব্যঞ্জক অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ অন্যান্য গোপীদের ও শ্রীরাধিকার কুচাদির গ্রহণকালে তাঁহাদের হৃদয়ে প্রীতি হইলেও সম্ভ্রমবশতঃ বাহ্যিক ক্রোধ প্রকাশকে কুট্টমিত বলে। এই কুট্টমিত ভাবে শ্রীরাধা অন্যান্য গোপীগণ

শ্চেদৃশস্তস্যাস্তাসাং বা সিন্দুরকুঙ্কুমচন্দনাঞ্জনাদ্যঙ্গরাগাণাং যে লবাস্তৈ রঞ্জিতা, অতোঽতিমঞ্জুলা শ্রীশোভা যস্য। তেন বিগ্রহেণ লব্ধা যা লক্ষীস্তয়া চ তদঙ্গসঙ্গেন খণ্ডাঃ ক্বচিৎ ক্বচিৎ খণ্ডিতা যে কুঙ্কুমাদিনি-জাঙ্গরাগাস্তেষাং লবৈশ্চ রঞ্জিতা স্বভাবমঞ্জুলা শ্রীর্যস্যেতি বা। তথা, গণ্ডস্থল্যাবেব মুকুরমণ্ডলে তয়োঃ খেলমানা ঘর্ম্মাঙ্কুরঃ শ্রমোত্থপ্রস্বেদকণাঃ যস্য। যদ্বা, তস্যা নর্ম্মভির্জিতস্তাং জেতুং নর্ম্মপ্রহেলিকাদিরূপং কিমপি গুম্ফতি ॥ ৯১

স্বীয় হস্তাদি ক্ষেপনের দ্বারা নিবারণপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে বাধাদান করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহাদের মধ্যে যে প্রণয় কলহ উপস্থিত হইয়াছিল, সেই কলহে জয়লাভ করাতে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গে গোপীদের কুচকুম্ভের কুম্‌কুম্ ও নয়নের কজ্জলাদি সংলগ্ন হওয়ায় এক অপূর্ব্ব শোভার উদয় হইয়াছে। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের নিজের তিলকাদি অঙ্গরাগ খণ্ড খণ্ড হইয়াছে। অপরপক্ষে গোপীদের অঙ্গরাগও খণ্ড খণ্ড হইয়াছে। অর্থাৎ গোপীদের অঙ্গরাগ—সিন্দুর, কুম্‌কুম্, চন্দন ও অঞ্জনাদি শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে লিপ্ত হওয়াতে কি এক অপূর্ব্ব সুন্দর শোভা হইয়াছে। আর সেই রতিকলহে জয়শ্রী লাভ করাতে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গের যে কুম্‌কুম্-চন্দনাদি, তাহার লব বা বিন্দুমাত্রের দ্বারা রঞ্জিত (শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসঙ্গহেতু) কোথাও কোথাও খণ্ডিত কুম্‌কুমাদি দ্বারা শ্রীরাধা প্রভৃতি ব্রজসুন্দরীগণের শ্রীঅঙ্গ রঞ্জিত হওয়াতে অতিসুন্দর শোভার উদয় হইয়াছে। আর সেই রতিকলহে শ্রীকৃষ্ণের দর্পণসদৃশ গণ্ডস্থলে যে ঘর্মবিন্দু অর্থাৎ রতিশ্রমে

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো-
র্মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্ ॥ ৯২

টীকা—তাদৃশানন্ততত্তন্মাধুর্য্যবিশেষমনুভূয় সাশ্চর্য্যমাহ—অস্য বিভোর্বপুর্মধুরংমধুরম্। অতিসুমধুরমিত্যর্থঃ। পুনঃ শ্রীমুখমালোক্য সশিরশ্চালনমাহ—বদনন্তু মধুরং মধুরং মধুরম্। অতিতরাং সুমধুরমিত্যর্থঃ। তত্র স্মিতমনুভূয় সশীৎকারং তন্নির্দেশকতর্জনীচালন-

---

স্বেদকণাসমূহ মুক্তার ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে এবং সেই মুক্তাগুলিকে শ্রীকৃষ্ণ যেন এক অপূর্ব্ব হাররূপে গাঁথিয়া ধারণ করিয়াছেন। অথবা গোপীগণের নর্মবাক্যে পরাজিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় জয়লাভ করিবার অভিপ্রায়ে নর্মপ্রহেলিকারূপ কি যেন এক অপূর্ব্ব বাক্যসমূহের মালা গাঁথিতেছেন। ৯১

(৯২) শ্লোকার্থ—এই বিভুর বপু মধুর মধুর অতিমধুর, বদন মধুর হইতেও সুমধুর, মুখকমলের হাস্যই বা কি উন্মাদনাপূর্ণ মধুর সৌরভময়, মরি মরি, ইহাঁর সকলি মধুর, মধুর হইতেও সুমধুর।

(৯২) টীকার অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ অনন্ত মাধুর্য্য-বিশেষ অনুভব করিয়া শ্রীলীলাশুক আশ্চর্য্যের সহিত বলিলেন, এই বিভুর বপু মধুর, মধুর, অতিমধুর। পুনরায় শ্রীমুখ অবলোকন করিয়া মস্তকচালনাপূর্ব্বক বলিলেন, এই বদন আবার মধুর, মধুর, অতিতর সুমধুর। পরে সেই শ্রীমুখে মৃদুহাসি দেখিয়া শীৎকারের

শৃঙ্গাররসসর্ব্বস্বং শিখিপিচ্ছবিভূষণম্।
অঙ্গীকৃতনরাকারমাশ্রয়ে ভুবনাশ্রয়ম্ ॥ ৯৩

পূর্ব্বকমাহ—এতন্মৃদুস্মিতং মধুরং মধুরং মধুরম্। অতিতমাং সুমধুরমিত্যর্থঃ। কীদৃশম্? মধুগন্ধি মধুসৌরভযুক্তং মুখাব্জং যস্য। মকরন্দরূপত্বাৎ সর্ব্বমাদকমিত্যর্থঃ। সুরতে কৃতমধুপানত্বাত্তদীষদ্গন্ধি বা ॥ ৯২

টীকা—তস্য তদ্রসাবেশং বিলোক্যাহ—ইদং শৃঙ্গারশ্চাসৌ রসরাজত্বাদ্রসানাং সর্ব্বস্বঞ্চ যত্তদাশ্রয়ে। ননু স তাবদমূর্ত্তস্তত্রাহ—

সহিত তন্নির্দ্দেশক তর্জ্জনীচালনাপূর্ব্বক বলিলেন, এই মৃদুহাস্য মধুর, মধুর, মধুর অতিতম সুমধুর। কিরূপ? মধুরগন্ধি মধুর সৌরভযুক্ত মুখকমল। মুখকমলের মকরন্দরূপত্ব হেতু সর্বমাদক বা শ্রীরাধার সহিত সুরতলীলাকালে মধুপান করার জন্য মধুর ঈষৎ গন্ধযুক্ত। ৯২

(৯৩) শ্লোকার্থ— শৃঙ্গার রসই যাঁহার সর্বসম্পত্তি,শিখিপুচ্ছই যাঁহার বিশেষ ভূষণ, নরাকারকেই যিনি স্বীকার করিয়াছেন, সেই ত্রিভুবনাশ্রয় শ্রীকৃষ্ণকেই আমি আশ্রয় করি।

(৯৩) টীকার অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণের শৃঙ্গাররসাবেশ অবলোকন করিয়া বলিলেন, এই যে শৃঙ্গাররসের—রসরাজত্বহেতু রসসমূহের সর্ব্বস্ব ধন অর্থাৎ যিনি মূর্ত্তিমান্ শৃঙ্গাররসস্বরূপ, এই শ্রীকৃষ্ণকে আমি আশ্রয় করি। যদি বল, রসসমূহ অমূর্ত্ত। তাহাতে বলিলেন, 'ভুবনাশ্রয়'। ভুবনস্থ জীবসমূহের আশ্রয় হইয়াও যিনি তাদৃশ নরাকারে প্রকটিত অর্থাৎ নরাকার স্বীকার করিয়াছেন।

ভুবনং তৎস্থজীবচয় আশ্রয়ো যস্য তাদৃশোঽপ্যঙ্গীকৃতো নরাকারো যেন তৎ। নবাকার ইতি পাঠে—স্বীকৃতো নূতনাকারো যেন। তদ্রস এবায়ং মূর্ত্তিমানিত্যর্থঃ। তদুক্তম্—শৃঙ্গারঃ সখি মূর্ত্তিমানিত্যত্র। কীদৃশম্? শিখিপিচ্ছবিভূষণম্। যদ্বা—শিখিপিচ্ছবিভূষণমমুমাশ্রয়ে। কীদৃশম্? স্বস্বরূপেণাঙ্গীকৃতঃ সদা গৃহীতো নরাকারো যেন। তত্র হেতুঃ—ব্রহ্মমোহনে তৎস্বরূপেণৈব ভুবনানাং তত্তদ্বৈকুণ্ঠানাং তত্তদ্ব্রহ্মাণ্ডানাঞ্চাশ্রয়ম্। তস্মিন্নেবোৎপন্নপ্রলীনত্বাত্তেষাম্। তাদৃশমপি। শৃঙ্গাররস এব সর্ব্বস্বং যস্য তাদৃশঞ্চ। তস্য সর্ব্বস্বং বা॥ ৯৩

'নবাকার' পাঠান্তরে অর্থ হইবে, শৃঙ্গাররসই নব আকার পরিগ্রহ করিয়াছেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণই মূর্ত্তিমান্ শৃঙ্গাররস। তাহা শ্রীগীতগোবিন্দে (১।৪৮) উক্ত আছে, 'হে সখি! এই মধুমাসে মূর্ত্তিমান্ শৃঙ্গাররস ব্রজসুন্দরীদের সহিত বিহার করিতেছেন।' কিরূপ? শিখিপুচ্ছ বিভূষিত। অথবা শিখিপুচ্ছ-বিভূষণ যাঁহার, সেই শ্রীকৃষ্ণকে আমি আশ্রয় করি। (ইহার দ্বারা গোপবেশ ও ব্রজমাধুরীবিশেষ সূচিত হইয়াছে) আর কিরূপ? সর্বমহাশক্তি দ্বারা পরিসেবিত হইয়াও স্ব স্বরূপেই নরের আকৃতি অঙ্গীকারকারী। (এস্থলে 'অঙ্গীকৃতঃ বলিতে নিত্যহেতু সদাগৃহীত নরাকার বুঝায়) তাহার হেতু ব্রহ্মমোহনলীলায় দেখা যায়, ইনি নরাকারস্বরূপেই নিখিল ভুবনের এবং তত্তৎ বৈকুণ্ঠের আশ্রয় অর্থাৎ অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয় এবং ইহাঁ হইতেই তত্তৎ ব্রহ্মাণ্ডের উদ্ভব ও ইহাঁতেই লয় হয়। তাদৃশ হইলেও শৃঙ্গাররসই সর্ব্বস্ব যাঁহার সেই স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের নিজরূপ নরাকার। এস্থলে

নাদ্যাপি পশ্যতি কদাপি নিদর্শনায়
চিত্তে তথোপনিষদাং সুদৃশাং সহস্রম্।
স ত্বং চিরান্নয়নয়োরনয়োঃ পদব্যাং
স্বামিন্ কয়া নু কৃপয়া মম সন্নিধৎসে ॥ ৯৪

টীকা -অথ স্বসমীপমাগতস্য তাদৃশস্তস্য সাক্ষাদ্দর্শনপ্রাপ্ত্যানন্দো-ন্মত্তঃ সাশ্চর্য্যং তমেব পৃচ্ছতি—হে স্বামিন্, ব্রজবধূদৃশ দৃশ্যমিত্যাদ্যনু-সারেণাসামেব দৃশ্যস্তমীদৃশঃ কয়া নু কৃপয়া মম নয়নয়োঃ পদব্যাং সন্নি-ধৎসে। নু আশঙ্কায়াম্। ননু পূর্ব্ববৎস্ফূর্ত্তিরেবেয়ং তব, সবিমর্ষমাহ—

'নরাকার' বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ নরাকৃতি পরব্রহ্মরূপ—অসাধারণ মাধুর্য্যচতুষ্টয়সমন্বিত রূপ, যাহা নরবৎলীলা, দেবলীলা, বা প্রাকৃত নরলীলা নহে। ৯৩

(৯৪) শ্লোকার্থ—হে স্বামিন্! সহস্র সহস্র সুনয়না সুন্দরী ও উপনিষৎ সকল তোমার এই মাধুর্য্যময় শৃঙ্গাররসরাজ-মূর্ত্তির নিদর্শনমাত্র অদ্যাপি চিত্তে দর্শন পান নাই, সেই তুমি কোন্ কৃপাবশে আমার এই নয়নদ্বয়ের সন্নিহিত হইলে?

(৯৪) টীকার অনুবাদ—অনন্তর নিজসমীপে আগত তাদৃশ শৃঙ্গাররসরূপ শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ দর্শন প্রাপ্তিহেতু আনন্দে উন্মত্ত হইয়া আশ্চর্য্যের সহিত শ্রীকৃষ্ণকেই জিজ্ঞাসা করিতেছেন, হে স্বামিন্! তুমি ত' কেবল ব্রজবধূদেরই নয়নে দৃশ্য, এই অনুসারে কেবল ব্রজবধূরাই তোমার দর্শন পাইয়া থাকেন। এতাদৃশ তুমি কোন্ কৃপাবশে আমার এই নয়নদ্বয়ের সন্নিকর্ষ-পদবী প্রাপ্ত হইলে? 'নু' শব্দ আশঙ্কায়। মনে আশঙ্কা হইল, এই দর্শন

চিরাদ্বহুকালং ব্যাপ্য। তৎ স্ফূর্ত্তির্নেয়মিত্যর্থঃ। ননু সত্যমীদৃশোঽহ-মনন্যগোচরঃ। কিন্তু তব তাদৃশভাবাদ্দৃষ্টোঽস্মি। কিমত্র চিত্রম্, অত্রাহ। অনয়োঃ প্রাকৃতপুরুষদেহাঙ্গবিশেষয়োরিতি দুর্ঘটমেতদিত্যর্থঃ। ননু ভবতু তে প্রাকৃতপুংস্ত্বম্। তেন কিম্? এতদ্ভাবেনৈব যস্য কস্যাপ্যহং দৃশ্যঃ স্যাম্, তত্র সশিরশ্চালনং কৈমুত্যন্যায়েনাহ—সুদৃশাং বেণুনাদমত্ত-ত্রিজগদ্বর্ত্তিসুন্দরীণাং তথোপনিষদামপি সহস্রং যস্য তব ত্বদঙ্গানাং চ

বোধ হয় পূর্ব্ববৎ স্ফূর্ত্তিই হইবে? অর্থাৎ পূর্ব্বে যেমন আমি স্ফূর্ত্তিতে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইতাম—ধ্যানে তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি আমার হৃদয়ে স্ফুরিত হইত, ইহাও কি সেইরূপ স্ফূর্ত্তি? আবার মনে বিচার করিলেন, স্ফূর্ত্তি বহুক্ষণ ব্যাপিয়া স্থায়ী হইবে কেন? ইহা বুঝি স্ফূর্ত্তি নহে—সাক্ষাৎ দর্শনই হইবে। শ্রীকৃষ্ণ যেন বলিলেন, সত্যই, আমার ঈদৃশ রূপ অপরের দৃশ্য নহে, অন্যের অগোচর; কিন্তু তুমি তাদৃশ গোপীভাববিভাবিত বলিয়া আমি তোমার নয়নগোচর হইয়াছি, ইহাতে আর বিচিত্রতা কি আছে? শ্রীলীলাশুক বলিলেন, আমার এই প্রাকৃত পুরুষদেহ এবং দেহের ইন্দ্রিয়বর্গও তদ্রূপ, সুতরাং এই প্রাকৃত দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির পক্ষে তোমার এতাদৃশ রূপ দর্শন অতিদুর্ঘট। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হোক্ না কেন তোমার প্রাকৃত পুরুষদেহ, তাহাতে কি? আমি ভাবের বশ; যে কেহ গোপীভাব আশ্রয়ে আমার ভজন করে, আমি তাহার দৃশ্য—আমি তাহাকে দেখা দিয়া থাকি। শ্রীলীলাশুক মস্তক চালনা করিয়া কৈমুত্যন্যায়ে (অসম্ভবনা আশঙ্কায়) বলিলেন, তোমার বেণুনাদে উন্মত্তা

সাক্ষাদ্দর্শনং তাবদ্দূরেঽস্তু, তন্নিদর্শনায় সাদৃশ্যদর্শনায়াপি কিমপি কদাপি চিত্তেঽপি ন অদ্যাপি পশ্যতি। যদ্বা, উপনিষদাং সহস্রং তথা তাদৃশেন ভাবেনাপি ন পশ্যতি। ননু তা অমূর্ত্তাঃ কথং পশ্যন্তু, তত্রাহ—সুদৃশামিতি। তথা তেন প্রকারেণ ত্বৎপ্রাপ্ত্যর্থং সুদৃশঃ। সত্যস্তপস্যন্তী-নামপীত্যর্থঃ। তদাভির্গোপসুন্দরীভিরেব দৃশ্যস্ত্বং যয়া কৃপয়া মম সাক্ষাদ্ভূতোঽসি কা সেতি কথ্যতামিতি ভাবঃ॥ ৯৪

ত্রিজগৎবর্ত্তী সহস্র সহস্র সুন্দরী, এমন কি সহস্র সহস্র উপনিষৎ তোমার বা তোমার কোন অঙ্গের সাক্ষৎ দর্শন দূরে থাকুক, অদ্যাপি তোমার এই মূর্ত্তির মাধুর্য্য-সাদৃশ্য কোন কিছু চিত্তেও দেখিতে পান নাই। অথবা সহস্র সহস্র উপনিষৎ তাদৃশ গোপীভাব অবলম্বন করিয়াও তোমার দর্শন পান নাই। বলিতে পার যে, তাহাদের ত' মূর্ত্তি নাই, তাঁহারা দেখিবেন কিরূপে? তাহাতে বলিলেন, 'সুদৃশামিতি'। সুনয়না মূর্ত্তিমতী শ্রুতিগণেরও তুমি অদর্শনীয়। এস্থলে 'সুদৃশাং' শব্দে শোভন-জ্ঞানসম্পন্না দৃষ্টি বুঝায়, বা তাদৃশা উপনিষদ্‌সমূহ বুঝায়। ইহাঁরা শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির আশায় তাঁহারই উপাসনা (স্তবাদি) করিয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহারা কখনও শ্রীকৃষ্ণের এই মূর্ত্তির সাদৃশ্যও দেখিতে পান না। হে নাথ! তুমি কেবল ব্রজবধূদেরই নয়নে দৃশ্য; কিন্তু তুমি এই প্রাকৃত পুরুষদেহবিশিষ্ট আমার নয়নদ্বয়ের সাক্ষাৎ দর্শনীয় হইলে কিরূপে? ইহা তোমার কোন্ কৃপাগুণে সম্ভবপর হইল, তাহা কৃপা করিয়া বল। ৯৪

কেয়ং কান্তিঃ কেশব ত্বন্মুখেন্দোঃ
কোঽয়ং বেশঃ কাপি বাচামভূমিঃ।
সেয়ং সোঽয়ং স্বাদতামঞ্জলিস্তে
ভূয়ো ভূয়ো ভূয়শস্ত্বাং নমামি॥ ৯৫

টীকা—পুনস্তাদৃশশ্রীমুখকান্তিং বেশসৌষ্ঠবঞ্চ দৃষ্ট্বা তদ্বর্ণয়িতুমুদ্যতস্তদশক্ত্যা সচমৎকারসংশয়ং তং পৃচ্ছতি—হে কেশব! স্নিগ্ধকুঞ্চিতকেশরচিতচূড়, ইয়ং ত্বন্মুখেন্দোঃ কান্তিঃ কা, অয়ং বেশশ্চ কঃ। ননু পূর্ব্বং ত্বয়ৈব বর্ণিতাবিমৌ, তত্রাহ—ইয়ময়ঞ্চ কাপ্যনির্ব্বাচ্যা বাচামভূমিঃ।

---

(৯৫) শ্লোকার্থ—হে কেশব! তোমার মুখচন্দ্রের কি অপূর্ব্ব কান্তি, এই বেশই বা কি অপূর্ব্ব, সকলই বাক্যের অগোচর। এই কান্তি এই বেশ তুমিই আস্বাদন কর; আমি কেবল অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া বার বার তোমাকে নমস্কার করি।

(৯৫) টীকার অনুবাদ—পুনরায় শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ শ্রীমুখকান্তি ও বেশসৌষ্ঠব দেখিয়া তাহা বর্ণন করিতে উদ্যত হইয়াও বাক্যের দ্বারা উহা প্রকাশ করিতে অশক্ত হইয়া চমৎকৃত হইলেন, তাই সংশয়ের সহিত শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, হে কেশব! তোমার স্নিগ্ধ কুঞ্চিত কেশ-রচিত চূড়ায় শোভিত মুখচন্দ্রের কি অপূর্ব্ব কান্তি, বেশেই বা কি পরিপাটী, সকলই বাক্যের অগোচর। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, পূর্ব্বে তুমি ত' (এই কান্তি-বেশ-মাধুর্য্য) বর্ণনা করিয়াছ। শ্রীলীলাশুক বলিলেন, এই দুইই এক্ষনে আমার নিকট অনির্ব্বাচ্য, (ইহা বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করা যায় না) শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, বর্ণনে যদি শক্তি

নেমৌ তদ্গোচরাবিত্যর্থঃ। যদ্বা, ইয়ং কাপ্যনির্ব্বাচ্যা, অয়ঞ্চ বাচামভূমিঃ। ননু বর্ণনে শক্তির্ন চেত্তর্হি চক্ষুর্মনোভ্যামাস্বাদয়েতি তথা চিকীর্ষুস্তদশক্ত্যা সনিশ্চয়মাহ—সেতি। সা'নাদ্যা'পীত্যাদিরীত্যাম্মা-দৃশৈর্দ্রষ্টুমশক্যা গোপীভিরেবাস্বাদ্যা ইয়ম্। অয়ঞ্চ স তাদৃশঃ। স্বয়মেবাস্বাদয়তামেব, নৈতদ্বর্ণনাস্বাদনাশয়া প্রয়োজনম্। অতস্তে তুভ্যমঞ্জলিরস্তু। ভূয়ো ভূয়ো ভূয়শস্ত্বাং নমামি। কিং বা, তল্লুব্ধঃ সকাতর্য্যমাহ—তুভ্যমঞ্জলিরস্তু, মুহুস্ত্বাং নমামি, ইমৌ স্বাদয়তাং মহ্যমিতি শেষঃ। অন্তর্ণিজর্থো জ্ঞেয়ঃ। যথেমৌ ময়াস্বাদ্যৌ ভবতস্তথা কুর্ব্বিত্যর্থঃ। ৯৫

না থাকে, তাহা হইলে চক্ষু ও মনের দ্বারা আস্বাদন কর। শ্রীলীলাশুক বলিলেন, আমি চক্ষু ও মনের দ্বারা আস্বাদনে অভিলাষী এবং সে চেষ্টাও করিয়াছি; কিন্তু তাহাতে অশক্ত হইয়া নিশ্চয় করিয়াছি যে, তোমার এই কান্তি-বেশ-মাধুর্য্য তুমিই আস্বাদন কর। কেননা "সহস্র সহস্র সুনয়না সুন্দরী ও শ্রুতিগণ তোমার শৃঙ্গার রসরাজস্বরূপের চিহ্নমাত্র আজও দেখিতে পান নাই মাধুর্য্য আস্বাদন দূরে থাকুক।" (৯৪) ইহা কেবল ব্রজবধূদেরই আস্বাদ্য। আর আমার যখন আস্বাদনের কোনও যোগ্যতা নাই, তখন এই কান্তি-বেশ-মাধুর্য্য তুমি নিজেই আস্বাদন কর; তাহা হইলে আমার আর উহা বর্ণনার ও আস্বাদনের আশা করিয়া লাভ কি? কোনও প্রয়োজন নাই। আমি শুধু অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া তোমাকে বার বার নমস্কার করি। কিংবা, সেই মাধুর্য্যাদি আস্বাদলুব্ধ শ্রীলীলাশুক অনন্ত আর্ত্তির সহিত

বদনেন্দুবিনির্জিতঃ শশী
দশধা দেব পদং প্রপদ্যতে।
অধিকাং শ্রিয়মশ্নুতেতরাং
তব কারুণ্যবিজৃম্ভিতং কিয়ৎ ॥ ৯৬

টীকা—অথ তস্য স্বকর্ণামৃতরূপস্বাদর্শনদুঃখজস্বদর্শনানন্দজোন্মাদ-প্রলাপশ্রবণানন্দিনা তদ্বর্ণনাশক্ত্যা নমস্কৃত্য মৌনমাস্থিতং তং দৃষ্ট্বা পুনস্তদুক্তিশুশ্রূষুণা স্বমুখাদিবর্ণনেশ্বরান্তরভজনবরপ্রার্থনাদ্যাজ্ঞয়া তত্তৎস্থাপনায় চ প্রেমনিষ্ঠাদিকমুদ্ঘাটয়িতুং বিবদমানেন শ্রীকৃষ্ণেন সহ বিবদমানঃ

বলিলেন; আমি অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া তোমাকে বার বার নমস্কার করি, যখন কৃপা করিয়া আমাকে দর্শন দান করিয়াছ, তখন তোমার কান্তি-বেশ-মাধুর্য্য আমার নেত্র ও মনের আস্বাদনের বিষয়ীভূত কর, আমার নিজের কোন শক্তি নাই। ৯৫

(৯৬) শ্লোকার্থ—হে দেব! তোমার বদনেন্দুর উদয়ে পরাজয় মানিয়া শশী দশখণ্ডে বিভক্ত হইয়া তোমার পাদপদ্মে প্রপন্ন হইয়াছে, তাহাতে অধিক শ্রীলাভ করিয়াছে; তোমার কারুণ্য-বিলাস যে কত অধিক, তাহার তুলনা নাই।

(৯৬) টীকার অনুবাদ—অতঃপর নিজকর্ণের অমৃতস্বরূপ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনজনিত দুঃখ এবং দর্শনজনিত আনন্দ হইতে উত্থিত উন্মাদ-প্রলাপময় বাক্য শ্রবণের জন্য শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ ইচ্ছা; কিন্তু শ্রীলীলাশুক তাহা বর্ণনে অশক্ত হইয়া কেবল নমস্কারপূর্ব্বক মৌনভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় তাঁহার মুখে স্বীয় মুখাদি অঙ্গের বর্ণনা

সপ্তদশশ্লোকামাহ ! তত্র প্রথমম্—অয়ি লীলাশুক, চন্দ্রপদ্মাদ্যুপমেয়তয়া কিমিতি মন্মুখাদ্যঙ্গং ন বর্ণয়সীতি তদ্বাক্যাৎ ক্ষণং বিমৃশ্য লীলাস্বয়ংবর-রসং লভতে জয়শ্রীরিতিবত্তানযোগ্যান্মত্বা শ্রীচরণারবিন্দে দৃষ্টিং ক্ষিপন্ কৈমুত্যেন ভঙ্গীপূর্ব্বকমাহ—হে দেব, অয়ং শশী অখণ্ডনির্ম্মলোজ্জ্বলত্বদ্বদ-নেন্দোরুদয়েনৈব স্বপরাজয়ং মত্বা শ্রীনখস্বরূপেণ দশধাত্মানং কৃত্বা তে পদং প্রপদ্যতে অদ্যাপি সেবতে। দেবস্য তব পদং বা। ননু ভদ্রম্,

---

শুনিতে ইচ্ছুক হইয়া বলিলেন, "ওহে ! তুমি, আমার মুখাদির বর্ণন কর; না হয় ঈশ্বরান্তর ভজনা কর, না হয় বর প্রার্থনা কর। এই আজ্ঞা করত এবং তত্তৎ বিষয় স্থাপনের জন্য বহুতর যুক্তি প্রদর্শন করিলেন। ইহার উদ্দেশ্য হইতেছে শ্রীলীলাশুকের প্রেমনিষ্ঠাদি উদ্‌ঘাটনপূর্ব্বক পরীক্ষা করা। এইরূপ বিবাদমান শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিবাদমান শ্রীলীলাশুকের যে বাদ-বিবাদ আরম্ভ হয়, তাহাই সতেরটি শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে এই প্রথম শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "ওহে লীলাশুক, তুমি চন্দ্র-পদ্মাদির উপমা সহিত আমার মুখাদি অঙ্গের কেন বর্ণন করিতেছ না ?" শ্রীকৃষ্ণের এই কথা শুনিয়া শ্রীলীলাশুক ক্ষণকাল নীরবে চিন্তা করিয়া বলিলেন, "লীলাস্বয়ংবররসং লভতে জয়শ্রীঃ' শোভার অধিষ্ঠাত্রীদেবী যখন স্বয়ং তোমার পাদপদ্মে আশ্রয় লইয়াছেন, তখন চন্দ্র-পদ্মাদি কি তোমার মুখাদির সহিত উপমার যোগ্য হইতে পারে ? কখনই নহে।" এই মনে করিয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণারবিন্দে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং 'কৈমুত্যন্যায়ে' (ভঙ্গীপূর্ব্বক অসম্ভব

নখানেব তথা বর্ণয়েত্যত্র হি ন হি নহীত্যাহ, অধীতি। অত্র ত্বৎকারুণ্যে-নাধিকাং শ্রিয়ং তত্তদ্গুণসম্পত্তিমশ্নুতেতরাম্। মুহুঃ প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। নখেন্দুচন্দ্রয়োর্নির্দ্দোষসদোষত্বেন মহদ্বৈষম্যাৎ। ননু এতৎপ্রাপ্তিরেব যে করুণেতি সশঙ্কমাহ—ইদং তব কারুণ্যসিন্ধুনাং বিজৃম্ভিতং কিয়দল্পম্। তৎকণিকৈবেত্যর্থঃ। অতো যোঽয়ং খস্থশশী স তে নখসাম্যেঽপ্যযোগ্য ইতি ভাবঃ॥ ৯৬

ভাব দেখাইয়া) বলিলেন, 'হে দেব! এই যে আকাশের শশী তোমার অখণ্ড নির্ম্মল উজ্জ্বল বদনচন্দ্রের উদয়ে স্বীয় পরাজয় মানিয়া নিজেকে দশভাগে বিভক্ত করিয়া শ্রীনখচন্দ্রস্বরূপের তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়াছে। অর্থাৎ তোমার চরণে প্রপন্ন হইয়া অদ্যাপি ঐ শ্রীচরণের সেবা করিতেছেন। কিংবা হে দেব! তোমার শ্রীচরণের কারুণ্যপ্রভাবে দশখণ্ডে বিভক্ত শশীও অধিক শ্রীলাভ করিয়াছে। অর্থাৎ তোমার শ্রীচরণে আশ্রয় লইয়া অধিক শোভাযুক্ত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "ভাল, তাহা হইলে শশীর সহিত আমার পদনখের উপমা করিয়া বর্ণন কর।" একথা শুনিয়া শ্রীলীলাশুক বলিলেন, 'না, না, তাও কি হয়? তোমার পদনখের সহিত আকাশের চন্দ্রের তুলনা হইতেই পারে না; তবে যে সেরূপ তুলনা করা হয়, তাহা কেবল তোমার করুণাদ্বারা সেই চন্দ্রে শোভার আধিক্য প্রদান করা মাত্র। অর্থাৎ তোমার নখচন্দ্রের গুণসম্পত্তির কিঞ্চিৎ শোভা মুহুর্মুহু প্রাপ্ত হইয়াই চন্দ্রের শোভা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বর্দ্ধিত হইয়াছে। বিশেষতঃ নখেন্দু নির্দ্দোষ, চন্দ্র সদোষ—দোষযুক্ত

তত্ত্বন্মুখং কথমিবাম্বুজতুল্যকক্ষং
বাচামবাচি ননু পর্ব্বণি পর্ব্বণীন্দোঃ।
তৎ কিং ব্রুবে কিমপরং ভুবনৈককান্ত-
বেণু ত্বদাননমনেন সমং নু যৎ স্যাৎ ॥ ৯৭

টীকা—নন্বয়ে ত্বং বালোঽসি; 'একো হি দোষো গুণসন্নিপাতে, নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্ক' ইতি তৎসাম্যেন পদ্মসাম্যেন বা মন্মুখং

বলিয়া উভয়ের মধ্যে মহৎ বৈষম্য রহিয়াছে।" শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, 'সেওত' আমারই করুণা; কিন্তু আমার করুণাপ্রাপ্তির কি এই ফল?" শ্রীলীলাশুক সশঙ্কে বলিলেন, 'চন্দ্র যে করুণা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা তোমার করুণাসিন্ধুর প্রসার অর্থাৎ তোমার করুণার কণিকামাত্র। যেহেতু তুমি করুণাসিন্ধু, তোমার করুণার বিলাস যে কত অসীম, কত প্রসারিত, তাহার বিন্দুংশ —কণিকার কণিকামাত্র প্রাপ্ত হইয়া চন্দ্র তাদৃশ শোভা ধারণ করিয়াছে; সুতরাং আকাশের চন্দ্র কোনক্রমেই তোমার পদনখের সহিত উপমিত হওয়ার যোগ্য নহে। ৯৬

(৯৭) শ্লোকার্থ—তোমার মুখকে কেমন করিয়া অম্বুজের সঙ্গে তুলনা করিব? চন্দ্র পর্ব্বে পর্ব্বে হ্রাস হইয়া যে দশা প্রাপ্ত হয়, তাহা বাক্যপথের অগোচর—তোমার মুখের সহিত তুলনা দেওয়া যায় না। হে ভুবনৈককান্ত, তোমার বেণুবাদনশীল শ্রীমুখের সহিত কাহার তুলনা করিব?

(৯৭) টীকার অনুবাদ—অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, 'অহে তুমি বালকের মত কথা বলিতেছ, চন্দ্রের কলঙ্ক (মৃগাঙ্ক) একটি

কিং ন বর্ণয়সীতি তেন সহ বিবদমানো ভঙ্গ্যাহ— তন্নিরুপমমেতত্ত্বন্মুখং অম্বুজং তুল্যকক্ষায়াং যস্য তাদৃশঃ কথং ভবেৎ। ননু কিমত্র দূষণমিত্যত্র চন্দ্রে দোষান্তরং বদন্ পদ্মমপ্যতিতরাং দূষয়তি—পর্ব্বণি পর্ব্বণি দর্শে দর্শে ইন্দোর্যদ্ভবতি তদ্বাচামবাচ্যধঃ। সংক্ষয়স্যামঙ্গল্যত্বাদ্বিষয়েঽপি কর্ত্তুং ন যোগ্যমিত্যর্থঃ। যদীন্দোরপ্যেবং তদা তৎপদঘাতৈস্তিরস্কৃতস্য পদ্মস্য কথং ত্বন্মুখসাম্যমিতি ভাবঃ। ননু ন ভবতু তৎসাম্যম্, বর্ণ্যং চেৎ তর্হি কেনাপ্যপরেণ মুখেন্দুনা সমতয়া বর্ণয়তি, ক্ষণং বিমৃশ্য, আং

মাত্র দোষ, তাহাও বহুগুণের মধ্যে নিমগ্ন; সুতরাং চন্দ্রের ঐ দোষ উপেক্ষা করিয়া বহুগুণযুক্ত চন্দ্রের সহিত আমার মুখের উপমা দিয়া বর্ণনা করিতেছ না কেন? অথবা পদ্মের সহিত উপমা করিয়া আমার মুখের বর্ণনা কর না কেন? এই প্রকার কথা শুনিয়া বিবাদ করিবার ভঙ্গীতে শ্রীলীলাশুক বলিলেন, "তোমার শ্রীমুখ নিরুপম, উহার সহিত পদ্মের তুলনা হইতেই পারে না—পদ্ম কি কখনও তুল্যকক্ষা হইতে পারে?" শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, চন্দ্রের দোষের কথা বলিয়া এখন আবার পদ্মের দোষ তাহা অপেক্ষাও অধিকতর বলিতেছ কেন? পদ্মের কি দোষ?" শ্রীলীলাশুক বলিলেন, 'অগ্রে চন্দ্রের দোষের কথা বলিয়া পরে পদ্মের দোষের কথা বলিব। প্রতি অমাবশ্যায় চন্দ্রের যে দশা ঘটে, তাহা অবর্ণনীয়। অর্থাৎ পর্ব্বে পর্ব্বে চন্দ্র ক্ষয় হইয়া যায়, এই 'ক্ষয়' শব্দ অমঙ্গল—বাক্যের অবিষয়—উচ্চারণের অযোগ্য। চন্দ্রেরই যখন এই অবস্থা, তখন চন্দ্রের পদাঘাতে তিরস্কৃত পদ্মের কথা আর কি বলিব? অর্থাৎ চন্দ্রের শোভার দ্বারা

অপরং তবৈব ব্রজবিলাসিস্বরূপাদপরস্বরূপাণাং মুখং কিং দেবেনোচ্যতে নু ভোঃ স্বামিন্, ইদং ত্বদাননমনেন সমং যৎ স্যাৎ তৎ কিং ব্রুবে কথমেতৎ কথয়ামি। তত্তু ময়া বক্তুং ন শক্যতে ইত্যর্থঃ। ননু কিং বিক্ষিপ্তোঽসি, তদেতন্মুখমেকমেব, কস্তাবদসাম্যে হেতুরিতি; বহূন্ হেতূন্ হৃদি বিভাব্য একমেব সকরমার্জ্জনং নীচৈরাহ—ইদং তদাননং ভুবনৈককান্তো বেণুর্যত্র তাদৃশম্। এতদপূর্ব্বামৃতং তেষু নাস্তি, ময়া কিং কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ।

তিরস্কৃত পদ্মের সহিত আর কি তুলনা দেওয়া যায়?" শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, তুল্য কক্ষা না হইতে পারে, কিন্তু বর্ণনীয় হইতে পারে তো? কোনরূপে চন্দ্রের সহিত উপমিত করিয়া মুখেন্দুর বর্ণনা কর।" ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া শ্রীলীলাশুক বলিলেন, 'হাঁ, বুঝিয়াছি, তোমার ব্রজবিলাসিস্বরূপ ব্যতীত অপর যে সকল স্বরূপ আছে, বোধ হয় তুমি তত্তৎ স্বরূপের মুখের সহিত উপমিত করিয়া বর্ণনা করিতে বলিতেছ; হাঁ, কিয়দংশে সাম্য হইলেও হইতে পারে; কিন্তু তোমার মুখের সাম্য হইবে না। তোমার বেণুবাদনশীল শ্রীমুখ কেবল শ্রীব্রজেই দেখা যায়, অন্যত্র নহে। 'নু' শব্দ বিতর্কে প্রয়োগ। ভোঃ স্বামিন্! তোমার এই মুখের সহিত তুলনা দেওয়া যাইতে পারে, এমন কোন্ বস্তুর কথা বলিব? বলিতে অশক্ত। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, 'তুমি কি ক্ষিপ্ত হইলে? আমার অন্য স্বরূপের মুখ কি এই ব্রজবিলাসিমুখ হইতে ভিন্ন? সেই মুখের সহিত যদি পদ্মের তুলনা হয়, তবে এ-মুখের সঙ্গে পদ্মের তুলনা করিতেই বা বাধা কি? সে-মুখের সহিত এ-মুখের পার্থক্যের কোনও হেতু আছে কি?"

যদ্বা,তত্তস্মাদনেনাব্জেনেন্দুনা চ ত্বন্মুখং সমং যৎ স্যাৎ তৎ কিং ব্রুবে কথং ব্রবীমি। কিমপরং শ্রীমুখাদি ত্বয়োচ্যতে, অনেনাপি সমং যৎ স্যাৎ তদহং কথং ব্রুবে, যত ইদং ভুবনৈককান্তবেণু। অপরশব্দস্যান্যৎ যৎ কিঞ্চিদর্থে কৃতে ভুবনেতি বিশেষণস্য বৈয়র্থ্যং স্যাৎ। দর্শে দর্শে ক্ষয়ী চন্দ্রস্তৎপদাদ্দিতমম্বুজম্। নির্বেণুন্যপরাস্যানি কেন তুল্যং ত্বদাননম্ ॥ ৯৭

শ্রীলীলাশুক নিজ করদ্বয় মার্জ্জনা করিতে করিতে বহু হেতুর বিষয় হৃদয়ে ভাবনা করিয়াও তাহার মধ্যে একটি হেতু নিশ্চয়-পূর্ব্বক মুখখানি নিচু করিয়া বলিলেন, "হে ভুবনৈককান্ত! তোমার এই বেণুবাদনশীল শ্রীমুখের সহিত কাহার মুখের তুলনা করিব? এই অপূর্ব্ব অমৃত আর যে কোথাও নাই। এখন বল, আমার কর্ত্তব্য কি? অথবা কিরূপেই বা পদ্ম কি চন্দ্রের সহিত উপমিত করিয়া তোমার শ্রীমুখের বর্ণনা করিব? আর কিরূপেই বা অপর স্বরূপের শ্রীমুখের সহিত এক বলিব? ভুবনের একমাত্র পরম কমনীয় বেণুবাদনশীল তোমার মুখের সহিত আর কোন্ বস্তুর তুলনা করিব?" এস্থলে 'অপর' শব্দের যৎকিঞ্চিৎ অর্থ করিলে 'ভুবন' ইত্যাদি বিশেষণের কোন সার্থকতা থাকে না। 'দর্শে দর্শে' ক্ষয়ী চন্দ্র বা চন্দ্রের পদাঘাতে তিরস্কৃত পদ্মের সহিত শ্রীকৃষ্ণের নিত্য প্রফুল্লিত সদাপূর্ণ শ্রীমুখের কি প্রকারে তুলনা করিব? আর যে শ্রীমুখে ত্রিভুবনের কমনীয় বেণু ন্যস্ত রহিয়াছে, সেই শ্রীমুখের সহিত কি করিয়া অপর বেণুশূন্যমুখকে এক বলিয়া বর্ণনা করিব? ৯৭

শুশ্রূষসে শৃণু যদি প্রণিধানপূর্ব্বং
পূর্ব্বৈরপূর্ব্বকবিভির্ন কটাক্ষিতং যৎ।
নীরাজনক্রমধুরাং ভবদাননেন্দো-
র্নির্ব্যাজমর্হতি চিরায় শশিপ্রদীপঃ ॥ ৯৮

টীকা—ননু যদ্যেবং তর্হি কবয়ঃ কথং মন্মুখস্মিতাদিকং তত্তৎ-সাম্যেন বর্ণয়ন্তি; ত্বয়া বা কথং ন বর্ণ্যমিত্যত্র সগর্ব্বপরিহাসমাহ দ্বাভ্যাম্—ভো বিদগ্ধশেখর, যদি শুশ্রূষসে তদা পূর্ব্বৈঃ প্রাচীনৈরপূর্ব্ব-কবিভির্যৎপ্রণিধানপূর্ব্বমপি ন কটাক্ষিতং তৎ শৃণু। যদ্বা, প্রণিধান-

---

(৯৮) শ্লোকার্থ—যদি শুনিতে চাও তবে শুন, পূর্ব্বকালের কবিরা প্রণিধানপূর্ব্বক কটাক্ষও করেন নাই, এই চন্দ্র কর্পূর প্রদীপরূপে তোমার মুখচন্দ্রের চিরকাল নিষ্কপটভাবে নীরাজন করিবার ভার পাইবার যোগ্য হইয়াছে।

(৯৮) টীকার অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, যদ্যপি এইরূপই হইল, তবে কবিগণ কেন, আমার মুখের হাস্যাদিকে চন্দ্র পদ্মাদির সাম্যে বর্ণন করেন? আর তুমিই বা কেন বর্ণন করিতেছ না? এই কথা শুনিয়া শ্রীলীলাশুক গর্ব্ব ও পরিহাসের সহিত দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন—হে বিদগ্ধশেখর! যদি শুনিতে চাও তবে শুন, পূর্ব্বের প্রাচীন ও অপ্রাচীন কবিগণ চন্দ্র ও পদ্মের সহিত তোমার মুখের উপমা দিয়া থাকেন; কিন্তু প্রণিধান-পূর্ব্বক তাঁহারা এ বিষয়ে কটাক্ষ করেন নাই। অথবা 'প্রণিধান-পূর্ব্বক শুন', ইহা পরিহাস অর্থাৎ এখন সাবধান হইয়া শুন। তাহা কি? চন্দ্র কখনও তোমার শ্রীমুখের উপমার যোগ্য নহে।

অখণ্ডনির্ব্বাণরসপ্রবাহৈর্বিখণ্ডিতাশেষরসান্তরাণি।
অযন্ত্রিতোদ্বান্তসুধার্ণবানি জয়ন্তি শীতানি তব স্মিতানি ॥ ৯৯

পূর্ব্বং শৃণ্বিতি পরিহাসঃ। সাবধানঃ সন্নিত্যর্থঃ। কিং তৎ—অয়ং শশি-প্রদীপঃ ভবদাননেন্দোর্নীরাজনক্রমধুরাং নির্ম্মঞ্ছনপরিপাটীভারং চিরায় নির্ব্যাজং যথা স্যাত্তথা অর্হতি। ত্বদাননং নির্মঞ্ছ্য দূরে প্রক্ষেপ্তুং যোগ্যোঽয়মিত্যর্থঃ ॥ ৯৮

টীকা—অখণ্ডেতি। কিং চ তব স্মিতানি জয়ন্তি সর্ব্বোপমানানি বিজিত্য সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্তন্তে। কীদৃশানি? অখণ্ডনির্ব্বাণরসপ্রবাহৈঃ সর্ব্বতঃ প্রসরদ্ভিঃ পূর্ণানন্দরসপূরৈর্বিখণ্ডিতানি আপ্লাব্য ন্যক্কৃতান্যশেষাণি

এই শশী (কর্পূর) প্রদীপরূপে তোমার মুখচন্দ্র নীরাজন করিবার জন্য অর্থাৎ তোমার মুখেন্দু নীরাজন-পরিপাটীর যে ভার (অধিকার) তাহা চিরকালের জন্য নির্ব্যাজে পাইবার যোগ্য হইয়াছে। নীরাজনের পর যেমন প্রদীপ দূরে নিক্ষেপ করা হয়, সেইরূপ তোমার মুখচন্দ্রকে শশী (কর্পূর) প্রদীপ দ্বারা আরতি করিয়া উহা দূরে ফেলিয়া দেওয়ার যোগ্য। ৯৮

(৯৯) শ্লোকার্থ—যে অখণ্ড পরমানন্দ রসপ্রবাহ অন্য সমস্ত রসের গৌরব খণ্ডিত করিয়াছে, সেই অনর্গল সুধাসিন্ধু বমনকারী শ্রীকৃষ্ণের স্নিগ্ধ হাস্য জয়যুক্ত হউক।

(৯৯) টীকার অনুবাদ—হে শ্রীকৃষ্ণ! তোমার স্নিগ্ধ মৃদুহাস্য জয়যুক্ত হউক—সকল উপমানকে পরাভূত করিয়া সর্ব্বোৎকর্ষের সহিত বর্ত্তমান রহিয়াছে। তাহা কিরূপ? অখণ্ড নির্ব্বাণ রস-প্রবাহ দ্বারা সর্ব্বত্র প্রসরণশীল পূর্ণানন্দরসরূপে বর্ত্তমান থাকিয়াই

কামং সন্তু সহস্রশঃ কতিপয়ে সারস্যধৌরেয়কাঃ
কামং বা কমনীয়তাপরিমলস্বারাজ্যবদ্ধব্রতাঃ।
নৈবৈবং বিবদামহে ন চ বয়ং দেব প্রিয়ং ব্রূমহে
যৎ সত্যং রমণীয়তাপরিণতিস্ত্বয্যেব পারং গতা ॥ ১০০

রসান্তরাণি যৈঃ। অযন্ত্রিতেনাযন্ত্রণেন স্বভাবেনেত্যর্থঃ। উদ্বান্তাঃ সুধার্ণবা যৈঃ। তথা শীতান্যতিশীতানি। শৈত্যমাধুর্য্যানন্দরসপরাকাষ্ঠা-রূপাণীত্যর্থঃ ॥ ৯৯

টীকা—ননু কতি কতি সরসমধুরশেখরা লোকে সন্তি, কিমিতি তাম্ হিত্বা ময়া বিবদমানঃ স্বোক্তিমেব স্থাপয়ন্ মামেবাত্যুক্ত্যা স্তৌষীতি

করুণাদি অশেষ রসের গৌরব খণ্ডিত করিয়াছে অর্থাৎ অশেষ রসকে ন্যক্কারজনকরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছে এবং স্বভাবত সুধার্ণব উদ্‌গীরণ করিয়া জগৎ প্লাবিত করিয়াছে। আর সেই মৃদুহাস্যও স্বভাবত শীতল মাধুর্য্যানন্দরস-পরাকাষ্ঠারূপা। ৯৯

(১০০) হে দেব! এজগতে সারস্য ভারবাহী সহস্র সহস্র ব্যক্তি থাকুন,তোমার কমনীয়তার পরিমললোভী স্বারাজ্য বদ্ধব্রত বিচক্ষণ কতিপয় বক্তি থাকুন, ইহাঁদের সহিত আমি বিবাদ করি না বা প্রিয়বাক্যে স্তুতিও করি না; কিন্তু যাহা সত্য তাহাই বলিতেছি যে, তোমাতেই রমণীয়তার পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে।

(১০০) টীকার অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, এজগতে কত কত সরস মধুরশেখর লোক আছে, তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া কিজন্য আমার সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইতেছ? আর কেনই বা নিজের উক্তি স্থাপন-মানসে অত্যুক্তিদ্বারা আমাকে স্তুতি

তান্ প্রতি সাবহেলং তং প্রতি সবিনয়মাহ– হে দেব, সারস্যধৌরেয়কাঃ সরসতাভারবাহিনঃ সহস্রশঃ কামং সন্তু। তেষাং মধ্যে কমনীয়তা-পরিমলস্বারাজ্যবদ্ধব্রতাঃ সর্ব্বাতি-কমনীয়া বা কতিপয়ে কামং সন্তু তে তে ন সন্তীত্যেবং ত্বয়া সহ ন বিবদামহে। ন চ তব প্রিয়ং ব্রূমহে অসৎগুণাধ্যারোপেণ ত্বাং স্তৌমি। কিন্তু সত্যমেব ব্রূমহে। যৎ যতো যা রমণীয়তাপরিণতিঃ সা ত্বয্যেব পারং গতা অবধিং প্রাপ্তা। অতঃ স্বভাবোক্ত্যা নায়ং বিবাদঃ স্তুতির্বেতি ভাবঃ। ১০০

করিতেছ? তাহাদের প্রতি অবহেলাই বা কেন করিতেছ? প্রত্যুত্তরে শ্রীলীলাশুক সবিনয়ে বলিলেন, হে দেব! এজগতে সারস্য-ভারবাহী (যুক্তিবলে সার-নির্দ্ধারণকারী) সহস্র সহস্র ব্যক্তি থাকুন; তাঁহাদের মধ্যে তোমার কমনীয়তার পরিমললোভী স্বারাজ্য বদ্ধব্রত কতিপয় বিচক্ষণ ব্যক্তি বা কতিপয় ভজনকামী ভক্ত থাকিতে পারেন; কিন্তু তাঁহাদের সহিত বা তোমার সহিত আমার কোন বিবাদ নাই। অর্থাৎ অসৎ গুণের আরোপদ্বারা তাঁহাদের ন্যূনতা প্রতিপাদনে যুক্তি উত্থাপন করিতে চাহি না বা প্রিয়বাক্যে স্তব করিয়া তোমার মনস্তুষ্টির জন্য কোন কথা বলিব না; কিন্তু সত্য কথাই বলিব। যেহেতু রমণীয়তার পরিণতির পরাকাষ্ঠা কেবল তোমাতেই অবধি প্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব আমার এই স্বাভাবিক সত্য উক্তি, ইহাতে বিবাদপরতা বা স্তুতিপরতা নাই, যাহা সত্য, তাহাই বলিতেছি যে, হে দেব! তোমাতেই রমণীয়তার পরাকাষ্ঠা বিদ্যমান রহিয়াছে। ১০০

গলদ্‌ব্রীড়া লোলা মদনবিনতা গোপবনিতা-
মদস্ফীতং বীতং কিমপি মধুরা চাপলধুরা।
সমুজ্জৃম্ভা গুম্ফা মধুরিমকিরাং মাদৃশগিরাং
ত্বয়ি স্থানে যাতে দধতি চপলং জন্ম সফলম্ ॥ ১০১

টীকা—কিঞ্চ, পূর্ব্বং তে তে ময়া কতি ন বর্ণিতাঃ সন্তি, কিন্তু-দানীমেব মৎকবিত্বাদিকঞ্চ সফলং জাতমিতি সহর্ষমাহ—মাদৃশাং গিরাং গুম্ফা গ্রথনানি ত্বয়ি স্থানে আশ্রয়ে যাতে প্রাপ্তে। বর্গীয়জকারপাঠঃ ক্বচিত্তত্র জাতে ভূতে সতি জন্ম সফলং দধতি। উত্তমপদার্থানাং ত্বৎ-

---

(১০১) শ্লোকার্থ—বিগলিতলজ্জা, চঞ্চলা, তোমার প্রেমে নম্রীভূতা গোপবধূগণ তারুণ্যস্ফীত তোমাকে পাইয়া সফলজীবন হইয়াছেন। আর আমার মাধুর্য্যাদি কবিত্বগুণযুক্ত বাক্যগুলিও আজ তোমাকে আশ্রয় করিয়া গুম্ফিত হইয়াছে বলিয়া আমার চঞ্চল জীবন সাফল্য লাভ করিয়াছে।

(১০১) টীকার অনুবাদ—ইতঃপূর্ব্বে আমি তোমার রূপ-গুণ-লীলাদি কতই না বর্ণনা করিয়াছি, কিন্তু ইদানীং আমার সেই কবিত্বাদি সফল হইল এই মনে করিয়া সহর্ষে শ্রীলীলাশুক বলিলেন, হে শ্রীকৃষ্ণ! আমার এই বাক্যাবলীর গুম্ফন (রচনা) তোমাকে আশ্রয় করিয়া সাফল্য প্রাপ্ত হইল। 'যাত' স্থলে বর্গীয় 'জ'-কার পাঠ হইলে অর্থ হইবে, আমার জন্মের সাফল্য জাত হইল—আজ আমার রচনা সার্থক হইল। উত্তম পদার্থ-সমূহ যখন তোমাকে প্রাপ্ত হয় বা আশ্রয় করে, তখনই সেই পদার্থের কৃতার্থত্ব; সেই সকল বাক্যের উত্তমতা কিরূপ?

প্রাপ্তাবেব কৃতার্থত্বমিতি ভাবঃ। তদুত্তমত্বমাহ—কীদৃশাং গিরাম্? মধুরিমকিরাম্। মাধুর্য্যাদিকবিত্বগুণযুক্তানামিত্যর্থঃ। কীদৃশ্যস্তাঃ? সম্যগ্ জৃম্ভা যত্র। পূর্ব্বমসদ্গুণাধ্যাসেন বর্ণনাৎ সঙ্কুচিতাঃ। ইদানীং তে সহজানন্তগুণবর্ণনাদুৎফুল্লাঃ। কীদৃশং জন্ম—চপলং গতত্বরম্। পূর্ব্বং তাদৃশত্বেন ব্যর্থমপি। তদৈব তৎসমীপে গোপীরীক্ষ্য; এতাঃ পরং তনুভৃতঃ ইত্যাদিবৎসশ্লাঘমাহ,—ন কেবলং বরাক্যো মদ্বাগ্গুম্ফা এব,

---

'মধুরিমাকিরাম্'—মাধুর্য্যবর্ষণকারী—মাধুর্য্যাদি কবিত্বগুণযুক্ত বাক্যাবলী। তাহা কি প্রকার? সম্যক্ উল্লাস যাহাতে, তাদৃশ লীলাবর্ণনময় উৎফুল্ল মধুরিম ব্যক্তকারী বাক্যসমূহের গ্রন্থন অর্থাৎ গোপবনিতাদের কুঞ্জে অভিসারাদি চাতুর্য্যময় বাক্য; তাহা আজ সার্থক হইল। পূর্ব্বে অসৎগুণের অধ্যাসহেতু যাহা কিছু বর্ণন করিয়াছি, তাহা সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিল; কিন্তু ইদানীং তোমার স্বাভাবিক অনন্ত গুণ বর্ণনায় আমার বাক্যাবলী উৎফুল্ল এবং ক্ষণস্থায়ী জীবনও সফল হইয়াছে। কি প্রকার জীবন? চপল স্বভাবতঃ চঞ্চল ও নশ্বর। আজ তোমাকে আশ্রয় করিয়া এই চঞ্চল জীবন সাফল্যমণ্ডিত হইল; কিন্তু এই জীবন পূর্ব্বে তাদৃশভাবে বৃথা অতিবাহিত হইয়াছে। এইরূপে স্বীয় জীবন ও রচনার সার্থকতা চিন্তা করিয়া শ্রীলীলাশুক শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন এবং তাঁহার সহিত অবস্থিতা গোপবনিতা সকলকে দর্শন করিয়া বলিলেন, 'এতাঃ পরং তনুভৃতঃ' (ভা ১০।৪৭।৫৮) এই গোপবধূগণ শ্রীকৃষ্ণে অনন্যপ্রেম প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইহাঁরাই এই লোকে সার্থক জন্মলাভ

কিন্তু গুণরাগাদিপূর্ণাঃ শ্রীগোপবনিতা অপি তথা জন্ম সফলং দধতি। নন্বাসাং স্বস্বপতিমতীনাং জন্ম সফলমেবেতি নেত্যাহ, পূর্ব্বং ত্বদপ্রাপ্ত্যা দেহত্যাগস্য নিশ্চিতত্বাচ্চপলমপি রাসারম্ভে কাসাঞ্চিৎ তথা দর্শনাৎ। তদ্‌গুণানাহ—মদনেন তদ্বিষয়কপ্রেমবিশেষেণ বিনতা নম্রাস্তৎপ্রচুরা ইত্যর্থঃ। তথাহি, প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথামিতি তন্ত্রে। অতো লোলাস্তৎপ্রাপ্তয়ে চপলাঃ সতৃষ্ণা বা। ততো গলদ্বীড়া-

---

করিয়াছেন—ইত্যাদিবৎ শ্লাঘার সহিত বলিলেন. হে শ্রীকৃষ্ণ! কেবল যে বরাক সদৃশ মদীয় বাক্যাবলীর গুম্ফন (রচনা) সার্থক হইল তাহা নহে; কিন্তু এই সকল গুণসম্পন্না ও অনুরাগাদিপূর্ণা গোপবধূগণও তোমাকে পাইয়া সফলজীবন হইয়াছেন। যদি বল, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা পতিমতী অর্থাৎ স্ব স্ব পতির প্রতি চিত্ত অর্পণ করিয়াছেন, তাঁহাদের জীবন সফল হইল কিরূপে? অর্থাৎ সফল হইতে পারে না। না, একথা বলা যায় না। কারণ যাঁহারা রাসে তোমার সঙ্গলাভ করিতে পারেন নাই, তাঁহারা তোমার বিরহে দেহত্যাগ করিলেন অর্থাৎ তোমার অপ্রাপ্তিতে গুণময় দেহ ত্যাগের পর সচ্চিদানন্দময়ী-দেহে তোমাকে পাইয়াছিলেন; ইহা নিশ্চয়ই তোমার চাপল্য (কৃপা) হইলেও রাসারম্ভে কোন কোন গোপী তোমাকে পাইয়াছিলেন; ইহাতে তোমার চাপল্য অর্থাৎ স্বৈরাচার (স্বচ্ছন্দ আচরণ) প্রকাশিত হইয়াছে! আবার রাসারম্ভে কোন কোন গোপীর যে চপলতা দৃষ্ট হয়, তাহাও তাঁহাদের সদ্‌গুণের অন্তর্গত। তাহাই বলিতেছেন, 'মদনবিনতা'—তোমার সম্বন্ধীয়

স্ত্যক্তলোকলজ্জাঃ। তদেব কৈশোরমাধুর্য্যং বীক্ষ্য সশীৎকারমিদং বয়ঃ ইতি বিবক্ষুস্তন্মাধুর্য্যস্তম্ভিতঃ সগদ্গদমাহ ইদং কিমপিবয়ইত্যর্থঃ। তথা জন্ম সফলং দধতি। তদেব ব্যঞ্জয়তি—বীতং বাল্যাংশেন বিগতপ্রায়ং নবতারুণ্যাংশেন কন্দর্পমদেন স্ফীতম্। বিশেষণাভ্যাং কৈশোরমিত্যর্থঃ।

প্রেমবিশেষই মদন নামে অভিহিত, সেই প্রেমে বিনম্রা—তোমাকে প্রাপ্ত হইবার জন্য চঞ্চলা—অতিশয় তৃষ্ণাবতী। তন্ত্রে উক্ত আছে—'গোপরামাদিগের প্রেমই কাম বলিয়া বর্ণিত হয়,—এই আখ্যা দেওয়ার প্রথা শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়।' অতএব গোপবধূগণ তোমার প্রতি প্রেমে প্রগাঢ় আবিষ্ট বলিয়া তোমাকে পাইবার নিমিত্ত চঞ্চলা—অতিশয় তৃষ্ণাবতী। আর এই তৃষ্ণা ও চপলতার আতিশয্যে 'গলদ্ব্রীড়া'—ত্যক্ত-লোকলজ্জ, অর্থাৎ লোক-লজ্জা ও ধর্ম প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া চঞ্চলভাবে রাসস্থলে সমাগতা হইয়া তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব গোপীগণ ধন্যা। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণের কৈশোর মাধুর্য্য-সৌন্দর্য্য দেখিয়া শ্রীলীলাশুক শীৎকারপূর্ব্বক বলিলেন, 'ইদং মহঃ ইতি'। তোমার কৈশোর মাধুর্য্য-সৌন্দর্য্য দেখিয়া বিগলিতলজ্জা গোপবধূগণও সফলজীবন হইয়াছেন, তাহাই বিবক্ষু (বলিতে ইচ্ছুক) হইয়াও শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য দর্শনে স্তম্ভিত শ্রীলীলাশুক গদ্গদ্স্বরে বলিলেন, এই অনির্ব্বাচ্য কিশোরস্বরূপ তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া গোপবধূগণের জন্ম সফল হইয়াছে। ইহাই 'বীতং' ইত্যাদি বাক্যে ব্যঞ্জিত হইয়াছে, অর্থাৎ বাল্যাংশ বিগতপ্রায় এবং নব তারুণ্যাংশে ও কন্দর্পমদে স্ফীত। এস্থলে 'বীতং' এবং

ননু তদন্যত্র দিব্যাদিব্যকিশোরেষু সফলমেবেতত্র নেত্যাহ—পূর্ব্বমন্যত্র এতাদৃশরাসকুঞ্জলীলাদ্যপ্রাপ্ত্যা চাস্থিরতয়া চ ব্যর্থমপি। তথাহি বিষ্ণুপুরাণে—সোঽপি কৈশোরকবয়ো মানয়ন্মধুসূদনঃ। রেমে স্ত্রীরত্নকূটস্থ ইত্যাদি। তথা রসামৃতসিন্ধৌ—বাচা সূচিতশর্ব্বরীরতিকলাপ্রাগল্ভ্যয়া রাধিকাং; ব্রীড়াকুঞ্চিতলোচনাং বিরচয়ন্নগ্রে সখীনামসৌ। তদ্বক্ষোরুহচিত্রকেলিমকরীপাণ্ডিত্যপারং গতঃ, কৈশোরং সফলীকরোতি

'মদস্ফীতং' এই দুইটি বিশেষণ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের কৈশোর বয়স বুঝাইতেছে। যদি বল, আমার কৈশোর, যাহা মদনাবেশহেতু স্ফীত। আর এই কৈশোর ব্যতীত অন্য দিব্য অদিব্য বহু কৈশোর মূর্ত্তি আছে, তাহাতেও এই সাফল্য হইতে পারে না কি? উত্তরে বলিলেন, না, অন্যান্য দিব্য ও অদিব্য কৈশোর মূর্ত্তি থাকিলেও এতাদৃশ রাস-কুঞ্জলীলাদি দেখিতে পাওয়া যায় না; সুতরাং রাস-কুঞ্জবিহারাদি অপ্রাপ্তিহেতু অস্থির এবং কৈশোর লীলাও ব্যর্থ। যেহেতু রাসলীলায় গোপীগণের সহিত বিহারহেতু তোমার কৈশোর সফল হইয়াছে। আর তোমার এই কৈশোর নিত্য-চিরস্থির; কিন্তু অন্য স্বরূপের কৈশোর নিত্য-চিরস্থির হইলেও তাহাতে রাসাদি লীলা না থাকায় ব্যর্থ। তাহা শ্রীবিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে। যথা, 'মধুসূদনকৈশোর বয়স অঙ্গীকার করিয়া স্ত্রীরত্ন গোপীগণের সহিত বিহার করিলেন।" কৈশোর-মাধুর্য্য বিষয়ে শ্রীভক্তিরসামৃতে (২।১।২৩১) উক্ত আছে, 'সখীগণের সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণ বিগত রজনীর রতিকলা-প্রাগল্ভ্য অর্থাৎ নখচিহ্নাদি উদ্ধৃত করিয়া এবং বিপরীত—বিলাসাদিসূচক

কলয়ন্ কুঞ্জে বিহারং হরিরিতি॥ তস্য নৃত্যাদিচাপল্যং দৃষ্ট্বাহ—চাপলধুরা চঞ্চলাতিশয়শ্চ। তথা ননু, সংপাবনঃ পবনাদৌ সাপি পূর্ণা, নেত্যাহ—মধুরা। একেন বপুষা অসংখ্যাঙ্গনাপার্শ্বে স্থিত্যাদিনা মধুরা অতিমনোজ্ঞা। তথাহি রসামৃতসিন্ধৌ—অঘহর! কুরু যুগ্মীভূয় নৃত্যং ময়ৈব, ত্বমিতি নিখিলগোপীপ্রার্থনাপূর্ত্তিকামঃ। অতনুত গতিলীলা-

---

বাক্য প্রয়োগে রসোদ্গারপূর্ব্বক শ্রীরাধাকে লজ্জায় সঙ্কুচিতা নেত্রা করিয়া তাঁহার স্তনযুগলের উপরিভাগে বিচিত্র কেলিমকরী রচনায় পাণ্ডিত্য-প্রকর্ষ প্রদর্শন করিতেছেন; এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জমধ্যে বিহারাবলি রচনা করত কৈশোর বয়স সফল করিতেছেন।" অতঃপর শ্রীকৃষ্ণের নৃত্য-চাপল্য দেখিয়া বলিলেন, 'চপলধুরা'—মধুর চপলতার আতিশয্যে চঞ্চল। 'ধুরা' এই শব্দদ্বারা চপলতার আতিশয্য ব্যঞ্জিত হইয়াছে। যদি বল, জলপ্রবাহ ও পবনাদিতে পূর্ণরূপে চাঞ্চল্য আছে। উত্তরে বলিলেন, তোমার চাপল্য যেমন মধুর তেমন চাপল্য আর কোথাও দেখা যায় না। তুমি একই বপুতে কোটি কোটি গোপীর পার্শ্বে অবস্থিত থাকিয়া তাঁহাদের প্রার্থনা যুগপৎ পূর্ণ কর। তোমার চপলতা অতি মনোরম, মধুর ও অতুলনীয়। তাহা শ্রীরসামৃতসিন্ধুতে (২।১।৯০) কীর্ত্তিত হইয়াছে। যথা—'হে অঘহর, আমার সহিত যুগ্ম হইয়া নৃত্য কর'—এইরূপ সমস্ত গোপী প্রার্থনা করিলে শ্রীকৃষ্ণ সেই কোটি কোটি গোপীর প্রার্থনা পূরণের নিমিত্ত এইরূপ নৃত্যগতির ক্ষিপ্রতা বিস্তার করিলেন যে, তাহাতে প্রত্যেক গোপী নিজ নিজ পার্শ্বে শ্রীকৃষ্ণকে

ভুবনং ভবনং বিলাসিনী শ্রী-
স্তনয়স্তামরসাসনঃ স্মরশ্চ।
পরিচারপরম্পরাঃ সুরেন্দ্রা-
স্তদপি ত্বচ্চরিতং বিভো বিচিত্রম্ ॥ ১০২

লাঘবোর্ম্মিং তথাসৌ, দদৃশুরধিকমেতাস্তং যথা স্বস্বপার্শ্বে ইতি। পূর্ব্বং তাদৃশত্বাভাবাচ্চপলমপি। ত্বয়ি রম্যাস্পদে প্রাপ্তে মদ্বাগ্‌গুম্ফা ন কেবলং সফলা, কিন্তু কৈশোরলৌল্যগোপাঙ্গনা অপি ॥ ১০১

টীকা—ভাবোদ্ভাবিতহর্ষের্ষ্যাপ্রৌঢ়িদৈন্যার্ত্তিমিশ্রিতম্। পুনঃ স তদ্বচঃ শ্রোতুং কৌতুকী তমবাদয়ৎ॥ নন্দীশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশে

অবলোকন করিয়াছিলেন।” পূর্ব্বে এতাদৃশ গুণ-লীলার বর্ণনার অভাবে আমার চঞ্চল জীবন বৃথা অতিবাহিত হইয়াছে। সম্প্রতি সুমধুর সুচপল সুরমণীয় যে তুমি, তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া কেবল যে আমার বাক্যাবলী সফল হইয়াছে তাহা নহে, তোমার কৈশোর মাধুর্য্যাস্বাদনলুব্ধা গোপাঙ্গনাদেরও জন্ম সফল হইয়াছে। ১০১

(১০২) শ্লোকার্থ—হে বিভো! সমস্ত ভুবন তোমার ভবন, রমাদেবী তোমার বিলাসিনী, কমলাসন ব্রহ্মা ও কামদেব তোমার তনয়, ইন্দ্রাদি দেবগণ তোমার পরিবারপরম্পরায় সেবক; তথাপি তোমার ব্রজচরিত বিচিত্র।

(১০২) টীকার অনুবাদ—স্থায়ীভাব হইতে উদ্ভাবিত হর্ষ, ঈর্ষ্যা, প্রগাঢ় দৈন্য ও আর্ত্তি মিশ্রিত বাক্য পুনরায় শ্রবণ করিবার জন্য উৎসুক শ্রীকৃষ্ণ কৌতুক করিয়া শ্রীলীলাশুককে

ইত্যাদৌ। তমেব প্রতিপদ্যস্বেত্যাদিগীতাদিশাস্ত্রোক্তভজনীয়মীশ্বরং হিত্বা কিমিতি গোপকুমারং মামেব সর্ব্বোত্তমত্বারোপেণ স্তবন্নাশ্রয়সীতি তত্তদ্ভাববিশেষবিবশঃ সহস্তচালনমাহ—ভুবনমিত্যাদি। হে বিভো সর্ব্বাবতারিন্, যস্মিন্ ত্বচ্চরিতে ভুবনং ভবনং সর্ব্বান্তর্য্যামিত্বাদাশ্রয়ঃ তত্ততোঽপ্যননুমেয়ৈশ্বর্য্যময়চরিত্রাদদ্ভুতাদ্দৃশ্যমানস্য তদেবংনেত্ররসায়নং চরিত্রং বিচিত্রমুত্তমম্। যদ্বা, তদপি ত্বচ্চরিতং তাদৃশং ন ভবতীতি কো নাম বিবদতে। তদপীতি—ইদন্তু বিচিত্রমদ্ভুতমেবেত্যর্থঃ। এবমগ্রেঽপি

বলিলেন—ওহে! 'সকলের হৃদয়ে ঈশ্বর অবস্থান করিতেছেন, সেই ঈশ্বরের শরণ গ্রহণ কর।' (১৮।৬১-৬২) এই গীতাদিশাস্ত্র প্রতিপাদ্য ভজনীয় ঈশ্বরকে ছাড়িয়া কিজন্য গোপকুমার আমাতে সর্ব্বোত্তমত্ব আরোপ করিয়া অর্থাৎ আমাকে সর্ব্বেশ্বর মানিয়া স্তব করিতেছ? আর কেনই বা আমাকে আশ্রয় করিতেছ? তত্তদ্ভাবে বিবশ শ্রীলীলাশুক নিজহস্তচালনা করিয়া বলিলেন—'ভুবনমিত্যাদি।' হে বিভো সর্ব্বাবতারিণ! তোমার চরিত্র বিচিত্র। ঐশ্বর্য্যচরিতে সমস্ত ভুবন তোমার ভবন। সর্ব্ব অন্তর্য্যামীত্বহেতু তুমি সকলের আশ্রয়, ইহা আশ্চর্য্য; কিন্তু ইহা হইতেও অদ্ভুত অননুমেয় ঐশ্বর্য্যময় দৃশ্যমান তোমার এই নেত্ররসায়ণ চরিত অতিবিচিত্র—আরও উত্তম। অথবা তোমার ঐশ্বর্য্যময় চরিত বিচার করিলে এই দৃশ্যমান ব্রজচরিতই সর্ব্বোত্তম বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে, ইহাতে কোনও বিবাদ নাই; তথাপি ব্রজে গোপীদের সহিত রাসাদিলীলাপর তোমার এই চরিত অতিবিচিত্র—অতিঅদ্ভুত। এইরূপ অগ্রেও জানিতে হইবে।

জ্ঞেয়ম্। নন্বেবং চেত্তর্হি দৃশ্যৈশ্বর্য্যা বিষ্ণুবামনাজিতাদয়ঃ সন্তি, তানেব ভজেতি সস্মিতমাহ—যত্র সুরেন্দ্রা ইন্দ্রাদয়ঃ পরিচারপরম্পরাঃ অনুগা ইত্যর্থঃ। ততোঽপি যুদ্ধাদিময়পালনকেলিরূপাদত্যদ্ভুতাচ্চরিতাদিদং ত্বচ্চরিতং মধুররৈশ্বর্য্যময়ং বিচিত্রমত্যুত্তমম্। ননু যুদ্ধাদিবিমুখো গর্ভোদকশায়ী পুরুষোঽস্তীত্যধোনেত্রচালনমাহ,—যত্র তামরসাসনো ব্রহ্মা তনয়স্ততোঽপি সৃষ্ট্যাদিকেলিরূপাদতিসর্ব্বাদ্ভুতাচ্চরিতাদিদং মধুররসময়-

---

যদি বল, এইরূপ হইলে দৃশ্য ঐশ্বর্য্যবিশিষ্ট বিষ্ণু, বামন, অজিত প্রভৃতি কত কত অবতার আছেন, তাহাদিগকে ভজনা কর না কেন? মৃদুহাসির সহিত শ্রীলীলাশুক বলিলেন, যেখানে ইন্দ্রাদি পরিচারকপরম্পরা তোমারই অনুগত সেবকসমূহ, সেখানে তাঁহাদের চরিত অপেক্ষাও যুদ্ধাদিময় পালনকেলিবিশিষ্ট শ্রীবিষ্ণুর অতি অদ্ভুত চরিত স্বীকার্য্য হইলেও ইহাঁদের চরিত্রে মাধুর্য্যের অভিব্যক্তি নাই; কিন্তু তোমার চরিত মধুরঐশ্বর্য্যময়, সুতরাং অতিবিচিত্র অতি উত্তম। যদি বল, যুদ্ধাদিবিমুখ গর্ভোদকশায়ী পুরুষও বর্ত্তমান রহিয়াছেন, তাঁহারই ভজনা কর। এই কথা শুনিয়া শ্রীলীলাশুক অধোদিকে নেত্রচালনা করিয়া বলিলেন, যেখানে তামরসাসন (কমলাসন) ব্রহ্মা তনয়রূপে সৃষ্ট্যাদি লীলা করেন, সেখানে সৃষ্ট্যাদিকেলি অতি অদ্ভুত; কিন্তু সর্বাদ্ভুত তোমার এই মধুর চরিতই সর্বোত্তম। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, ভাল, তুমি মধুররসের ভক্ত হইতেছে, তাহা হইলে তুমি পরব্যোমেশ লক্ষ্মীপতির ভজনা কর। এই কথা শুনিয়া শ্রীলীলাশুক উর্দ্ধে ভ্রূচালনা করিয়া বলিলেন, পরব্যোমে কেবল

ত্বচ্চরিতমতি সর্ব্বোত্তমম্। ননু ত্বং মধুররসরসিকভক্তোঽসি, তৎপরম-ব্যোমেশং লক্ষ্মীশং ভজেতি সোর্দ্ধভ্রূচালনমাহ;—যত্র শ্রীরেকা বিলাসিনী ততোঽপি মধুররসময়াদতিসর্ব্বাদ্ভুততরাচ্চরিতাদিদম্; নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গে-ত্যাদি সংস্তুতবিলাসিনীকোটিবিলাসবলিতং ত্বচ্চরিতমতিসর্ব্বোত্তমতরম্। নন্বেবং চেত্তর্হি তাদৃশং রুক্মিণ্যাদিরমণং মামেব ভজেতি সশিরশ্চালনমাহ, —যত্র স্মরশ্চ তনয়ঃ। চকারাৎ সাম্ব দয়ঃ। ততোঽপি স্বীয়াভির্দ্দশদশ-

---

একমাত্র শ্রী বিলাসিনী। আমি সেই সর্বাদ্ভুততর চরিত অপেক্ষাও তোমার মধুররসময় অতিসর্বাদ্ভুততম ব্রজচরিতকেই শ্রেষ্ঠতম বলিয়া মনে করি। কেননা, "নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ" ইত্যাদি প্রমাণে জানা যায় যে, একান্ত রতিশীলা শ্রী ঐরূপ প্রসাদ প্রাপ্ত হন নাই। অতএব শ্রীলক্ষ্মীর অলভ্য এবং তাঁহার সংস্তুত কোটি কোটি বিলাসিনী তোমার এই ব্রজবিলাসবলিত চরিতের স্তুতি করেন। অতএব তোমার এই ব্রজচরিত অতি সর্বোত্তমতর। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে তুমি তাদৃশ শ্রীরুক্মিণ্যাদি মহিষীবর্গের রমণরূপে আমাকেই ভজন কর। শ্রীলীলাশুক মস্তকচালনা করিয়া বলিলেন, সেই দ্বারকা-লীলায় কামদেব তোমার তনয়, 'চ'কার হইতে শাম্ব প্রভৃতিও তনয় বটেন; কিন্তু এই লীলায় তুমি স্বকীয়া প্রেয়সীগণের সহিত কেলি করিয়া থাক এবং সেই ষোড়শ সহস্র অষ্টোত্তর শত ভার্য্যা দশ দশ পুত্রবতী, সুতরাং অসংখ্য ভার্য্যার সহিত কেলি অতি সর্ব্বাদ্ভুততম চরিত হইলেও ব্রজে এই পরকীয়া নৃত্যশীলা অসংখ্য কিশোরীকুলের সহিত তোমার রাসাদি কেলিময় চরিত্রই

দেবস্ত্রিলোকীসৌভাগ্যকস্তূরীমকরাঙ্কুরঃ।
জীয়াদ্ব্রজাঙ্গনানঙ্গকেলিলালিতবিভ্রমঃ ॥ ১০৩

পুত্রবতীভিঃ সংখ্যাভিস্তাভিঃ সহ কেলিরূপাদতিসর্ব্বাদ্ভুতাদদ্ভুততমাচ্চরিতাদিদং পরকীয়াসংখ্য-নৃত্যৎ-কিশোরীকুলৈঃ সহ রাসাদিকেলিময়ং ত্বচ্চরিতং বিচিত্রমতিসর্ব্বোত্তমমেব ময়া সেব্যমিতি ভাবঃ। বহূনি ত্বচ্চরিতানি চিত্রাণ্যেব তথাপ্যদঃ। মৎসেব্যং মধুরৈশ্বর্য্যরূপকেলিভিরুত্তমম্ ॥ ১০২

বিচিত্র অতিসর্ব্বোত্তমতম, উহাই আমার সেব্য। তোমার বহু বহু বিচিত্র চরিত্র চিত্রিত করিয়াছি, তথাপি এই আমার সেবা মধুরৈশ্বর্য্যরূপ কেলিময় তোমার চরিতই সর্ব্বোত্তম। ১০২

(১০৩) শ্লোকার্থ--ত্রিলোকের সৌভাগ্যব্যঞ্জক কস্তুরী-মকরাঙ্কুর-শোভিত ব্রজাঙ্গনাদের অনঙ্গকেলির দ্বারা যাঁহার বিলাস মধুরীকৃত হইয়াছে, সেই রাসক্রীড়াপর দেব জয়যুক্ত হউন।

(১০৩) টীকার অনুবাদ—অহে! জ্ঞাত হইলাম, ব্রজলীলাই তোমার অভীষ্ট। ভাল, এই ব্রজলীলার মধ্যে আমার বাল্য পৌগণ্ড লীলা আছে—শ্রীকৃষ্ণ এই পর্য্যন্ত বলিতেই অর্থাৎ তাঁহার বাক্যের অর্দ্ধ সমাপ্ত অবস্থায় শ্রীলীলাশুক সসম্ভ্রমে তর্জ্জনীদ্বারা নির্দ্দেশ করত ভঙ্গিসহকারে বলিলেন, এই দেব—রাসক্রীড়াপর কিশোরশেখর সর্ব্বোপরি বিরাজিত (আমার অন্তরে চিরজীবী) থাকুন। অন্য কোন লীলায় আমার প্রয়োজন নাই। শ্রী কৃষ্ণবলিলেন, জানিলাম, আমার কিশোরলীলাই

টীকা—ননু জ্ঞাতং ব্রজলীলৈব তেঽভীষ্টা, ভদ্রম্, তত্রাপি বাল্য-পৌগণ্ডলীলে স্ত ইত্যর্দ্ধোক্তে সসংভ্রমং তর্জন্যা নির্দ্দিশন্ ভঙ্গ্যাহ,—অয়ং দেবঃ রাসক্রীড়াপরঃ কিশোরশেখরঃ জীয়াৎ সর্ব্বোপরি বিরাজতাম্। কিং ময়ান্যৈরিত্যর্থঃ। আং কিশোরলীলৈব তেঽভীষ্টা, ভদ্রম্, তত্রাপি গোচারনাদিলীলাস্তীতি সদ্রূভঙ্গমাহ—ব্রজাঙ্গনানাং অনঙ্গকেলিভি-র্লালিতঃ সংবর্দ্ধ্য মধুরীকৃতো বিভ্রমো বিলাসো যস্য। তাদৃশস্ত্ব-মেবেত্যর্থঃ। নন্বেতাদৃশোঽহং দুর্লভঃ, নাদ্যাপি ইত্যাদৌ ত্বয়াপি তথৈবোক্ত ইত্যত্রাহ;—সত্যম্, কিন্তু তাদৃশোঽপি ভবান্ ন কেবলং মমৈব ত্রিলোক্যা অপি সৌভাগ্যবঞ্চককস্তূরীমকরাঙ্কুরঃ। তস্যাস্ত্বমেব তৎকল্পিতস্তদ্রূপ ইত্যর্থঃ। ত্বৎকরুণৈব ত্বাং সুলভং করোতীতি ভাবঃ॥ ১০৩

তোমার অভীষ্ট; ভাল, আমার কৈশোরলীলায় গোচারণাদি লীলা আছে। এই কথা শুনিয়া শ্রীলীলাশুক ভ্রূভঙ্গির সহিত বলিলেন, ব্রজাঙ্গনাদের অনঙ্গকেলির দ্বারা লালিত—সংবর্দ্ধিত—মধুরীকৃত হইয়াছে বিলাস যাঁহার, তাদৃশ বিলাসবিশিষ্ট তোমাকেই চাই—ইহাই আমার অভীষ্ট। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, তুমি নিজে বলিয়াছ যে, 'তাদৃশ কেলিপর তোমার প্রাপ্তি দুর্লভ, অদ্যাপি শ্রুতিগণ পর্য্যন্ত দেখিতে পান নাই।' (৯৪) শ্রীলীলা-শুক বলিলেন, সত্য, তাদৃশ লীলাপর তোমার দর্শন দুর্লভ। ইহা কেবল আমার পক্ষেই দুর্লভ তাহা নহে; কিন্তু কস্তুরি-মকরাঙ্কুর শোভিত ব্রজাঙ্গনাদের দ্বারা কল্পিত তাদৃশ তোমার দর্শন ত্রিলোকবাসীর পক্ষেও দুর্লভ; তথাপি কিন্তু তোমার করুণাই তোমার প্রাপ্তি সুলভ করিয়া দেয়। ১০৩

প্রেমদঞ্চ মে কামদঞ্চ মে
বেদনঞ্চ মে বৈভবঞ্চ মে।
জীবনঞ্চ মে জীবিতঞ্চ মে
দৈবতঞ্চ মে দেব নাপরম্ ॥ ১০৪

টীকা—পুনঃ সস্মিতং কিমপি বিবক্ষুঃ তং বীক্ষ্যাসহিষ্ণুঃ সসংভ্রমং সদৈন্যমাহ,—হে দেব রাসলীলাপর, মম দৈবতমাশ্রয়ণীয়ং ত্বৎকিশোর-শেখরাদপরং ন। চ এবার্থে। নৈবেত্যর্থঃ। ননু কোহত্র হেতুরিতি তং সূচয়ন্নাহ,—প্রেমদং চ মেহপরং ন। এবমগ্রেহপি যোজ্যম্। যতস্তৎপ্রাপ্তি-

---

(১০৪) শ্লোকার্থ—হে দেব, তুমিই আমার প্রেমদ, তুমিই আমার কামদ, তুমিই আমার জ্ঞানপ্রদাতা গুরু, তুমিই আমার বৈভব, তুমি আমার জীবন, তুমি আমার জীবনের হেতু, তুমি আমার দেবতা, তুমি ছাড়া আর আমার কেহ কিছু নয়।

(১০৪) টীকার অনুবাদ—পুনরায় ঈষৎ হাস্যের সহিত শ্রীকৃষ্ণকে কিছু বলিতে ইচ্ছুক দেখিয়া অসহিষ্ণুভাবে সসংভ্রমে দৈন্যের সহিত শ্রীলীলাশুক বলিলেন—হে দেব, হে রাসলীলাপর কিশোরশেখর! তুমিই আমার দৈবত (আশ্রয়নীয়), তুমি ছাড়া আর আমার কেহ নাই। 'এব' অর্থে চ'-কার দ্বারা 'আমার আর কেহ কিছু নয়' বুঝাইতেছে, যদি বল, ইহার হেতু কি? তাহা সূচনা করিতেছেন—'প্রেমদ' তুমি আমার প্রেমদাতা, তুমি ছাড়া প্রেমদাতা আর কেহ নাই। এইরূপ অগ্রেও যোজনা করিতে হইবে। কারণ তোমাকে প্রাপ্তির হেতু প্রেম—প্রেম ব্যতীত তোমাকে পাওয়া যায় না। তোমার প্রাপক যে প্রেম,

হেতোঃ প্রেম্নস্ত্বমেব মে দাতেত্যর্থঃ। ননু কৌমারপৌগণ্ডলীলাপরোঽহমপি প্রেমদস্তল্লভ্যশ্চ, তত্রাহ—কামদং চ মে। তজ্জাতীয়প্রেমদঞ্চ ত্বমেব। অত এতদ্ভাবৈকবিষয়াৎ কিশোরশেখরাৎ ত্বদপরং ময়া নাশ্রয়ণীয়ম্। তন্মাত্রং বেদনঞ্চ তথা। বেদয়তীতি কর্ত্তরি ল্যুট্। তৎপরিপাটীশিক্ষকশ্চ ত্বমেবেত্যর্থঃ। তদুক্তং, শিক্ষাগুরুশ্চেতি। কিংবা, অয়ে মূঢ় ভক্ত্যাত্ম-জ্ঞানং যতো মোক্ষঃ, তত্ত্বপেক্ষ্যমিত্যত্রাহ, -বেদনং তজ্জ্ঞানঞ্চ মে,

---

তাহা তুমিই আমাকে দান করিয়াছ। যদি বল, কৌমার-পৌগণ্ডলীলাপর প্রেমদ আমিই; সুতরাং সেই সেই লীলানুসারে আমাকে ভজনা করিলেই সেই সেই প্রেমলাভ হয়। উত্তরে বলিলেন—'কামদং'—তুমিই আমার কামদাতা। আমার হৃদয়ে যে কাম অর্থাৎ সেবার দ্বারা তোমাকে সুখী করিব, সেই আনু-কুল্যময়-ইচ্ছা তুমিই দান করিয়াছ, তুমি ছাড়া অন্য কেহ কামপ্রদ নাই। আর আমার চিত্তও ঐ প্রেমভাবকেই বিষয় করিয়াছে। অতএব কিশোরশেখর তুমি ভিন্ন আর আমার কেহ আশ্রয়নীয় নাই। অর্থাৎ আমার এই মধুরজাতীয় প্রেমের বিষয়ালম্বন তুমি ভিন্ন অপর কেহ নহে। অতএব তুমিই আমার 'বেদন' (বেদয়তীতি-শিক্ষয়তীতি-প্রেম-পরিপাটী শিক্ষকঃ) তুমি আমার প্রেমপরিপাটীর শিক্ষক; ইহা পূর্ব্ব বলিয়াছি—'শিক্ষা-গুরুশ্চ ভগবান্ শিখিপুচ্ছমৌলি" (১) কিংবা যদি বল, ওরে মূঢ়! ভক্ত্যাত্ম-জ্ঞান হইতেই মোক্ষ হয়। যেহেতু মোক্ষ সেই ভক্ত্যাত্মক জ্ঞান সাপেক্ষ। উত্তরে বলিলেন, তুমিই আমার 'বেদন'—সেই জ্ঞান। যদি বল, শুদ্ধভক্তি হইতেই সেই জ্ঞান হয়, সুতরাং সেই

মাধুর্য্যেণ বিবর্দ্ধন্তাং বাচো নস্তব বৈভবে।
চাপল্যেন বিবর্দ্ধন্তাং চিন্তা নস্তব শৈশবে ॥ ১০৫

ত্বমেবেত্যর্থঃ। ননু ন ভবতু শুদ্ধভক্তত্বাৎ তজ্জ্ঞানাদরঃ, বৈকুণ্ঠসম্পত্তিঃ প্রার্থ্যৈবেত্যত্রাহ;—বৈভবঞ্চ তথা। ত্বমেব সর্ব্বসম্পদিত্যর্থঃ। কিমুচ্যতে বৈভবম্। তদপ্রাপ্তাবপি জনা জীবন্তি, তদ্বিনা ত্বহং ম্রিয়ে ইত্যাহ; জীবনঞ্চ তথা। জীবয়তীতি জীবনম্। তদ্ধেতুরিত্যর্থঃ। কিমুচ্যতে তদ্ধেতুঃ। তদপি ত্বমিত্যাহ, জীবিতঞ্চ মে ত্বদপরং ন। তৎ কিমিতি অন্যোপদেশৈর্মামুপেক্ষস ইতি ভাবঃ ॥ ১০৪

জ্ঞান অনাদৃত হইলেও বৈকুণ্ঠসম্পত্তি অবশ্যই প্রার্থনীয়। তাহাতে বলিলেন, তুমিই আমার বৈকুণ্ঠরূপ বৈভবতত্ত্ব (বৈভব মানে সম্পত্তি তুমিই আমার সর্ব্বসম্পদ অন্য সম্পদের কথা কি? অন্য সম্পদ না পাইলেও লোকে জীবন ধারণ করিতে পারে; কিন্তু তোমাকে না পাইলে আমার মৃত্যু হইবে। যেহেতু তুমিই আমার জীবন। (জীবয়তীতি জীবনং জীবনহেতুঃ) জীবনের হেতুর কথা কি তুমিই আমার সর্ব্বস্ব—তুমি ভিন্ন আর আমার কিছুই নাই। অন্য উপদেশ দিয়া আর কেন আমায় উপেক্ষা করিতেছ? ১০৪

(১০৫) শ্লোকার্থ—তোমার রূপলাবণ্যসম্পদাদি বর্ণনে আমার বাক্যসমূহ তোমার মাধুর্য্যের সহিত বৃদ্ধি লাভ করুক। তোমার কৈশোরস্বরূপে আমার সকল চিন্তা চপলতার সহিত বৃদ্ধিলাভ করুক।

(১০৫) টীকার অনুবাদ—অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,

টীকা—ততঃ সাধু লীলাশুক সাধু, ত্বদ্দৃঢ়তয়া প্রীতোঽস্মি, তন্মদ্দর্শনং বিফলং ন স্যাৎ, প্রার্থয় বাঞ্ছিতমিতি ভঙ্গ্যা তেনাম্রেড়িতঃ স্বেপ্সিতং ভঙ্গ্যা প্রার্থয়ন্নাহ,—তব বৈভবে বাগ্বিষয়াতীতে সৌন্দর্য্যবিলাসৈশ্বর্য্যাদৌ নোঽস্মাকং বাচো মাধুর্য্যেণ বিবর্দ্ধন্তাম্। তত্তন্মাধুরীবর্ণনসমর্থা ভবন্ত্বিতি ভাবঃ। তথা, তব শৈশবে কৈশোরেঽযোগ্যদেহাদীনামপি নশ্চিন্তাঃ প্রাপ্ত্যুৎকণ্ঠয়া তচ্চিন্তনানি চাপল্যেন বিবর্দ্ধন্তাম্। অয়মেব মে বর ইত্যর্থঃ ॥ ১০৫

লীলাশুক সাধু সাধু! তোমার দৃঢ়তায় আমি প্রীত হইলাম। আমার দর্শন কখনও বিফল হয় না, তুমি ইচ্ছামত বর প্রার্থনা কর—ভঙ্গীর সহিত এইরূপ বার বার বলিলেন। আর শ্রীলীলাশুকও ভঙ্গী সহকারে স্বীয় ঈপ্সিত বর প্রার্থনা করিলেন। হে শ্রীকৃষ্ণ! আমি এই একটিমাত্র বর তোমার নিকট হইতে প্রার্থনা করি। তোমার বৈভব বর্ণনা আমার বাক্যের অতীত, বর্ণনার শক্তি আমার নাই; তবে তোমার সৌন্দর্য্যবিলাস-ঐশ্বর্য্যাদি বৈভব যাদৃশ বর্দ্ধিত হইবে, আমার বাক্যসমূহ তাদৃশ মাধুর্য্যের সহিত বৃদ্ধি লাভ করুক। অর্থাৎ আমার বাক্যসকল তোমার মাধুরী বর্ণনে সমর্থ হউক। আর আমার দেহ-মনাদি অযোগ্য হইলেও যেন উৎকণ্ঠার সহিত তোমার কৈশোরলীলা চিন্তা করিতে পারি—আমার চিন্তাস্রোতকে শক্তিশালী কর, অর্থাৎ আমার সকল চিন্তা চাপল্যের সহিত বৃদ্ধিলাভ করুক। ইহাই আমার প্রার্থিত বর। ১০৫

যানি তচ্চরিতামৃতানি রসনালেহ্যানি ধন্যাত্মনাং
যে বা শৈশবচাপলব্যতিকরা রাধাবরোধোন্মুখাঃ।
যা বা ভাবিতবেণুগীতগতয়ো লীলা মুখাম্ভোরুহে
ধারাবাহিকয়া বহন্তু হৃদয়ে তান্যেব তান্যেব মে ॥ ১০৬

টীকা—নন্বিদং তে সহজমেব তদ্বিশেষঃ প্রার্থ্যতামিত্যত্রাহ,– যানি ত্বচ্চরিতামৃতানি শ্রীরাধয়া সহ নিকুঞ্জরাসলীলাদীনি তান্যেব নত্বন্যা-নীত্যর্থঃ। মে হৃদয়ে ধারাবাহিকয়া প্রবাহরূপেণ বহন্তু। কীদৃশানি ?

---

(১০৬) শ্লোকার্থ—ধন্যাত্মা সাধুদের রসনায় আস্বাদ্য তোমার অমৃতচরিত, শ্রীরাধার অবরোধ-উন্মুখ তোমার কৈশোরচাপল্য এবং বেণুগীতগতির দ্বারা উদ্ভাবিত তোমার মুখপদ্মে যে সকল লীলা লক্ষিত হয়, সেই সমস্ত লীলা ধারা-বাহিকভাবে আমার হৃদয়ে প্রবাহিত হউক।

(১০৬) টীকার অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, অহে লীলাশুক, তুমি যে বর প্রার্থনা করিলে তাহা অতি সহজ; আরও বিশেষ বর প্রার্থনা কর। এই কথা শুনিয়া শ্রীলীলাশুক বলিলেন, তোমার যে চরিতামৃত অর্থাৎ শ্রীরাধার সহ নিকুঞ্জবিলাস ও রাসাদি লীলা (অন্য লীলা নহে) ধারাবাহিক (প্রবাহরূপে) আমার হৃদয়ে প্রবাহিত হউক। তাহা কীদৃশ ? ধন্যাত্মা শ্রীশুক-দেবাদির রসনায় আস্বাদিত তোমার অমৃতচরিত। (এস্থলে 'যে বা' শব্দ চ-কার অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে) আর তোমার যে শৈশব-চাপল্য (কৈশোর চাঞ্চল্য) তাহার বিস্তারক যে সমস্ত চেষ্টাবিশেষ, সেই সকল লীলা আমার হৃদয় বহন করিতে

ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যা-
দ্দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোরমূর্ত্তিঃ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলি সেবতেঽস্মান্
ধর্ম্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ ॥ ১০৭

ধন্যত্বনাং রসনালেহ্যানি শ্রীশুকাদিভিরাস্বাদনীয়ানি। তথা যে বা চার্থে বা শব্দঃ। যে শৈশবচাপলব্যতিকরাঃ কৈশোরচাঞ্চল্যবিস্তারাস্তে তে এব তথা বহন্তু। কীদৃশঃ? দানপুষ্পাহরণবর্ত্মরোধাদৌ রাধায়া যোঽবরোধস্তত্রোন্মুখাঃ সদা তদুৎকণ্ঠাবন্ত ইত্যর্থঃ। তথা যা বা যাশ্চ মুখাম্ভোরুহে লীলাঃ কামমদোদ্গারিস্মিতাদিভঙ্গীবিশেষাস্তাস্তাশ্চ তথা বহন্তু। কীদৃশঃ? ভাবিতাঃ স্বমাধুর্য্যমিশ্রীকৃতাঃ উৎপাদিতা বা বেণুগীতস্য নূতনগতয়ো যাভিস্তাঃ ॥ ১০৬

থাকুক। সেই লীলা কীদৃশ? দানলীলা, পুষ্পাহরণলীলা ও বর্ত্ম-রোধন লীলায় শ্রীরাধার গতি অবরোধনে উন্মুখ-সর্ব্বদা তাহাতে উৎকণ্ঠাবন্ত। আর তোমার মুখকমলে যে ভাবযুক্ত লীলাদি প্রকাশিত হয় অর্থাৎ কামমদ-উদ্গারী মধুর মৃদুহাস্যময় ভ্রূভঙ্গি-বিশেষ, সেই সেই লীলাও যেন আমার হৃদয় সেই সেই ভাবে বহন করে। তাহা কীদৃশ? তোমার মাধুর্য্য-মিশ্রিত বা মাধুর্য্য কর্ত্তৃক উৎপাদিত বেণুগীতের নব নব গতিবিশিষ্ট লীলাসমূহ ধারাবাহিকভাবে আমার হৃদয়ে প্রবাহিত হউক। ১০৬

(১০৭) শ্লোকার্থ—ভগবন্! তোমাতে যদি আমার ভক্তি স্থিরতর থাকে, তাহা হইলে তোমার দিব্যকিশোরমূর্ত্তি স্বতঃ আসিয়া দর্শন দিবেন, মুক্তি স্বয়ং কৃতাঞ্জলি হইয়া আমার সেবা

টীকা—ননু পুরুষার্থচতুষ্টয়ং পঞ্চমপুরুষার্থময়ং প্রেমফলং মাঞ্চ সাক্ষাৎপ্রাপ্তং হিত্বা মল্লীলাস্ফূর্ত্তিং কিমিতি প্রার্থয়সে ইত্যত্র ভক্তি-সিদ্ধান্তোট্টঙ্কনপূর্ব্বকং স্বচাতুরীং ভঙ্গ্যা কথয়ন্নাহ, ভক্তিস্ত্বয়ীতি। হে ভগবন্ সর্ব্বজ্ঞ। যয়া লীলাস্ফূর্ত্তিরূপয়া প্রেমলক্ষণয়া ভক্ত্যা ত্বং সাক্ষাৎ প্রাপ্তোঽসি সা ত্বয়ি ভক্তিঃ স্থিরতরা যদি স্যাত্তদা দৈবেন স্বত এব দিব্যাকশোরমূর্ত্তিরীদৃগ্ ভবান্ ফলতি প্রাপ্তো ভবতি। মুক্তিস্তু

করিবে, ধর্ম-অর্থ-কাম সেবার নিমিত্ত সময়ের প্রতীক্ষা করিবে।

(১০৭) টীকার অনুবাদ—অহে, ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ, এই পুরুষার্থচতুষ্টয় এবং পঞ্চমপুরুষার্থ প্রেমফল আমাকে সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হইয়াও ত্যাগপূর্ব্বক স্বীয় হৃদয়ে লীলাস্ফূর্ত্তি কি নিমিত্ত প্রার্থনা করিতেছ? ইহার উত্তরে শ্রীলীলাশুক ভক্তি-সিদ্ধান্ত উদ্‌ঘাটনপূর্ব্বক স্বীয় চাতুরীভঙ্গীর সহিত বলিলেন—'ভক্তিস্ত্বয়ীতি'। হে ভগবন্, হে সর্ব্বজ্ঞ! তুমি আমার হৃদয়ের ভাবাদি সমস্তই জানিতেছে। তোমার লীলা-স্ফূর্ত্তিরূপ প্রেম-লক্ষণা যে ভক্তি, সেই ভক্তিদ্বারাই তোমাকে সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হইয়াছি। সেই ভক্তি যদি তোমাতে স্থিরতর থাকে, তাহা হইলে দিব্যকিশোরমূর্ত্তি তোমাকে স্বতঃই পাওয়া যায়। আর মুক্তির কথা কি বলিব? মুক্তি স্বয়ং কৃতাঞ্জলি হইয়া 'আমাকে গ্রহণ কর, আমাকে গ্রহণ কর' এই বলিয়া তিনি নিজেই আসিয়া আমার সেবা করিবেন। আর ধর্ম, অর্থ, কামাদির সম্বন্ধে কি বলিব? ইহারা মুক্তির পশ্চাৎ থাকিয়া সময়ের প্রতীক্ষা করিবে—'এই ভক্ত কবে আমাদের প্রতি কিঞ্চিৎ কৃপানেত্রে চাহিবেন?'

জয় জয় জয় দেব দেব দেব
ত্রিভুবনমঙ্গলদিব্যনামধেয় ।
জয় জয় জয় দেব কৃষ্ণদেব
শ্রবণমনোনয়নামৃতাবতার ।। ১০৮

মুকুলিতাঞ্জলি যথা স্যাত্তথা মাং গৃহাণ গৃহাণেতি বদন্ত্যস্মান্ সেবতে। ধর্ম্মার্থকামগতয়স্তু পশ্চাৎস্থিত্বা কদাচিদস্মানীক্ষতে বেতি সময়প্রতীক্ষাস্তৎ-প্রতীক্ষকা ভবন্তি। তৎ কিমিত্যাত্মানং দত্ত্বা বরেণ মাং ছন্দয়সীতি ভাবঃ॥ ১০৭

টীকা—ততঃ অয়ি লীলাশুক! মৎ কর্ণামৃতরূপাণি বৃন্দাবনযাত্রা-মঙ্গলাচরণমারভ্য, কেয়ং কান্তিরিত্যন্তানি ত্বদ্ভাষিতানি শ্রুত্বা পুনস্তৎ-শ্রোতুকামেন ময়া ত্বমুচ্চালিতোঽসি, তদিদং ত্বদ্বচো বিজৃম্ভিতং

আর তুমি আত্মদান—সাক্ষাৎ-দর্শনদান করিয়াও আবার বরের কথা বলিয়া এক্ষণে আর কেন আমায় ছলনা করিতেছ? ১০৭

(১০৮) শ্লোকার্থ—হে দেব জয়, হে দেব জয়, হে দেব জয়, হে ত্রিভুবন-মঙ্গল দিব্যনামধেয় দেব জয়—হে নামরূপ দেব জয়, হে দেবতাগণের পূজ্য কৃষ্ণদেব জয়, হে কর্ণ-মন-নয়নের অমৃতা-বতার তোমার জয় হউক।

(১০৮) টীকার অনুবাদ—অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, অহে লীলাশুক! তুমি বৃন্দাবনযাত্রা মঙ্গলাচরণ (চিন্তামণির্জয়তি) হইতে 'কেয়ং কান্তিঃ'(৯৫) এই পর্য্যন্ত তোমার ভাষিত রচনাবলী আমার কর্ণামৃতরূপ, তাহা শ্রবণ করিয়া তৃপ্তি না হওয়ায় পুনরায় শুনিবার নিমিত্ত তোমাকে চালিত করিয়াছি এবং তুমিও চালিত

মৎকর্ণামৃত-নামাস্তু; ত্বমেব মে মাধুর্য্যাদিবর্ণনং জানাসীতি সস্নেহং তন্মধুরবাক্যং শৃণ্বন্নেবানন্দোচ্ছলিতঃ সন্নাহ; জয় জয়েতি। হে দেব জয়, হে দেব জয়, হে দেব জয়। অত্যাদরানন্দাভ্যাং বীপ্সা। ত্রিভুবনস্য মঙ্গলং দিব্যং মনোহরঞ্চ নামধেয়ং যস্য, হে তাদৃশ। কিংবা, হে দেবদেব। দেবা মর্ত্যপূজ্যাস্তদ্দেবাস্তৎপূজ্যাস্তৎপার্ষদাঃ, হে তদ্দেব তদীশ্বর জয়, যথোক্তং তৃতীয়স্কন্ধে—হরেরনুব্রতা যত্র সুরাসুরার্চিতা ইতি। হে ত্রিভুবনমঙ্গল দিব্যমানন্দময়ং স্বস্বরূপং নামধেয়ং যস্য হে তাদৃশ জয়। হে দেব জয়, হে কৃষ্ণদেব জয়। শ্রবণমনোনয়নামৃতবদবতারঃ প্রাকট্যং যস্য হে তাদৃশ জয়॥ ১০৮

হইয়াছ। সেই তোমার বাক্যবিজিম্ভিত রচনা আমার 'কর্ণামৃত' নামে অভিহিত হউক। তুমিই আমার মাধুর্য্য বর্ণন করিতে জান। শ্রীকৃষ্ণের এই প্রকার সস্নেহ মধুর কথা শ্রবণে শ্রীলীলাশুক আনন্দে উল্লসিত হইয়া বলিলেন—'জয়জয়েতি'। হে দেব জয়' হে দেব জয়, হে দেব জয়, (অতি আদরে ও আনন্দের আবেগে বীপ্সা) ত্রিভুবনের মঙ্গল মনোহর নামধারী তাদৃশ কৃষ্ণনাম জয়! কিংবা হে দেব দেব, দেবতাগণের পূজ্য কৃষ্ণদেব, তোমার জয় হউক। মর্ত্ত্যবাসী মানবের পূজ্য দেবগণ, তাদৃশ দেবগণও তোমার পার্ষদগণকে পূজা করেন; তুমি সেই পার্ষদগণেরও পূজ্য ঈশ্বর অর্থাৎ দেবদেব দেব, তোমার জয় হউক। তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে উক্ত হইয়াছে—"হরেরনুব্রতা যত্র সুরাসুরার্চ্চিতা" —শ্রীহরির অনুব্রত পার্ষদগণ সুরাসুর-কর্ত্তৃক অর্চ্চিত হইয়া থাকেন। হে ত্রিভুবন-মঙ্গল দিব্য আনন্দময় স্বস্বরূপ নামধেয়

তুভ্যং নির্ভরহর্ষবর্ষবিবশাবেশস্ফুটাবির্ভব-
দ্ভূয়শ্চাপলভূষিতেষু সুকৃতাং ভাবেষু নির্ভাষিণে।
শ্রীমদ্গোকুলমণ্ডনায় মনসাং বাচাঞ্চ দূরস্ফুরন্-
মাধুর্য্যৈকমহার্ণবায় মহসে কস্মৈচিদস্মৈ নমঃ ॥ ১০৯

টীকা—পুনস্তন্মাধুর্য্যাতিশয়ানুভবাদানন্দোন্মত্ততয়া তদ্বর্ণয়িতুকামেন তদশক্ত্যা নমস্কারেণৈব স্ববাচস্তৎস্বরূপমুপসংহরতাত্মনা কৌতুকেন বিবদমানেন তেন সহ বিবদমান আহ,—কস্মৈচিদনির্ব্বাচ্যায়াস্মৈ মহসে মাধুর্য্যপুঞ্জরূপায় তুভ্যং নমঃ। ননু তন্মাধুর্য্যমেব বর্ণয়, শ্রোতুকামোঽস্মি,

---

যাঁহার, তাদৃশ দেব, তোমার জয় হউক। হে কৃষ্ণদেব তোমার জয় হউক। শ্রবণ-মন-নয়নের অমৃত অবতাররূপে প্রাকট্য যাঁহার, তাদৃশ অমৃতাবতার, তোমার জয় হউক। ১০৮

(১০৯) শ্লোকার্থ—অতিশয় হর্ষবর্ষণের দ্বারা বিবশাবেশ বশতঃ স্পষ্টভাবে সুকৃতজনের ভাবাক্রান্তচিত্তে প্রচুর চাপল্যের সহিত যিনি আবির্ভূত, সেই শ্রীমদ্গোকুলের ভূষণস্বরূপ মন ও বাক্যের দূরে স্ফুরিত মাধুর্য্যের মহাসমুদ্র, এমন কোন তেজঃপুঞ্জের প্রতি নমস্কার।

(১০৯) টীকার অনুবাদ—পুনরায় শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যাতিশয় অনুভবহেতু আনন্দে উন্মত্ত হইয়া মাধুর্য্য বর্ণন করিতে ইচ্ছা করিয়াও অসামর্থ্যবশতঃ কেবল নমস্কারদ্বারাই স্বীয় বাক্যের উপসংহার করতঃ আত্মকৌতুকে বিবাদকারী শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া বলিলেন, কোন এক অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য-পুঞ্জরূপ তোমাকে নমস্কার। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, আমার মাধুর্য্যই

তত্রাহ; কীদৃশে? বাচাং দূর এব স্ফুরন্তি যানি মাধুর্য্যাণি তেষাং প্রধানার্ণবায়। নন্বেবং চেন্মনসা বিভাবয়, তত্রাহ—মনসাঞ্চ তাদৃশায়া অনাবির্ভাব্যায়েত্যর্থঃ। ননু বাঙ্মনসোরগ্রাহ্যত্বাৎ কস্যাপি গোচর এব নাস্তি, তত্রাহ—সুকৃতাং তৎপ্রেমবিশেষভাজাং ভাবেষু ভাবাক্রান্তচিত্তেষু নির্ভাষিনে প্রকাশশীলায়। কীদৃশেষু? নির্ভরহর্ষাণাং যদ্বর্ষং তেন বিবশা

বর্ণন কর—উহা শুনিবার জন্য আমার ইচ্ছা হইয়াছে। শ্রীলীলাশুক বলিলেন, কিরূপে বর্ণন করিব? সেই মাধুর্য্য বাক্যের বহুদূরে স্ফুরিত। অর্থাৎ সে মাধুর্য্য বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করা যায় না, তুমি মাধুর্য্যের মহার্ণব। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, যদি তাহাই হয়, তবে মানসে সেই মাধুর্য্য ভাবনা কর। উত্তরে বলিলেন, মানসেও তাহা ভাবনা করা যায় না। অর্থাৎ তুমি যেমন ভাবনাপথের অতীত, তোমার মাধুর্য্যও তেমনি ভাবনা দ্বারা অনাবির্ভাব্য। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, 'ভাল', আমি বাক্য ও মনের অগ্রাহ্যত্বহেতু কাহারও কি গোচর নহি? সকলেরই কি অগোচর? শ্রীলীলাশুক বলিলেন,—'সুকৃতাং'—তোমার প্রেম-বিশেষভাজন। অর্থাৎ তোমার প্রতি একান্তভাবে প্রেমবিশেষ-সম্পন্ন সুকৃতজনের ভাবে তুমি প্রকাশশীল। তাঁহারা কীদৃশ? অতিশয় হর্ষবর্ষণের দ্বারা বিবশাবেশ বশতঃ পরিস্ফুটভাবে প্রচুরতর চাপল্যের দ্বারা অলঙ্কৃত অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইবার জন্য গুরুতর উৎকণ্ঠার দ্বারা আক্রান্ত যে চিত্ত, সেই চিত্তেই তুমি নিয়ত চাপল্যের সহিত প্রকাশশীল। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, ইহার দ্বারা কি তুমি আমাকে নিরাকার ব্রহ্মত্বেই নিরূপণ করিতেছ?"

ঈশানদেবচরণাভরণেন নীবী-
দামোদরস্থিরযশঃস্তবকোদ্ভবেন।
লীলাশুকেন রচিতং তব কৃষ্ণদেব
কর্ণামৃতং বহতু কল্পশতান্তরেঽপি ॥ ১১০

যে তে চাবেশেন ত্বৎপ্রাপ্ত্যুৎকণ্ঠাকৃতয়া তৎস্ফূর্ত্ত্যা স্ফুটমাবির্ভবন্তি যানি ভূয়শ্চাপলানি তৈ র্ভূষিতাশ্চ যে তেষু। ননু এতেন কিং নিরাকার-ব্রহ্মত্বেন মাং নিরূপয়সীত্যত্র নেত্যাহ,—গোকুলস্য মণ্ডণায় মধুরোজ্জ্বল-নীলমণিবদ্ভূষণায় অতঃ কেবলং তুভ্যং নমোঽস্ত্বিত্যর্থঃ ॥ ১০৯

টীকা—ততঃ, অয়ে লীলাশুক মৎকর্ণামৃতরূপত্বদ্ভাষিতেনাপ্যায়িতোঽস্মি, তৎ প্রার্থয় পুনঃ কিমপ্যভীষ্টমিত্যত্র, দেব ত্বদেতৎসাক্ষাদ্দর্শনেন পূর্ণোঽস্মি, কিং ময়া প্রার্থ্যম্; তথাপীদমপি দেহীত্যাহ;—হে কৃষ্ণদেব!

উত্তরে বলিলেন, 'না, তুমি গোকুলের মণ্ডন—মধুর উজ্জ্বল নীল-মণিবৎ ভূষণ। অতএব আমার প্রত্যক্ষ দৃষ্ট উজ্জ্বল নীলমণিরূপ কেবল তোমাকে নমস্কার। ১০৯

(১১০) শ্লোকার্থ—ঈশানদেবের চরণাভরণ, নীবিদামোদরের স্থিরযশোস্তবক হইতে উদ্ভব, লীলাশুকের দ্বারা রচিত শ্রীকৃষ্ণের এই কর্ণামৃত যেন শতশত কল্প পর্য্যন্ত ভক্তহৃদয়ে প্রবাহিত হয়।

(১১০) টীকার অনুবাদ—অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, 'অহে লীলাশুক, আমার কর্ণামৃতরূপ তোমার রচনাবলী শুনিয়া আমি আপ্যায়িত হইয়াছি "পুনর্বার তুমি কোন অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর।" উত্তরে শ্রীলীলাশুক বলিলেন, 'হে দেব! তোমার সাক্ষাৎ দর্শনে আমি পূর্ণ হইয়াছি; আর কি বর প্রার্থনা করিব?

লীলাশুকেন ময়া রচিতং তব কর্ণামৃতমিদং কল্পশতান্তরেঽপি ত্বদ্ভক্তিরসিকজনচিত্তমাপ্লাব্য বহতু। কীদৃশা ময়া? ঈশানঃ সর্ব্বেশ্বরশ্চাসৌ দেবঃ ক্রীড়ারতশ্চ তস্য। ঈশা রাধা, সা চাননমানঃ, তস্যা মম বা প্রাণশ্চায়াং দেবশ্চ। স চ তয়োর্ব্বা চরণাঃ শিরোহৃদয়াভরণানি যস্য তেন। অত্র পক্ষে ছন্দোঽনুরোধাৎ প্রশব্দস্যাপ্রয়োগঃ। তথা,নীবীদামোদরস্য নীবীদাম উদরে যস্য। কার্ত্তিক্যাং খণ্ডিতয়া শ্রীরাধয়া কাঞ্চ্যা

তথাপি যদি বর দেওয়া আবশ্যক মনে কর, তবে এই বর দান কর—'ঈশানেতি'। হে কৃষ্ণদেব, তোমার কর্ণের অমৃতরূপ লীলাশুকের দ্বারা রচিত এই কাব্য শতশত কল্পেও তোমার ভক্তিরসিকদের চিত্তে প্রবাহিত হয়। ঈশানদেব পদের অর্থ—সর্ব্বেশ্বর হইয়াও ক্রীড়ারত (দেব)। এই ঈশান পদের ঈশ—শব্দে রাধা, সেই রাধা হইতেছেন 'আন' (প্রাণ) যাঁহার তিনি ঈশান বা যিনি শ্রীরাধার প্রাণ, তিনি আমার প্রাণের দেব; সুতরাং ঈশানদেব অর্থে ক্রীড়ারত শ্রীকৃষ্ণ। অন্য অর্থ হইতেছে, 'ঈষা'—শ্রীরাধা এবং তাঁহার 'আন' (প্রাণ) শ্রীকৃষ্ণ, সুতরাং ঈশানদেব অর্থে ক্রীড়ারত শ্রীরাধাকৃষ্ণ পদ সিদ্ধ হইল। অতএব শ্রীরাধাকৃষ্ণই যাঁহার শির ও হৃদয়ের প্রকৃষ্ট আভরণ, সেই লীলাশুক যে আমি, আমার দ্বারা রচিত। এস্থলে ছন্দানুরোধে 'প্র' শব্দের অপ্রয়োগ অর্থাৎ প্রবহতু স্থলে 'বহতু' উক্ত হইয়াছে। 'নীবিদামোদর' এই পদদ্বারাও শ্রীকৃষ্ণ বোদ্ধব্য। যেহেতু নীবিরূপ দাম উদরে যাঁহার, তিনি নীবিদামোদর। কার্ত্তিক মাসে খণ্ডিতা শ্রীরাধা কাঞ্চীর দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের উদরে বন্ধন

বন্ধোদরস্য। তথা হি ভবিষ্যোত্তরোক্ত-লীলার্থবন্ধ শ্লোকঃ,—সঙ্কেতাবসরে চ্যুতে প্রণয়তঃ সংসজ্জয়া রাধয়া, প্রারভ্য ভ্রূকুটীং হিরণ্যরশনাদাম্না নিবদ্ধোদরম্। কার্ত্তিক্যাং জননীকৃতোৎসববরে প্রস্তাবনাপূর্ব্বকং চাটূনি প্রথয়ন্তমাত্মপুলকং ধ্যায়েম দামোদরমিতি॥ যদ্বা, মম নীবী মূলধনরূপশ্চ দামোদরশ্চ তস্য। তব যঃ স্থিরযশঃস্তবকোঽম্লানযশঃকুসুমগুচ্ছঃ স এব উদ্ভবো বিভবঃ সম্পদ্যস্য তেন। ঈশানদেবস্য শিবস্যেতি নীবীদামোদরয়োর্মাতাপিত্রোরিতি চ কেচিদাহুঃ॥ ১১০

করিয়াছিলেন। অতএব নীবিদামোদর বলিতে শ্রীকৃষ্ণ। তাহা 'ব্রতরত্নাকরে' উদ্ধৃত ভবিষ্যপুরাণ উত্তর খণ্ডে আছে। যথা, একদা কার্ত্তিকমাসের পূর্ণিমায় নিশাযোগে সঙ্কেতাবসরে অর্থাৎ সঙ্কেতচ্যুত শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার কুঞ্জে উপনীত হইলে মানিনী শ্রীরাধা কুপিতা হইয়া ভ্রূকুটিপূর্ব্বক তাঁহাকে স্বর্ণখচিত নীবিদ্বারা উদরদেশে বন্ধন করেন। পরে শ্রীকৃষ্ণ নিজ জননীকৃত উৎসবের সকল বৃত্তান্ত বলিয়া চাটুবাক্যে প্রেয়সী শ্রীরাধাকে প্রসন্ন করিয়াছিলেন এবং শ্রীরাধাও তাঁহার বন্ধন মোচন করিয়াছিলেন, তদবধি শ্রীকৃষ্ণ নীবিদামোদর বা দামোদর নামে খ্যাত হইয়াছেন। আমরা সেই উৎপুলকান্বিত দামোদরকে ধ্যান করি।"

অথবা অন্য অর্থ এইরূপ—আমার নীবি—মূলধন-(প্রেমরূপ দাম) দ্বারা উৎ—উৎকৃষ্টরূপে বশীভূত হন যিনি অর্থাৎ প্রেমৈকলভ্য শ্রীকৃষ্ণই নীবিদামোদর। অতএব শ্রীকৃষ্ণই আমার মূলধন। হে কৃষ্ণদেব! তোমার স্থিরযশোস্তবক-(স্থিরযশোগুচ্ছ) রূপ অম্লান কুসুমগুচ্ছ হইতে উদ্ভূত সম্পত্তি তোমার কর্ণের

ধন্যানাং সরসানুলাপসরণীসৌরভ্যমভ্যস্যতাং
কর্ণানাং বিবরেষু কামপি সুধাবৃষ্টিং দুহানং মুহুঃ।
রম্যাণাং সুদৃশাং মনোনয়নয়োর্মগ্নস্য দেবস্য নঃ
কর্ণানাং বচসাং বিজৃম্ভিতমহো কৃষ্ণস্য কর্ণামৃতম্ ॥ ১১১

টীকা—ততঃ, অয়ে মম চাসাঞ্চ মৎপ্রেয়সীনাঞ্চ সরসবিদগ্ধমদ্ভক্তানাঞ্চ স্বগুণত এব তবৈতৎকর্ণয়োরমৃতমেব, তথাপি মদ্গিরাপীদমস্ত্বিতি স্ববচসাং তত্তৎসুখদত্বং বিচিন্ত্য সবিস্ময়ানন্দমাহ, ইদং নোঽস্মাকং বচসাং

অমৃতরূপ এই কর্ণামৃত শত শত কল্পে বিদ্যমান থাকুক্। কেহ কেহ বলেন, 'ঈশান দেব' অর্থে শ্রীশিব। কাহার মতে নীবি ও দামোদর শ্রীলীলাশুকের মাতা ও পিতা। ১১০

(১১১) শ্লোকার্থ—সরস মধুরভক্তিসহিত যে অনুলাপ লহরী-সৌরভ্য, ধন্যতম ভক্তগণের কর্ণবিবরে নিরন্তর কোন এক অনির্ব্বচনীয় সুধাবর্ষণ করে এবং মনোহর সুনেত্রা ব্রজবধূদিগের মন-নয়ন-মগ্নচিত্ত শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণের ও বচনের বিলাসরূপ 'কর্ণামৃত' কাব্যই আমার সৌভাগ্য ফল।

(১১১) টীকার অনুবাদ—অতঃপর (শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন) অয়ে! (তোমার রচিত কর্ণামৃত) আমার ও আমার প্রেয়সী-বর্গের এবং সরস বিদগ্ধ মদ্ভক্তগণের স্বগুণতই কর্ণদ্বয়ের অমৃতরূপ হইয়াছে। তথাপি আমার বাক্যের দ্বারা ইহা সমর্থিত হউক। অর্থাৎ আমি বলিতেছি—'তথাস্তু'—তাহাই হউক। এই প্রকার নিজবাক্যের (কর্ণামৃত-কাব্যের) তত্তৎ সুখপ্রদত্ত চিন্তা করিয়া শ্রীলীলাশুক সবিস্ময়ে আনন্দের সহিত বলিলেন—'অহো! কি

বিজৃম্ভিতং দেবস্য তব কর্ণামৃতমিত্যহো মদ্ভাগ্যমিতি ভাবঃ। তত্রাপি, কৃষ্ণস্য সকলকেলিকলাচতুররসিকশিরোমণেঃ। নন্বেতাদৃশবিরহ-সংযোগপ্রলাপসংলাপময়ত্বান্নৈতচ্চিত্রমিতি চেত্তত্রাহ,—সুদৃশাং বিরহে মনসি, সংযোগে নয়নয়োর্মগ্নস্য। তত্তৎপ্রলাপসংলাপাভ্যাং হৃতেন্দ্রিয়স্যে-

---

আশ্চর্য্য! আমার রচিত কর্ণামৃত তোমার (শ্রীকৃষ্ণের) কর্ণযুগলের অমৃততুল্য আস্বাদযুক্ত!! অর্থাৎ এই কর্ণামৃত শ্রবণে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ও তদীয় প্রেয়সী ব্রজসুন্দরীগণ এবং সরস বিদগ্ধ ভক্তগণ পরম আনন্দ লাভ করেন, ইহা অপেক্ষা আমার সৌভাগ্য আর কি হইতে পারে? তত্রাপি শ্রীকৃষ্ণের সকল কেলিকলাচতুর রসিকশিরোমণি ভক্তগণের কর্ণে ইহা অমৃতধারা বর্ষণ করে। যদি বল, তাদৃশ বিরহ-সংযোগ-প্রলাপ-সংলাপময় সরস কৃষ্ণকথা যে তাঁহাদের প্রীতিকর হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্যের কি আছে? যদি তাহাই হয়, তাহাতে বলিলেন, সুনেত্রা ব্রজসুন্দরী-গণের বিরহে শ্রীকৃষ্ণের মন সতত তাঁহাদের চিন্তায় নিমগ্ন থাকে এবং তাঁহাদিগের সহিত সংযোগেও শ্রীকৃষ্ণের নয়নযুগল তাঁহাদের রূপ-লাবণ্যাদি দর্শনে সংলগ্ন থাকে; কিন্তু সেই অবস্থায়ও প্রলাপ-সংলাপের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়াদি হৃত হইয়া থাকে। অতএব শ্রীকৃষ্ণের বিলাস প্রতিপাদক আমার বচনের বিলাসরূপ এই কর্ণামৃত শ্রীকৃষ্ণের কর্ণবিবরে সুধাবর্ষণকারী হইয়াছে, ইহা অতিবিস্ময়ের বিষয় নহে কি? আরও বিস্ময়ের বিষয় এই যে, স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীও যাঁহাদের বৈদগ্ধী প্রভৃতি গুণ প্রার্থনা করেন, সেই বৃন্দাবনসম্বন্ধিনী সুরঙ্গিনী ব্রজবধূদের কর্ণে ইহা অমৃত বর্ষণ

ত্যর্থঃ। তত্রাপি রম্যাণাং লক্ষ্মীপ্রার্থ্যবৈদগ্ধ্যানাং বৃন্দাবনসম্বন্ধিনীনাম্। কিঞ্চ, ন পরং ভক্তোক্তিপ্রিয়ত্বাত্তবৈব, কিন্তু তাসামপি কর্ণানাং বিবরেষু সুধাবৃষ্টিং দুহানং প্রপূরয়দিত্যহো চিত্রম্। স্বদশাদ্বয়প্রলপিতসাম্যাদা-সামেব ন কেবলং কিন্তু ত্বদ্ভক্তানামপীত্যাহ,—ধন্যানাং ত্বদ্ভক্তিবিশেষ-

---

করে অর্থাৎ অমৃততুল্য আস্বাদযুক্ত হইয়াছে, ইহা অতি-আশ্চর্য্যের বিষয় নহে কি? তবে যদি বল, ইহাই কেবল পরতর নহে। কারণ শ্রীকৃষ্ণের কর্ণবিবরে ভক্তের উক্তি প্রিয়ত্বহেতু সুধাবর্ষণকারী; কিন্তু তাদৃশ ব্রজসুন্দরীদের কর্ণবিবরে সুধাবর্ষণকারী অর্থাৎ কোন আশ্চর্য্য সুধাবৃষ্টিধারা প্রপূরিত করে,অহো! ইহা অপেক্ষা অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি হইতে পারে? যদি বল, স্বদশাদ্বয়ে অর্থাৎ নিজের (লীলাশুকের) অন্তর্দ্দশা ও স্বান্তর্দ্দশাদ্বয়ে প্রলপিত উক্তির সহিত ব্রজবধূদের প্রলাপের সাম্য রহিয়াছে। কেবল তাহাই নহে, শ্রীকৃষ্ণের ভক্তগণের কর্ণেও অমৃতধারা বর্ষণ করে; তাই বলিলেন, ধন্যতম অর্থাৎ ভক্তিরহস্যজ্ঞ—শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাসবিশেষ প্রতিপাদক অনুলাপ (বার বার আলাপ) —সম্পর্কিত সৌরভ্য যে সকল রসিকভক্তগণ অনুভব করেন, তাঁহাদের কর্ণবিবরে কি এক আশ্চর্য্য সুধাবর্ষণ করে, ইহা অতীব বিচিত্র নহে কি? যদি বল, এইরূপ অশ্রুতচর অপূর্ব্ব সরসবাণী কখনও তাঁহারা শ্রবণ করেন নাই, সুতরাং তাঁহাদের কর্ণবিবরে সুধাবর্ষণ করা বিচিত্র নহে। সেই অনুলাপ সরণী কিরূপ? শ্রীকৃষ্ণের মধুরভক্তিরসসহিত অনুলাপ। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার সরস বিলাস প্রতিপাদক অনুলাপ (মুহুর্মুহু ভাষণ)

অনুগ্রহ-দ্বিগুণ-বিশাল-লোচনৈ-
রনুস্মরন্মৃদুমুরলীরবামৃতৈঃ।
যতো যতঃ প্রসরতি মে বিলোচনং
ততস্ততঃ স্ফুরতু তবৈব বৈভবম্ ॥ ১১২

ইতি লীলাশুক শ্রী বিল্বমঙ্গল-বিরচিতং
শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতং সমাপ্তম্ ॥

বতামপি কর্ণানাং বিবরেষু তথা কুর্ব্বৎ। ইতি চিত্রমিতি ভাবঃ। ননু তেষামশ্রুতচরসরসবাণীশ্রবণাদ্যুক্তমেতদিতি চেত্তত্রাহ। কীদৃশাম্? ভবন্মধুর ভক্তিরসসহিতো যোঽনুলাপো মুহুর্ভাষণং তস্য যা লহর্য্যস্তাসাং সৌরভ্যমভ্যস্যতামপি। পূর্ব্বং ত্বয়ৈব তথোক্তত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ১১১

টীকা—ততঃ, অয়ি লীলাশুক! সত্যং তদ্বিশুদ্ধপ্রগাঢ়প্রেমবিলসিত-

তাহাই হইয়াছে সরণী এবং সেই সরণী—সম্পর্কিত যে সৌরভ ভক্তগণ আলাপক্রমে আস্বাদন করেন। অতএব এই রসিক-ভক্তগণের পক্ষে এই গ্রন্থ নিত্য আস্বাদ্য। (অহে লীলশুক) আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, কিরূপে আমার মাধুর্য্যাদি বর্ণন করিতে হয়, তাহা তুমিই জান। ১১১

(১১২) শ্লোকার্থ—(হে দেব!) আমার প্রতি অনুগ্রহের জন্য যে বিশাল নেত্র দ্বিগুণিত হইয়াছে, তাহার দ্বারা এবং মৃদু মুরলীরবামৃত স্মরণ করিতে করিতে তাহার দ্বারাও যেখানে যেখানে আমার দৃষ্টি পতিত হইবে, সেইখানেই যেন তোমার সৌন্দর্য্যমাধুর্য্য-বিগ্রহ আমার হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি হয়—সর্ব্বত্রই যেন তোমাকে দেখিতে পাই।

(১১২) টীকার অনুবাদ—অতঃপর (শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন) অহে লীলাশুক, বিশুদ্ধ প্রগাঢ়প্রেম-বিলসিত এই তোমার বাক্য

মেবৈতত্তে বচঃ, ঈদৃগনুরাগস্যাহমেব মূল্যমিতি ত্বয়াহং বশীকৃত এব; কিন্তু ত্বমধুনৈবাত্রাগতোঽসি, তদেতদ্দেহাস্বাদ্যশ্রীবৃন্দাবনরাসাবলোক-সুখানি কতিচিদ্দিনানি অনুভব, পশ্চাদচিরাদেব মদেতল্লীলাং প্রবেক্ষ্য-সীত্যাশ্বাস্যান্তর্দ্দিধিৎসুং সস্নেহপূর্ব্বকং শ্রীরাধয়া সহ কৃপয়াবলোকয়ন্ত-তং বীক্ষ্য তদ্দর্শনবিয়োগাতিবিকলঃ সদৈন্যং তদ্দিনাতিবাহনোপায়ং প্রার্থয়ন্নাহ;—হে দেব, যতো যতঃ যত্রযত্র মে বিলোচনং প্রসরতি। কীদৃশম্? তদনুস্মরন্নিরন্তরং তবৈক মাধুর্য্যং স্মরেৎ। ততস্ততস্তত্র তত্র সহজবিশালান্যপি মদ্বিষয়ানুগ্রহেণ দ্বিগুণবিশালানি যানি যুবয়োর্লোচনানি তৈস্তথা মৃদুমুরলীরবামৃতৈশ্চ সহানয়া সহিতস্য তবৈব বৈভবং সৌন্দর্য্যবৈদগ্ধ্যবিলাসাদিময়ং স্ফুরতু। অনু নিরন্তরং স্ফুরত্বিতি বা। অস্কোরগ্রে সদা তিষ্ঠ নয় বা মাং পদান্তিকম্।

সত্য এবং এই প্রকার অনুরাগের আমিই মূল্য। অতএব আমি তোমার প্রেমে বশীভূত হইয়াছি, কিন্তু তুমি এখনই শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়াছ, কিছুদিন এখানে বাস করিয়া এই দেহের দ্বারা আস্বাদ্য শ্রীবৃন্দাবন-রাসবিলাস-অবলোকন-সুখ অনুভব কর অর্থাৎ এখানে কিছুদিন বাস করিয়া লীলা দর্শন কর, পশ্চাৎ শীঘ্র এই লীলায় প্রবেশ করিবে।" এই প্রকারে আশ্বাসদান করিয়া অন্তর্দ্ধান-ইচ্ছুক শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণ সস্নেহে কৃপাপূর্ণদৃষ্টিতে শ্রীলালাশুককে অবলোকন করিলেন। তাহা দেখিয়া অর্থাৎ শ্রীরাধার সহিত কৃপাবলোকনকারী শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া এবং তাঁহাদের অদর্শন আশঙ্কা করিয়া তিনি অতিব্যাকুল হইয়া কিভাবে সেই দিনগুলি অতিবাহিত করিবেন, তাহার উপায় শ্রীকৃষ্ণের নিকট সদৈন্যে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে দেব, এইমাত্র

ইতি দীনঃ কথং ব্রূয়াং নেত্রাগ্রে স্ফুরতাৎসদা ॥ ১১২ ॥ জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্ম্মম মন্দমতের্গতী। মৎসর্ব্বস্বপদাম্ভোজৌ রাধামদন-মোহনৌ ॥ জয়তি মধুররাধাকৃষ্ণলীলারসোদ্যন্নটনবিধিসুধাভিঃ সার্থ-সংজ্ঞামকার্ষীৎ। বিষয়বিষবিসংজ্ঞাং যো রসজ্ঞাং নটীং মে সরসভজন-লাস্যে সূত্রধারস্বরূপঃ ॥ দুর্গমে পথি মেঽন্ধস্য স্খলৎপাদগতের্ম্মুহুঃ। স্বকৃপাযষ্টিদানেন সন্তঃ সন্ত্ববলম্বনম্ ॥ শ্রীরূপচরণাব্জালি-কৃষ্ণদাসেন বর্ণিতা। কৃষ্ণকর্ণামৃতস্যৈষা টীকা সারঙ্গরঙ্গদা ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণদাস-কবিরাজ-গোস্বামি-বিরচিতা শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতটীকা সারঙ্গরঙ্গদা সমাপ্তা ॥

আমি প্রার্থনা করি, যেখানে যেখানে আমার নেত্র প্রসারিত হইবে, সেইখানেই যেন তোমার বৈভব স্ফুরিত হয়। সেই বৈভব কি প্রকার? তোমার রূপ-গুণ-লীলা-মাধুর্য্যাদিযুক্ত শ্রীবিগ্রহ এবং 'অনুস্মরণ মৃদুমুরলীরবামৃতৈঃ।" অর্থাৎ মৃদু ও সরস মুরলীর রব যখন তুমি করিবে তখন আমার নেত্রদ্বয় তোমাকে স্মরণ করিতে করিতে ধাবিত হইবে। হে যুগলকিশোর, মদ্বিষয়ে অনুগ্রহের জন্য তোমাদের যে স্বাভাবিক বিশাল নেত্র দ্বিগুণিত হইয়াছে, তাহার দ্বারা এবং মৃদু-মুরলীরবামৃত স্মরণ করিতে করিতে তোমাদের সৌন্দর্য্য-বৈদগ্ধ্যবিলাসময় লীলা আমার হৃদয়ে যেন নিয়ত স্ফুরিত হয় বা আমার নয়ন সমক্ষে তোমরা সদা অবস্থান করিও—আমাকে পদান্তিকে স্থান দিও। দীন আমি অধিক কি বলিব? তোমাদের এই যুগলমূর্ত্তি যেন সর্ব্বদা সর্ব্বত্র দর্শন প্রাপ্ত হই।

——০——

টীকাকার শ্রীল কৃষ্ণদাস গোস্বামিপদের বিজ্ঞপ্তি ঃ—

পঙ্গু ও মন্দমতি আমার একমাত্র গতি যে যুগল যাঁহাদের শ্রীচরণকমলই আমার যথাসর্ব্বস্ব, সেই পর শ্রীরাধামদনমোহন জয়যুক্ত হউন।

যে মধুরলীলারস উদ্ধন্ নৃত্য করিতে করিতে সুধার বিবিধ অর্থ আবিষ্কার করিয়া আমার বিষয়-বিষ-লোলুপ আকর্ষণ করিয়াছেন, সেই রসজ্ঞানটী আমার সরস ভজ সূত্রধাররূপ শ্রীরাধাকৃষ্ণলীলা জয়যুক্ত হউক।

দুর্গমপথে পুনঃ পুনঃ পদস্খলিত অন্ধ আমাকে সাধু কৃপা-যষ্টিদান করতঃ আমার অবলম্বন হউন।

শ্রীশ্রীরূপগোস্বামীর চরণকমলের ভৃঙ্গ শ্রীকৃষ্ণদ 'সারঙ্গরঙ্গদা' নামক শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের টীকা সমাপ্ত।

—o—

সাউরী প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশি

গ্রন্থমালা—

'শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতম্'

(মূল ও টীকার অনুবাদ সহ) ৪০ টাকা

'শ্রীরাসলীলা'

(ভাবার্থদীপিকা, বৈষ্ণবতোষণী ও সারার্থদর্শি
টীকার অনুবাদ সহ) ২৪ টাকা

শ্রীভাগবতধর্ম ৪'০০। শ্রীহরিনামামৃতসিন্ধু ২'০০। ৪
নাম চিন্তামণি ২'০০। রসতত্ত্বগীতাবলী ৭৫। শ্রীস
৩'০০। রাগানুগাভজন রহস্য (১ম) ১'৫০পঃ। ঐ (২য়)
জৈবধর্ম ৫'০০। শ্রীরাধারসসুধানিধি ৩'০০। মাধুর্য্যক
১'৫০ পঃ। রাগবর্ত্মচন্দ্রিকা ৭৫ পঃ। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
পঃ। সঙ্কল্পকল্পদ্রুম ৭৫ পঃ। নবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ ৩১ পঃ।
নাম স্তোত্র ৩১ পঃ। শ্রীনারদভক্তিসূত্র ৫০ পঃ, নব
ভক্তি ৫০ পঃ। শ্রীগুরুতত্ত্ববিবেক ৫০ পঃ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য
প্রতিপাদ্য পরতত্ত্ব ১'০০। ভক্তি ৫০ পঃ। শ্রীকৃষ্ণনা
ভৌমত্ব ৫০ পঃ। শরণাগতি ৫০ পঃ। ব্রজেরমাধুকরী ৩
সজ্জনসঙ্গিনীর বিশেষ সংখ্যা ১'০০। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতম্ ৪
শ্রীবৈষ্ণবকণ্ঠমালা ৭৫ পয়সা।